[illegible] খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বৈশাখ, ১২৮২।

সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয়
মাসিক পত্র ও সমালোচন।

বিষয়	পৃষ্ঠা।

ভবানীপুর;

সাপ্তাহিক সম্বাদ যন্ত্রে শ্রীব্রজমাধব বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
১ নং পিপুলপটী লেন, ভবানীপুর, কলিকাতা।

১২৮২।

রণচণ্ডী।

১৫ অধ্যায়।

অসভ্য কুকি জাতির স্বভাব এই, যাহা দ্বারা উপকৃত হয়, তাহার জন্য অকাতরে প্রাণদান করিতে পারে; আবার যে ব্যক্তি উহাদের অপকার করে, উহারা, যত দিনে হউক, যে প্রকারে হউক, তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। উহারা যেমন কৃতজ্ঞতাপরায়ণ, তেমনি বৈর-নির্যাতনপ্রিয়, ভরত সিংহ ভুবনগিরির কুকিদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিলেন। অদ্য সুযোগ পাইয়া, তাহারা তাহার প্রতিফল দিতে লাগিল। তাহারা থানা লুণ্ঠন করিল, ভরতসিংহের যে সকল দ্রব্যজাত ছিল, সে সকল যে পাইল, সে লইয়া গেল। অনন্তর থানার গৃহ সমূহে আগুন লাগাইয়া দিল। প্রত্যেকের মধ্যে সমস্ত পুড়িয়া গেল। যতক্ষণ গৃহ দাহ হইতেছিল, ততক্ষণ কুকিরা এক এক জন মণিপুরিকে ধরিয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছিল।

এই সকল গোলযোগে কুলপিলালের সঙ্গীয় লোকেরা মিশ্রিত হয় নাই। তাহাদিগকে কুলপিলাল যে স্থানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা সকলে সেই স্থানে নীরবে দণ্ডায়মান ছিল। তাহাদিগের প্রতিও কেহ অস্ত্র উত্তোলন করে নাই, তাহারাও কাহারও প্রতি আপনাদের অস্ত্র ব্যবহার করে নাই।

অগুরু পর্ব্বতের এক জন দলপতি, আতংখেলু থানা লুণ্ঠনের পরে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ এক খানি প্রস্তরখণ্ড ভূমিতে দেখিয়া, তাহার তাহা উঠাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হইল। চেষ্টা করিল, কিন্তু একা উঠাইতে [illegible]রিল না; আর এক জন কুকিকে ডাকিল; এবার সে প্রস্তর উঠিল। প্রস্তর উঠিবামাত্র আমাদিগের বাঙ্গালী ভ্রমণকারিরা ও কুলপিলাল গহ্বর হইতে উঠিলেন। তাঁহাদের গর্ত্তে অবস্থান কালে কি কি ঘটনা হইয়া গিয়াছিল, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। কুলপিলাল যে স্থানে আপনার সহকারী লোকদিগকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই স্থানাভিমুখে গমন করিতে২ আতংখেলুর নিকটে সমস্ত শুনিলেন। এবং তাঁহার লোকেরা এ গোলযোগে মিশ্রিত হয় নাই শুনিয়া, বড় সন্তুষ্ট হইলেন। দ্রুতপদে গিরিসঙ্কটে আসিয়া দেখেন, তিনি যে ভাবে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার লোকেরা সেই ভাবে দণ্ডায়মান আছে। তাঁহাকে দেখিয়া তাহাদের শরীরে যেন জীবন লাভ হইল। কেননা অনেকেই, বাঙ্গালী ভ্রমণকারিদের সহিত তাঁহার কোন অনিষ্টাপাত হইয়াছে, এরূপ মনে করিয়াছিল। কনিষ্ঠভ্রমণকারিকে দেখিয়া, রুদ্র ও ভদ্রপাল বড় সন্তুষ্ট হইল।

এক্ষণে সমস্ত গোলযোগ নিবারিত হইয়াছে, ভরতসিংহের লোকদিগের মধ্যে অধিকাংশই কুকিদিগের বড়শার আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, আবার অনেকে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। আবার গৃহ সকল ভস্মসাৎ হইয়াছে, কোন স্থানে ভস্মরাশির মধ্যে দুই চারিটী শব অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় পতিত আছে; কোন স্থানে কোন সাংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভূমিতে পড়িয়া আর্ত্তস্বর করিতেছে, গিরিপার্শ্বে ও গিরি-

সঙ্কটে মণিপুরিদিগের শব ইতস্ততঃ পতিত আছে।

অনন্তর কয়েকজন কুকি ভরতসিংহকে ধরিয়া লইয়া গিরিসঙ্কটের পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতের শিখরে উঠিল। তাহাদের সঙ্গে বৌদ্ধপুরোহিত পুঙ্গিকে দৃষ্ট হইল। তাহারা হস্তপদ বন্ধন পূর্ব্বক ভরতসিংহকে সেই পর্ব্বতশিখর হইতে ফেলিয়া দিল। ভরতসিংহ গড়াইতেং গিরিসঙ্কটে পড়িল। পড়িবামাত্র আর কয়েক জন কুকি তাহার পৃষ্ঠে, মস্তকে ও উদরে বড়শার দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। যখন স্থির হইল যে, তাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, তখন তরবারি দ্বারা তাহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিল। এই প্রকারে ভরতসিংহ আপনার কৃত কর্ম্মের পুরস্কার পাইল।

অনন্তর কালনাগী কুকিরা এ স্থান হইতে প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, তাহাতে আতংখেলু আসিয়া এক দিন এই স্থানে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিল। সে কহিল, "আপনাদিগের প্রতি কল্য যে ব্যবহার করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন, অদ্য এ স্থানে থাকিয়া আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে।"

কুলপিলাল কহিল, "তাহাতে আমার কোন বাধা নাই, কিন্তু এ স্থানে থাকিলে, পাছে রাজা বীরকীর্ত্তি সিংহ মনে করেন যে, আমার পরামর্শে ও সাহায্যে তোমরা ভরতসিংহকে বধ করিয়াছ, এ জন্য আমি চিন্তা করিতেছি।"

"তাহা তিনি মনে করিবেন, এস্থানে অদ্য রাত্রি যাপন করিলেও মনে করিবেন, না যাপন করিলেও মনে করিবেন। কিন্তু আপনার বন্ধু এই বাঙ্গালী ভ্রমণকারী যদি সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার নিকট বিবৃত করেন, তাহা হইলে তাঁহার সে বিশ্বাস দূর হইবে।"

"আমার বাঙ্গালী বন্ধু যে তাহা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভাল, রাজা যে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিবেন, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিলে ?"

"কি প্রকারে জানিলাম, তাহা বলিতে পারি না ; কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, এই বাঙ্গালী ভ্রমণকারিদ্বয় সামান্য লোক নহেন। আর রাজার সহিত ইহাঁদের পরিচয় আছে।"

"সে ভালই। ভাল, আমরা যদি এ স্থানে থাকি, তবে আমাদের কোথায় স্থান দিবে ?"

আপনাদিগকে ভুবনগিরি পল্লীতে স্থান দিব।

সকলে এই স্থানে দিবসের অবশিষ্ট ভাগ ও রাত্রি যাপন করা স্থির করিলেন। বিশেষ আমাদের প্রাচীন ভ্রমণকারী কুলপিলালকে বলিলেন যে, "অদ্য এ স্থানে থাকিয়া আমাদের যাত্রার বিষয়ে পরামর্শ করা যাউক, কেননা অদ্য যে ঘটনা ঘটিয়াছে, ইহা আমাদের হয় মঙ্গলের, না হয় অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে। অদ্যকার সমাচার রাত্রি মধ্যে দেশময় রাষ্ট্র হইবে। যাহারা এস্থান হইতে পলাইয়া গিয়াছে, তাহারা চতুর্দ্দিকে এ সংবাদ প্রকাশ করিবে, সুতরাং আমাদের পঁহুছিবার পূর্ব্বে গোবিন্দপুরে এ সংবাদ নীত হইবে। অতএব কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য সময় আবশ্যক।"

কুকি পল্লীতে সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে আশ্রয় লইলেন। ভৃত্যেরা আহারাদির আয়োজন করিতে গেল। যুবকেরা

পালানুক্রমে প্রহরী কার্য্যে ব্রতী হইল। আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারীও তাহাদের সঙ্গে প্রহরী কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

---

১৬ অধ্যায়।

রাত্রে আহারান্তে সকলে মন্ত্রণা করিতে বসিলেন। প্রাচীনেরা এক দিকে ও যুবকেরা অন্য দিকে বসিলেন। আমাদের বাঙ্গালী ভ্রমণকারিরা তখনও তথায় আহূত হয়েন নাই।

কুলপিলাল দলপতি, তিনিই কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, "এক্ষণে আমাদের কি কর্ত্তব্য! আমি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছি, এবং বুঝিতে পারিয়াছি যে, অদ্যকার ঘটনায় রাজা বীরকীর্ত্তি আমাদের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন।"

রুদ্র উদ্ধতভাবে কহিল, "অসন্তুষ্ট হইলে ভয় কি ? আমরা কি তাঁহার প্রজা ?"

কুলপিলাল ধীরতাসহকারে কহিলেন, "আমরা তাঁহার প্রজা নহি, তাহা সত্য, কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান যাত্রার উদ্দেশ্য উভয় রাজ্যের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন; তিনি অসন্তুষ্ট হইলে, সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না।"

আর এক জন যুবক কহিল, "সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে যুদ্ধ করিব।"

এ কথা শুনিয়া এক জন প্রাচীন কহিলেন, "যুদ্ধের কারণ উদ্ভাবন করা সহজ কথা, কিন্তু শান্তি স্থাপনে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন কথা। আর ইহাও জানিও যে, অনাবশ্যক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।"

কুলপিলাল কহিলেন, "আমাদের সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, যুদ্ধের কারণ নিবারণ করাই আমাদের এ যাত্রার উদ্দেশ্য, অতএব সে বিষয় বিস্মৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য ব্যগ্রতা দেখান কর্ত্তব্য নহে। আমি বোধ করি, আমার বন্ধু জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী যদি অগ্রে যাইয়া রাজার নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করেন, তাহা হইলে রাজা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হইতে পারেন।"

এ কথা শুনিয়া উষ্ণরক্ত রুদ্র কহিলেন, "তবে কি আমাদের মঙ্গলামঙ্গল এক জন বাঙ্গালির কথার উপর নির্ভর করে? বাঙ্গালী,—যাহাদের রাজ্য পরাধীন—তাহার দ্বারা উপকৃত হওয়া ?—"

কুলপিলাল কহিলেন, "রুদ্র, তুমি আমার বন্ধু প্রাচীন ভ্রমণকারির নিন্দা করিও না;—তিনি বাঙ্গালী বটে—বাঙ্গালাদেশ পরাধীনও বটে; সে জন্য তাঁহাকে দোষ দিও না। সে বিধাতার কার্য্য, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনার প্রশংসা করিতে হয়।"

"দেশ পরাধীন হওয়া বিধাতার কার্য্য নহে; সে দেশের লোকদের কাপুরুষতার ফল।"

"ভাল, সে যাহাই হউক, এক্ষণে সে তর্কে প্রয়োজন নাই। তুমি এক জন লোক প্রেরণ করিয়া আমার বাঙ্গালী বন্ধুকে এ স্থলে আনাও।"

তাঁহার কথানুসারে লোক প্রেরিত হইল। আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রমণকারী লোকসহ আইলে কুলপিলাল তাঁহাকে সাদরে বসাইলেন। এক্ষণে তাঁহার সহিত কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ হইতে লাগিল।

অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক কষ্টের পর আহারাদি করিলে বিলক্ষণ

আরাম বোধ হয়। কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী সমস্ত দিন শারীরিক ও মানসিক যাতনা ভোগ করিয়া সন্ধ্যার পর আহারান্তে ভুবনগিরির এক শৈলোপরে চন্দ্রালোকে বসিয়া আরাম করিতেছিলেন। আপতিত বিপদের বিষয় সর্ব্বদা চিন্তা করিলে মন অনুৎসাহিত হয়। এজন্য সে চিন্তা না করিয়া লোকে অন্য প্রকার সুখকর চিন্তা দ্বারা মনকে আমোদিত করিয়া থাকে। আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী আপনার বর্ত্তমান দুঃখের চিন্তা একেবারে ভুলিয়া পূর্ব্ব সুখ বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বিগত সুখ দুঃখ উভয়েরই চিন্তা মানুষের মনের পক্ষে সুখদায়ক। উভয়েই মানুষের মনকে আমোদিত করিয়া থাকে। কনিষ্ঠ ভ্রমণকারীর মনে বাল্যকালের চিন্তা উদয় হইল। তাহা ইহাঁর পক্ষে বিলক্ষণ সুখকর হইল। বাল্যের সুখ, বিপদ, আত্মগোপন, এ সকল চিন্তা বড় সুখের চিন্তা। মানুষের মনের চিন্তাস্রোতঃ নদীস্রোতের ন্যায় বহুদিকগামী। চিন্তাস্রোতঃ ক্রমে বহিতে২ ভুবনগিরি পর্য্যন্ত আসিল, এই পর্য্যন্ত আসিয়াই থামিল না; কারাকূপে অবস্থিতি ও রণু দ্বারা মুক্তি লাভ পর্য্যন্ত আসিল। শেষে সমস্ত মন রণু বিষয়ক চিন্তায় মগ্ন হইল। ভাবিলেন,"রণু কি;—দেবী, কি মানবী? আমার সাক্ষাতে হ্রদের জলে ডুবিল, আবার গিয়া দেখি কুলপিলালের সঙ্গে আসিতেছে। এ কি প্রকার! এ কি মানবী! না কোন দেবতা রণুর বেশে আমার মঙ্গল সাধন করিতেছেন! তবে কোন্ দেবতা, আমার প্রতি কেন এত সদয় হইলেন? জননী যে প্রতিনিয়ত দেব দেবীর আরাধনা করেন, তবে বোধ হয়, তাঁহার ব্রতানুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়া কোন দেবী আমার মঙ্গল সাধন করিতেছেন! একথা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তাঁহার ইচ্ছা এই, যেন তাঁহার উপকারকারিণী প্রকৃত রণু হয়েন। তিনি ভাবিলেন, "আজি যদি এক বার রণুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, এ সমুদায়ের নিগূঢ় কারণ জিজ্ঞাসা করি। সে কি বলিবে? বলিবে না, সব কথা সে আমায় বলে না। বলে না কেন? তবে সে আমায় ভাল বাসে না।" এ চিন্তায় তাঁহার অনেক কষ্ট হইল, তাহা তিনি বুঝিলেন। আবার মনে২ কহিলেন, "আমায় ভাল না বাসিল ত কি হইবে? আমিও ত তাহাকে ভাল বাসিব না। ভাল বাসি আর নাই বাসি; কিন্তু কি শক্তিতে রণু এ প্রকার আশ্চর্য্য কর্ম্ম সাধন করে, তাহা আমার শুনিতে বড় বাসনা হইতেছে। এক বার কেন রণুর কুটীরে যাই না? সেখানে এখন আতঙ্গী বৈ আর কেহ নাই। না, যাওয়া হইবে না; তাহা হইলে রণু মনে করিবে, আমি তাহাকে ভাল বাসি। এখন থাক্, যদি ভগবান সিদ্ধেশ্বর দিন দেন ত এ সকল রহস্য জানিতে পারিব।"

এই রূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন তাঁহার পশ্চাদ্দিকে আসিয়া তাঁহার গলায় একছড়া হীরণ্ময় কণ্ঠহার পরাইয়া দিল। কনিষ্ঠ অমনি পশ্চান্মুখ হইয়া দেখেন রণু, আর কেহ নয়। তিনি আপনার কণ্ঠদেশ হইতে হীরণ্ময় হার বাহির করিয়া রণুকে জিজ্ঞাসিলেন, "রণু, এ হার তুমি কোথায় পাইলে?"

রণু হাসিতে২ কহিলেন, "যেখানেই পাইনা কেন, এ হার তুমি কখন দেখিয়াছ?"

"দেখিয়াছি।"

"কতবার দেখিয়াছ ?"

"তা, বলিব কেন ? তুমি এ হার কো-থায় পাইলে ?"

"যেখানেই পাই, এ কাহার ?"

"আমাদের।"

"তাই তোমাকে দিলাম।"

"আমি এ জন্য তোমার নিকট বাধ্য হইলাম।"

"ভরতসিংহ কি এই হার তোমাদের নিকট হইতে লইয়াছিল ?"

"হাঁ, এই হার।"

"ইহার দাম কত।"

"আমি জানি না।"

"তুমি বণিক ? তবে জান না কেন ? কত দামে কিনিয়াছে ?"

"আমি বণিক নহি; আমি এ হার কিনি নাই।"

"তবে কোথায় পাইলে।"

"এক জন দিয়াছেন।"

"ইহা কি বেচিবে ?"

"না।"

"তবে কি করিবে ?"

"রাজা বীরকীর্ত্তি সিংহকে দিব।"

"তিনি তোমার কে ?"

"তিনি আমার কে ?"

"তবে তাঁহাকে দিবে কেন ?—আ-মাকে দেও।"

"তোমাকে দিতে পারি না।"

"তবে তোমাকে আমি আর গান শুনাইব না।"

"গান শুনাইবে না।—কিন্তু আবার কোন বিপদে পড়িলে আমাকে উদ্ধার করিবে ত ?"

"তাহা করিব।"

"তা কেন করিবে ? আমি যে তো-মাকে কণ্ঠহার দিলাম না ?"

"কেন করিব, জানি না; করিতে ইচ্ছা করে।"

"রণু, তুমি দয়ার মূর্ত্তি; তুমি আমার কত উপকার করিয়াছ। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বলিবে ?"

"যদি ইচ্ছা হয়, বলিব।"

"তুমি কি প্রকারে এরূপ আশ্চর্য্য কর্ম্ম কর।"

"আমি কি করিয়াছি ?"

"এই আমাকে উদ্ধার করিয়াছ ?"

"হাঁ করিয়াছি।"

"কি প্রকারে করিলে ?"

"তাহা তুমি জান।"

"আমি যাহা জানি না, তাহা বল ?"

"তাহা বলিব না।"

"তবে তুমি আমাকে ভাল বাস না?"

"আমি সকলকেই ভাল বাসি,—কেবল"—

"কেবল কি ?"

"তাহা বলিব না।"

"তুমি বড় দুষ্ট।"

"আমি দুষ্ট নহি; আমি বালিকা।"

"তুমি কখন বালিকা, কখনও প্রবীণা।"

"আমি চলিলাম, তোমার সঙ্গে আর কথা কহিব না, তুমি আমাকে গালি দিলে।"

"তবে আমি বিপদে পড়িলে তুমি আমাকে উদ্ধার করিবে না ?"

"করিব, তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি।"

অনন্তর রণু চলিয়া গেলেন। কনিষ্ঠ অনেকক্ষণ তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে নিরী-ক্ষণ করিয়া রহিলেন। রণু অদৃশ্য হইলে তিনি আবার সেই স্থলে বসিলেন। আবার ভাবিতে লাগিলেন; তবে ইহা

স্থির যে কোন দেবতা রণুর বেশ ধারণ করিয়া আমার উপকার করিতেছেন না; রণু নিজেই এরূপ করিতেছে, কিন্তু কি ক্ষমতায় এরূপ করিতেছে? বোধ করি, রণু প্রেতসাধন জানে। এদেশে ভূত প্রেতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব। এত অল্প বয়সে এরূপ প্রেতসাধন কোথায় শিখিল, এই রূপে অনেকক্ষণ নানা চিন্তা করিতেছেন। এমন সময়ে রণু অকস্মাৎ তাঁহার সম্মুখে মুক্তকোষ তরবারি হস্তে দণ্ডায়মানা হইলেন। রণু কহিলেন, "তুমি আমায় গালি দিয়াছ, এই তরবারি দ্বারা তোমাকে কাটিব।"

কনিষ্ঠ হাসিতে২ কহিলেন, "ইহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

"কেন তোমার বিশ্বাস হয় না?"

"তুমি নিজে কতবার আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ, তখন সেই প্রাণ বধ করিতে পার না।"

"রণু হাসিতে২ কহিলেন, আমি তোমাকে কাটিতে আসি নাই, তোমার মন বুঝিতেছিলাম। ভাল, (তরবারি কনিষ্ঠের হস্তে দিয়া) এ তরবারি কাহার?"

কনিষ্ঠ তরবারি হস্তে লইয়া চিনিলেন, কহিলেন, এ আমার তরবারি।"

"তবে তোমার নিকট থাকুক; ভাল, এ তরবারি দিয়া কি করিবে?"

"যবনের শিরশ্ছেদ করিব।"

"যবনের উপর তোমার এত রাগ কেন?"

"যবন আমার স্বদেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছে।"

"সেই জন্য এত রাগ? সকল বাঙ্গালিরই কি যবনের প্রতি এত রাগ?

"তাহা হইলে এত দিনে যবন নির্মূল হইত।"

"তবে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?"

"আমি দেশহিতৈষী!"

"তুমি দেশহিতৈষী; তুমি কি করিবে?"

"আমি স্বদেশ স্বাধীন করিব।"

"যদি না পার?"

"সেই চেষ্টায় প্রাণ দিব।"

"তোমার সঙ্গে আর কত লোক এ চেষ্টায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে?

"সহস্র২ লোক।"

"তাহাদের মধ্যে আমাকে এক জন গণ্য করিও।"

"তুমি কেন বঙ্গদেশের জন্য প্রাণ দিবে;—তুমি কি বাঙ্গালী?"

"আমি বাঙ্গালী, আমি যবন বধার্থ এত কাল জীবন ধারণ করিতেছি।"

"তুমি বাঙ্গালী, তুমি যবন বধার্থ জীবন ধারণ করিতেছ? শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি এ প্রতিজ্ঞা কেন করিলে?"

"এ প্রতিজ্ঞা কেন করিলাম? আমার [illegible]ত্রে লিখিত আছে,—আমি সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সহস্র যবনমুণ্ড পাত করিব।"

"তাহার পর কি করিবে?"

"তাহার পর কি করিব, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি।"

"রণু, তুমি স্ত্রীলোক; তুমি কি যুদ্ধ করিতে পারিবে?"

"পারিব; সুলেখকের হস্তে লেখনী যেমন সহজে চালিত হয়, আমার হাতে তরবারি, তেমনি সহজে চালিত হয়।"

"তুমি এ সকল কি প্রকারে শিখিলে?"

"কালনাগিদের মধ্যে বাস করিলে যুদ্ধ বিদ্যা আপনি শেখা যায়।"

"ভাল, যবনবধ কার্য্যে উহারা তোমার সাহায্য করিবে ?"

"উহাদিগকে আমি যাহা বলিব, উহারা তাহাই করিবে।"

"উহারা তোমার এত বশীভূত!"

"এত বশীভূত।"

"উহাদের কথায় বিশ্বাস করিতে পারা যায় ?"

"উহারা বাঙ্গালী নহে; উহারা মিথ্যা কথা কহে না। উহাদের কথায় যদি বিশ্বাস করা না যায়, তবে দেবতাদের কথায়ও বিশ্বাস করা যায় না।"

"উহাদের প্রতি যে তোমার বড় ভক্তি ?

"উহাদের গুণে এত ভক্তি।"

"রণু, আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; তোমার জন্ম স্থান কোথায় ?"

"বঙ্গদেশে।"

"বঙ্গদেশ অতি বিস্তীর্ণ—বঙ্গদেশের কোন্ অঞ্চলে তোমার জন্ম স্থান ?

"সে সকল আজ বলিব না; সময়াস্তরে বলিব। বিশেষ, সে সকল বলিতে এখনও অনুমতি পাই নাই, যতটুকু বলিতে অনুমতি পাইয়াছিলাম, ততটুকু বলিলাম।"

"তুমি কাহার্ অনুমতির অপেক্ষা কর ?"

"আমার এক জন আছেন, তিনি ভিন্ন পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই।" বলিতে২ রণুর নয়নদ্বয় বাষ্পভারাক্রান্ত হইল।

"তিনি কোথায় থাকেন ?"

"তাঁহার থাকিবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই।"

"এখন কোথায় আছেন ?"

"এখন এই ভুবন গিরিতেই আছেন।"

"তিনি তোমার কে ?"

"আমার ইষ্টদেবতা—আমার সর্ব্বস্ব।' বলিতে২ আবার তাঁহার নয়নদ্বয় বাষ্পভারাক্রান্ত হইল।

তিনি বলিলেন, "কনিষ্ঠ, তোমার তরবারি ত তুমি নিলে, আমার তরবারি আমায় দেও।"

কনিষ্ঠ তাঁহার তরবারি তাঁহাকে দিলেন। দিয়া কহিলেন, "এই তরবারি দ্বারা কি তুমি সহস্র যবনমুণ্ড পাত করিবে ?"

"এই তরবারি দিয়া।"

যখন রণু তরবারি হস্তে করিয়া—তরবারি তুলিয়া কহিলেন, "এই তরবারি দিয়া," তখন কনিষ্ঠের বোধ হইল যেন, দৈত্যকুলনাশিনী চামুণ্ডা দেবী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ নানা প্রকার কথোপকথনের পরে, উভয়ে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। আজি কনিষ্ঠের অন্তঃকরণে চিরাধিষ্ঠিত সাহস অধিকতর বলবৎ হইল। রণুর প্রত্যেক কথা তিনি বিশ্বাস করিলেন। রণুকে এক্ষণে তাঁহার পরম উপকারী বন্ধু বলিয়া জ্ঞান হইল।

---

১৭ অধ্যায়।

পর দিন প্রাতঃকালে আমাদিগের বাঙ্গালী ভ্রমণকারীদ্বয় অশ্বারোহণে মণিপুর রাজধানী গোবিন্দপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে এক জন মাত্র মণিপুরী সন্ন্যাসী পথদর্শক হইয়া চলিল। ভুবনগিরিতে ইহাঁদের সঙ্গের যে সকল দ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কেবল সেই বহুমূল্য হীরণ্ময় হার পাওয়া গিয়াছিল। আর কোন দ্রব্য পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তাঁহাদের দ্রব্যজাত বহি-

বার জন্য স্বতন্ত্র অশ্ব ও ভৃত্যের প্রয়োজন হইল না।

রাত্রের মন্ত্রসভায় ইহাঁদের পৃথক্ ও অগ্রে যাওয়া স্থির হইয়াছিল, এজন্য ইহাঁরা অগ্রেই যাত্রা করিয়াছিলেন। ভুবনগিরি হইতে চারি পাঁচ ক্রোশ দূরে আসিলে বেলা প্রহরেক হইল। তখন পথদর্শক মণিপুরীকে জ্যেষ্ঠভ্রমণকারী জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্র, তোমার নাম কি, আবার বল; ভুলিয়া গিয়াছি।"

সে বলিল, "আমার নাম বলরাম, বা বলরাম ঠাকুর। আপনি আমাকে বলরাম ঠাকুর বলিবেন।"

"ভাল, বলরাম ঠাকুর, তুমি কত দূরে এবং কোথায় যাইবে?"

"আমার যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই; আপনার যে দিকে ইচ্ছা চলুন, আমি সঙ্গে২ যাইতে প্রস্তুত আছি। কেবল মধ্যে২ আমাকে সন্ধ্যা আহ্নিক করিবার জন্য অবকাশ দিবেন।"

"তবে তোমার নিজের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবার অভিপ্রায় নাই?"

"না; অথবা মনে করিবেন না যে আমি অকারণে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সাধু লোকের সহিত সাক্ষাৎ করাই আমার উদ্দেশ্য।"

"তবে আমাদের সঙ্গে, আমাদের পথদর্শক হইয়া যাইতেও তোমার আপত্তি নাই।"

"নাই; পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর আমি সঙ্গে থাকিলে, আমার দ্বারা কেবল গন্তব্য পথের বিষয়ই জ্ঞাত হইবেন না; পারমার্থিক বিষয়েও কিছু২ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।"

"আমি তোমা অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া তোমার নিকট ধর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি না। তুমি যুবক বট; কিন্তু ধর্ম্ম জ্ঞান আমা অপেক্ষা তোমার অধিক থাকিতে পারে। কিন্তু আমি এ দেশে ধর্ম্ম জ্ঞান লাভ করিতে আসি নাই; আমার দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ অনেক পণ্ডিত আছেন; আমি তাঁহাদের চরণ তলে বসিয়া অনেক কাল ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছি।"

"তাহা আমি অস্বীকার করি না। আমার বোধ হয়, আপনি বড় গোঁড়া হিন্দু; এজন্য বৌদ্ধধর্ম্মের কথা শুনিবেন না, ও পথে কোন বৌদ্ধমন্দির দেখিতে পাইলে তথায় যাইয়া গৌতম ঋষির আরাধনা করিবেন না।"

"সত্য বলিয়াছ, আমি তান্ত্রিক হইয়া তাহা করিতে পারি না।"

এই রূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে চারি জন লোক অশ্বারোহণে দ্রুত পদে তাঁহাদের সঙ্গ ধরিল। তাহাদের দুই জন স্ত্রীলোক ও দুই জন পুরুষ। কনিষ্ঠ স্ত্রীলোক দুটীকে চিনিলেন, পুরুষ দুই জনকে চিনিতে পারিলেন না। স্ত্রীলোক দুই জন, রণু আর তাঁহার সঙ্গিনী আতঙ্গী। ইহাঁরা ধনুর্ব্বাণ হস্তে অশ্বারোহণে মৃগয়া করিতে২ যাইতেছিলেন।

রণু ইঙ্গীত করিবামাত্র কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী তাঁহার পার্শ্বে গমন করিলেন, এবং উভয়ে অন্য সকলের অপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তখন রণু জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা কোন্ পথে যাইবার মানস করিয়াছ?"

"আমরা সম্মুখবর্ত্তী নির্ঝর তীর বহিয়া রাজাবাটী নামক গ্রামে যাইয়া অদ্য অবস্থিতি করিতে মানস করিয়াছি।"

যুবতী গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "এমন কর্ম্ম করিও না। এ দেশে তোমাদের

আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইয়াছে। তোমরা এ স্থানে শত্রুবেষ্টিত। অতএব আমার কথা শুন, এই পথে বরাবর যাইয়া সম্মুখবর্ত্তী নির্ঝর পার হও, এবং অপর পারে কৃষ্ণকুঞ্জ নামক গ্রামে রাত্রি যাপন কর। অন্যথা তোমাদের বিপদ ঘটিবে; অনেকে তোমাদের প্রাণ নাশার্থ প্রতীক্ষা করিয়া আছে।" এই কথোপকথন কালে বলরাম ঠাকুর তাঁহাদের এত নিকটে আসিল যে, তাঁহাদের অনুচ্চ রব তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সুতরাং যুবতী কথা শেষ করিলেন, তাঁহার শেষ কথা এই, "কৃষ্ণকুঞ্জ গ্রাম নির্ব্বিঘ্ন স্থান" ইহা কহিয়া যুবকের হাতে কোন বস্তু দিয়া কহিলেন, "বিপদের সময় ইহা দ্বারা উপকার হইবে।" অনন্তর তিনি অদূরে পলায়মান এক হরিণের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন, তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহার অনুসরণ করিল। তাঁহারা নিমেষমধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

তাঁহারা গেলে, আমাদের ভ্রমণকারিরা ক্ষণেককাল নীরবে রহিলেন। প্রথমে জ্যেষ্ঠ কহিলেন, "তবে সম্মুখবর্ত্তী নির্ঝরের তীর দিয়া আমাদের যাওয়া কর্ত্তব্য।"

কনিষ্ঠ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "ওপথে বিপদের আশঙ্কা আছে।"

"কিরূপে জানিলে?"

"ঐ যুবতীর নিকট শুনিলাম।"

"যুবতীদের কথায় যুবকদের অধিক বিশ্বাস হয়।"

"আপনারও বিশ্বাস করা উচিত।"

"আমি যুবক নহি।"

"সে কারণে নহে; এ যুবতী মিথ্যা কথা কহিতে পারেন না।"

"তুমি কিরূপে জানিলে?"

"এ সেই রণু।"

"রণু? তবে সত্য কথা বলিয়াছে।"

"রণু আমাদিগকে সম্মুখবর্ত্তী নির্ঝর পার হইয়া কৃষ্ণকুঞ্জ নামক স্থানে অদ্য রাত্রি অবস্থিতি করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, আমাদের এ পথে আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইয়াছে, এবং অনেকে আমাদের জীবন নাশার্থ অপেক্ষা করিয়া আছে।"

"সত্য; এদেশে আগমনের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইলে, অনেকে আমাদের শত্রু স্থানীয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। তবে এক কাজ করা যাউক; এস, আমরা দুই জনে দুই পথে যাই—তাহা হইলে বিপদ ঘটিলে এক জনের প্রাণ রক্ষা হওয়া অধিক সম্ভব। যদি এক সঙ্গে যাই, উভয়েরই প্রাণনাশ হইতে পারে। তাহা হইলে আমরা যে সংবাদ লইয়া রাজার নিকট যাইতেছি, তাঁহাকে সে সংবাদ দিবার জন্য কেহ থাকিবে না।"

"আপনি যথার্থ বলিতেছেন। তাহা হইলে আপনি কোন্ পথে যাইবেন, এবং আমাকেই বা কোন্ পথে যাইতে অনুমতি করেন?"

"আমি নির্ঝরের তীর দিয়া রাজাবাটী গ্রামাভিমুখে যাই, তুমি যুবতীর পরামর্শানুসারে নির্ঝর পার হইয়া কৃষ্ণকুঞ্জ গ্রামে যাও।"

"আমি তাহা করিতে পারি না। আপনাকে কোন্ প্রাণে জানিয়া শুনিয়া বিপদাকীর্ণ পথে একাকী যাইতে দিতে পারি?"

"বৎস, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক বিপদে পড়িতে চাহি না, কিন্তু বিপদে পড়িলেও ব্যাকুলচিত্ত হই না। এদেশে আমাদের

বাহুবলে বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া অসম্ভব, বুদ্ধিবলে বা দৈববলে উদ্ধার হইতে হইবে। সুতরাং একাকী যাওয়া আর উভয়ে একত্র যাওয়া সমান কথা।”

“তাহা যদি হয়, আপনি নির্ঝর পার হইয়া কৃষ্ণকুঞ্জে গমন করুন; আমি এই পথদর্শকের সঙ্গে নির্ঝরের তীর দিয়া রাজাবাটী গ্রাম অভিমুখে যাই।”

“বৎস, এই পথদর্শক বিশ্বাসযোগ্য লোক নহে। এ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী; বৌদ্ধেরা না করিতে পারে, এমন কর্ম্ম নাই; উহারা এমন অহিংস্রক যে একটী পতঙ্গের প্রাণ বধ করে না, আবার এমন হিংস্রক যে, স্বকার্য্য সাধনার্থ অকাতরে মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট করিতে পারে। তুমি আমার কথা রাখ, যে পথে নিরাপদের আশা আছে, তুমি সেই পথে যাও, কেননা তোমার প্রাণ আমার প্রাণাপেক্ষা বহুমূল্য।”

“তা যথার্থ বলিয়াছেন, কিন্তু আপনার অভাবে আমার প্রাণ আর এই ছদ্মবেশী বৌদ্ধের প্রাণ সমমূল্য।”

“বৎস, তোমাকে পুত্রের তুল্য স্নেহ করি, তাহা তুমি জান, অতএব আমি জানিয়া শুনিয়া তোমাকে বিপদাকীর্ণ পথে যাইতে দিতে পারি না। স্থির সংকল্প করিয়াছি, আমি রাজাবাটী অভিমুখে যাইব, তুমি কৃষ্ণকুঞ্জে যাইবে। কোন কথায়, কোন কারণে আমার সংকল্প বিচলিত হইবার নহে। এখন এস, বিদায় হওয়া যাউক। এই নেও, হীরণ্ময় হার। দেখ যেন তোমার সঙ্গী ইহা দেখিতে না পায়। যদি আমি পথে বিনষ্ট হই, এবং তুমি কুশলে গোবিন্দপুরে পঁহুছিতে পার, এই হীরণ্ময় হার রাজাকে দিয়া সমস্ত বিবরণ কহিও। তাহা হইলে আমার নিধনেও আমাদের কার্য্য সিদ্ধ হইবে। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি কুশলে মণিপুরের পর্ব্বত ও সঙ্কটময় পথ অতিক্রম করিয়া গোবিন্দপুরে উপস্থিত হও। দেখিও, বৃথা আমার অন্বেষণ করিয়া বিপদে পড়িও না, ও সময় নষ্ট করিও না।”

জ্যেষ্ঠ এই কথা বলিয়া বিদায় লইলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে কয়েক বিন্দু বাষ্পবারি পতিত হইল। তিনি বস্ত্রপ্রান্তে নয়নাশ্রু মোচন করিয়া কনিষ্ঠের শিরচুম্বন করিয়া গন্তব্য পথে অশ্ব চালাইলেন। কনিষ্ঠ তাঁহার পার্শ্বে২ অশ্ব চালাইয়া তাঁহার হস্তে একটী অঙ্গুরীয় দিলেন। কহিলেন, “যদি কোন স্থানে বৌদ্ধ ঋষিদিগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েন, এই অঙ্গুরীয় দেখাইলে উপকার হইতে পারে।”

বৃদ্ধ তাহা লইলেন না; দেখিয়া ফিরিয়া দিলেন। কহিলেন, “যদি ইহা দ্বারা উপকার হয়, তবে ইহা তোমার নিকটেই থাকুক। দেখ, আমি কখনও কাহারও হানি করি নাই—ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিবেন।” অনন্তর বৃদ্ধ দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করিয়া কিয়ৎক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

আজি প্রাতঃকাল হইতে রণু বিষয়ক চিন্তায় কনিষ্ঠের মন মগ্ন ছিল, এক্ষণে তাঁহার চিন্তার বিষয় পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি একাকী এ বিদেশে পথ ভ্রমণ করিতে যে ভীত হইয়াছিলেন, তাহা নয়; পাছে জ্যেষ্ঠের কোন অনিষ্ট ঘটে, এই তাঁহার ভাবনা। তিনি ভাবিতে২ নির্ঝর অভিমুখে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা নির্ঝরের তীরে পহুছিলেন। তখন বলরাম ঠাকুর কনিষ্ঠকে কহিল,

"এই নির্ঝরের জল কিছু পান করুন। ইহা পান করিলে আর কখনও কাঁদিতে হয় না।"

কনিষ্ঠ হাসিয়া জিজ্ঞাসিলেন "বলরাম ঠাকুর, ইহা পান করিলে আর কখনও কাঁদিতে হয় না কেন ?"

"মহাভারতে অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন ?"

"হাঁ করিয়াছি।"

"অর্জ্জুন যখন দিগ্বিজয় করিতে মণিপুরে আইসেন, তখন বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক হত হয়েন। পতি শোকে চিত্রাঙ্গদা বহু রোদন করেন; তাঁহার নেত্রজল স্রোতরূপে বহিয়া এই নির্ঝরের সৃষ্টি হয়। এদেশে প্রবাদ এই যে, যদি কেহ এই নির্ঝরের জল পান করে, তাহাকে আর কখনও কাঁদিতে হয় না, অর্থাৎ তাহার কখনও দুঃখ ঘটে না।"

বলরাম ঠাকুরের কথায় কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী নির্ঝরের জল তুলিয়া পান করিলেন।

১৭ অধ্যায়।

আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী একাকী অশ্বারোহণে চলিলেন। তাঁহার সঙ্গে কোন ভৃত্য বা পথদর্শক ছিল না; তিনি পথিক ও কৃষকদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে২ অবশেষে অপরাহ্নে রাজাবাটী নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। রাজাবাটী গ্রাম নির্ঝরের তীরে স্থিত। গ্রামে বিস্তর লোকের বাস।

নির্ঝরের তীরে তীরে লোকদিগের পর্ণকুটীর। মণিপুরীদিগের গৃহ বঙ্গদেশের খড়োঘরের ন্যায় নহে। এদেশে সম্পন্ন বা অসম্পন্ন প্রায় পল্লীগ্রামস্থ সমস্ত লোকের বাটীতেই একাধিক পর্ণকুটীর থাকে; কিন্তু মণিপুরে সেরূপ নহে। মণিপুরে বাটীর মধ্যে এক খানি মাত্র আটচালা গৃহ, তাহাতে অনেকগুলি করিয়া কুঠরী থাকে; তাহার কোন কুঠরীতে গৃহস্থেরা বাস করে, কোন কুঠরীতে, ধান্য চাউল ইত্যাদি থাকে, কোন কুঠরীতে গো মেষাদির স্থান ও কোন কুঠরী পাকশালা। বাটীর সম্মুখে পুষ্পের বাগান, চারিদিকের বাগানে তরি তরকারির গাছ। মণিপুরে পল্লীগ্রামে লোকেরা চালে২ ঘর বাঁধিয়া বাস করে না। গ্রামের মধ্যে একটী সাধারণ গৃহ থাকে, তাহাকে রাসমণ্ডপ কহে। গ্রামে পথিক লোকেরা উপস্থিত হইলে, সেই গৃহে অবস্থিতি করে। আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী গ্রামে উপস্থিত হইয়া রাসমণ্ডপে গমন করিলেন, এবং মণ্ডপের কাষ্ঠ স্তম্ভে অশ্ব বাঁধিয়া ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন প্রাচীন লোক তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসিল, "আপনি কি অদ্য এস্থানে অবস্থিতি করিবেন ?"

পথিক কহিলেন, "দিবা অবসানপ্রায়, তাহাতে আমি এ দেশের পথ ঘাট জানি না, অতএব অদ্য রাত্রি এ স্থানে যাপন করিতে চাহি।"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিল, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন, এবং কোথায় যাইবেন ?"

"আমি বঙ্গদেশ হইতে আসিতেছি, গোবিন্দপুরে যাইব।"

"অদ্য কোথা হইতে আসিতেছেন ?"

"অদ্য ভুবনগিরি হইতে আসিতেছি।

"তবে এ রাসমণ্ডপে রাত্রিবাস করিবেন না; আমার সঙ্গে আমার বাটীতে

চলুন; বিশেষ কারণ আপনাকে পশ্চাৎ বলিব।”

পথিক দেখিলেন যে, বৃদ্ধের যে বয়স, এ বয়েসে লোকে প্রতারণা করিতে পারে না। তিনি তাহাকে বিশ্বাস করিয়া অশ্বের বল্গা ধরিয়া তাহার পশ্চাৎ২ চলিলেন।

বৃদ্ধের বাটীর আটচালা একটু বড়। সে আমাদের ভ্রমণকারীকে আটচালার দক্ষিণদিকের বারাণ্ডায় বসাইল, এবং আপনি ক্লান্ত অশ্বটীকে বল্‌গাবিযুক্ত করিয়া বাগানের এক স্থানে বাঁধিয়া দিল। ইতিমধ্যে বৃদ্ধের কন্যা এক পিত্তলের হুঁকাতে তামাক সাজিয়া অতিথিকে দিয়া গেল।

এ বৃদ্ধ জাতিতে ব্রাহ্মণ, নাম সামন্ত গোস্বামী। ইহার পুত্রসন্তান নাই, একটী কন্যা মাত্র; কন্যার নাম শর্ব্বরী। শর্ব্বরীর বয়ঃক্রম প্রায় বিংশতি বৎসর। মণিপুরে প্রায় এই বয়েসে বালিকাদিগের বিবাহ হয়। আর বিবাহ বিষয়ে মণিপুরী বালিকারা স্বাধীনা। তাহারা যাহাকে মনোনীত করে, পিতামাতার বিশেষ আপত্তি না থাকিলে, তাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়া থাকে। মণিপুরে আজিও গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ হয়। শর্ব্বরীর এখনও বিবাহ হয় নাই।

পিতার আদেশ ক্রমে শর্ব্বরী অতিথির পাদ প্রক্ষালনের জন্য জল আনিয়া দিল। অতিথি পাদ প্রক্ষালন করিয়া প্রথমে কিছু জলযোগ করিলেন, তৎপরে রন্ধনের সমস্ত সামগ্রী আনীত হইল; শর্ব্বরী চুল্লিতে অগ্নি জ্বালিল; আমাদের ভ্রমণকারী পিত্তলের পাত্রে অন্ন রাঁধিতে বসিলেন। এবং সেই অবসরে তামাকু সেবন করিতে২ সামন্ত গোস্বামির সঙ্গে তাঁহার যে কথোপকথন হইল, তাহার সার এই।—

সামন্ত। আপনি কোন্ সাহসে একা এই পথে ভ্রমণ করিতেছেন?

অতিথি। আমি বরাবর একা নহি। আমার সঙ্গে আর এক জন ছিলেন। বোধ করি, গোবিন্দপুরে গেলে তাঁহার সহিত আমার আবার সাক্ষাৎ হইবে।

সা। আপনার সঙ্গে আর এক জন ছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন?

অতি। তিনি ভুবনগিরি হইতে কিয়দ্দূর আসিয়া অন্যপথে কৃষ্ণকুঞ্জ নামক গ্রামাভিমুখে গিয়াছেন, আমি এ পথে আসিয়াছি।

সা। তাঁহার সঙ্গে কোন লোক আছে?

অতি। তাঁহার সঙ্গে এক জন এদেশী পথদর্শক আছে, তাহার নাম বলরাম ঠাকুর।

যৎকালে আমাদিগের ভ্রমণকারী বলরাম ঠাকুরের নাম করিলেন, তৎকালে শর্ব্বরী সামন্ত গোস্বামির মুখ পানে দৃষ্টি করিয়া ঈষৎ হাসিল, এবং কহিল, “বাবা; সেই বলরাম না?”

পিতা কহিলেন, “হাঁ, বোধ হয়, সেই বলরামই বটে। ভাল, অতিথি মহাশয়, আপনি তাহাকে কোথায় পাইলেন?”

“তাহাকে পথে পাইয়াছিলাম। কেন, সে কি মন্দ লোক?

“সে বড় মন্দ লোক, এই গ্রামেই তাহার বাস, দস্যুবৃত্তি দ্বারা সে জীবন ধারণ করে।”

“তবে তাহাকে আমার সঙ্গীর সঙ্গে দিয়া ভাল কাজ করি নাই?”

“বড় মন্দ কাজ করিয়াছেন। পূর্ব্বে জানিলে নিবারণ করিতে পারিতাম, এখন কিছু করিবার জো নাই?”

"সে আমার সঙ্গির কি করিবে?"

"দস্যুরা যা করে—বধ করিয়া সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবে।"

"সে একা বধ করিতে পারিবে না।"

"সে একা কখনও এ কাজ করে না।"

আমাদিগের ভ্রমণকারীর মনে বড় ভাবনা হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার রন্ধন সমাপ্ত হইলে শর্ব্বরীদত্ত কদলীপত্রে তিনি আহার করিতে বসিলেন। সমস্ত দিনের পরে আহার করিলে শরীর বড় তৃপ্ত বোধ হয়, কিন্তু তাঁহার মনে কনিষ্ঠ-ভ্রমণকারির জন্য নানা চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। আহার সমাপ্ত হইলে শর্ব্বরী তাঁহার উচ্ছিষ্ট পত্র সকল স্থানান্তরিত করিল। আমাদিগের ভ্রমণকারী বসিয়া তাম্বুল ও তামাক সেবন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহারাদি হইলে সামন্ত গোস্বামী তাঁহার অনুমতি লইয়া আহার করিতে গেল। অতিথি একাকী বসিয়া নানা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

যে চিন্তায় কোন ফলোদয় নাই, তিনি এরূপ বিষয় চিন্তা করিবার লোক নহেন। তিনি ভাবিলেন, বলরামের বাটী এই গ্রামে, অতএব সে আমার সঙ্গির প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছে, তাহার প্রাণ নষ্ট করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে কি না, চেষ্টা করিলে কি তাহা জানা যায় না? কত রাত্রে সে গৃহে আইসে? এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দ্বারা কি এ সংবাদ পাইতে পারিব না?

কিয়ৎক্ষণপরে সামন্ত গোস্বামী আসিয়া আর একবার তামাকু সাজিল। শর্ব্বরী আসিয়া তাম্বুলপাত্র পূর্ণ তাম্বুল দিয়া গেল। দুই জনে আবার কথোপকথন হইতে লাগিল। আমাদিগের ভ্রমণকারী জিজ্ঞাসিলেন, "ভাল, বলরাম ঠাকুরকে আপনি চিনেন?"

"তাহাকে আমি বেশ চিনি; সে আমার শ্যালকপুত্ত্র।"

"সে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করে?"

"হাঁ, এই তাহার জীবিকা।"

"আপনার সহিত তাহার সদ্ভাব আছে?"

"আমার সহিত তাহার অসদ্ভাবও নাই, সদ্ভাবও নাই—সে মধ্যে২ টাকা কড়ি ধার করিবার জন্য আমার বাটীতে আইসে; আমি কখনও তাহার বাটীতে পদার্পণ করি না।"

"এখন আপনি তাহার নিকট কিছু পাইবেন?"

"পাইব বৈ কি? এই সে দিবস দুই মোন চাউল ধার করিয়া নিয়াছে।"

"ভাল, সে দস্যুবৃত্তি করিয়া যে সকল দ্রব্য সামগ্রী পায়, তাহা কি করে?"

"বিক্রয় করে; মহাজন আছে, তাহাদের নিকট বিক্রয় করে।"

"আমার সঙ্গীর প্রতি সে অদ্য রাত্রে কি প্রকার অত্যাচার করে, তাহা আমি কি প্রকারে জানিতে পারি?"

"আমি আপনাকে প্রাতে জানাইব।"

এই প্রকার কথোপকথন হইতে২ উভয়েরই নিদ্রাকর্ষণ হইল। সুতরাং সামন্ত গোস্বামী গৃহের অভ্যন্তরস্থ এক কুঠরীতে শয়ন করিতে গেল। আমাদের ভ্রমণকারী বহিঃস্থ কুঠরীতে শয়ন করিলেন। শয্যায় যাইয়া তাঁহাকে অধিকক্ষণ জাগিয়া থাকিতে হইল না, দিবসের ক্লান্তি প্রযুক্ত তিনি ত্বরায় নিদ্রিত হইলেন।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর সময়ে সামন্ত গোস্বামী আমাদের ভ্রমণকারির কুঠরী-

তে যাইয়া তাঁহাকে জাগরিত করিলেন। শর্ব্বরী পিত্তলের হুঁকায় তামাকু সাজিয়া আনিয়া দিল।

ভ্রমণকারী সামন্তকে জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্র, কেন আমাকে এত রাত্রে জাগাইলে?"

সামন্ত পথিকের হাতে হুঁকা দিয়া কহিলেন, "বলরামের স্ত্রী আমার নিকটে এক ছড়া হার আর একটী অঙ্গুরীয় বিক্রয় করিতে আনিয়াছে; (ইহা বলিয়া অলঙ্কার দ্বয় বাহির করিয়া কহিলেন) দেখুন দেখি, ইহা আপনার সঙ্গীর কি না?"

আমাদিগের ভ্রমণকারী দেখিয়া চিনিতে পারিলেন যে, এ সেই হার ও সেই অঙ্গুরীয়। তখন তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল যে, বলরাম তাঁহার সঙ্গীকে হত করিয়া এ সকল দ্রব্য অপহরন করিয়াছে। তিনি অতিশয় দুঃখে ও মানসিক যাতনা ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "সামন্ত, দুরাত্মা বলরাম যে আমার সঙ্গীর প্রাণ বধ করিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই; কেননা তাঁহার দেহে জীবনের লেশ মাত্র থাকিতে কেহ তাঁহার দ্রব্য অপহরণ করিতে পারে নাই। যাহা হউক, এ অলঙ্কারদ্বয় কত মূল্যে বিক্রয় করিবে, ও সেই মূল্য যদি আমি দিই, তাহা হইলে উহা আমাকে দিবে কি না?"

"এ দুই দ্রব্যের মূল্য দুই শত রৌপ্য মুদ্রা চাহে, এত টাকা আমার নাই। যদি আপনি এত টাকা দিতে পারেন, অনায়াসে রাখিতে পারেন।"

আমাদিগের ভ্রমণকারী তৎক্ষণাৎ দুই শত রৌপ্য মুদ্রা মূল্যের স্বর্ণ মুদ্রা বাহির করিয়া দিলেন। এবং হীরণ্ময় হার ও অঙ্গুরীয় আপনার নিকট রাখিলেন।

এই ব্যপার শেষ হইলে আমাদিগের ভ্রমণকারী সামন্তকে কহিলেন, "ভদ্র, তোমার দ্বারা আমি বড়ই উপকৃত হইলাম; কিন্তু একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এস্থান হইতে গোবিন্দপুরে যাইবার কোন নিরাপদ পথ আছে?"

সামন্ত একটু চিন্তা করিয়া কহিল, নিরাপদ পথ নাই—কিন্তু আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই, তাহা হইলে আপনার কোন আপদের কারণ দেখি না। আচ্ছা, কল্য প্রাতঃকালে আমিই আপনার সঙ্গে যাইব। কিন্তু আমি গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত যাইতে পারিব না। বিলাসপুর পর্য্যন্ত যাইব, এবং তথা হইতে আপনি অন্য লোকের সঙ্গে যাইবেন।"

"তাহা যদি করিতে পার, আমি তোমার নিকট চিরকৃত হইব। আমি দেখিতেছি, মণিপুরের পথে পদে পদে বিপদ। এ দেশে দস্যুবৃত্তির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এ দেশে একাকী পথভ্রমণ কর্ত্তব্য নহে।"

পর দিবসের যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া আমাদিগের ভ্রমণকারী আবার সয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু অনেক যত্নেও তাঁহার আর নিদ্রাকর্ষণ হইল না। অবশিষ্ট রাত্রি তিনি শয্যায় এ পাশ ও পাশ করিয়া কাটাইলেন।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আমাদিগের ভ্রমণকারী সামন্ত গোস্বামির সঙ্গে অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন।

আত্মচিকিৎসা।

৩। রক্তামাশয়।

যে রোগে মলের সহিত রক্ত ও আম, অথবা কেবল রক্ত ও আম নির্গত হয়, তাহার নাম রক্তামাশয়। এই রোগ হইলে নাড়ীর মধ্যে ঘা বা ক্ষত হয়। এবং মলের সহিত যে রক্ত দেখা যায়, তাহা ঐ ক্ষত স্থান হইতেই নির্গত হয়।

শরীরের উপরিভাগ যে রূপ চর্ম্মদ্বারা আবৃত, শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাবলিও সেই রূপ এক প্রকার চর্ম্মের ন্যায় পদার্থে আবৃত থাকে। ইংরাজীতে এই পদার্থকে মিউকস্ মেম্‌ব্রেন (Mucous Membrane) কহে। মিউকস্ মেমব্রেন ও চর্ম্ম স্থান বিশেষে পরস্পর যুক্ত আছে। ওষ্ঠের বহির্ভাগ চর্ম্মে আবৃত। এই চর্ম্ম ক্রমে পাতলা, লোমহীন ও কোমল হইয়া মুখের অভ্যন্তরে গিয়াছে, এবং ইহাই বিস্তৃত হইয়া অন্ননল, পাকস্থলী ও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নাড়ীর অভ্যন্তরকে আবরিত করিয়া রাখিয়াছে।

শরীরের উপরিভাগে অর্থাৎ চর্ম্মের উপর কি রূপে ঘা হইতে পারে, বুঝিতে পারিলে, নাড়িতে কি রূপে ঘা হয়, অনায়াসে বোঝা যাইতে পারিবে। অতএব চর্ম্মের উপর কি রূপে ঘা হইয়া থাকে, দেখা যাউক।

কোন উত্তেজক পদার্থের সংস্পর্শ না হইলে, ঘা হয় না। কোন কঠিন দ্রব্য যথা কাষ্ঠ, প্রস্তর ইত্যাদির ঘর্ষণ, ছুরি, কাঁচ ইত্যাদির খোঁচা, লঙ্কা, রাই, (Mustard) বা বেলেস্তারার (Blister) সংস্পর্শ ইত্যাদি কোন না কোন এক উত্তেজকের যোগ না হইলে ঘা হয় না। উত্তেজকের সংস্পর্শ হইলে সেই স্থানে অধিক রক্ত আইসে। কোন স্থানে খোঁচা লাগিলে পর দিবস তাহার চারিদিকে লাল হইতে দেখা যায়। এই লাল বর্ণ ঐ স্থানে রক্তাধিক্যের জন্যই হয়। এই সময়ে ঔষধ প্রয়োগ না করিলে, রক্তাধিক্য ক্রমেং অধিক হইতে থাকে, পরে যে স্থানে খোঁচা লাগিয়াছিল, সেই স্থান নীলবর্ণ হয়। তদ্দ্বারা এই জানিতে পারা যায় যে, তথাকার রক্ত বদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ চলিতেছে না। দুই এক দিবস পরে সে স্থানটী একেবারে মরিয়া যায়। সুতরাং সে অংশটি শরীরের এক অংশের ন্যায় থাকে না। স্বভাবের নিয়ম এই যে, শরীরের মধ্যে শরীর হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ থাকিবে না। এজন্যই চক্ষুতে এক বিন্দু বালি পড়িলে, তাহাকে বহিষ্করণ করিবার জন্য চক্ষু হইতে জল পড়ে, নাসিকার মধ্যে ধূলা প্রবেশ করিলে, হাঁচি হয়, ও শ্লেষ্মা ঝরে। শরীরের উপরিভাগের কোন অংশ মরিয়া গেলে, সেই রূপ ঘা হইয়া সে অংশ পড়িয়া যায়।

রক্তামাশয় নানাবিধ কারণে উৎপত্তি হইতে পারে। কঠিন দ্রব্যের ঘর্ষণে যেমন শরীরের উপরিভাগ ক্ষত হইতে পারে, সেইরূপ কঠিন দ্রব্য আহার করিলে নাড়িতে ক্ষত হইয়া রক্তামাশয় হইতে পারে। মাছের কাঁটা, মাংসের সহিত অস্থিখণ্ড, ছোলাভাজা ইত্যাদি দ্রব্যে এই রোগ জন্মিতে পারে। এ ভিন্ন শরীরের উপরিভাগে শীত লাগিয়া সমুদয় রক্ত নাড়িতে গেলে, রক্তামাশয় হইয়া থাকে। সর্দ্দির প্রবন্ধে এ কথার উল্লেখ করা গিয়াছে।

লক্ষণ। পেটে বেদনা, ক্ষুধা মান্দ্য, ঘনং মলত্যাগ, মলের সহিত রক্ত ও আম, প্রস্রাবের অল্পতা, ও প্রস্রাব করিবার সময় জ্বালা, জ্বরভাব ও কখনং প্রবল জ্বর ইত্যাদি।

চিকিৎসা। যদি জানিতে পারা যায় যে, কঠিন দ্রব্য ভোজন করায় রক্তামাশয় হইয়াছে, তাহা হইলে, অৰ্দ্ধ ছটাক এরণ্ড তৈল ও ১৫ ফোটা লডেনম (Laudanum) একত্র করিয়া সেবন করিবেক। তাহাতে পেটের অজীর্ণ পদার্থ সমস্ত বাহির হইয়া যাইবে ও লডেনমে বেদনার শান্তি হইবে। ইহার পর একটু সাগু কি সুজী সাগুর ন্যায় পাক করিয়া আহার করিলে ও পরে ৩।৪ দিবস বিবেচনা পূর্ব্বক পথ্য করিলে আর অন্য কোন ঔষধের প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু এ চিকিৎসা রোগের প্রথমেই খাটে। রোগ দুই তিন বা ততোধিক দিবসের হইলে এ চিকিৎসা খাটিবে না। তখন ইপিক্যাকুহেনা ও অহিফেনের উপর নির্ভর করিবে। প্রথমতঃ খালি ইপিক্যাকুহেনা ১০ গ্রেণ অর্থাৎ ৫ রতি পরিমাণে লইয়া দুটী কিম্বা তিনটী পিল প্রস্তুত করিয়া দিনে দুই বার সেবন করিবেক।

ইপিক্যাকুহেনা খালি পেটে সেবন করা অত্যাবশ্যক ও সেবনের পর এক ঘন্টাকাল পর্য্যন্ত কোন দ্রব্য আহার করিবে না। এই নিয়মে না সেবন করিলে, ঔষধ বমি হইয়া উঠিয়া যাইবে। কিন্তু কোনং সময়ে এরূপ সতর্কতা পূর্ব্বক ইপিক্যাকুহেনা সেবন করিলেও বমি হইয়া যায়। তখন ইপিক্যাকুহেনার সহিত অহিফেন যোগ করা প্রয়োজন। ১০ গ্রেণ ইপিক্যাকুহেনার সহিত এক গ্রেণ অহিফেন মিশ্রিত করিয়া দুইটী বটিকা প্রস্তুত করিবে, এবং দুইটীই একেবারে খাইবে। বৈকালে আবার এইরূপ দুটী বটীকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিবেক। এরূপ করিয়া সেবন করিলেও কাহারং বমি হয়। সে স্থলে পেটে একটা রাইসরিষার পটী (Mustard plaster) দেওয়া আবশ্যক। তাহার পর ইপিক্যাক অহিফেনের সহিত সেবন করিলে প্রায় বমি হয় না।

ইপিক্যাকুহেনার দ্বারা রক্ত ও আম নির্গত বন্ধ হয়, কিন্তু তথাপি কাহারং মল স্বভাবিক না হইয়া তরল থাকে ও দিনে অনেকবার মলত্যাগ করিবার প্রয়োজন হয়। এরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপত্র মত ঔষধ সেবন করিবে।

টিংচার ক্যাটিকিউ	৩ ড্রাম
ঐ কাইনো	ঐ
চিরতার জল	৬ আউন্স

একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহার অৰ্দ্ধ ছটাক করিয়া দিনে তিনবার সেবন করিবেক।

উল্লিখিত ঔষধের ব্যবস্থা ইংরাজিতে এই রূপে লিখিতে হইবে।

Tincture of Catechu	3 drachms.
Do. of Kino	Do.
Infusion of Cheretta	six ounces.

যদি দিবারাত্রে ৪।৫ বারের অধিক বহির্দেশে যাইতে হয়, তাহা হইলে উক্ত ঔষধের সহিত ১ ড্রাম লডেনম (Laudanum) মিশাইয়া পূর্ব্ববৎ নিয়মে সেবন করিবেক। যত বহির্দেশের সংখ্যা কম হইয়া আসিবে, ঔষধের মাত্রাও তত কম করিয়া আনিতে হইবেক।

মল পূর্ব্ববৎ হইলেও রোগীর দৌর্ব্বল্য দূর হয় না। দৌর্ব্বল্য দূর করিবার জন্য

নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

টিংচার কলম্বা　　　　৬ ড্রাম।
চিরতার জল　　　　৬ আউন্স।

একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ ছটাক দিনে ৩ বার সেবন করিবে।

শিশুদিগের রক্তামাশয় হইলে এক গ্রেণ ইপিক্যাকুহেনা দিনে দুইবার সেবন করিতে দিবেক। যদি বমি হইয়া যায়, তাহা হইলে পেটের উপর সরিষার তৈলে কর্পূর মিশ্রিত করিয়া, সেই তৈল ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া, মালিস করিবেক। তাহার পর ইপিকাকুহেনা দিলে বমি হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকিবে না।

শিশুদিগকে ইপিক্যাকুহেনা চূর্ণ মধু কিম্বা চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবেক। বটিকা করিয়া দিলে গলায় বাধিয়া যাইতে পারে।

ইপিক্যাকুহেনার দ্বারা মলের রক্ত ও আম বন্ধ হইলে, অর্দ্ধরতি পাঁপড়ি খয়ের জলে ভিজাইয়া রাখিয়া দিনে দুই বা তিন বার সেবন করিতে দিলে, মল স্বাভাবিক রকম গাঢ় হইবে ও বাহির্দ্দেশের সংখ্যা কমিয়া যাইবে। পরে এক ঝিনুক চিরতার জল দিনে ৩।৪ বার সেবন করাইলে, শিশু পূর্ব্ববৎ বলিষ্ঠ হইবেক।

জগতে জীবসঞ্চার।

> "These are Thy glorious works, Parent of good—
> Almighty! Thine this universal frame,
> Thus wondrous fair: Thyself how wondrous then,
> Unspeakable! who sit's above the heavens—
> To us invisible, or dimly seen
> In these thy lowest works; yet thse declare
> Thy goodness beyond thought, and power divine."
>
> *Milton.* Book VI.

আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা অবনী কি সুখময়ী! ইহার বাহ্যিক শ্রী দেখিয়া, আমরা প্রতিক্ষণে মোহিত হইতেছি। দেখিতেছি যে চন্দ্র সূর্য্য কি নিয়মের আজ্ঞাবহ হইয়া নিত্য নবকর প্রদান করিতেছে। বসুমতী, বন, উপবন, পুষ্পোদ্যান, পরিসর পথ, লৌহবর্ত্ম, ইন্দ্রভবন সদৃশ অট্টালিকা প্রভৃতিতে পরিবৃত হইয়া নিত্য নূতন শোভায় প্রতিফলিত হইতেছে। বসুমতীর ক্রোড়ে অবস্থান করিয়া অসংখ্য জীব নিত্য নূতন আমোদ প্রমোদ এবং বিলাসকলা বিস্তার করিতেছে। কিন্তু আমরা কি চিরকালই অবনীর এইরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আসিতেছি? এ প্রশ্নের উত্তর কে করিবে? কে করিতে পারে? বিজ্ঞান! কিন্তু বিজ্ঞান এখনও এরূপ ক্ষমতাশালী হয় নাই যে, এ প্রশ্নের নিশ্চয় উত্তর করিতে সমর্থ হয়। আমাদের গর্ব্ব বৃথা! কি ক্ষমতা! এই সামান্য প্রশ্নের উত্তর করিতেও সমর্থ নহি! প্রকৃতি আমাদের শিক্ষয়িত্রী, অতএব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি।

আমরা চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছি, কেহই একভাবে বহুকাল অবস্থিতি করিতে পারে না। পরিবর্ত্তনই বিশ্বের নিয়ম। মানব! এই সূত্র ধরিয়া প্রশ্নের মীমাংসা কর, জানিতে পারিবে

যে, আমরাও চিরদিন ছিলাম না। মনুষ্য জাতি একাকী জীবপদে বাচ্য নহে। সামান্য বুদ্বুদাকার সামুদ্রিক জীব হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলই জীবপদ বাচ্য। অতএব হইতে পারে,আমরা চিরকালের নহি, আমাদের মনুষ্যাবস্থা সাধারণ জীবসৃষ্টির অবস্থা পরিবর্ত্ত বিশেষ মাত্র এবং পৃথিবীরও বর্ত্তমান অবস্থা পৃথিবীর অবস্থান্তর বিশেষ মাত্র। তবে যখন আমরা ছিলাম না, পৃথিবীর এ অবস্থা ছিল না, তখন কি কি ছিল? আমরা চক্ষে দেখি নাই, সুতরাং চক্ষুকে তদুত্তর জিজ্ঞাসা করা বৃথা। চক্ষু সে বিষয়ে অন্ধ। কিন্তু যে পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া জীবশ্রেণীভুক্ত আমরা মনুষ্যপদ পাইয়াছি, সেই পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া আমরা আরও এক অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ অমূল্য রত্ন জ্ঞানচক্ষু। পার্থিব চক্ষু যথায় অতীত, জ্ঞানচক্ষু তথায় সদর্পে আপন অভিজ্ঞতা বহুল ভাবে বিস্তার করিয়া থাকে। প্রকৃতি বহু যত্ন করিয়াও জ্ঞাতব্য বিষয় সে নেত্রপথ হইতে লুক্কায়িত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইতেছেন না। মনুষ্য জ্ঞাননেত্রবলে কতই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিতেছে। সেই জ্ঞাননেত্র প্রসারিত হওয়ায়, অবনীর আদি বিষয়, যাহা অতীত কাল যত্নে আবরিত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা অনেক অংশে দর্শনপথবর্ত্তী হইয়াছে। বিজ্ঞান জ্ঞাননেত্রের ভৃত্য স্বরূপ।

ডিম্বের খোলা বা দুগ্ধের সরের ন্যায়, আভ্যন্তরিক নিত্য উষ্ণ তরল পদার্থকে আবরিত করিয়া পৃথিবীর যে আবরণ ভাগ, যাহার উপর আমরা বাস করিতেছি, তাহা স্থূলতায় ৪০ মাইল পরিমাণ। আভ্যন্তরিক যে নিত্য উষ্ণ তরল পদার্থের কথা হইল, এবং যাহা প্রতিনিয়ত সমুদ্র তরঙ্গবৎ তরঙ্গায়িত হইতেছে, তাহা যে কত উষ্ণ, তাহা মনে ধারণ করা যায় না। ফুরার বা হপকিন্সের নির্ণয় অনুসারে নিম্নে প্রতি ৬০ ফিটে এক ডিগ্রি করিয়া উত্তাপ বৃদ্ধি বা লার্ডনার সাহেবের হিসাব মতে নিম্নে প্রতি মাইলে ১০০ ডিগ্রি তাপ বৃদ্ধি ধরিয়া লইলে ৪০ মাইল নিম্নে কি ভয়ঙ্কর তাপ, তাহা কে মনে ধারণা করিতে সমর্থ হয়? ৪০ মাইল স্থূলতার কথা বলা গেল, তাহা যে মনুষ্য সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দড়া দড়ি ফেলিয়া মাপ করিয়াছে, তাহা নহে। খনন কার্য্য দ্বারা মনুষ্য নিম্নদেশে অতি অল্প দূরই গমন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর উৎক্ষিপ্ত কম্পনে উৎক্ষিপ্ত স্তরানতি এবং অন্যান্য বহুবিধ কারণযোগে, নিম্ন দশ মাইল পর্য্যন্ত অবলোকনে এবং তথা পর্য্যন্ত পৃথিবীর আবরণের আকার প্রকার গঠনাদি ও ইতিবৃত্ত এবং জ্ঞাতব্য বহুবিধ আবিষ্করণে পারগ হইয়াছে, তন্নিম্নে যাহা কিছু, তাহা প্রমাণাদি যোগে অনুমানসিদ্ধ। ভূতত্ত্ব এই রূপে যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রচুর রূপে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর যে আকার আমরা দেখিতেছি, তাহা এক দিনে বা এক সময়ে নির্ম্মিত হয় নাই। আভ্যন্তরিক নিত্য উষ্ণ তরল পদার্থের উপর দুগ্ধের সরের ন্যায় পৃথিবীর আবরণ ভাগ প্রথম ছাঁচ বাঁধিয়া,—অল্পে অল্পে পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া, বর্ত্তমান স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পুষ্টতা প্রাপ্ত হইতে কত যুগ যুগান্তর গত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে। আমরা সময় পরিমাণের আতিশয্য দেখাইতে হইলে "যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য" বলিয়া যে

চন্দ্রের দোহাই দিয়া থাকি, পৃথিবীর আদি স্তর হয় ত তাঁহারও জন্ম অবলোকন করিয়াছে। পৃথিবী একদা চন্দ্রশূন্য রাত্রিবিশিষ্ট ছিল বলিলে কি সে সময় পরিমিতি হয়? সে সময় পরিমিতি হৃদয়ঙ্গম করা মনুষ্যের অসাধ্য, তাহা বৎসর গণনার মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে। অতএব সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত সময় আবশ্যক মত বিভাগ করিয়া যুগপদে বাচ্য করা যাইতে পারে, এক এক যুগের পরিমাণ অসংখ্য বৎসর।

পৃথিবীর আদিমকালে আভ্যন্তরিক আগ্নেয় উৎপাতের ক্ষণ প্রবর্ত্তন স্বভাব হেতু, বর্ত্তমান জল ও স্থলবিভাগ, তথায় উৎপন্ন এবং পরিবর্দ্ধিত জীব ও উদ্ভিজ্জবর্গ, বর্ত্তমানের ন্যায় পূর্ব্বাপর ছিল না। যুগে যুগে বহুতর পরিবর্ত্তন, বহুতর নূতন মূর্ত্তী পরিগ্রহণ এবং তদানুসঙ্গিক শীতাতপ এবং ঋতু পরিবর্ত্তনও ঘটিয়াছিল। যে ইংলণ্ড এক্ষণে অতি শীত-প্রধান দেশ, এক সময়ে উহা আতপ-প্রধান দেশ ছিল। কয়েক বৎসর গত হইল, ইয়র্কসায়রের গুহায় হায়েনা প্রভৃতি বহুতর উষ্ণ প্রদেশীয় জীবের পঞ্জর সকল দৃষ্ট হয়, যে সাইবিরিয়ার উত্তর ভাগ এখন চির নিহার পরিবৃত, উদ্ভিজ্জ এবং জীবশূন্য এবং কদাচিৎ-ভিন্ন দেশ প্রবাসী পক্ষির স্বরে চমকিত, তথায় ভূগর্ভে নিহিত হস্তির ন্যায় বৃহৎ এক জাতির জীবের অস্থি পাওয়া যায়, সুতরাং এককালে তথায় বৃহৎ হস্তির আকারবিশিষ্ট জন্তুরা যে স্বচ্ছন্দ পদে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, ইহা অনুমিত হয়। ঐ সকল জীব উষ্ণ প্রদেশীয়, উষ্ণ প্রদেশ ব্যতিত উহারা অন্যত্র স্বাভাবিক অবস্থায় তিষ্ঠিতে পারে না। যুগে যুগে পৃথিবীর আকার এবং শীতাতপের এই রূপ পরিবর্ত্তনশীলতা, উদ্ভিজ্জ এবং জীবসঞ্চার সম্বন্ধে কতদূর কার্য্য করিয়াছে, তাহা নিশ্চয় রূপে কে নিরূপণ করিতে পারে? কিন্তু যতদূর বিবেচনা করিতে পারা যায়, তাহাতে ইহার এবং যুগ সংখ্যার কার্য্যফল সাধারণ নহে।

যে পৃথিবী পূর্ব্বোক্ত মত প্রকৃতিবিশিষ্ট, এবং পূর্ব্বোক্ত মত পরিবর্ত্তনাধীন, সে পৃথিবীতে জীবসঞ্চার কত দিন হইয়াছে, এবং যুগ পরিবর্ত্তনে জীব সৃষ্টির পরিবর্ত্তন কিরূপ হইয়াছে, ইহা জিজ্ঞাস্য। যে দিন পৃথিবীর জন্ম, সেই দিন হইতে জীবেরও জন্ম কি না, কি পৃথিবীর জন্মদিনের কতকাল পরে জীবের জন্ম, এ কথা নিরূপণ করিতে, বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় মনুষ্যের সুসাধ্য নহে। মনুষ্যক্ষমতায় যতদূর নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, কেম্ব্রিয় স্তরেতে প্রথম জীবসঞ্চার হইয়াছে, অর্থাৎ আমরা কেম্ব্রিয় স্তর পর্য্যন্তই জীবসঞ্চারের প্রমাণ দেখিতে পাইয়াছি, তন্নিম্নে পাই নাই। যাহা হউক অধুনাতন বহু ভূতত্ত্ববিদেরা সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐ কেম্ব্রিয় স্তর হইতেই জীবোৎপত্তির প্রথম আরম্ভ। ইহার কারণ, প্রথমতঃ যতই শারীরিক যন্ত্রাদি শূন্য প্রায় এবং উদ্ভিদের সাদৃশ্যগত জীব হইবে, ততই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং আদি জীব বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়, কেম্ব্রিয় স্তরে সেইরূপ জীবের অবস্থানের চিহ্ন পাওয়া যায়। উহারা জীব শ্রেণীতে এত নিকৃষ্ট পর্য্যায়ে ভুক্ত যে, তদপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব আর না থাকারই সম্ভব। তথা হইতে আমরা যতই ঊর্দ্ধভাগে অবলোকন করিতে থাকি, ততই ক্রমান্বয়ে জীবসৃষ্টি উন্নত হইয়া আসিয়াছে,

দেখিতে পাই; আবার উচ্চ স্তর অর্থাৎ যে স্তরে আমাদের বাস তথা হইতে যতই নিম্নে অবলোকন করিতে থাকি, ততই ক্রমে ক্রমে জীবসৃষ্টি নিকৃষ্টতায় পরিণত দেখিতে পাই। সেই নিকৃষ্টতা কেম্ব্রিয় স্তরে আসিয়া সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ কেম্ব্রিয় স্তরের নিম্নস্থিত স্তর যদৃচ্ছা সংঘটিত প্রস্তর, উহা প্রস্তরময় হওয়ার পূর্ব্বে যে রূপ ছিল, তাহা মনুষ্য-বুদ্ধিতে জীবের বাসোপযোগী বলিয়া বোধ হয় না এবং উহাতে জীবাবস্থানের কোন লক্ষণও পাওয়া যায় না। এখানে বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান ভিন্ন, ভিন্ন২ যুগে জীবসঞ্চার বা উদ্ভিজ্জসঞ্চারের প্রমাণ প্রায় ফসিল নামক প্রস্তরীভূত জীব বা উদ্ভিজ্জাবশেষ। এক্ষণে বক্তব্য বিষয় কথনের পূর্ব্বে, সুবিধার নিমিত্ত যুগ বিভিন্নে ভিন্ন ভিন্ন জীবধর্ম্ম যথাসম্ভব অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে পরিদর্শন করা যাউক।

যাদৃচ্ছা সংঘটিত গ্রানিট স্তর এবং বারুণ স্তর সংযুক্ত জীবশূন্য প্রথম যুগ পরিত্যাগ করিলে, আর সমস্ত যুগ স্ব স্ব বিশেষতা জ্ঞাপক ভিন্ন২ জীবসঙ্কুল অবলোকিত হয়। প্রথম জীবশূন্য যুগের পরেই, দ্বিতীয় যুগ বা Palæozoic age অর্থাৎ যাহাকে সাধারণতঃ মৎস্যযুগ কহে। কেম্ব্রিয়, নিম্ন এবং ঊর্দ্ধ সিলুরীয়, ডিবোনীয়, আঙ্গার্য্য এবং পার্ম্মীয় স্তরনিকর এই যুগের অন্তর্গত। ইহাদের প্রত্যেক স্তরেই, বাসোপযোগিতা অনুসারে, যুগভেদে জীবশ্রেণী বিভাগের আবার উপবিভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমে কেম্ব্রিয় স্তর। এই স্তরের স্থূলতা প্রায় ২০,০০০ ফিট। এই স্তর যৎকালে ভবিষ্যৎ গর্ব্ভে থাকিয়া পুষ্টতা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তখন নানা কারণে অনুমিত হয় যে, বহুদূরস্থিত-তলধৌতকারী অনন্ত সাগরজলে পৃথিবী পরিবেষ্টিতা, সে সাগর বেগ ঘন ঘোর তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, প্রায় প্রতিক্ষণে ভূকম্পনে ক্ষোভিত হইয়া মহা-প্রলয় উপস্থিত করিত, কখন বা পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে উৎক্ষিপ্ত কম্পনে ক্ষোভিত হইয়া, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তী ধারণ করিয়া দ্বীপোৎপত্তির, সূত্রপাত করিত। এই সময়ে শারীরিক অবয়বাদি শূন্যপ্রায় অৰ্দ্ধোদ্ভিজ্জবৎ অৰ্দ্ধ জীববৎ জুফাইট নামক অতি সামান্য জলজ জাতীয় জীবের একাধিপত্য। জুফাইটদিগের অতি অধমতম শ্রেণী চৈতন্য বিশিষ্ঠ কি না, ইহাই কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পশুতত্ত্ববিদ্‌দিগের সন্দেহ স্থল ছিল। যদি চৈতন্য হেতু পৃথিবী-পতি বলিয়া মনুষ্যেরা আত্ম পরিচয় দিতে পারে, তবে এই নির্জীববৎ জীবেরাও এককালে সাগরবসনা বসুমতীর অদ্বিতীয় অধীশ্বর ছিল। কেম্ব্রিয় স্তর পরিত্যাগ করিয়া ঊৰ্দ্ধে সিলুরীয় এবং ডিবোনীয় স্তর। এই সময়ে ভূভাগ বহুল পরিমাণে জল হইতে ঊৰ্দ্ধ মস্তক করিয়াছে এবং উদ্ভিজ্জ বিস্তার হইয়াছে, কিন্তু দ্বিপত্রোৎপত্তিক Dicotyledonous উদ্ভিজ্জের সর্ব্বত্রে সম্পূর্ণ অভাব। কেম্ব্রিয় স্তর হইতে জীবশ্রেণী অনেক উন্নতভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমান্বয়ে কেম্ব্রিয়, জুফাইট, তাহার উন্নত শ্রেণী, পলাকীট, শম্বুকজাতীয় জীব। (Mollusca) ক্রস্টেসিয়া (চিংড়ি মাছের জাতি) এবং অতি কঠিন শল্কাবৃত মৎস্য ইত্যাদি এই স্তরদ্বয়ের অধিপতি। এই সময়ের জীবগণ কিরূপ স্বচ্ছন্দ মনে এবং কিরূপ অবস্থায় ক্রিড়া করিয়া ফিরিত, তাহা যিনি

সমুদ্রের কোন ক্রমানত তটে ভাটার আরম্ভে জল পরিত্যক্ত বেলা ভাগ অবলোকন করিয়াছেন, তিনিই বোধ হয় সিলুরীয় এবং ডিবোনীয় স্থল জল মিশ্রিত অবনী উপরে তৎকালিকী জীবের ক্রিড়া, কৌতুক, বিলাস, বৃত্তি অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। ডিবোনীয় স্তর পরিত্যাগ করিয়া, আঙ্গার্য্য এবং পার্মীয় স্তর। পার্মীয় স্তর আঙ্গার্য্য রূপ মহাস্তরের এক উপবিভাগ মাত্র বলিলে বলা যায়। আঙ্গার্য্য স্তরে লক্ষিত হইবে যে, এই সময়ে স্থল ও জল বিভাগ বিশেষ রূপে স্থাপিত হইয়াছে, বৃহৎ২ নদী, সঙ্কীর্ণ সাগর উপসাগর ইত্যাদিতে এক্ষণে পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগ অঙ্কিত হইয়াছে। এবং নিম্নগত স্তর সকল হইতে বহুতর বিষয়ে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জীবের আবাস যোগ্য হইয়া আসিয়াছে; সুতরাং জীব সংখ্যাও অধিক ও উন্নত প্রকৃতির। এই সময়ের উদ্ভিজ্জ মণ্ডলী বহু বিস্তৃত, বিশাল এবং ভয় মোহ উৎপাদক। কিন্তু আশ্চর্য্য! উদ্ভিজ্জমণ্ডলীর এত বাহুল্য সত্ত্বেও কোন স্থলচর জীবের বাসচিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল জলচর মৎস্য, মেরুদণ্ডবিহীন বৃহদাকার সরীসৃপ এবং পূর্ব্বস্তরীয় কয়েক জাতিয় জীবের একাধিপত্য। তথা হইতে ঊর্দ্ধে পার্মীয় স্তরে অবলোকন করিলে দেখা যায় যে, আঙ্গার্য্য স্তরস্থ উদ্ভিজ্জ ক্রমে হ্রাস হইতে আরম্ভ ও অন্যতর অবস্থা গ্রহণোপযোগী হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এ স্থলের জীবশ্রেণী আঙ্গার্য্য স্তরের অনুরূপ, কিন্তু কিঞ্চিৎ২ পরিবর্ত্তনাধীন হইয়াছে। পার্মীয় স্তর আঙ্গার্য্য স্তর সহ জীব এবং উদ্ভিজ্জ সৃষ্টিতে এত সাদৃশ্যযুক্ত যে, পার্মীয় স্তর আঙ্গার্য্য স্তরের বিস্তৃতি বলিলেই হয়। এই খানে মৎস্য যুগের সন্ধ্যা, পৃথিবী এখানে "কনেবউ" অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিরাগমনের উদ্যোগ করিতেছেন। মৎস্য যুগের আলোচনায় দেখা গেল যে, পৃথিবীর নানারূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন এবং কাল পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও, একবার জীবসঞ্চার হইয়া আর কখনই তাহার নিবৃত্তি হয় নাই; এবং যত আপদ বিপদই ঘটুক, সেই জীব সৃষ্টি ক্রমে পৃথিবীর উন্নতি সহ উন্নতি ভিন্ন অবনতি প্রাপ্ত হয় নাই।

মৎস্যযুগের পরেই Mesozoic বা মধ্যযুগ। ইহা পার্মীয় স্তরের শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া Cretaceous বা চৌর্ণ স্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগ অতি পুরাতন মৎস্য যুগ এবং বর্ত্তমান যুগের প্রথমার্দ্ধ টার্টিয়ারির (Tertiary) মধ্যবর্ত্তী, সুতরাং ইহা উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত। প্রাচীন জীবমালার বহুজাতি যদিও অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু একেবারে লোপ হয় নাই। যখন দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান সময়েও তাহা অনেক জাতি ঈষৎ পরিবর্ত্তিতাকারে বাস করিতেছে, তখন যে তাহারা মধ্যযুগে একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা হইতে পারে না। অনেক জাতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সহ বর্ত্তমান থাকিয়া স্বচ্ছন্দ মনে পূর্ব্বের ন্যায় সমুদ্র সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছে বটে, কিন্তু এ যুগেও আবার নূতন বহুবিধ জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, ক্রমান্বয়ে তাহাদের আকার প্রকার এবং বৃত্তি অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং উৎকৃষ্ট ও জীবের শারীরিক যন্ত্র সকল স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত এবং কার্য্যকারী হইয়াছে। এই যুগেই আমরা স্থলচর জীবের আবির্ভাব, পক্ষী জাতির উৎ-

পত্তি এবং স্তন্যজীবীর অঙ্কুর দেখিতে পাই ; সুতরাং এই সময়ে যেমন কতকগুলি পূর্ব্ব জীবের ধ্বংস দেখিতে পাই, তেমনি কতকগুলি, যাহা পূর্ব্বযুগ সন্ধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং এ যুগে তাহাদের পূর্ণাবস্থা, আবার পরযুগে যাহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, এ যুগে তেমন কতকগুলি নূতন জীবের জন্ম, দেখিতে পাই। এ যুগের যুগাধিপতিগণ Plesiosaurus, Ichthyosaurus নামক বৃহৎ তিমিজাতীয় জলজীব, Megalosaurus, Hylaeosaurus নামক সরীসৃপ জাতিয় অতি বৃহৎ জীব এবং Pterodactylus নামক পক্ষী জাতীয় জীব। ডারুইনের মতানুসারে ইহারা মনুষ্যজাতির অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ, কিন্তু তথাপি আমরা উহাদের বাঙ্গালা নাম জানি না,—আমরা অতি মূর্খ! আমরা যেমন ভাবিতেছি যে, আমরাই স্বষ্টির শেষ সীমা, উক্ত পূর্ব্বপুরুষগণের যদি আমাদের মত বোধ শক্তি থাকিত, তবে উহারাও ভাবিত যে, আমাদের দিয়াই জীব স্বষ্টির শেষ হইয়াছে। কাল ক্রমে আর একরূপ দ্বিপদজাতি জন্মিয়া যে যুগ যুগান্তে ভূগর্ভ নিহিত তাহাদের অস্থি পঞ্জর টানিয়া বাহির করিবে, ইহা কখনই তাহাদের মনেও আসিত না, এবং ভবিষ্যৎ উহা ব্যক্ত করিয়া দিলেও মনে ধারণা করিতে পারিত না। এ সময়ের উদ্ভিজ্জাবলিও পূর্ব্বযুগ হইতে বহুতর ভাবে ক্রমে ক্রমে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া পরবর্ত্তী যুগের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। অনন্তর বর্ত্তমান যুগ।

বর্ত্তমান দ্বি অর্দ্ধে বিভক্ত, প্রথমার্দ্ধ, এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধ। প্রথমার্দ্ধে ইওসিন্ এবং মিওসিন্ (Eocene and Miocene) স্তর, দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্লিওসিন্ এবং পিষ্টসিন (Pliocene and Plistocene) স্তর। ইহা এবং পূর্ব্বে যাহা কথিত হইল, ইহারা সাধারণ স্তরবিভাগ; তদ্ব্যতিত বিশেষ২ স্তরবিভাগ আছে, তদালোচনা এখানে আবশ্যকও নাই, বলাও হইল না। প্রথমার্দ্ধযুগেও বর্ত্তমানরূপ স্থল জল বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে কি না, জানি না ; বোধহয় হয় নাই। এই অর্দ্ধযুগে প্রমাণের দ্বারা অনুমিত হয় যে, পৃথিবীর প্রায় বহুলাংশ গ্রীষ্মপ্রধান ছিল। এখনও যে সকল শীতপ্রধান, তাহাও বহুভাবে গ্রীষ্মপ্রধান ছিল। এক্ষণে যে সকল জাতিয় উদ্ভিজ্জ এবং জীবশ্রেণী গ্রীষ্মপ্রধান দেশ ভিন্ন অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, এই সকল জাতির বহুতর জীব এবং উদ্ভিজ্জের নিদর্শন বৃটনদ্বিপে এবং ইউরোপের দক্ষিণ ভাগে পাওয়া যায়। এই সময়ে স্তন্যজীবী জন্তুবর্গের বিশেষ আড়ম্বর। মধ্য যুগের সামান্য স্তন্যজীবী হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর উন্নত হইতে আরম্ভ হইয়া, সেই উন্নতি বানরজাতির সামান্য হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ শ্রেণিতে সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সময়ের জন্তুবর্গ অত্যন্ত বৃহৎ এবং ভীষণ দর্শন, ম্যামথ, ম্যাষ্টডন নামক হস্তিজাতীয় জীব। গণ্ডার, সিংহ প্রভৃতি নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। এ সময়ের জীব সংখ্যা এবং নামমালা প্রদান করিতে গেলে, স্থানে কুলায় না। বলা বাহুল্য যে এ সময়ের উদ্ভিজ্জ অনেক অংশে বর্ত্তমান জাতিয়। অধুনাতন আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা জানা যায় (গড্রি সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত যে মিওসিন্ স্তরে এক জাতিয় জীবের অস্থি পাওয়া গিয়াছে, যাহার আকার প্রকারাদিতে, তাহাকে Semnopithecus এবং Macacus নামক উচ্চ দ্বিজাতীয়

বানরের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়; সুতরাং মিওসিন্ উপযুগেই পৃথিবী মনুষ্য গ্রহণের অনেক উপযোগী হইয়া আসিয়াছে। ইহা তদ্দ্বারা অনুমিত হয়. এই যুগের অন্ত হইতেই পৃথিবী বর্ত্তমানিরূপ স্থল ও জল ভাগে বিভক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; পর্ব্বতগণ যেন যেখানকার যে সে খানে স্থাপিত হইয়া নবীন বেশ ভূষা গ্রহণে উদ্যত এবং সাগর উপসাগর বর্ত্তমান আকার ধারণে প্রবৃত্ত হইয়াছে; নদ নদী পূর্ব্বযুগের ভীষণমূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কীর্ণায়তন হইতে চেষ্টা করিতেছে। যেন সুচতুর নাট্যকারগণ মানবরূপ দর্শকবৃন্দের আগমনের পূর্ব্বাহ্নে সাজ করিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিতেছে। এই রূপে প্রথমার্দ্ধ গত হইল। দ্বিতীয়ার্দ্ধ আগত। ইহার প্রথমাংশের অধিপতি উচ্চ জাতীয় বনমানুষ, দ্বিতীয় অংশের অধিপতি তাঁহারা, যাঁহারা এখন ভাবিতেছেন যে, আমাদিগেতেই জীব সৃষ্টির শেষ সীমা।

প্লিস্টসিন্ স্তরের প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই যে, ম্যামথ, ম্যাস্টোডন, ভল্লুক, হায়েনা, সিংহ প্রভৃতি গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জীব যাহারা পূর্ব্বকালে অকুতোভয়ে সচ্ছন্দ পদে অধুনাতন শীত প্রধান দেশে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, তাহারা তথা হইতে দূরীভূত হইয়া বিষুব রেখার সমীপবর্ত্তী স্থান সমূহে আশ্রয় গ্রহণে উদ্যত হইয়াছে। এবং বর্ত্তমান যে সকল জীবশ্রেণীর মধ্যে পৃথিবীর যে যে অংশে যাহারা এখন বসবাস করিতেছে, সেই সেই স্থানে তাহাদের বিভাগ এমং উপনিবেশ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্ব কথিত বিষয় দ্বারা ইহা অবশ্যই জ্ঞাত হইবে যে, এপর্য্যন্ত আমরা মনুষ্যের কোন চিহ্নই দেখিতে পাই নাই। এতকাল পৃথিবী নির্মনুষ্য ছিল। কি ভয়ানক, কি আশ্চর্য্য কথা! এত যুগ, এত স্তর অতিক্রম করিয়া অবশেষে প্লিস্টসিন্ স্তরের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অতি সামান্য আকারের প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্র এবং অস্ত্র শস্ত্র, ডোঙ্গা নৌকার অবশেষ সকল রহিয়াছে। কিন্তু এই সকলের সঙ্গে মনুষ্যের শারীরিক কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না; এমন কি যথায় বহু পরিমাণে ঐ সকল অবশেষ প্রাপ্তব্য, তথায়ও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই সকল অবশেষ বহু পরিমাণে সোমের (Somme) অধিত্যকায়, কানাডায়, স্কাণ্ডিনেবিয়ায় এবং ইংলণ্ডে পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, মনুষ্য অন্যান্য জন্তু হইতে পক্ক দ্রব্যাদি ভোজী বলিয়া তাহাদের অস্থি অসার হইয়া থাকে; সুতরাং তাহা কাল পরিবর্ত্তনে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এ কথা অগ্রাহ্য! যে সকল মনুষ্যেরা প্রথমে অবনীমণ্ডলে পদার্পণ করিয়াছিল, অথবা যতদূর তাহাদের উদ্দেশ পাওয়া যায়, তাহাদের উপরি উক্ত অস্ত্র শস্ত্র এবং আসবাব দৃষ্টে ইহা কখনই বোধ হয় না যে, পক্ক দ্রব্যই ইহাদের আহার ছিল; ইহাদের তখন অট্টালিকাও ছিল না, কাশ্মীরি শালও ছিল না, পারশ্য হইতে জাফ্রানও আসিত না, স্পাইস দ্বীপপুঞ্জ হইতে মসলাও আমদানি হইত না। ইহারা তখন তিন ভাগ পশু এক ভাগ নর, যথেচ্ছা অরণ্য বিচরণে উদর পুরণ করিত। দ্বিতীয়তঃ যখন অতি প্রাচীনতর যুগের বৃক্ষপত্রটি পর্য্যন্ত, জীবের পদ চিহ্নটি পর্য্যন্ত, অতি সামান্য এবং অস্থিবিহিন কীটের অবশেষ পর্য্যন্ত অতি চমৎকার ভাবে যুগ যুগান্ত

রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, তখন মনুষ্যের অস্থি যে ধ্বংস হইবে, ইহা অগ্রাহ্য। কোন অব্যক্ত কারণ বশতঃ তাহা পাওয়া যায় নাই, বিশেষতঃ কখনই বা ভূতত্ত্ব অনুসন্ধান করা হইয়াছে। সে যাহা হউক, অস্থি পঞ্জরাদি না পাইলেও উপরিউক্ত দ্রব্যাবশেষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে যে, প্লিস্টসিন্ স্তরের প্রথমেই মনুষ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, নতুবা ওরূপ যন্ত্রাদি প্রস্তুত করণে আর কোন্ জীবের সমর্থ হইতে পারে? যে ফিউজিয়ানদিগকে দেখিয়া ডারুইন সাহেবের মনোমধ্যে প্রথম এভাব প্রবেশ হয় যে, তাহারা বনমানুষ হইতে উৎপত্তি, এবং তাহার পূর্ব্ব পুরুষেরা আদিতে তদ্রূপ ছিল; প্লিস্টসিন্ স্তরের আদি কালীয় মনুষ্যেরা তাহা অপেক্ষাও হীনতর ছিল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যাহা হউক, যে পৃথিবীতে মনুষ্য প্রথম পদার্পণ করিয়াছিল, সে পৃথিবী রহিয়াছে, যে সূর্য্য তাহাদিগকে প্রথম প্রভাত এবং দিবালোক দর্শন করাইয়াছিল, সেই সূর্য্যও আছে, যে সুধাংশুনিধি সুধালোক দানে প্রথম তাহাদিগের চক্ষুবিনোদন করিয়াছিল, সে চন্দ্রও রহিয়াছে, অসংখ্য হিরক খণ্ড সদৃশ যে নক্ষত্রপুঞ্জ অপার দূরে থাকিয়া স্তিমিতালোকে প্রথমে তাহাদিগকে ভীত, বিস্মিত এবং স্তম্ভিত করিয়াছিল, তাহারাও অদ্যাপি গগণতলে, সেই দূরত্ব, সেই হিরকখণ্ড সদৃশ মূর্ত্তি, সেই স্তিমিতালোকসহ বর্ত্তমান থাকিয়া বিরাজ করিতেছে; কিন্তু যে দিনে তাহারা সেই পৃথিবীতে পদার্পণ করিয়াছিল, যে দিনে সেই প্রভাত, সেই সূর্য্যকিরণে দিবালোক দেখাইয়াছিল, যে দিনে সেই সুধাংশুনিধি দেখিয়া নয়ন বিনোদন করিয়াছিল, যে দিনে সেই হিরক-খণ্ড-সদৃশ বহুদূরস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের স্তিমিতালোক দেখিয়া ভীত, বিস্মিত, স্তম্ভিত হইয়াছিল, সে দিন কোথায়? সে দিন কত দিন গত হইয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? তোমার আমার ক্ষমতা নাই, কাব্য নাটকের ক্ষমতা নাই, জ্যোতিষের ক্ষমতা নাই, বিজ্ঞানের এখনও ক্ষমতা হয় নাই, কখনও হইবে কি না, তাহাও বলিতে পারি না; সুতরাং সেই দিন কতদিন গত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা দশ সহস্র বা দশ লক্ষ বৎসর বলি, সকলই সমান। এই পর্য্যন্ত আমাদের বলিবার ক্ষমতা আছে যে, কেম্ব্রীয় স্তরে প্রথম জীবসঞ্চার এবং প্লিস্টসিন্ স্তরে প্রথম মনুষ্যসঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়।

জীবোৎপত্তি কিরূপে হয়, ইহা লইয়া অনেক বিদেশীয় পণ্ডিতগণ বহু প্রকার বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়াছেন। আমার স্মরণ হয়, একদা অধ্যাপক হক্সলির কোন বক্তৃতা মধ্যে দেখিয়াছিলাম যে, তিনি বলিয়াছিলেন, উপযুক্ত ভূতগণ একত্র সংঘটিত হইলে অনুরূপ জীবের উৎপত্তি হইবার সম্ভব। এতৎসম্বন্ধে অধ্যাপক ওয়েন বলেন, "If it be ever permitted to man to penetrate the mystery which enshrouds the origin of organic force, it will be, most probably, by experiment and observation on the atoms that manifest the simplest condition of life." ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি শক্তি এবং অনুভব শক্তি চমৎকার! যাহা হউক, আজি পর্য্যন্ত চেতন পদার্থ অন্তরে থাকুক, জড় পদার্থের অতি নিম্নতম বস্তুরও মূলতত্ত্ব মনুষ্য

বিন্দুমাত্র অবধারণে সমর্থ হয় নাই, অতএব চেতনের মূলতত্ত্ব নিরূপণের বহু বিলম্ব আছে। মৎস্যযুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত যে সমুদয় জীবসৃষ্টি দেখিয়া আসিলাম, ইহারা আকারপ্রকারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, উন্নত জীব জন্মিয়াছে, তৎপরে সৃষ্টির গরিমাস্বরূপ মনুষ্যও উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আদি সৃষ্টির সামান্য জুফাইট জাতিয় জীব হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত অবলোকন করিলে দেখা যায় যে, জীবসঞ্চারক একই নিয়ম অপ্রতিহত ভাবে মূল হইতে সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি রহিয়াছে। এবং উচ্চ হইতে নীচ অথবা নীচ হইতে উচ্চ এরূপ পর্য্যায়ক্রমে জীবসৃষ্টি অবলোকন করিলে, শারীরিক গঠন এবং বৃত্ত্যাদি যেন অতি নীচ হইতেই ক্রমেই অল্পেং উন্নতিতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, আবার তদ্রূপ উচ্চ হইতে অল্পেং নীচতায় পরিণত বলিয়া বোধ হইতে থাকে। আবার পরিবর্ত্তন এত ভয়ঙ্কর যে, পরিবর্ত্তনের উভয় সীমাস্থিত দুই জীবের প্রকৃতি অবলোকন কর, বোধ হইবে যে, এক সীমান্ত সহ অপর সীমান্তের কখন সৌসাদৃশ্য ছিল না, নাই এবং হইবে না। কিন্তু ধীরভাবে সমস্ত পরিবর্ত্তনের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমেং অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন কর, আর ওরূপ বিশ্বাস থাকিবে না। উদ্ভিজ্জ সৃষ্টিতেও তদ্রূপ; শুধু তাহাই কেন, যেখানে আমরা অবলোকন করি, সেই খানেই দেখিতে পাই, নিয়ন্তার হস্ত এবং নিয়ম বিরাজ করিতেছে, কোথাও তাহার অভাব নাই। প্রত্যুত তাহার অভাব এত ভয়ঙ্কর যে, তাহার ক্ষণমাত্র অনস্তিত্বে সমস্ত জগৎ বিশৃঙ্খলময় হইয়া উঠে। অতএব পরমাণু সমষ্টির যদৃচ্ছা সংঘটনে জীব কি কোন প্রকার সৃষ্টি হয়, এই তত্ত্বজ্ঞান বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রহণযোগ্য নহে। বস্তুতঃ যদৃচ্ছা শব্দ কিরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। অতর্কিত ভাবে বজ্রপাতে এক জন্তুর প্রাণ বিনষ্ট হইল, আমরা দেখিলাম যদৃচ্ছা বজ্রপাতে প্রাণ বিনষ্ট হইল, উহা আমরা দেখিলাম মাত্র, কিন্তু সেই সেই সময়ে সেই সেই কার্য্য যোগে সেই সেই কার্য্য ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, এ নিয়ম পূর্ব্বে প্রতিপালিত না হইয়া কখনই মনুষ্যের প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই।

জীবসঞ্চারের প্রারম্ভাবধি দেখা গিয়াছে যে, নীচ হইতে আরম্ভ করিয়া জগতের অবস্থা অনুসারে ক্রমেই উন্নত জীবের আবির্ভাব হইয়াছে, এবং আমাদের দৃষ্টিতে মনুষ্য জাতিতে আসিয়া সীমা প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানেই কি সীমা, না আরও পৃথিবী পরিবর্ত্তিত হইলে, আরও উন্নত জীবের আবির্ভাব হইবে, এ প্রশ্নের উত্তর করা সাধারণ নহে। তবে প্রাকৃতিক পূর্ব্বগত কার্য্য সকল অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, নিত্য নূতনতায় অবতরণ করাই প্রকৃতির কার্য্য। এমন কি মনুষ্য জাতির ভিতর ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যেও নিত্য নূতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক সময়ের প্রারম্ভে যে সকল মানব জগতে বিচরণ করিত এবং এখন যাহারা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে, এতদুভয় সহ তুলনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, অথবা সভ্যতম দেশের একজন এবং টেরাডেলফিউগো দ্বীপবাসী আর একজন, এতদুভয়ে তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, সেই দ্বীপবাসী এক

জন মানবের এবং উচ্চ শ্রেণীস্থ বন-মানুষে যে অন্তর, একজন উক্তরূপ সভ্য জাতীয় ব্যক্তির সহ ঐ দ্বীপবাসীর প্রায় তদ্রূপ অন্তরতা। সুতরাং পূর্ব্বাপর পরিবর্ত্তনই যখন প্রাকৃতিক ক্রিয়া বলিয়া অনুমিত হয়, তখন যে সময়ে মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীব পৃথিবীতে রাজত্ব করিবে না, একথা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তবে মনুষ্য জাতি কতকাল থাকিবে, এ জিজ্ঞাসার উত্তর নাই, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মনুষ্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পরিবর্ত্তন প্রবাহিত হইতে যে সময় লইতেছিল, মনুষ্যের বহুকার্য্যতা হেতু সে প্রবাহ অপেক্ষাকৃত দ্রুততর হইতে পারে।

পৃথক্ পৃথক্ জীব পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি হইয়াছে, কি আদিতে সৃষ্ট জীবের বংশাবলী ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, একথাও ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ নানা জনে নানা মত মীমাংসা করেন। স্বেদজ, অণ্ডজ প্রভৃতি পূর্ব্বতত্ত্ব গতাসু হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ভূতসংঘটনে নিত্য নূতন জীব সৃষ্টি এ তত্ত্বও গতাসুপ্রায়। ঐ সকল তত্ত্বের বিপক্ষবাদিদিগের পূর্ব্ব-চূড়ামণি লামার্ক, অধুনাতন ডারুইন। ডারুইনের মতে আদি সৃষ্ট জীবের বংশাবলীক্রমে উন্নত হইয়া উচ্চতম জীবে পরিণত হইতেছে। বস্তুতঃ স্থূল দৃষ্টিতে অবলোকন করিলে জীবসৃষ্টির নিম্নতম পর্য্যায় হইতে উচ্চ পর্য্যায় পর্য্যন্ত যেরূপ ক্রমোন্নতি দেখা যায়, তাহাতে ঐ মতই সহসা বিশ্বাস যোগ্য। অনেক বিজ্ঞানবিদের ঐ মত, কিন্তু বড় লোকের মত বলিয়াই যে বিনানুসন্ধানে তন্মত গ্রাহ্য এবং গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, ইহা কখনই হইতে পারে না। ডারুইন উক্তরূপ ক্রমোন্নতি সাধনের যে উপায় নির্ণয় করেন, তন্মধ্যে দুই রূপ প্রধান; এক (Sexual selection) বাঙ্গলায় যথাযোগ্য স্ত্রী পুরুষ সংঘটন ব্যতিত কি বলিব, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না, এবং (Evolution) অর্থাৎ এক জীব হইতে ক্রমে ক্রমে জীবান্তর প্রাপ্ততা। তদ্বিষয় বলিতে আমরা অদ্য ক্ষান্ত হইলাম।

জাহ্নবী হৃদয়ে

শান্ত ভাগীরথী-জলে শান্ত সমীরণ
খেলায় লহরী-লীলা শান্ত সুকোমল।
সরলা জাহ্নবী ধরে হৃদয়ে আপন
সুনীল গগণ-ছবি। সরল, উজ্জ্বল,
মধ্যাহ্ন-তপন নিজ কিরণমালায়
সহস্র তরঙ্গ' পরে,
রাখে কত যত্ন ক'রে;—
জাহ্নবী-হৃদয়ে কত যতনে সাজায়।

২

একটি তরঙ্গ উঠে, অমনি তাহায়
তপন আপন করে সাজায় কেমন;—
ঝক্ মক্ ঝক্ মক্ যেমন হীরায়
গাঁথিয়ে চিকণ মালা হৃদয়-ভূষণ—
যতনে তটিনী-হৃদে আপনি পরায়।
সরল জাহ্নবী-প্রাণ,
গায় সুখে প্রেম-গান,
কুলু কুলু রবে ধীরে তরঙ্গ খেলায়।

৩

সে শান্ত বিমল জলে তট তরু যত
বিম্বিত হইয়ে সাজে কেমন সুন্দর,—
ঊর্দ্ধপদ অধঃশির যোগী ঋষি মত;
কভু বা সুস্থির, কভু কাঁপে থর থর,
যখন তটিনী কাঁপে পবন-হিল্লোলে।

কাঁপে তরু, কাঁপে পাতা,
পাদপে জড়িত লতা
কাঁপে তালে তালে যবে তরঙ্গ উথলে।

৪

হেন শান্ত নদী-জলে আপনা আপনি
চলে তরি ধীরি ধীরি, নাহি কর্ণধার,
তটিনী-প্রবাহ সুখে চালয় তরণী,
যে দিকে যেমন রূপে বাসনা তাহার।
খেলায় তরঙ্গ-লীলা তটিনী যখন,
ধীরে ধীরে নাচে তরি;
পবিত্র প্রবাহ ধরি
নাচিতে নাচিতে চলে অমনি তখন।

৫

তরঙ্গিনী-কূলে বসি করি দরশন—
চলে তরি, চলে নদী, তরঙ্গ খেলায়;
গগণে, তটিনী হৃদে খেলে নব-ঘন,
বিহরে বিহঙ্গ যেন মেঘেতে মিশায়।
নিরখি চৌদিকে চারু কত শোভা আর,
যুড়াই নয়ন মনে;
আবার তরণী পানে
হেরি সচকিতে,—দেখি কি গতি তাহার।

৬

সহসা নিস্তব্ধ সব; তটিনী-হৃদয়ে
আর না তরঙ্গ খেলে আর না পবন;
বহে মৃদু পূর্ব্ব মত; প্রতিবিম্ব ল'য়ে
আর না আদরে নদী দোলায় তেমন।
সকলি প্রশান্ত স্থির; তরণী আমার
ধীরে ধীরে ধীরে চলে
কেবল প্রবাহ বলে;
স্থির নদী, কেবা আর সহায় তাহার।

৭

আচম্বিতে চারিদিক্ করিয়ে আঁধার,
বহে বেগে ঝঞ্ঝা-বায়ু; পাগল মতন
জীর্ণ-পত্র রাশি ল'য়ে ধূলি রাশি আর
খেলায় পবন; খেলে তরঙ্গ ভীষণ
তটিনী হৃদয়ে। শুনি তরঙ্গ-নিনাদে
আচম্বিতে মনে হ'ল
তরণী কোথায় গেল,
অমনি মানস মম পূরিল বিষাদে।

৮

চকিত চঞ্চল আঁখি, আকুল পরাণে
হেরিনু তরণী পানে; সে ঘোর আঁধারে
নিরখি তরণী মম পড়িয়ে তুফানে
হাবু ডুবু খায়; ভাবি কে রক্ষিবে তারে
হেরিনু ভাবনা ভরে হেরিনু তখন,—
ঘূরিল মস্তক মম,—
সামান্য খেলনা সম
ডুবাইল তরি মম তরঙ্গ ভীষণ।

৯

ডুবিল তরঙ্গে তরি, বিষাদে মানস;
চিন্তার তরঙ্গ বেগে উথলিল আর;
অবসন্ন কলেবর, ভাঙ্গিল সাহস,
নারিনু বুঝিতে কিছু; চেতনা আমার
ত্যজিল আমারে যেন। কতক্ষণ পরে
শুনিনু ঝটিকা রব,
হেরিনু তখনো সব
আকুল তেমতি। হেরি ভাবিনু অন্তরে:—

১০

হেন শান্ত নদী-জলে উঠিল যখন
তরঙ্গ ভীষণ, তাহে ডুবিল তরণী;
সংসার-সমুদ্র মাঝে না জানি কেমন
বহিবে প্রবল ঝড়; না জানি কেমনি
উঠিবে তরঙ্গ তাহে; না জানি তখন
কেমনে জীবন-তরি
রক্ষিব, তরঙ্গে পড়ি
ডুবিবে নিশ্চয় অই তরণী মতন।

১১

ডুবিবে নিশ্চয় অই তরণী মতন;
নারিব রক্ষিতে তারে আমি অসহায়;—
ভাবিলাম মনে মনে। সহসা তখন
পড়িল কি কথা মনে;—নাচিল হৃদয়,
ছুটিল শোনিত বেগে ধমণী ভিতর;
মাতিল সাহসে মন;
হাসি হাসি দুনয়ন
আপন আনন্দে আজি আপনি কাতর।

১২

ঝটিকা, তরঙ্গ, তরি, ভুলিয়ে সকলি;
ভুলিয়ে সংসার-চিন্তা; মুদিয়ে নয়ন
হেরিনু অন্তর পানে; হেরিনু কেবলি
সাহস অক্ষরে লেখা সাহস বচন—
'কর যত্ন হ'বে জয়, সংকল্প-সাধনে;
সাধিতে আপন ব্রত

স্বীয় কার্য্যে হও রত.
এক মনে ডাক সেই অনাথ-শরণে।
১১
মাতিল সাহসে মন, ভাবিনু তখন
কেন অসহায় আমি থাকিতে সহায়—
থাকিতে জগত-পতি, অনাথ-শরণ।
পড়িব বিপদে যবে ডাকিব তাঁহায়,
যুঝিব পরাণ পণে, যায় যাবে প্রাণ।

চৈতন্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

লোকের প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্ত। এক দল সাময়িক ঘটনার স্রোতে ভাসিয়া যায়। ভোগে শোকে, আমোদে নিরামোদে, আশায় নিরাশায়, সুখে দুঃখে, ঘটনা যে দিকে যায়, তাহারাও অনুমাত্র স্বাধীনতা বিহীন হইয়া সেই দিকে ধাবিত হয়। আশার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া কার্য্য বিশেষে প্রবৃত্ত হয়, পরক্ষণেই নিরাশ হইয়া চির জীবনের জন্য তাহার অনুসরণ ত্যাগ করে। অপর দল জীবনে কোন একটী বিশেষ লক্ষ্য অনুসরণ করিয়া কার্য্য করে, বৃত্তিস্থ সমুদায় রেখার ন্যায় তাহাদিগের কার্য্য সেই কেন্দ্র সহ যুক্ত। গ্রহগণ সূর্য্য হইতে বহু দূরে ভ্রমণ করিয়াও যেমন একমাত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে স্থির থাকে ও নির্দ্দিষ্ট স্থান ভ্রষ্ট হয় না, সেইরূপ বহু কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তাহারা এক স্থিরীকৃত উদ্দেশ্য পরায়ণ হইয়া তাহার দিকে অত্যধিক আশক্তি বশতঃ নিয়মিত কার্য্যকলাপ পরিত্যাগ করে না। ভোগে, আমোদে, আশায়, সুখে অথবা শোকে, নিরামোদে নিরাশায়, দুঃখে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বিস্মৃত হয় না। সম্পদে গর্ব্বিত হইয়া অথবা নৈরাশ্যে ভগ্নোদ্যম হইয়া নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বিস্মৃত হয় না। অত্যুন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় ঝটিকা বা বৃষ্টিদ্বারা আক্রান্ত হইলেও সিক্ত-শির হয় না।

সংসারে প্রথমোক্তদলের লোক অতি অল্প সংখ্যক দেখা যায়। দ্বিতীয় দলের লোকই অধিক। কিন্তু তাহারও আবার পরস্পর বহুল পরিমাণে উদ্দেশ্যগত বিভিন্ন। কেহ ধন, কেহ মান, কেহ প্রভুত্ব ও কেহ পারলৌকিক সুখোদ্দেশে কার্য্য করে। ধন লিপ্সু লোক কি রূপে অধিক ধন সঞ্চয় করিবে, তদ্দিকেই দৃষ্টি করে। উপার্জ্জনে অথবা দৈনন্দিন ব্যয়ে মান সম্ভ্রমের দিকে দৃষ্টি করে না। যশ অনুসন্ধায়ী ইহার বিপরীত। জীবনের সুখ সচ্ছন্দে অথবা ধনের দিকে দৃষ্টি নিরপেক্ষে প্রাণপণ করিয়া মান সম্ভ্রম রক্ষা করে। প্রভুত্ব লিপ্সু লোক প্রভুত্ব মদে মত্ত হইয়া যাবজ্জীবন সমরক্ষেত্রের ক্লেশকে সুখভবন মনে করে। দয়া ও ন্যায়পরতার মুণ্ডে পদাঘাত করিয়া ভিন্ন দেশ জয় করিতে অথবা ভিন্ন জাতীয়দিগকে করতলস্থ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অযশ অথবা অধর্ম্মের ভয় হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটাইতে পারে না। পক্ষান্তরে ব্রহ্মনিবিষ্টচেতা সাধু ঐহিকের ধন, মান, সম্ভ্রম, সুখ, যশ সমুদয় ত্যাগ করিয়াও সৎ পথে থাকিতে চেষ্টা করে। অত্যাচারির লৌহ অথবা অগ্নি তাহাদিগের স্বর্গীয় বলে বলীয়ান নির্ভীক হৃদয়ের ভয় সঞ্চার করিতে পারে না।

চৈতন্য এই দুই দলের মধ্যে দ্বিতীয় দলের চতুর্থ শ্রেণীর লোক। তাঁহার.

হৃদয় পরলোকের জন্য ব্যাকুলিত হইয়া ছিল। ইহলোকে কেবল তাঁহার শরীর মাত্র ছিল, মন পারলৌকিক সুখের অক্ষয় ভাণ্ডারের দিকে ধাবিত হইয়া ঐহিককে একেবারে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিল। অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোকে পরলোকের জন্য এতাধিক ব্যাকুলতা বুঝিয়া উঠিতে পারে না; সুতরাং উন্মত্ততার লক্ষণ মনে করে। পক্ষান্তরে পারিষদ্‌বর্গ দেবভাবের চিহ্ন মনে করিয়া আপনাদিগের মত প্রচার করিতে আন্তরিক ব্যাকুলিত হইয়া নানা রূপ মিথ্যা প্রবাদ দ্বারা তাহার প্রাধান্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা করে।

বৈষ্ণবগণ মানব সুলভ এই সাধারণ অপূর্ণতা বশীভূত হইয়া পুরাণাদিতে নানা রূপ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়াও চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে ত্রুটি করেন নাই। নিম্নে তাহার কএকটী দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইল।

১। মথুরা নাথ বচনং পদ্মপুরাণে—

কলেঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে
ভাগিরথীতটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুত॥

রমণীয় ভাগিরথীতটে কলির প্রথম সন্ধ্যাতে প্রথিবীতলে আমি শচীগর্ভে গৌরাঙ্গ রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিব।

২। দ্বারকানাথ বচনং নারদীয় পুরাণে—

অহমেব কলৌবিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকাণপ্রখ্যামি সর্ব্বথা॥

হে বিপ্র! কলিকালে আমি প্রচ্ছন্নশরীর ধারণ করিয়া ভগবদ্ভক্ত রূপে সর্ব্বথা লোকদিগকে রক্ষা করিব।

৩। গোলকনাথ বচনং গারুড় পুরাণে—

কলিনাদহ্য মনানাং পরিত্রাণায় তনুভৃতাং।
জন্মপ্রথম সন্ধ্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাতিষু॥

কলি কর্ত্তৃক দগ্ধ শরীরীদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত আমি কলির প্রথম সন্ধ্যায় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিব।

৪। গোকুলনাথ বচনং যামলে—

অহংপূর্ণভবিষ্যামি যুগ সন্ধৌবিশেষতঃ।
মায়াপারে নবদ্বীপে বারমেকং শচীসুতঃ॥

৫। গরুড়ে—

যদ্গোপীকুলকুন্ত সম্ভ্রমভরারম্ভেণ সংবর্দ্ধিতং
যদ্গোপকুমারসার কলয়াবঙ্গিম্বভঙ্গীকৃত।
যদ্বৃন্দাবন কাননে প্রবিলসৎ শ্রীদামদামাদিভি
তৎপ্রেম প্রকটঞ্চকার ভগবান চৈতন্যরূপপ্রভু

চতুর্থ অধ্যায়।

গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া, চৈতন্য কয়েক বৎসর গৃহে অসংসারী ভাবে অবস্থিতি করিয়া ছিলেন। গৃহে সর্ব্বদা শিষ্যগণসহ নাম সংকীর্ত্তন করিতেন। চৈতন্য সংকীর্ত্তনকে সাধনের অদ্বিতীয় উপায় জ্ঞান করিতেন। নিম্নে তাহার প্রমাণ প্রদত্ত হইল।

সতে ধ্যায়তে বিষ্ণুস্ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌতদ্দপরিকীর্ত্তনাৎ॥
হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলং।
কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা॥

হরিদাস ও বিপ্রের কথপোকথনচ্ছলে চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে সংকীর্ত্তন মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কথিত আছে, হরিনদী গ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ হরিদাসের উচ্চ নাম-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন। হরিদাস বলিলেন—

হরিদাস বলেন শুনহ মহাশয়।
যে তত্ত্ব ইহার বেদে ভাগবতে কয়॥
শুন বিপ্র সকৃত শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু পক্ষ কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম॥

তথাহি দ্বাদশ স্কন্ধে সুদর্শন বচনং—

যন্নাম গৃহ্নন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেবচ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্যস্পর্শঃ পদাহিতে॥

তথাহি নারদীয়ে প্রহ্লাদ বাক্যং—
জপতো হরিনামানি শ্রবণে শত গুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপম শ্রোতৃণ্পুনাতি।
তথাহি ভাগবতে—

কৃষ্ণবর্ণংত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গপাঙ্গ পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ প্রায়ৈ সংকীর্ত্তনৈঃ যজন্তীহসুমেধসঃ॥

চৈতন্য এই সংকীর্ত্তন মাহাত্ম্য পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। প্রথম দিবস শুক্লাম্বর চক্রবর্ত্তীর গৃহে চৈতন্য ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইলেন। অনেকক্ষণ কীর্ত্তন হইল। বৈষ্ণবগণ প্রেমাবেশে বহুক্ষণ অচেতন থাকিল। পর দিবস শিষ্যবর্গ প্রভাতে তাঁহার নিকটে আসিল। চৈতন্য কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হইয়া এই রূপে কৃষ্ণ মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন—

হরি বলি পুথি মেলিলেন শিষ্যগণে,
শুনিয়া আনন্দ হইলা শচীর নন্দনে।
বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিয়া হরিধ্বনি,
শুভদৃষ্টি সভারে করিলা দ্বিজমনি।
আবিষ্ট হইয়া প্রভু করয়ে ব্যাখ্যান,
সূত্রবৃত্তি টীকায়ে সকলে হরি নাম।
প্রভু বলে সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণ নাম,
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ বহি না বলায়ে আন।
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর,
অজ ভব আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর।
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে,
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য কথনে।
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন,
সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ পদ ভক্তিধন।
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়,
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে ধায়।
করুণাসাগর কৃষ্ণ জগত-জীবন।
সেবক বৎসল নন্দ গোপের নন্দন।
হেন কৃষ্ণ নামে যার নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্ব শাস্ত্র তাহার দুর্গতি॥
দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণ নাম,
সর্ব্ব দোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণ ধাম॥

এই মত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায়॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধমে কভু শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি মরে॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে খাঁরে।
কৃষ্ণ মহা মহোৎসব বঞ্চিত তাহারে॥

* * *

দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে॥
চৈতন্য ভাগবত মধ্যম খণ্ড।

এই রূপ কিছুক্ষণ গত হইলে, চৈতন্য চৈতন্য লাভ করিয়া স্নানান্তে ভোজন করিতে গেলেন। শচী ভোজ্য দ্রব্য আনয়ন করিয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অদ্য কি বিষয়ের কথোপকথন হইতেছিল। চৈতন্য উত্তর করিলেন, অদ্য কৃষ্ণনাম পাঠ করিয়া কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতেছিলাম। মাত! চণ্ডাল কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিলে চণ্ডালত্ব অতিক্রম করে। বিপ্র কৃষ্ণনাম ত্যাগ করিলে বিপ্রত্ব হারায়। মাতঃ! কৃষ্ণকে ভক্তি কর। কৃষ্ণের সেবক গর্ভবান অথবা কালচক্রের যন্ত্রণা দ্বারা প্রপীড়িত হয় না। কৃষ্ণের সেবক পুনর্জ্জন্ম মরণের ক্লেশ ভোগ করে না। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ণ দৃশ্যতে।
নশ্রোতব্যং নবক্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ।
জয়মুণি ভারত।

নযত্র বৈকুণ্ঠ কথা সুধাপগান্ সাধবোভাগ বতাস্তদাশ্রয়াঃ।
নযত্র জজ্ঞেশযথা মহোৎসবা সুরেস লোকোহপি সবৈ নসেব্যতাৎ॥
ভাগবত।

সদ্য মদ্ভি পথি পুনঃ শিশ্নোদর কৃতোদ্যমৈ।
আস্থিতো মরমতে যন্তুরেক বিংশতি পূর্ব্ববৎ॥

অনায়াসেন মরণংবিনা দৈন্যেন জীবনং।
অনারাধিত গোবিন্দ চরণস্য কথং ভবেৎ।

অতএব মাতঃ! কৃষ্ণকে ভক্তি কর। ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাই।

চৈতন্যের জননী ও শিষ্যবৃন্দ এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্ম কাণ্ড প্রধান সময়েও ভক্তি মাহাত্ম্য ধারণা করিতে পারিলেন। কিছু দিনের মধ্যে চৈতন্যের আলয় ভক্তি মাহাত্ম্যে পূর্ণ হইল। এদিকে দিনে দিনে চৈতন্যের প্রেম আরও গাঢ় হইল। এবং কিছু কাল মধ্যে তিনি তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞান-শূন্য প্রায় হইলেন। শিষ্যেরা পাঠ লইতে আইসেন, প্রভু প্রত্যেক শব্দের ও অক্ষরের কৃষ্ণ পক্ষে অর্থ করেন। শিষ্যেরা ভাবিলগুরু বায়ুরোগ গ্রস্ত হইয়া এই রূপ প্রলাপোচ্চারণ করিতেছেন। এবং সকলে একত্রিত হইয়া পরমগুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট গমন করিল।

গঙ্গাদাস অপরাহ্নে চৈতন্যকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, বৎস! অজ্ঞানাচ্ছন্ন ভক্তিতে পরম পুরুষার্থ লাভ হয় না। বিশেষ তোমার পূর্ব্ব পুরুষেরা সকলেই মহা পণ্ডিত ছিলেন। তুমি বাতুলের ন্যায় অন্ধ ও ভক্তিমার্গের অনুসরণ না করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপন কর। জ্ঞান ব্যতীত কেবল ভক্তিতে কদাপি কৃষ্ণ প্রাপ্তি হইবে না। প্রভু এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন গুরুদেব! আমি অদ্য হইতে প্রতিজ্ঞা করিরা বলিতেছি যে, আমি শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিব, নবদ্বীপবাসী কেহ তাহা খণ্ডন করিতে পারিবে না।

চৈতন্য হয় ত ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস বশতঃ প্রার্থনার বলের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ বলিয়াছেন। অন্ধ বিশ্বাসী লোক মাত্রে মনে করে তর্ক দ্বারা কোন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় না। প্রত্যাদেশ দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কঠিন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। হইতে পারে যে, এই বলের উপর নির্ভর করিয়া চৈতন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, নবদ্বীপে আর কেহ তাঁহার ব্যাখ্যা উল্‌টাইতে পারিবে না।

বস্তুতঃ অন্ধ বিশ্বাসী লোকেরা প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করুক বা না করুক, যাহা বিশ্বাস করে, সহস্র যুক্তি দ্বারা তাহার বিশ্বাসের অন্যথা করা যায় না। সুতরাং জয়ী হউক অথবা পরাভূত হউক, মনে করে যে তাহারা জয়ী হইয়াছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, চৈতন্য ব্যাকরণ মাত্র সমাপ্ত করিয়া চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিয়া কিরূপে অধ্যাপক নামে পরিচিত হইলেন। আমরা এ কথার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি। প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক সত্যানুসন্ধায়ী; সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যাসত্য নির্ব্বাচন জন্য তাঁহাকে অনেক অনুসন্ধান, অধ্যয়ন ও চিন্তা করিতে হয় এবং তদ্দারা মনোবৃত্তি অনেক পরিমাণে চালিত হয়*। সুতরাং ধার্ম্মিক লোক নিরক্ষর হইলেও সাধারণ লোকাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক জ্ঞানী দৃষ্ট হয়।

চৈতন্য গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট এইরূপে প্রতিশ্রুত হইয়া সশিষ্যে গঙ্গাতীরে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায় শিষ্যগণের জ্ঞানোন্নতি পক্ষে চেষ্টা করিবেন, না একদা রত্নগর্ভ আচার্য্য উচ্চারিত—

শ্যামং হিরণ্য পরিধিং বনমাল্য বর্হ ধাতু
প্রবাল নটবেষমনুব্রতাংশে।

* লর্ড বেকনের এই মত।

বিন্যস্তহস্ত মিতরেণ ধুনানমব্জং কর্ণেরং
পালোলক কপোলমুখাব্জহাসং ॥

দূরাগত শ্লোকরব শ্রবণ করিয়া প্রেমাবেশে ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জ্ঞান লাভ করিয়া দ্বিজবরের সহিত প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। শিষ্যগণ ক্রমাগত ৮।১০ দিবস কাল পাঠ লইতে চেষ্টা করিয়া প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্য রব শ্রবণ না করিয়া এক দিবস নিভৃতে তাঁহার নিকট সমুদয় মনের কথা বর্ণন করিল। চৈতন্য শিষ্যগণের হৃদয় বুঝিয়া ধীরভাবে বলিলেন, "আমার জিহ্বা হইতে কৃষ্ণব্যতীত অন্য শব্দ নির্গত হইবে না, তোমরা অন্য অধ্যাপকের নিকট গমন করিয়া পাঠারম্ভ কর" এই বাক্য শিষ্যদিগের হৃদয়ে আহত হইয়া যুগান্তর উপস্থিত করিল। তাহারা প্রভুর কৃষ্ণনামোপদেশের মর্ম বুঝিতে পারিল। এবং অন্য আচার্য্যের নিকট যাইয়া অশ্রেষ্ঠ জ্ঞানোপার্জ্জনে অসম্মত হইয়া পাঠত্যাগ করিয়া তাঁহার ভক্তবৃন্দ মধ্যে পরিগণিত হইল।

বালকের কোমল হৃদয় স্বভাবতঃ স্বার্থশূন্য ও উৎসাহী। সুতরাং নবযৌবনে যে কোন বিষয়ে অত্যাসক্তি জন্য ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া তাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে। বিশেষতঃ যদি ধর্ম্ম লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে যে তজ্জন্য ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া যাহা ভাল বোধ হয়, তদ্রূপ আচরণ করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? সুতরাং যে জন্য নেটীব কম্বার্ট ও ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী অধিকাংশ যুবক বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া কেবল সংস্কারক মধ্যে গণ্য হয়, সেই কারণেই চৈতন্যের শিষ্যবর্গ অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া মহা ভাগবত হইয়া উঠিল।

পঞ্চম অধ্যায়

একদা ভক্তবৃন্দ একত্র সম্মিলিত হইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন করিলেন। অদ্বৈত বৈষ্ণবদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অদ্য গীতার এক শ্লোকের অর্থ হৃদ্বোধ করিতে না পারিয়া অনাহারে শয়ন করিয়াছিলাম। সমস্ত দিবসের ক্লান্তিতে হঠাৎ নিদ্রায় অচেতন হইয়া স্বপ্ন দেখিলাম যে স্বয়ং অখিলনাথ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন, "আমি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি এবং অতি শীঘ্রই পৃথিবীর সমুদয় স্থলে আমার নাম কীর্ত্তিত করাইব। আমি আরও দেখিলাম যে আমাদিগের বিশ্বম্ভরই (চৈতন্যের নামান্তর) সেই অখিলপতি। কিছু কাল পরে বিশ্বম্ভর তথায় সত্যই আগমন করিলেন। আচার্য্য প্রভু তাঁহার নিকট সাময়িক দুর্গতি বর্ণন করিয়া পাষণ্ডদিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু (চৈতন্যকে তদীয় শিষ্যবৃন্দ এই নামে অভিহিত করিয়া থাকে) এই সমুদয় শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং পাষণ্ডেরা ভক্তের মনোদুঃখের কারণ হইয়াছে, এই কথা ভাবিয়া কিরূপে পাষণ্ডদিগকে পরাজিত করিবেন, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনা হইতে চৈতন্যের চরিত্রের কতক পরিবর্ত্ত ঘটিল। চৈতন্য শান্তভাব ত্যাগ করিয়া পাষণ্ডদিগকে বিনাশের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং সময়ে সময়ে যার পর নাই উগ্রভাব ধারণ করিয়া লোককে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কখন কখন প্রেমাবেশে উগ্রস্বভাব হইয়া নির্দ্দোষিনী বনিতা

অথবা প্রতিবেশীদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্যপুত্র শচী পুত্রের ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া মহা চিন্তাকুলা হইয়া চিকিৎসক আহ্বান করিলেন। বৈদ্যরাজ বায়ুরোগ বিবেচনাতে শিতবীর্য্যের তৈল ও ঘৃত ব্যবস্থা দিলেন।

পরম-উদার-স্বভাব শচী বৈদ্যের বাক্যের উপর যথোচিত আস্থা প্রকাশ না করিয়া শ্রীবাস নামক জনৈক বৈষ্ণব নিকট গমন করিয়া, তাঁহাকে নিজালয়ে আহ্বান করিয়া আনিলেন। চৈতন্যদেব ভগবদ্ভক্ত দর্শন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া হতজ্ঞান হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি আমাকে উন্মাদ জ্ঞান কর" শ্রীবাস উত্তর দিলেন "তুমি উন্মাদ বট, কিন্তু বায়ু রোগ তোমার উন্মত্ততার কারণ নহে, তুমি প্রেম ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়াছ। আমরা সকলেই তোমার মত উন্মত্ত হইতে ইচ্ছা করি।" শ্রীবাসের এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন "তুমি যদি আমাকে বায়ু রোগগ্রস্ত মনে করিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মহানুভৌতিক নৈরাশ্যে আমি প্রাণত্যাগ করিতাম।" শচী শ্রীবাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই হৃষ্টমতি হইলেন। একদা মনোদুঃখে অদ্বৈতাচার্য্য তুলসী চয়ন করিতে ছিলেন, এই সময়ে মহাপ্রভুকে সমীপস্থ দেখিয়া ভাবিলেন, ইনি অন্তর্যামী ভগবান, অন্যথা কি রূপে আমার হৃদয়ের বেদনা বুঝিয়া এস্থানে উপনীত হইলেন। সুতরাং পূর্ণব্রহ্ম অবতার জ্ঞান করিয়া চরণ পূজা করিলেন। প্রভু বিশ্বম্ভর শীঘ্রই আত্ম সংবরণ করিয়া আচার্য্যের চরণোপান্তে পতিত হইলেন। এই যাত্রা চৈতন্য কিয়দ্দিবস আচার্য্য প্রভুর আলয়ে অবস্থান করিলেন।

সহজে বিশ্বাসিনী অজ্ঞানাচ্ছন্না বৈষ্ণবদিগের গৃহিণীগণ মহা-প্রভুর এতাধিক প্রেম দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন নিশ্চয়ই ইনি অংশাবতার অথবা পূর্ণব্রহ্মাবতার। অজ্ঞানাচ্ছন্ন স্ত্রীজাতি সর্ব্বদা অলৌকিক ঘটনাপ্রিয়। লোকে যাহার কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতে পারে না, তাহা দৈবসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করে। কালে বিজ্ঞান প্রভাবে দেখিতে পাই যে, প্রাকৃতিক নিয়মাধীন হইয়া তাহা ঘটিতেছে। আমরা বালক কালে যে কার্য্য দৈব-শক্তি-প্রভাবে সংঘটিত মনে করিতাম, এক্ষণে তাহা বিজ্ঞানের চক্ষে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ যুক্ত দেখিতেছি। যদি তাৎকালিক বৈষ্ণবগণ ও তাঁহাদিগের গৃহিণীরা মনস্তত্ত্ববিৎ হইতেন, তাহা হইলে কদাপি মনে করিতেন না যে, পূর্ণব্রহ্ম অবতার ব্যতীত আর কেহ ইদৃক্ ভাবাপন্ন হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ—মহৎ ভাবাপন্ন কার্য্য দেখিলে আমরা তাহার উজ্জ্বলতাতে হতবুদ্ধি হইয়া যাই, সুতরাং স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত করিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে অগ্রসর হই না।

তৃতীয়তঃ—স্বভাবতঃ লোকে স্বদলের মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য যত্ন করে। মনুষ্যের স্বাভাবিক অহঙ্কার ইহার নেতা। এই অহঙ্কারবশতঃ লোকে আপনার অথবা আপনার দলের অথবা আপনার অবলম্বিত মতের প্রাধান্য বিস্তার জন্য যার পর নাই চেষ্টা করে। গর্হিত কার্য্য অথবা অনৃতাচরণ অথবা অনৃত বাক্য

প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এবং নানা রূপ অসম্ভব অসত্য ঘটনা বর্ণন করিয়া আপনার মতকে সপ্রমাণ করে।

ইত্যাকার কারণ হইতে এক্ষণাবধি চৈতন্যকে তাঁহার শিষ্যবর্গ পূর্ণব্রহ্ম অবতার বলিয়া বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে ও তাহার পরবর্ত্তী কালে তৃতীয় অধ্যায় উক্ত শাস্ত্রীয় বচন সকল প্রক্ষিপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ রূপে চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব প্রমাণীকৃত হইল।

এ দিকে চৈতন্য আপনাকে পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি প্রেমাবেশে হুঙ্কার করিতে করিতে শ্রীনিবাসের বাটীতে উপনীত হইলেন। এবং যে গৃহে শ্রীনিবাস ধ্যান করিতেছিলেন, সেই গৃহের দ্বারে বারম্বার লাথি মারিয়া বলিতে লাগিলেন "তুই দিবা রাত্রি যাহাকে ডাকিস সেই আমি বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন করিয়াছি" শ্রীনিবাস পূর্ব্বাবধি চৈতন্যকে যার পর নাই শ্রদ্ধা করিতেন। এক্ষণে তাঁহার মুখে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সহজেই বিশ্বাস করিলেন।

সমাজ তত্ত্ব।

সম্য ও বৈষম্য—পদের তারতম্য।

২২। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জীবন, স্বাধীনতা, আত্ম সম্ভ্রমাদি সম্বন্ধে মনুষ্যেরা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পরস্পর সম্য। আরবার ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম যে, মনুষ্যেরা ভিন্ন২ শক্তি ও গুণ বিশিষ্ট হইয়া জন্ম ধারণ করিয়াছেন। কেহ বা স্বভাবতঃ বলবান, কেহ বা দুর্ব্বল; কেহ বা তেজঃস্বী বুদ্ধি সম্পন্ন ও কর্ম্ম পরায়ণ, কেহ বা নির্ব্বোধ ও অলস। এই সকল কারণ প্রযুক্ত পদ, শক্তি ও সৌভাগ্য সমন্ধে বৈষম্য উৎপত্তি হয়। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে সম্য এমন দুই ব্যক্তি যদি একত্র হইয়া কোন কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয় এবং তাহাদের এক জন শিক্ষিত ও অন্য জন অশিক্ষিত হয়, তবে তাহাদের মধ্যে অচিরে বৈষম্য দৃষ্ট হইবে। এক জন শিক্ষিত ও অন্য জন অশিক্ষিত, সুতরাং শিক্ষা দ্বারা শিক্ষিতের ক্ষমতা অশিক্ষিত হইতে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পাইবে।

২৩। পদ ও মর্য্যাদা যাহা নৈসর্গিক অবস্থার মূল স্বরূপ, তাহা যে সকল সমাজ অসভ্যাবস্থা হইতে সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

২৪। যখন কোন ব্যক্তি অসাধারণ কোন গুণাদি প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে তাহা নিয়োজিত করেন, তখন অনেকানেক রাজ্যের এই ব্যবহার যে, এইরূপ ব্যক্তিকে কোন সম্মানসূচক পদ প্রদান করে। এই রূপ সম্মান প্রদান করিবার অভিপ্রায় এই যে, যিনি সম্মান প্রাপ্ত হন, তিনি যেন তাহা মূল্যবান জ্ঞান করেন এবং অপর লোকেরা যেন তাঁহার উক্ত গুণ স্বীকার করত সৎকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। কোন২ দেশের প্রথানুসারে এই রূপ সম্মানসূচক পদ প্রকাশ্য রূপে প্রদত্ত হয় না; তথাচ সদ্গুণের নিমিত্ত গুণবান ব্যক্তি সর্ব্ব সাধারণের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রকাশ্য রূপে

কোন মহোপকারী ব্যক্তিকে সম্মান প্রদান করা, মনুষ্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

২৫। গুণবান ও দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগকে সম্মানসূচক পদ প্রদান করার ব্যবহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ বলিয়া অতি অল্প লোক আপত্তি করিয়া থাকেন। বিদ্যা বুদ্ধি ও পরোপকারাদি সদ্‌গুণের নিমিত্ত ব্যক্তি বিশেষকে সম্ভ্রান্ত পদ প্রদান কালীন তাহাদের পুত্র পৌত্রাদি বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন হইলেও ঐ পদাধিকারী হইবে এই ভাবি দর্শনাভাবে কোন২ দেশে পিতার সম্মানসূচক পদাদি পুত্রেরা অধিকার করিয়া সম্মানসূচক পদবী পৈত্রিক হইয়া উঠিয়াছে?

২৬। মনুষ্যের জীবনের অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী হইলে, তিনি তাঁহার বিষয়াদি হস্তান্তর করিবার নিমিত্ত চিন্তা করেন। কিন্তু সন্তান ব্যতিত আর কেহই উক্ত বিষয় প্রাপ্ত হইবার দাবী করিতে পারে না। ইহা এক প্রকার ন্যায্য বোধ হয় যে, সন্তানাদি যাহারা অন্যান্য বিষয়ের অধিকারী, তাহারা সম্ভ্রান্ত পদাদিরও অধিকারী হওয়া উচিত। এই ভাব স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় এবং সকলেই ইহা অনুমোদন করিয়া থাকেন। অন্যান্য উপার্জ্জিত সম্পত্তি হইতে সৎকার্য্যের নিমিত্তে যে সকল উপাধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা প্রভেদ করা সহজ নহে, সুতরাং পদাদি পুরুষপরম্পরা অধিকৃত হইয়া আসিতেছে।

২৭। এই রূপে প্রকৃত গুণাভাবেও সম্ভ্রান্ত পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদিচ অনেকে এই রূপ পদ প্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত অবৈধ বলিয়া দোষারোপ করেন, তথাচ মানব জাতি প্রথম ব্যক্তিকে যেমন, দ্বিতীয় ব্যক্তি (যে তাঁহার মাননীয় পদ উত্তরাধিকারী হইয়া প্রাপ্ত হন) তাঁহাকেও তদ্রূপ মান্য করিয়া থাকেন। বহু পুরুষ পর্য্যন্ত কোন সম্ভ্রান্ত পদ পর পর অধিকৃত হইলে, প্রাচীনত্বের নিমিত্ত উহা আরও অধিক মাননীয় হইয়া উঠে; এই রূপ জ্ঞান এমন সর্ব্বসাধারণ যে, ইহা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি বলিয়া বোধ হয়। মনুষ্যেরা অতর্কিত ভাবে এই রূপ যুক্তি করিয়া থাকেন যে, যে পদ বিংশতি পুরুষ পর্য্যন্ত পর পর প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা কোন বর্ত্তমান মানুষিক ক্ষমতা রহিত বা সৃষ্টি করিতে অক্ষম। এই যুক্তিই প্রাচীন রাজ-পরিবারস্থ লোকদিগকে সম্মান করিবার মূল কারণ। জ্ঞান, বুদ্ধি ও হিতৈষিতা প্রভৃতি নানা গুণে অলঙ্কৃত এমন অনেকানেক ব্যক্তি দৃষ্ট হয়, যাহারা রাজপদ গ্রহণ পূর্ব্বক শাসনাদি করিবার উপযুক্ত পাত্র, তথাচ তাহারা কেহই ঐতিহাসিক রাজ পরিবারস্থ লোক নয় বলিয়া আপনা হইতে রাজপদ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। রাজকীয় পদের কার্য্য সম্পাদনার্থে যে সকল রাজা মনোনীত হয়েন, তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তি বা ধর্ম্ম প্রবৃত্তির সমধিক উৎকর্ষতার নিমিত্ত মনোনীত হয়েন তাহা নয়, কিন্তু রাজ-পরিবার বলিয়া সকলের সমাদর ও সম্ভ্রমের পাত্র। এই বিবেচনায় মানসিক উৎকর্ষতার ভাগ অপেক্ষাকৃত অল্পদৃষ্ট হইলেও, রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। মানব জাতির সুশাসনের নিমিত্ত ইহা যে আবশ্যক, তাহা এই স্থলে বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, এই প্রথা অনেকে অযৌক্তিক ও অজ্ঞানতা মূলক বলিয়া যে দোষার্পণ করেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে সঙ্গত নহে।

সমাজ প্রতিযোগিতা সম্বন্ধীয় অনেক নিয়মের অধীন।

২৮। স্বার্থ বিহীন প্রেম অর্থাৎ এক জন অন্য জনের নিমিত্ত ত্যাগ স্বীকার করিবার ইচ্ছা, পরিবার মণ্ডলীতেই যেমন অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, জগতের অপরাপর ব্যক্তির সহিত ধারাবাহিক সাংসারিক কার্য্যে প্রায় তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। কেননা সকলেই আপন২ ইষ্ট পথে গমন পূর্ব্বক আপনার চেষ্টা ও যত্নের উপর নির্ভর করত আপন২ অভিপ্রায়াদি সুসিদ্ধ করণার্থেই ব্যস্ত হইয়া কার্য্য করেন। এই রূপ কার্য্য সম্পাদন করাতে সকলেই অধিক কিম্বা অল্প পরিমাণে পরস্পর প্রতিযোগী হইয়া উঠেন। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, সমাজ প্রতিযোগীতা সম্বন্ধীয় নিয়মের অধীন। এবং এই প্রতিযোগিতা থাকাতে মানব প্রকৃতিরও বিস্তর উপকার হইয়া থাকে। যদি মানব জাতির উন্নতি আকাঙ্ক্ষা ও স্বয়ং যত্ন করিবার কোন কারণ না থাকিত, তবে এই জগতে অনেক গুরুতর কার্য্য সাধিত হইতে পারিত না।

২৯। সমাজে প্রতিযোগিতার অবস্থিতি আবশ্যক বলিয়া স্বার্থ সাধন বা নিজের পরিবার প্রতিপালনার্থে প্রতিবাসির অনিষ্ট করা কাহার উচিত হইবে না। অশিক্ষিত অসভ্য লোকদিগের সম্মুখে কোন মূল্যবান বস্তু পুরস্কারের নিমিত্ত রাখিলে, তাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত এক জন অন্য জনকে পদতলে দলিত বা পরস্পর চক্ষু উৎপাটন করিবে কিন্তু সুসভ্যেরা ইহা বুঝিবেন যে, তাহাদিগের জীবনের কার্য্য সফল হওনার্থে প্রতিবাসির প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা কোন প্রকারে উচিত নহে। অসভ্য সমাজের এই দশা যে, অন্যের অনিষ্ট না করিয়া কেহ আপনার উন্নতি সাধন করিতে পারে না; সুতরাং অসভ্যদিগের মধ্যে কর্ম্মশীল ও চতুর ব্যক্তিরা চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু সভ্য সমাজে যাঁহারা ধন ও সম্ভ্রম প্রাপ্ত হন, তাঁহারা মানব জাতির অপকারের পরিবর্ত্তে উপকার করিয়া থাকেন।

৩০। নিজের নিমিত্ত কোন অধিকার সৃষ্টি করা বা প্রতিবাসির অধিকৃত বস্তু আক্রমণ পূর্ব্বক গ্রহণ করা, এই উপায় দ্বয় অবলম্বন করিয়া মনুষ্যেরা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া থাকে। যে সমাজে কেবল যুদ্ধাস্ত্র ও ব্যক্তি বিশেষের শারীরিক শক্তির আধিপত্য প্রবল ও তাহা সর্ব্বত্র সম্মানিত হয়, তথায় যুদ্ধাস্ত্রাদিই কৃতকার্য্য হইবার প্রধান পথ। এই রূপ অসভ্য ও অসম্পূর্ণ সমাজে অনেকে অন্যের ধন দ্বারা আপনাদিগের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করে। কখন যুদ্ধে পরাজয় করিয়া অপরের দ্রব্যাদি অপহরণ করে, কখন বা অপর লোকদিগকে বলপূর্ব্বক দাসত্ব শৃঙ্খলে নিবদ্ধ করিয়া তাহাদের পরিশ্রমের ফল স্বয়ং ভোগ করিয়া থাকে।

৩১। আসিয়া ও আফ্রিকার অনেকানেক রাজ্যে ধনবান হওয়া অতি আপদ জনক। কেননা স্বেচ্ছাচারী রাজারা কাহাকে ধনবান দেখিলে তাহার ধন হরণার্থে লোলুপ হইয়া, নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকেন। আফ্রিকা খণ্ডের স্বাধীন রাজ্যসমূহে এবং পারস্য তুর্কি কাবুল ইত্যাদি দেশে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত নানা প্রকার দৌরাত্মের স্রোতঃ প্রবল রূপে প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল দেশে বলবানেরা দুর্ব্বলের প্রতি অত্যা-

চার পূর্ব্বক আপনাদিগের ঐশ্বর্য্যাদি বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের রাজত্বের সময় ভারতবর্ষেরও উক্ত রূপ অবস্থা ছিল।

৩২। সমাজে প্রতিযোগিতা প্রবল হইয়া যখন দৌরাত্মের বৃদ্ধি হয়, তখন প্রতিযোগিতা আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে অনিষ্টোৎপাদন করে, কিন্তু যে স্থলে পবিত্র ধর্ম্মের গুণে মানব-প্রকৃতি পবিত্রতা লাভ করিয়াছে, মনোবৃত্তি সমুদয় পরিচালিত হইয়া উন্নত হইয়াছে, সেই স্থলে প্রতিযোগিতার গরলময় ফল দৃষ্ট হইবে না। সভ্যতম অবস্থায় মনুষ্যেরা আপন২ উন্নতির সঙ্গে২ সমাজের উপকার করিয়া থাকেন। কোন২ বিষয় ব্যতিত সভ্যতম ব্যক্তিরা যত বিষয়ে আপনার উন্নতি সাধন করিবার যত্ন করিবেন, ততই সমাজের উপকার করিবেন। তাঁহারা কখনই অন্যের পরিশ্রমের ফল আক্রমণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে ধনবান করিবেন না। ধনবান হইবার নিমিত্ত স্বয়ং কার্য্য করিয়া তাহার ফল ভোগ করিবেন।

৩৩। সভ্যতম সমাজে যাহারা অভিনব বিষয় আবিষ্কার করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং ধনবান হইয়াছেন, তাঁহারা আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা সমপ্রকৃতিস্থ জীবের বিস্তর উপকার করিয়াছেন। ওয়াট, হার গ্রেবস্, ষ্টিফিন্সন ও অন্যান্য মহোদয়গণ যাহারা লৌহবর্ত্ম, বাষ্পযন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া ও উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। সুবিখ্যাত শিল্পকর ও গ্রন্থকর্ত্তা প্রভৃতির বিষয় এই রূপ বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা আপনাপন কল্পিত বিষয় বহু পরিশ্রম সহকারে কার্য্যে পরিণত করিয়া কেবল সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহা নয়, প্রতিযোগিতাবৃত্তি পরিতৃপ্ত, নিজের উন্নতি ও সমাজের উপকার করিয়াছেন।

৩৪। সভ্যসমাজেও কোন২ ব্যক্তি উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার করিয়া ধনবান হইতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারা স্বয়ং কোন বিষয় উদ্ভাবন না করিয়া অন্যে যাহা উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার ফল ভোগ করিতে বাসনা করেন। এমন ব্যক্তিরা সভ্য সমাজে প্রায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, কেননা সভ্য সমাজ এতাদৃশ লোকদিগের বিরুদ্ধাচারী হইয়া উঠে এবং সমাজের ব্যবস্থানুসারে দোষীকৃত হয়।

৩৫। ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, অপরের অনিষ্ট না করিয়াও আমাদের প্রতিযোগিতাবৃত্তি ও উচ্চাভিলাষ পরিচালিত হইতে পারে এবং তাহাতে মানবজাতীয় সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলও সাধিত হয়। সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের হৃদয়ে পারিবারিক প্রেম রোপণ করিয়াছেন, এবং ইহার উদ্দেশ্য এই যে, পরিবারস্থ দুর্ব্বল ও অধীনস্থ সকলে যেন যত্নসহকারে প্রতিপালিত হয়, সুতরাং পরিবার মণ্ডলীতে প্রতিযোগিতা দৃষ্টি হয় না, কেননা স্বার্থবিহীন প্রেম ব্যতিত পরিবার রক্ষিত হয় না। কিন্তু পরিবার ব্যতিত সংসারের সর্ব্বত্রে উপযোগিতাবৃত্তি ও সুপথাবলম্বী উচ্চাভিলাষ সমাজের মঙ্গলার্থে মানবপ্রকৃতিতে রোপিত হইয়াছে এমন বোধ হয়।

ফিরিনু দুজনে যবে।

"Go where glory waits thee"—
Moore.

ফিরিনু দুজনে যবে,
জানিত তখন কাহার হৃদয়
পেয়েছে এমন হবে!
কাহার হৃদয় বলিতে পারিত
মিলন হবে না আর,
বিরহ বিচ্ছেদে মনের বিবাদে
জীবন হইবে সার!
দূর দেশপরে ফিরি দুই জনে,
মাঝারে দুখের নদী;
কর সমর্পণ জীবন যৌবন,
পার হতে চাও যদি।
কর সমর্পণ সুজনের নাম,
পাবন সাধুর মান;
লোকলাজ ভয় পরিহার করি,
জুড়াও আমার প্রাণ।
জুড়াও আমার তাপিত পরাণ,
তাপিত তোমার তরে;
আমি দাসী তব, হে জীবিত নাথ,
এস হে হৃদয় পরে।

২

আমি দাসী তব, হে জীবিত নাথ,
এসহে হৃদয় পরে;
তোমার কারণ অতুল রতন
রেখেছি যতন করে'।
রেখেছি যতনে সরলতা মধু,
কর এসে তাহা পাণ
কর এসে পাণ প্রেমের পীযূষ,
জুড়াবে তোমার প্রাণ।
জুড়াইবে প্রাণ, পাইবে হরিষ,
আমার রূপের বনে;
দেখো, হে মধুপ, কত ফুল আছে,
খেলিও তাদের সনে।
আধ ফোটো ফোটো কত ফুল আছে,
সুষমা-মুকুলরাশি,
হাসি হাসি মুখ নবীন যৌবনে,
এখনো হয় নি বাসি।
নবীন যৌবনে যত সুখ আছে,
সঁপিব তোমার করে;
এস, ওহে দেব, হৃদয় ভুবনে
বিহর আমোদ ভরে।

৩

এস, ওহে দেব, হৃদয়-ভুবনে,
জ্বলে জ্বলে যায় প্রাণ;
তোমার বিহনে কি হয়ে গিয়েছি,
দেখ, কর এসে ত্রাণ।
নাহিক এখন সে সব আমোদ,
নাহিক সে সব হাসি;
তোমার বিহনে কি হয়ে গিয়েছি!
ভাল বাসি কি না বাসি?
ভাল বাস কি না, জানি না ক তাহা,
নিজে ভালবাসি জানি;
না বাসিলে ভাল জ্বলিত না মন,
কাঁদিত না এ পরাণী।
তুমি কোথা আছ, আমি কোথা আছি,
তবু কেন জ্বলে মন?
তবু কেন ভাবি?—কেন ভাল বাসি?
প্রেমবিধি একেমন!

৪

যখন মিলন ছিল,
কি এক সুখেতে যেপেছি জীবন,—
সে সুখ কে হরে নিল!
লুকায়ে লুকায়ে দেখেছি তোমারে,
দেখেছি সে চাঁদমুখ;
নয়ন মিলনে—হৃদয় কম্পনে—
ভুলে গেছি সব দুখ।
প্রেমের ভাবনা মধুর যেমন
তেমনি তোমার হাসি,—
পরাণ থাকিতে ভুলিব কেমনে
তোমায়, হে গুণরাশি?
কবিগণ করে তব গুণগান,
কবিতা তোমারি রূপ;
পড়িতে পড়িতে জুড়ায় অন্তর,

উথলে প্রেমের কূপ।
তোমার মুরতি বিরাজে আলোকে,
বিরাজে আশার মাঝে ;
চিন্তার কাননে, সুখের ভবনে,
আমার হৃদয় রাজে !
কাহার হৃদয় এহেন মুরতি
ভুলিবে প্রেমের ভরে ?
এ দেহ যাইবে, যাইবে এ প্রাণ,
ভুলিব তোমায় তবে !

৫

না, না, নাথ, তাহা হইবার নয়,
ভুলে যাও অভাগীরে ;
ভুলে যাব প্রেম, ভুলে যাব সুখ
এ কাল নদীর তীরে।
তুমি পরপতি, আমি পরনারী,
কেমনে মিলন হবে ?
কেমনে 'রে বল, নিদারুণ বিধি,
সুখে জলাঞ্জলি দেবে !
কেন রে আমার রূপ দিয়েছিলি,
প্রাণ দিয়েছিলি তারে ?
কেননা করিলি পাষাণ দোঁহারে
এ কাল নদীর ধারে ?
হায়! প্রাণেশ্বর, তব মধু নাম
তারা উচ্চারণ করে,
কত যে কি কয় অম্লান বদনে,
শুনি তা হৃদয় ভরে'।
ডাকি প্রাণেশ্বর; মম প্রাণেশ্বর,
অভাগীর প্রাণেশ্বর, —
এক মনে ডাকি, এক মনে থাকি,
ভাবি সেই প্রাণেশ্বর ?
কেন হয়েছিলে হেন প্রিয়, নাথ,
কেন বা বেসেছ ভাল,
কেন বা আমার হৃদয় আগার
করেছ রূপেতে আলো !

৬

এখন ভুলিতে হবে,
এত ভালবেসে জনমের মত
সে সব ভুলিতে হবে !
যাও, প্রাণেশ্বর, কর মধুপান
কবিতা কমল বনে ;
পড়িব তোমার মধুর কবিতা,
লেখ গে প্রেমের মনে।
তোমার সুনাম হউক ধ্বনিত
বিশাল ধরনী ধামে ;
ভূধরে সাগরে কাননে গহনে
শুনিব তোমার নামে।
ভাবিব এ সব কাহার গৌরব ?
ধন্য মোর প্রাণেশ্বর !
ধন্য সেই নারী, আমি অভাগিনী,
তুমি যার প্রাণেশ্বর !

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

হরিশ্চন্দ্র নাটক।—শ্রীমনোমোহন বসু কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ বঙ্গ নাট্য সমাজের অভিপ্রায়ানুসারে প্রণীত, এবং তদ্ব্যয়ানুকূল্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, সিমুলীয়া ৩০ নং করনওয়ালিস ষ্ট্রীট। মধ্যস্থ যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দা ১৭৯৬ মূল্য ১৲ টাকা, মাশুল ৵০ আনা মাত্র।

মনোমোহন বাবু এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক, তাঁহার গ্রন্থাবলী বঙ্গসমাজে সাদরে গৃহীত ও পঠিত হইতেছে। তাঁহার নিকট হইতে এই একখানি নূতন পুস্তক পাইয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম; গ্রন্থখানীও গ্রন্থকারের উপযুক্ত বটে।

ধর্ম্মপরায়ণ সত্যব্রত লোক সত্য পালনের জন্য কত দূর সুখ বিসর্জ্জনে সমর্থ হয়েন, তাহাই দেখাইবার জন্য এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্র এক দিন মৃগয়া করিতে আসিয়া

সহসা বিশ্বামিত্র মুনির তপোবনে না জানিয়া উৎপাত করিয়াছিলেন, সে দোষের জন্য মুনিবর যাহা চাহিলেন তাহাই দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মুনিবর সমগ্র রাজ্য ও সম্পত্তি চাহিলেন, রাজা সর্ব্বস্ব দিয়া স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র লইয়া ও কমলা ও মল্লিকা নাম্নী রাজগৃহবাসিনী দুই জন স্ত্রীলোককে লইয়া ঘোর অন্ধকার রজনীতে বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতের মধ্যে সহর হইতে গোপনে পলায়ন করিয়া বনে যাইলেন। মুনিবর তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন।

কমলা ও মল্লিকাকে রাজার নিকট হইতে আনিলেন অবশেষে একটী যজ্ঞের ব্যয়ের জন্য অর্থ যাচ্ঞা করিলেন। রাজা নির্ধন, খাইবার সংস্থান নাই, শিশু পুত্র খাইবার জন্য বার২ ক্রন্দন করিতেছে, সে অর্থ কি রূপে দিবেন? আপনার প্রাণের মহিষী ও পুত্রকে বিক্রয় করিয়া মুদ্রা সংস্থান করিলেন। পুস্তকের মধ্যে এই স্থানটী অতিশয় সুন্দর হইয়াছে, রাজা স্ত্রীকে বিক্রয় করিতে অক্ষম, কিন্তু বুদ্ধিমতী ধর্ম্মপরায়ণা রাজমহিষী শৈব্যা সেই ভীষণ বিপদের সময় বুদ্ধি না হারাইয়া সেই ভীষণ শোকের সময় দুঃখ না করিয়া রাজাকে ধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য যে সারগর্ভ প্রেম পরিপূর্ণ অনুরোধ করিলেন, তাহাতে পাঠক মাত্রেরই কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে পাঠক মাত্রের হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাব সঞ্চার করে। যথার্থই বোধ হয় শৈব্যা মানবী নহেন, কোন স্বর্গীয়া দেবী জগতে অবতরণ করিয়া ধর্ম্মের ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেছেন। তথাপি এটী অস্বাভাবিক নহে। স্ত্রীলোক সতত চঞ্চলমতি, চঞ্চল বুদ্ধি চঞ্চল হৃদয়া, কিন্তু যখন সংসার আকাশ দুঃখমেঘাচ্ছন্ন হইয়া আইসে, যখন আশার নিস্তেজ প্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায় হয়, কতবার সেই স্ত্রীলোকে যেন দৈব বলে বলীষ্ঠ হইয়া সেই শোকের সময় ও বিপদের সময় অবিচলিত বুদ্ধি ও অমানুষিক সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া আমাদের সহায়ও এক মাত্র অবলম্বন হয়েন!

শৈব্যাকে বিক্রয় করিয়া যে মুদ্রা হইল তাহাতেও মুনির ঋণ পরিশোধ হইল না, প্রতিজ্ঞা পালন হইল না সুতরাং রাজা আপনাকে এক চণ্ডালের নিকট বিক্রয় করিয়া মুনির ঋণ শোধ করিলেন। চণ্ডালের কার্য্য করিতে লাগিলেন, পৃথিবীপালক রাজা হরিশ্চন্দ্র স্ত্রী পুত্র বিক্রয় করিয়া স্বয়ং চণ্ডালের ক্রীত দাস হইয়া প্রত্যহ শবদাহ কার্য্য স্বীকার করিয়া সত্য রক্ষা করিলেন!

ঘোর রজনীতে এক দিন এক যুবতী তাঁহার সর্প দংষ্ট পুত্র দাহ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার আর্ত্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ হইতেছে। চণ্ডাল বেশে রাজা সেই পুত্র দাহ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। কি দেখিলেন? কি শুনিলেন? সেই যুবতী তাঁহার প্রাণের শৈব্যা, সেই পুত্র তাঁহার এক মাত্র রাজপুত্র সেই শ্মশানেই মুনিবর পুনর্ব্বার দেখা দিলেন, মৃত পুত্রকে জীবিত করিলেন, রাজাকে রাজ্য দিলেন, কমলা ও মল্লিকাকে আনিয়া দিলেন। যে চণ্ডাল রাজাকে ক্রয় করিয়াছিল, সে অদৃশ্য হইল। সে আর কেহ নয় স্বয়ং ধর্ম্ম হরিশ্চন্দ্রের সত্য প্রিয়তা ও সহিষ্ণুতা পরীক্ষার জন্য স্বয়ং চণ্ডাল বেশ ধারণ করিয়াছিলেন ও বিশ্বামিত্র মুনি দ্বারা এই সমস্ত বিপদ্ সংঘটন করিয়াছিলেন।

এই নাটকের অনেকগুলি চরিত্রই সুন্দর হইয়াছে। পতিব্রতা ধর্ম্মপরায়ণা শৈব্যার কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; তাঁহার প্রাণাধিক সহচরী কমলার চরিত্রটীও উত্তম হইয়াছে, কমলা রাজ্ঞীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন, এত ভাল বাসেন যে, কোন পুরুষকে ভালবাসিবার তাঁহার হৃদয়ে স্থান নাই। পুরুষদিগের মধ্যে পাতঞ্জলের চরিত্র ও রাজ্ঞীর ক্রেতা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের চরিত্র অতিশয় স্বাভাবিক ও হাস্যজনক বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকারের চরিত্র বর্ণনার ক্ষমতা আছে, কিন্তু অন্য চরিত্র গুলি বর্ণন করিবার অবকাশ পায়েন নাই; রাজা ও রাজ্ঞীর শোক বর্ণনা করিতেই তাঁহার নাটক পূরিয়া গিয়াছে।

নাটক খানি অতিশয় প্রশংসা ভাজন হইয়াছে; তাহার সন্দেহ নাই, তবে দুই একটী দোষ আছে, তাহা দেখাইলে বোধ হয় গ্রন্থকার রাগ করিবেন না। পুস্তক খানিতে শোকের কিছু বাড়াবাড়ি আছে। পাঠকের মনে যৎপরোনাস্তি শোক উৎপাদন করিবার অধিকার সকল গ্রন্থকারেরই আছে, মর্ম্মভেদী শোক উৎপাদন করিয়াছেন বলিয়া আমরা "ওথেলো" রচয়িতাকে সহস্রবার সাধুবাদ দি। কিন্তু অধিক পৃষ্ঠা ক্রমাগত শোকের কথা লিখিলেই শোক উৎপাদন হয় না। মনোমোহন বাবু রয়াল আট পেজী ফর্ম্মার ৫২ পৃষ্ঠা ক্রমাগত শোকের কথা লিখিয়াছেন (৫২ পৃষ্ঠা হইতে ১০৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) পড়িতে২ পাঠকের শোক হওয়া দূরে যাক, নিদ্রাকর্ষণ হয়। এ দোষটী আমাদের দেশীয় অনেক লেখকেরই দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কোন নায়ক বিলাপ করেন,২।৩ পৃষ্ঠা না হইলে তাঁহার বিলাপ সাঙ্গ হয় না, যদি কোন নায়িকা বিরহ ক্লেশে ক্লিষ্ট হয়েন, তাঁহার অস্বাভাবিক দীর্ঘ বক্তৃতাতে পাঠককে ততোধিক ক্লিষ্ট করেন।• পাঠকের মনে যত সুখ দুঃখ উৎপাদন করা যায়, গ্রন্থ খানি ততই উৎকৃষ্ট হয়। যদি দীর্ঘ বিলাপ ও বক্তৃতা দ্বারা পাঠককে সমধিক দুঃখিত করা যাইত, তাহা হইলে তাহাই দেওয়া কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। কিন্তু দেখা যায় কখন২ দুই একটী কথার, দুই একটী ছত্রে যেরূপ হৃদয় বিলোড়িত হয়, অধিক আড়ম্বর করিলে সেরূপ হয় না। ডেসডিমোনা ও শকুন্তলার ২।৪ টী কথায় কোন্ পাঠকের হৃদয় না বিদীর্ণ হইয়াছে, মনোমোহন বাবুর ৫২ পৃষ্ঠা অনবরত শোক বর্ণনায় কোন্ পাঠক না ঈষৎ বিরক্ত হইবেন?

আর একটী কথা বলি। গুরু ভক্তির জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করা এককালে বড় সৎকার্য্য বলিয়া গণিত হইত, এখন সেরূপ হয় না। ভিক্ষুককে বিদায় করিবার জন্য দাতাকর্ণ আপন সন্তানকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার যশোবৃদ্ধি হইয়াছিল, এখন সে কর্ম্ম করিলে তাঁহার শেশন আদালতে ফাঁসীর হুকুম হয়! দশরথ একটী প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য পুত্র পুত্রবধূকে বনে পাঠাইয়াছিলেন, সে কার্য্যটা এখন করিলে কে ভাল বলিবে? আমাদের শিক্ষা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে২ রুচিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিলেন, আমাদের বোধ হয়, স্ত্রী• পুত্রকে বিক্রয় করিয়া তাহার দশগুণ পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সুতরাং হরিশ্চন্দ্রকে ধর্ম্মপরায়ণ রাজা না বোধ হইয়া, সময়ে২ তাঁহাকে নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ

ভীরু লোক বলিয়া বোধ হয়। হরিশ্চন্দ্র যদি প্রকৃতির উপকারের জন্য বা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়া সর্ব্বস্ব হারাইতেন ও পর্ব্বতে, বনে, বিজনে কষ্ট পাইয়াও শত্রুর অধীনতা স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে অধুনাতন পাঠকবর্গ তাঁহাকে যথার্থ বীর পুরুষ বলিয়া বোধ করিতেন, কিন্তু ব্রহ্মশাপের ভয়ে স্ত্রীকে ক্রীতাদাসী করিলেনদেখিয়া তাঁহার বীরত্বের বা ধর্ম্মপরায়ণতার তত প্রশংসা করিতে পারে না, তাহার দুঃখে তত্টা সমদুঃখী হইতে পারে না। পাঠকের মনে আপনা হইতেই এই রূপ ভাব উদয় হয় "মুনিবর বার২ জ্বালাতন করিতে আসিতেছে, রাজা কাপুরুষের মত সহ্য করিতেছেন কেন? দুই গালে চার চড় মারিয়া নিষ্ঠুর দুরাচার মুনিকে তাড়াইয়া দিন না কেন?" এটী গ্রন্থকারের দোষ নয়, তাঁহার অবলম্বিত গল্পের দোষ, বা অধুনাতন রুচির দোষ। রুচির দোষই বা কিরূপে বলিব? যে রুচি অনুসারে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন অপেক্ষা স্ত্রী পুত্র বিক্রয় অধিক পাপ জনক কার্য্য বোধ হয়, তাহা কি নিন্দনীয়?

যাহা হউক গ্রন্থখানি সর্ব্বশুদ্ধ অতিশয় মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। শৈব্যার বিক্রয়ের কথা আমরা উদ্ধৃত করিলাম ;—

শৈব্যা। আঃ! এই যে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসছেন এঁরে শ্রীমানের মতন দেখাচ্ছে; ভগবান কি দাসীর প্রার্থনায় এঁরেই পাঠিয়েছেন? দেখিই না কেন? (গললগ্নবাসা কৃতাঞ্জলি ও প্রণতি পূর্ব্বক) ঠাকুর! আপনার কি দাসীর প্রয়োজন নাই?

ব্রাহ্ম। দাসী? ক্রীতাদাসী?

শৈব্যা। আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্রীতাদাসী।

ব্রাহ্ম। কি জাত? (খক্ খক্)

শৈব্যা। আজ্ঞে ভাল জাত—জল আচরণে।

ব্রাহ্ম। বয়স কত? বুড়ি কি, নিতান্ত ছুঁড়ি ত নয়?

শৈব্যা। আজ্ঞে না বলিষ্ঠ কর্ম্মিষ্ঠ।

ব্রাহ্ম। সভ্যা ভব্যা ত? ভদ্র লোকের বাটীর যোগ্যা ত?

শৈব্যা। আজ্ঞে, আপনিই তা বিচার কর্ত্তে পার্ব্বেন।

ব্রাহ্ম। কৈ? (চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ) কোথায়? (খক্ খক্)

শৈব্যা। বাষ্পগদ্গদস্বরে) আঃ! এই কাশীই আমার বিপদ।

শৈব্যা। আজ্ঞে, এই দাসীই বটে!

ব্রাহ্ম। তুমি? তুমি নিজে? (খক্ খক্)।

শৈব্যা। আজ্ঞে, হাঁ, আমি—

ব্রাহ্ম। কেন বাছা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখে পরিহাস কর? তোমার কি অভিসম্পাতেরও ভয় নাই? (খক্ খক্)

শৈব্যা। আজ্ঞে, না প্রভু—পরিহাস নয়—দাসী কি প্রভুর সঙ্গে ব্যঙ্গ কর্ত্তে পারে? আপনি পরিহাস ভাববেন না, আমার ঐ পূর্ব্ব প্রভু বড় বিপদে পড়েছেন, দয়া করে আমায় ক্রয় করে, তাঁরে ঋণদায়ে মুক্ত করে দিন!

ব্রাহ্ম। (স্বগত) হুঁ, মন্দ নয়! তাই ত, কি করি? (খক্ খক)

শৈব্যা। তবে কি, আপনার প্রয়োজন নাই?

ব্রাহ্ম। প্রয়োজন যে নাই তা নয়; ব্রাহ্মণী এখন অথর্ব্ব হয়েছেন, রান্না বান্না গরু বাছুর লয়ে। লণ্ড ভণ্ড হন

(খক্ খক্) এক মাগী দাসী যে আছে; সে আবার তাঁর চেয়ে দশ পনের বছরের বড়; মাগী মরেও না—বেচতে গেলেও কেউ লয় না; সেটা (খক্ খক্) অবিক্রেয় হয়ে ক্ষতির তলেই পড়েছে! (খক্ খক্)।

শৈব্যা। তবে কেন আমায় ক্রয় করুন না?

ব্রাহ্ম। কি তা জান (খক্ খক্) আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, যেমন তেমন একটা মেয়ে লোক সুলভ মূল্যে পেলেই (খক্ খক্) আমাদের উত্তম হয়—ভাল! তোমার মূল্যটাই শুনি। কৈ? তোমার প্রভু যে কোন কথা কন না? (খক্ খক্)।

পাত। প্রভু আবার কথা কবেন কি? ওঁর উপরেই প্রভুর ভার আছে।

ব্রাহ্ম। ভাল তবে তোমার মূল্যটা কি শুনি (খক্ খক্)

শৈব্যা। আজ্ঞে, এ দাসী সে সব কিছুই জানে না, আপনি দয়া করে যা দিবেন তাই আমার স্বীকার!

পাত। (জনান্তিকে) বিলক্ষণ! তবেই হয়েছে! একে বামুন তায় বুড়, তায় কেশো!

রোহি। মা! কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস মা? তোরে ক্রয় ক'র্ব্বেন কি মা?

ব্রাহ্ম। এইটী বুঝি তোমার পুত্র? (রোহিতাস্যের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্বগত) একি? শাস্ত্রে রাজচক্রবর্ত্তীদের যে যে লক্ষণ লিখেছেন (খক্ খক্) এই বালককে যে তার সবই দেখ্‌ছি! (প্রকাশ্যে) হ্যাঁগা, ইটী কি তোমার না তোমার প্রভুর, না আর কোন বড় লোকের সন্তান? (খক্ খক)

শৈব্যা। আজ্ঞে, যদি দয়া করে ইটীকে সুদ্ধ ক্রয় করেন, তবে আর অধিক কি বল্‌বো দাসী জন্মের মত ঠাকুরের চরণে বাঁধা থাকে! তা হলে দেখ্‌বেন শত দাস দাসীতেও যত সেবা কর্ত্তে না পারে, একা এই দাসী হতেই তা হবে তা হলে মাঠা'কুরুণকে আর কোন কাজে কষ্ট পেতে হবে না। আমরা মায় পোয় প্রাণ পণে তাঁর চরণ সেবা ক'র্ব্বো।

ব্রাহ্ম। বালকটী বিলক্ষণ সবল আর সুচতুর বটে—শান্ত শান্তও বোধ হ'চ্ছে! (খক্ খক্) আমার একটা ছোঁড়া ছিল, তার জ্বালায় ব্রাহ্মণীর কোন দ্রব্য আর শিকেয় রাখ্‌বার যো ছিল না—দেখো বাছা তেমন ক'রেত জ্বালাতন ক'র্ব্বে না? (খক্ খক্)

শৈব্যা। (সরোদনে) আজ্ঞা, না তেমন বংশে—

পাত। (স্বগত) হা মধুসূদন! এতও এঁদের কপালে ছিল! (প্রকাশ্যে) আঃ! জ্বালাও কেন ঠাকুর—নিয়ে যাওনা, তোমার বড় অদৃষ্ট, তাই সাক্ষাৎ ভগবতী আর কার্ত্তিককে ঘরে নে যেতে পাচ্ছো!

শৈব্যা। আপনি যা ব'ল্‌বেন ও তাই ক'র্ব্বে ও অবশ ছেলে নয়!

ব্রাহ্ম। না, ওরে আর কি ক'র্ত্তে ব'ল্‌বো? আমার পুথি টুথি গুলো ব'য়ে নে যাওয়া; যজমানের বাটী হইতে নৈবিদ্য জলপানি দুধ টুধ গুলো লয়ে আসা; আর হাট্‌টা বাজারটা করা এই হলেই হলো! (খক্ খক)

শৈব্যা। আজ্ঞে তা সব পা'র্ব্বে—আর দয়া ক'রে যদি কিছু পড়ান, তবে আপনার চরণে দাস আর শিষ্য দুই হয়ে থাক্‌বে।

ব্রাহ্ম। ভাল, ভাল, তা দেখা যাবে—এখন মূল্যের বিষয়টা কি?

শৈব্যা। প্রভুর যেমন আদেশ হয়।

ব্রাহ্ম। তোমাকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী দেখ্‌ছি—তুমি আপনি না ব'লে আমার উপর যে (খক্ খক্) ভার দিচ্ছ, ইহাতেই জান্‌লেম্ তুমি মানুষ চিন্তে (খক্‌খক্) পার। যা হ'ক্, ন্যায়তঃ তোমার মূল্য স্থির কর্ব্বার জন্য আগে তোমার বয়সটা জানা চাই—

শৈব্যা। (স্বগত) মা দুর্গা! আর যে সয় না! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে, চব্বিশ বছর।

ব্রাহ্ম। আর তোমার ছেলের?

শৈব্যা। আজ্ঞে, সপ্তম উত্তীর্ণ হয়।

* * *

ব্রাহ্ম। তবে আর কি? আর কোন আপত্তি টাপত্তি তো নেই? কেমন গো ব্রাহ্মণ ঠাকুর তুমি সাক্ষী রইলে! তোমার নাম কি মশাই?

পাত। আমার নাম যাই হ'ক—আপনার সাক্ষী টাক্ষী রা'খ্‌তে হবে না—ইনি তেমন মেয়ে নন—সাক্ষাৎ কমলা—দেখ্‌বেন আপনার ঘরে গেলে এঁর আয় পয়তে লক্ষ্মী উথ্‌লে উঠেন কি না! আপনি পণ্ডিত হয়ে লক্ষণ দেখেও চিন্তে পারেন না।

ব্রাহ্ম। তা তো দেখ্‌ছি কিন্তু (খক্‌খক) ঐ পূর্ব্ব প্রভুর দশা দেখে যে ভয় করে! যদি এত সুলক্ষণ, তবে ঐ পুরুষটীর এমন অবস্থা হলো কেন?

যা'ক সে কথায় আর কাজ নাই—এস গো বাছা এস—এই টাকা লও—আয়রে বালক আয়—

রাজা। (উঠিয়া) অঁ্যা! কোথায়? (রাণীর হস্ত ধরিয়া) প্রিয়তমে! মহিষী! একি? কোথায় যাও? আগে জলে ঝাঁপ দিই, দেখ, তার পর যাও!

শৈব্যা। (অধোমুখে সরোদনে স্বগত) হা বিধি! তোর মনে কি এই ছিল! হায়! রাজাকে এই অবস্থায় রেখে কোন্ প্রাণে কোথায় বা যাই? কিন্তু এদিগেও সর্ব্বনাশ—না গেলে উপায় নাই—ব্রহ্মশাপে কিছুতেই নিস্তার নাই! যেতেই হবে—হায়! এ শক্তিশেল সইতেই হবে! কিন্তু মহারাজার মুখ দেখে আর পা চলে না! হায়! কি ব'লেই বা বুঝাই? কিন্তু বুঝাইতেই হবে—আপনার বুক পাষান দে বেঁধে মহারাজের ধর্ম্মবুদ্ধিকে সম্বোধন ক'রে প্রবোধ দিতেই হবে। (প্রকাশ্যে) নাথ! তোমার যদি বিপদে ধৈর্য্য না হয়, তবে পৃথিবীতে সামান্য লোকেরা কি ক'র্ব্বে? কার দেখা দেখি অসময়ে বুক বাঁধবে? হায় নাথ! তুমি আপনিই তো কাল আমাকে বুঝিয়েছ, ধার্ম্মিকের সহিষ্ণুতাই বল—তিতিক্ষাই ঐশ্বর্য্য—ধৈর্য্যই বিপদের ঔষধ! তবে নাথ! কার্য্যকালে সে সব জ্ঞানের কথা কেন ভুলে যাও? যদি কোন ক্ষত্রিয় শত্রু বল ক'রে তোমার রাজ্য, ধন, স্ত্রী, পুত্র কেড়ে নিত, তবে বটে তোমার হৃদয়ে ঘৃণা হইত; তবে বটে তুমি লজ্জায় আর শোকে অধৈর্য্য হতে পার্ত্তে! যখন সত্য ধর্ম্মরূপ শত্রুর হাতে আপনি ইচ্ছা করে সে সব অর্পণ করেছ, তখন অকাতরে সে সকল দান না কল্লে তোমার গৌরবের যে অত্যন্ত লাঘব হয়, তাও কি নাথ অদৃষ্টদোষে ভুলে গেলে। ধার্ম্মিক ধর্ম্মই রক্ষা করেন, একথা যে নাথ, তোমার জপমালা—আজ এই বিপদের সময় তা যদি মনে না কর, তবে ইহ লোকে কলঙ্ক আর পরকালে ঘোর অধোগতি ঘ'টে কি সর্ব্বনাশ হবে' একবার ভেবে দেখ দেখি।

রাজা। (উদাস দৃষ্টির সহিত) অঁ্যা! ওকি কথা? তাবলে তুমি কোথায় যাবে?

শৈব্যা। নাথ! উপায় নাই—ক্ষান্ত হও—হায়! এ সঙ্কটে আমাদের বিচ্ছেদ বই আর কোন উপায় নেই—হায়! তোমার শ্রীচরণ সেবা না ক'রে আমি যে কি হয়ে থাক্‌বো. তা কি নাথ, তোমার অগোচর আছে? কিন্তু কি করি? সকল দুঃখ, সকল শোক, সকল যন্ত্রণা, সকল ন্যূনতা সইতে পারি, কিন্তু নাথ, তোমার ধর্ম্ম আর যশের লাঘব কদাচ সহ্য কর্ত্তে পারি না।

রাজা। আঁ্যা! ধর্ম্ম আর যশের লাঘব! লাঘব কি হয়েছে

শৈব্যা। না, প্রাণবল্লভ! তা হয়নি—এখনও তা হয়নি, কিন্তু বিয়োগ দুঃখে আমরা যদি এমন ক'রে কাতর হই, তবে ত নাথ, তোমার সত্য পালন হয় না—

রাজা। সত্য পালন! তা ব'লে তুমি কোথায় যাও? আমায় ছেড়ে তুমি যাবে?

শৈব্যা। প্রাণনাথ! ধৈর্য্য ধর—এ সময় তুমি অধীর হলে সব নষ্ট হয়—ব্রহ্মসাপে সর্ব্বনাশ ঘটে, আর সময়ও নাই, ঋষি এলেন ব'লে, এই অর্থ তাঁরে দিয়ে সকল দিক রক্ষা করুন।

রাজা। উঃ! বটে! স্মরণ হলো!—আ! আমি যে স্ত্রী পুত্র বিক্রয় ক'রে ঋণ শোধ কচ্ছি! এই-বুঝি তার মূল্য? হা! এই অর্থের নিমিত্ত স্ত্রী পুত্র বিক্রয়!—উঃ! (বক্ষে করাঘাত) রে পাপিষ্ঠ প্রাণ! এখনও তুই এ নির্লজ্জ দেহে আছিস্? এখনও যাস্‌নি?

পাত। (স্বগত) মধুসূদন হরিঃ। কি ভয়ানক! (প্রকাশ্যে) মহারা—(বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দিগে চাহিয়া স্বগত) না, লোকের কাছে পরিচয় দেওয়া হবেনা! (প্রকাশ্যে) মহাশয়! ক্ষান্ত হ'ন—কোন চিন্তা নাই—আপনার স্ত্রী পুত্র ভাল স্থানে যাচ্ছেন আমি নয় সর্ব্বদা গে দেখে আস্‌বো।

রাজা। কেন? কেন? তা কেন? আমিও কেন ঐ সঙ্গে বিক্রিত হই না। (বেগে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদ ধারণ পূর্ব্বক) ঠাকুর! দয়া ক'রে আমাকেও ক্রয় করুন, আমিও দাস হয়ে—

ব্রাহ্ম। না, না, বাবা! আমি পাগল টাগল ক্রয় ক'রে নে যাব না। (থক্ থক্) না বাবা, ব্রাহ্মণী আমাকে ইতেই কি বলেন, তার ঠিক নেই! (রাণীর প্রতি) ওগো, ভাল—মানুষের মেয়ে যাবেতো এসো, নইলে আমার টাকা নে আমি চ'লে যাই। (থক্ থক্ একি রে বাবা! ভাল দাসী কেনা বটে।

শৈব্যা। (রাজার হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক) প্রাণবল্লভ! স্থির হও—ধৈর্য্য ধর, যে ধর্ম্মের জন্য সব ত্যাগ করেছ, সেই ধর্ম্ম-কেই কেবল ধ্যান কর, অবশ্যই আমাদের দুঃখ দূর হবে! তোমার যশ, তোমার ধর্ম্ম অটুট থাকবে, আবার সব পাবে।

রাজা। কিন্তু প্রিয়ে, তুমি দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত হবে, এওকি আমার পাষাণ হৃদয় সহ্য ক'র্ত্তে পারে? এতে কি আমার যশ ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হবে?

শৈব্যা। নাথ! স্থির চিত্তে ভেবে দেখ, ধর্ম্মরক্ষার জন্য—সত্য পালনের জন্য তোমার স্ত্রী পুত্র ব্রাহ্মণের দাস্য কর্ম্মে গেল ব'লে তোমার কিছুমাত্র অযশ হবে না, বরং এতে তোমার সুনাম, সুকীর্ত্তি আর ধর্ম্মের সহস্রগুণ বৃদ্ধিই হবে। সেই ধর্ম্ম-বলে শীঘ্র হ'ক আর বিলম্বেই হ'ক অবশ্যই আমাদের মঙ্গল হবে, অবশ্যই দাসী আবার ঐ চরণ দর্শন ক'র্ত্তে পার্ব্বে অবশ্যই তুমি যেমন ছিলে, ঠিক তেমনি

হবে। এটী যেন দৈব বাণীরূপে আমার কাণে কাণে কে অভয় দিয়ে ব'লে দিচ্ছে। তাই বলি নাথ, কিছু ভেব না—কিছু-মাত্র কাতর হয়ো না, এক মনে ভগবানকে ডাক, ধর্ম্ম পথে থাক, এখনই এ কু দিন রবে না।

রাজা। প্রিয়ে! একি আমার সেই শৈব্যা তুমি? আমার বোধ হ'চ্ছে, সাক্ষাৎ ধর্ম্ম যেন তোমার হৃদয়ে এসে আর দেবী স্বরসতী যেন তোমার রসনায় বসে কথা ক'চ্ছেন। ইতিপূর্ব্বে আমার যে মোহ হইয়াছিল, তা প্রিয়ে তোমার অমৃত মাখা নীতি-বাক্যে দূর হয়েছে। এখন আমি আবার প্রকৃতিস্থ হয়েছি, আবার সমুদয়ই জ্ঞান-চক্ষে দেখ্‌তে পা'চ্ছি, যাও প্রিয়ে যাও, আর আমি নিষেধ ক'র্ব্বনা। তুমি সামান্য নও, তোমার উপদেশে আমার দিব্য জ্ঞান হলো! কিন্তু প্রিয়ে তথাপি—

ব্রাহ্ম। ওগো কি করগো? এসব তো ভাল লা'গছে না, টাকাও গেল, মানুষও যায় নাকি?—লওনা, টাকা তুলে লওনা, ওগো পুরুষটি! গণে দেখ না—তোমরা এসোনাগো, (খক্ খক)

রাজা। (দ্রুতপদে পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণের চরণ ধরিয়া) ঠাকুর! একটী ভিক্ষা! একটী ভিক্ষা দিতে হবে।

রাহ্ম। কি? কি? এ পাগল নাকি?

রাজা। আমি পাগল—পাগলকে একটী ভিক্ষা দিতে হবে, এই অনাথিনী অনাথাকে যত্ন পূর্ব্বক পালন ক'র্ব্বেন এই অভাগিনীকে কোন প্রকাশ্য স্থানে কি কোন পুরুষের কাছে যেতে দিবেন না, এদের মান হরন ক'র্ব্বেন না, এই বালকটীকে লেখা পড়া শিখাবেন, এদের পিতা আর মাতামহের মতন লালন পালন ক'র্ব্বেন, এই স্বীকার করুন, তবে চরণ ছাড়বো।

ব্রাহ্ম। ভাল জ্বালা বটে পা ছাড়, পা ছাড়, আরে বাপরে, হাত দুটো যেন বজ্র, উঃ! কি লেগেছে! (খক্ খক্)

রাজা। না ঠাকুর, লাগিনি আপনার পায় বা কি লেগেছে—(বক্ষে করাঘাত) এই বুকে যা বা'জ্‌ছে যদি দেখ্‌তে পেতেন, তবে পাষাণ হৃদয় হলেও গ'লে যেতো—দয়া করুন! এই ভিক্ষাটী দিন—

ব্রাহ্ম। আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে—তাই হবে, এসগো বাছা এস; আর না ভাল জ্বালা বটে! ঐ লও, মুদ্রা লও! ওকি? এই খানেই প'ড়ে রইলে যে? একবার গ'ণে লওনা (খক্ খক্)

পাত। আপনি যান্ ঠিক আছে আর গুণ্‌তে হবে না।

ব্রাহ্ম। তবে তুমি সাক্ষী।

[শৈব্যা ও রোহিতাস্যের সহিত প্রস্থান।]

নীতিশিক্ষা। শ্রীঈশানচন্দ্র রায় প্রণীত। কলিকাতা। ইণ্ডিয়ান মিরার যন্ত্রে শ্রীগোপালচন্দ্র দাসের দ্বারা মুদ্রিত। ১৫ নং কলেজ ইস্কোয়ার। শক ১৭৯৬ অব্দঃ।

বালক বালিকাদিগকে নীতি শিক্ষা দিবার জন্য কয়েকটী কবিতা লিখিত হইয়াছে। পুস্তকে প্রশংসার কিছু দেখিলাম না, কোন প্রকারে "জোড়ে তাড়ে" কবিতাগুলি লিখিত হইয়াছে।

নাগাশ্রমের অভিনয়। প্রহসন। মধ্যস্থ পত্রে প্রথম প্রকাশিত; অধুনা বহু নূতন সংযোগ, পরিবর্ত্তন ও সংশোধন পূর্ব্বক মহর্ষি খগেন্দ্র ভক্ত শ্রীযুক্ত বাবু শিখীন্দ্রচন্দ্র নাগাস্তক মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে কেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, সিমুলিয়া।

৩০নং করণওয়ালিস ষ্ট্রিট, মধ্যস্থ যন্ত্রালয়ে শ্রীঅদ্বৈতচরণ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। শকাব্দা ১৭৯৬। মূল্য ॥০ আনা। মাস্থল /০ এক আনা মাত্র।

পই গ্রন্থ খানি গ্রন্থকারের অপদার্থতা ও অতি জঘন্য রুচির পরিচয় দিতেছে। রহস্য হয় নাই—কটুক্তি হইয়াছে, ইতর লোকের কলহ ও গালাগালীর ন্যায় সুরুচি বিরুদ্ধ হইয়াছে। এরূপ শত্রু হইতে ব্রাহ্ম সমাজের কোন ক্ষতি সম্ভব নাই, এরূপ মিত্র হইতে হিন্দু সমাজের কোন লাভ নাই বরং ক্ষতি আছে।

দর্শক, সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।—কলিকাতা,জ্ঞানদীপিকা পুস্তকালয় হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা ১০নং গোয়াবাগান। সত্য যন্ত্রে শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত। ১২৮১।

এই পত্রিকার দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। সকল প্রবন্ধগুলি পাঠ করিতে পারি নাই, যাহা পাঠ করিয়াছি তাহা হইতে বোধ হয় পত্রিকা খানি নিতান্ত মন্দ হয় নাই। যত এরূপ পত্রিকার বৃদ্ধি হয়, ততই ভাল।

১। **সমদর্শী** or the Liberal a monthly Theistic Journal, edited by Siva Nath Sastri, M. A. Printed and published by Baboo Ram Sarcar at the Roy Press, 11 College Street, Calcutta. প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৶০ ছয় আনা।

এই পত্রিকা খানি দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইলাম। ইহাতে কতকগুলি ইংরাজী ও কতকগুলি বাঙ্গালা প্রবন্ধ আছে, সকলগুলিই ধর্ম্ম সংক্রান্ত। জ্ঞানাঙ্কুর ধর্ম্ম বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবে না, সুতরাং এ প্রবন্ধ সমূহের যথার্থতা বিষয়ক কোন বিষয়ের উল্লেখ আমরা করিব না। তথাপি এ প্রবন্ধগুলি যে চিন্তাশীল ও স্মারগর্ভ তাহা বলিতে আমাদের অধিকার আছে। যে প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছি, তাহাতেই প্রীত হইয়াছি, তাহাতেই চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইয়াছি। বাবু রাজনারায়ণ বসু দ্বারা লিখিত তৃতীয় প্রবন্ধটী অতিশয় উৎকৃষ্ট বলিয়া আমাদের বোধ হইল। রাজনারায়ণ বাবু একখানী পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহারই একাংশ প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ভরসা করি তিনি শীঘ্রই সমুদায় পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিবেন। যে টুকু নমুনা দেখিলাম, তাহা হইতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে পুস্তক খানি অতিশয় উৎকৃষ্ট হইবে। তবে বোধ হয় রাজনারায়ণ বাবুর ইংরাজী লিখিবার সেরূপ অভ্যাস নাই, স্থানে২ অসাবধানতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু যদি এ উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রচারিত করিতে রাজনারায়ণ বাবু অভিপ্রায় করেন, এ সামান্য দোষ অনায়াসেই কাহারও দ্বারা সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন।

পত্রিকার সম্পাদক শিবনাথ শাস্ত্রী সাতটী মধ্যে তিনটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুইটী ইংরাজী গদ্য ও একটী বাঙ্গালা পদ্য। পদ্যটীর বিষয় "অদ্বৈতের ঘরে চৈতন্যের মাতৃদর্শন।" আমরা সেই কবিতা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম।

১৬

কেঁদনা লেখনি! বল রে সবারে
শচী মাতা তাঁরে কি কথা বলিলা,
বুঝি কটু কথা বলিলেন মাতা,

না না সে মুখে রুক্ষ২ কথা
কখন জানেনা। কেবল কাঁদিলা।
পুত্র মুখ খানি হৃদয়েতে ধরে
কাঁদিলেন মাতা শুধু আর্ত্তস্বরে,
শান্তিপুর যেন কান্দিয়া উঠিলা,
আহা যার মুখ ভাসে অশ্রুধারে।

১৭

বাবারে আমার প্রাণের নিমাই!
অভাগী শচীর প্রাণের রতন।
সোনার শরীরে কেন এ প্রকারে
মাখিয়াছ ছাই? বল আমি কিরে
কোন অপরাধ করেছি কখন?
যদি করে থাকি পাগলিনী বলে
প্রাণের নিমাই সব যাও ভুলে!
দয়ার ঠাকুর বলে সর্ব্ব জন,
মার প্রতি কেন দয়া মায়া নাই?

১৮

সে সুন্দর কেশ কেটে কোন্ প্রাণে
মুড়িয়াছে মাথা ভিখারির মত,
তোর কি জননী মরেছে এখনি,
তাই এই দশা করেছ বাছনি!
আজো মরি নাই, আরো কষ্ট কত
না জানি যে আছে এ পোড়া কপালে।
এক মাত্র ধন তাও গেল ফেলে।
বলরে নিমাই তোর মার মত
জনম দুঃখিনী আছে কোন্ স্থানে।

১৯

পাগলিনী হয়ে কভু বা জননী
চাঁদ মুখ তুলে দেখেন কাঁদিয়ে,
ভাসি অশ্রুনীরে কভু ধীরে২
আশীর্ব্বাদ হস্ত বুলান শরীরে
কি করেন তারে পান না ভাবিয়ে।
এ দৃশ্যের মত কি সুন্দর আছে
কোন ছবি লাগে এ ছবির কাছে
বর্ণিব কি চক্ষু গেল যে ভাসিয়ে
শোকে অভিভূত চলেনা লেখনী।

মণি মালিনী। নাটক। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত কলিকাতা মূতন সংস্কৃত যন্ত্র। ১২৮২। মূল্য ১ এক টাকা মাত্র।

এই নাটক খানি অতি যত্নের সহিত লিখিত হইয়াছে বোধ হইল, ও ইহার মুদ্রাঙ্কন বিষয় অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে; কিন্তু নাটক খানি পাঠ করিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না। বলিতে কি ইহার প্রশংসার বিষয় কিছুই দেখিলাম না, ও ইহার কোন অংশ অতিশয় উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। মণি মালিনী নায়িকা, সর্ব্বদাই শোকাকুলা, কিন্তু তাঁহার শোকে পাঠকগণ সন্তপ্ত হয়েন না। প্রতাপ বা বীরভূষণ নায়ক ও এক জন বীর পুরুষ। কিন্তু পাঠকগণ গ্রন্থকারের কথা ভিন্ন তাঁহার বীরত্বের আর কোন পরিচয় পায়েন না। রাজা সমরকেতু ভাল লোক কি মন্দ লোক এখনও জানিলাম না, তাঁহার ভৃত্যের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ কিছুই ঠিক নাই। কালিন্দী নিষ্ঠুর পাপাচারিণী, কিন্তু সেই আবার পবিত্র প্রেমিকের ন্যায় বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। ফলতঃ এই নাটক খানির চিত্রগুলি কোনটীই স্পষ্ট হয় নাই,—গ্রন্থকারের নাটক লিখিবার ক্ষমতার কিছু মাত্র পরিচয় পাইলাম না। ভরসা করি তিনি ভবিষ্যতে পুস্তক প্রচার করিতে এরূপ ব্যগ্র হইবেন না।

রণচণ্ডী।

১৮ অধ্যায়।

দুইটী মণিপুরী অশ্বে আরোহণ করিয়া আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী সামন্ত গোস্বামির সঙ্গে অতি প্রত্যূষে গোবিন্দপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঊষাকালে পর্ব্বতমালা নীল মেঘমালার ন্যায় দৃশ্য হয়। নীল নিরদ খণ্ডোপম পর্ব্বতমালা দেখিতে২, পর্ব্বত-কুসুম শৌরভবাহি প্রাতঃ সমীরণ সেবন করিতে২ এবং ঊষাকাল পর্য্যন্ত যে দুই একটী নির্লজ্জ নক্ষত্র জাগিয়া থাকে, তাহাদের ক্রমশঃ নিলয় প্রাপ্তি লক্ষ্য করিতে২ আমাদিগের ভ্রমণকারী বিশ্বস্ত সামন্তের সঙ্গে নির্ঝরের তীরবর্ত্তী পথে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠের বিনাশ বিষয়ক চিন্তা তাঁহার মনের সমস্তাংশ অধিকার করিয়াছিল, এ জন্য তিনি অনেক পথ নীরবে গমন করিলেন। সামন্তের সঙ্গে তাঁহার কোন কথা হইল না। সামন্ত ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি আপনি কথারম্ভ করিলেন। তিনি কহিলেন, "মহাশয়, আপনি প্রাচীন হইয়াছেন, আমারও এ সংসারে অনেক দিন আসা হইয়াছে। আমরা সংসারের বিষয় অনেক দেখিয়াছি, অনেক শিখিয়াছি, অনেক সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছি; অতএব আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে চাহি, যদি অন্যমনস্কতা পরিত্যাগ করিয়া মনোযোগ দিয়া শুনেন, ত বলি।

"বলুন, আমি শুনিব।"

"বলুন দেখি, যৌবনকালে এই সংসার ও সাংসারিক সুখ যেমন মধুর লাগিত, এখনও কি তদ্রূপ লাগে?"

"সামন্ত, সংসার ও সাংসারিক সুখের মধুরতা ও স্পৃহা আমার পক্ষে অনেক দিন তিরোহিত হইয়াছে।"

"সত্য বলিয়াছেন। তথাপি অনেকের জীবিত থাকিবার বাসনা যায় না কেন?"

"অনেকের যায়।"

"আপনার কি গিয়াছে?"

"আমার যায় নাই।—তোমার?"

"আমার অনেক দিন গিয়াছে।—আপনার বয়ঃক্রম আমা অপেক্ষা অল্প নহে; আপনার যায় নাই কেন?"

"আমার জীবনের একটী বিশেষ লক্ষ্য আছে। তাহা সাধন করিয়া মরিবার ইচ্ছা।"

"তবে, আপনার মত এই, যাহাদের জীবনের একটী বিশেষ লক্ষ্য আছে, বৃদ্ধ হইলেও তাহাদের জীবনাশা যায় না; কিন্তু যাহাদের জীবনের কোন বিশেষ লক্ষ্য নাই, বৃদ্ধ হইলে তাহাদের জীবনাশা থাকে না।"

"আরো বলি, যাহাদের জীবনের কোন মহৎ লক্ষ্য নাই, তাহাদের জীবন পশু জীবন। কেননা স্ত্রী সম্ভোগ, পুত্রোৎপাদন, পরিবার প্রতিপালন, এ সকল পশুরাও করিয়া থাকে। যে মনুষ্য এই কার্য্য সকল করিয়া জীবন যাপন করে, তাহার কার্য্যে আর পশুর কার্য্যে প্রভেদ কি? আমি আজিও বুঝিতে পারিলাম না, এ প্রকার লোকে কি সুখে জীবন ধারণ করে? কি যৌবনে, কি বার্দ্ধক্যে, সকল সময়ে এই প্রকার লোকের জীবন ভারস্বরূপ। সামন্ত, তোমার জীবনের কি কোন লক্ষ্য ছিল না?"

"আমি এতক্ষনে আপনার কথা বুঝিতে পারিয়াছি,—ছিল,"

"তাহা সিদ্ধ হইয়াছে ?"

"অনেক দিন হইয়াছে ?"

সুখী তুমি ; তোমার মৃত্যু শয্যা সুখ-শয্যা হইবে ?"

আমরা এই কথোপকথনের বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম ; কিন্তু তাঁহারা দুই প্রহর বেলা পর্য্যন্ত এই বিষয়ে কথোপকথন করিলেন। দুই প্রহরের সময়ে তাঁহারা বিলাসপুরের বাজারে উপস্থিত হইয়া উভয়ে স্নানাহার করিলেন।

সেই গ্রামে সামন্ত গোস্বামির এক জন শিষ্য ছিল। সামন্ত তাহাকে আমাদিগের ভ্রমণকারীর সঙ্গে দিলেন। অনেকক্ষণ বিশ্রামের পর সামন্ত গোস্বামী ভ্রমণকারীর নিকট যথোচিত অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন। বিদায় কালে আমাদের ভ্রমণকারী তাঁহার হস্তে একটী স্বর্ণ মুদ্রা দিতে উদ্যত হইলেন। সামন্ত তাহা গ্রহণ করিলেন না ; বলিলেন, "আপনার উপকার করাতে আমার মনে যে সুখলাভ হইয়াছে, এই স্বর্ণ মুদ্রাটী গ্রহণ করিলে আমি সে সুখে বঞ্চিত হইব। অবৈতনিক উপকারে যত সুখ, বৈতনিক উপকারে তত সুখ নাই ; তাহা কি আপনি জ্ঞাত নহেন। অতএব আমি বেতন গ্রহণ করিব না।" সামন্তের কথায় ভ্রমণকারী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ; কহিলেন, "বন্ধো, তোমার নিকট বড় উপকৃত হইলাম। যখন দেশে ফিরিয়া যাইব, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিব। এখন বিদায় হই।"

অনন্তর আমাদের ভ্রমণকারী সামন্তের নিযুক্ত সঙ্গির সঙ্গে গন্তব্য পথে,ও সামন্ত গৃহাভিমুখে চলিলেন।

আমাদিগের ভ্রমণকারী কিয়দ্দূর গমন করিয়া পূর্ব্বদিকে এক খণ্ড অনতিবৃহৎ মেঘ দেখিলেন। তাঁহারা যত বিলাসপুরের দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, মেঘখণ্ড তত বৃহৎ হইতে লাগিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র মেঘ-খণ্ড সকল এই বৃহৎ মেঘ-খণ্ডের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। ক্রমে মেঘরাশি গগনপ্রান্ত হইতে গগন-মধ্যস্থলে আসিল। সরোবরের জল, হ্রদের জল আকাশে মেঘ দেখিয়া কৃষ্ণ বর্ণ ধারণ করিল। ক্রমেং প্রায় সমস্ত নভোমণ্ডল মেঘমালায় আবৃত হইল।

এখন সন্ধ্যা উপস্থিত। আজি আকাশে মেঘাড়ম্বর দেখিয়া যেন সূর্য্যদেব বেলা থাকিতেং অস্তাচলে লুকাইলেন, আর মেঘাড়ম্বর দেখিয়াই যেন আকাশে একটীও তারা দেখা দিল না। তখন আমাদিগের ভ্রমণকারী স্বীয় সঙ্গিকে জিজ্ঞাসিলেন।

"অনেক্ষণ দেখিয়াছি।"

"এখন আশ্রয় লই কোথায় ?"

"আপনি আমার পশ্চাৎং দ্রুতপদে অশ্ব চালাইয়া আইসুন। ঐ অদূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র পর্ব্বতে এক সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে, ঐ স্থানে থাকিবার স্থান পাইব।"

আমাদিগের ভ্রমণকারী হনুমন্তের কথা মতে দ্রুতপদে অশ্ব চালাইলেন।

সন্ন্যাসির আশ্রম বড় দূরবর্ত্তী ছিল না, সন্ধ্যা হইতেং তাঁহারা আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইবামাত্র চারিদিক অন্ধকার করিয়া ঝড় বৃষ্টি আসিল।

মনিপুরে যে প্রণালীতে পর্ণগৃহ নির্ম্মিত হয়, সন্ন্যাসির আশ্রমস্থ গৃহও সেই প্রণালীর। গৃহে দুটী কুঠরী মাত্র আর দক্ষিণ দিকে একটী বারাণ্ডা। যে সময়ে

আমাদিগের ভ্রমণকারী আশ্রমে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে সন্ন্যাসী আশ্রমে ছিলেন না; দুটী স্ত্রীলোক ছিলেন, ও তাঁহাদের রক্ষার্থ এক জন প্রাচীন ভৃত্য ছিল। হনুমন্ত যথা স্থানে অশ্ব রাখিয়া ভৃত্যের নিকটে বসিয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিল। আমাদিগের ভ্রমণকারী প্রথমে বারাণ্ডায় ছিলেন, তাহার পরে ঝড়ের বেগ বাড়াতে এক যুবতী আসিয়া ডাকিয়া তাহাকে গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে বসিবার জন্য এক খানি বেত্রাসন দেওয়া হইল; তিনি তাহাতে বসিলে সেই যুবতী তাঁহাকে এক পিত্তলের হুকাতে করিয়া তামাক সাজিয়া আনিয়া দিলেন। ভ্রমণকারী তামাকু সেবন করিতে লাগিলেন, আর সেই যুবতী তাঁহার নিকটে বসিয়া টাকুতে সুতা কাটিতে লাগিলেন। এই সময় অন্য গৃহে তাঁত বোনার শব্দ হইতেছিল, তাহাতে আমাদের ভ্রমণকারী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এ গৃহে আরো স্ত্রীলোক আছে।

রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইতে চলিল, কিন্তু ঝড় বৃষ্টি নিবারিত হয় না। ইহা দেখিয়া যুবতী পথিককে জিজ্ঞাসিলেন, "বোধ হয়, আপনার আহার হয় নাই পাকের আয়োজন করিয়া দিব?"

"তাহা হইলে ভাল হয়, কেননা মধ্যাহ্নে অন্ন আহার হয় নাই।"

যুবতী ইহা শুনিবামাত্র গৃহান্তরে গমন করিলেন, এবং আর কাহার সঙ্গে অনুচ্চস্বরে দুই একটী কথা কহিয়া আবার এ গৃহে আসিয়া, পাকের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে সকল আয়োজন হইল, আমাদের ভ্রমণকারী পাদ প্রক্ষালন ও বস্ত্র পরিবর্ত্ত করিয়া রন্ধন করিতে বসিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহান্তর হইতে আর এক যুবতী আসিয়া এক খানি কাষ্ঠাসনে পথিকের নিকটে বসিলেন। পথিক দেখিলেন যে, এই যুবতী যদিও বালিকা বটে, তথাপি মুখাকৃতিতে বিলক্ষণ গম্ভীরতার চিহ্ন আছে। পথিক তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "বৎসে, এ আশ্রমের সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথায়?"

যুবতী কহিলেন, "তিনি তাঁহার গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্থানান্তরে গিয়াছেন।"

"তবে, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে এ আশ্রমে আমার আসা অনুচিত হইয়াছে।"

"কিছু অনুচিত হয় নাই—আপনার ন্যায় প্রাচীন লোকদের জন্য এ আশ্রমদ্বার নিয়ত মুক্ত।"

এ কথা এ পর্য্যন্ত শেষ হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, যুবতী পথিকের রন্ধন বিষয়ে কৌশল দেখিয়া কহিলেন, "আপনাকে রন্ধন কার্য্যে বিলক্ষণ পটু দেখিতেছি।"

"বৎসে, আজি পাঁচ বৎসর কাল কেবল দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি, সুতরাং রন্ধন কার্য্য অভ্যস্থ হইয়া গিয়াছে।

"আপনি অনেক তীর্থে গমন করিয়া থাকিবেন।"

"হাঁ; প্রায় সকল তীর্থই দর্শন করা হইয়াছে।"

"আপনি নবদ্বীপে গিয়াছেন?"

"গিয়াছি—নবদ্বীপ তীর্থ স্থান নহে।"

যুবতী আশ্চর্য্যব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "নবদ্বীপ তীর্থ স্থান নহে?"

"নবদ্বীপ বৈষ্ণবদের তীর্থ স্থান বটে, আমার নহে;—আমি তান্ত্রিক।"

"আপনি নবদ্বীপে কতদিন ছিলেন?"

"এক পক্ষ।"

"রথতলার ঘাটের উপরে একটী দ্বিতল বাটী ছিল, তাহা কি আছে, না ভাগীরথী গর্ভে পড়িয়াছে?"

"তুমি এ সকল জানিলে কি প্রকারে —সে বাটী আছে।"

"সেই বাড়ীতে এ অভাগিনীর জন্ম হয়।" যুবতী এতক্ষণ মণিপুরি ভাষায় কহিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষায় শেষ কথা কটি কহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

আমাদের পথিক আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার জন্ম নবদ্বীপে, তুমি কি বাঙ্গালী?"

"আমি বাঙ্গালী।"

"এ বয়েসে এ দেশে আসিলে কি প্রকারে?"

"পিতা মাতার সঙ্গে আসিয়াছিলাম।"

"তাঁহারা কোথায়?"

"মাতার মৃত্যু হইয়াছে, লোকে বলে, পিতাও মরিয়াছেন।"

"তুমি বাঁচিয়া আছ কোন্ সুখে?"

"এক সুখ আছে, এক আশা আছে, সেই জন্য এত দিন জীবন রাখিয়াছি?"

"বৎসে, সে কি যুবতীজনসুলভ আশা, না আর কিছু?"

"যুবতীজনসুলভ আশা নহে, আর কিছু।"

"সে কি?"

"বৈরনির্য্যাতন।"

"বৈরনির্য্যাতন!"

"হাঁ, বৈরনির্য্যাতন।"

পথিক ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'পারিবে?"

"পারিব—না পারি, সেই চেষ্টায় প্রাণ দিব।"

"কাহার প্রতি তোমার এত ক্রোধ, বৎসে?"

যুবতী ক্রোধমিশ্রিত গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "যবনের প্রতি।"

"যবন তোমার কি ক্ষতি করিয়াছে?"

"আমাকে মাতৃহীন করিয়াছে।"

"কি প্রকারে তোমাকে মাতৃহীন করিল, তুমি কে?"

"আমি রণু।"

"তুমি রণু!"

"আমি রণু, আগে আহার করুন, বিশেষ বিবরণ পরে বলিব।"

---

১৯ অধ্যায়।

আমাদিগের ভ্রমণকারী আহার করিয়া বসিলেন, আতঙ্গী পান তামাকু দিয়া গেল। রণু আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিলেন। আতঙ্গী গৃহান্তরে গেল, সে সেই খানে বসিয়া২ তাঁত বুনিতে লাগিল।

রণু বলিলেন, "আপনাকে অতি বিশ্বস্ত ও ভদ্র লোক বলিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে। এজন্য আপনার কাছে আমার মনের কথা—আত্মবিবরণ আজি প্রকাশ করিব।"

ভ্রমণকারী বলিলেন, "আমারও শুনিতে বড় কৌতুক বৃদ্ধি হইয়াছে, বল।"

রণু বলিলেন, "বঙ্গদেশের ভূষণস্বরূপ নবদ্বীপ নগরে আমার জন্ম হয়। আমার পিতার নাম রাধাবিনোদ গোস্বামী। আমার পিত্রালয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ নামে বিগ্রহ ছিলেন। আমি বাল্যকালে স্বহস্তে লক্ষ্মীনারায়ণের পূজার জন্য আমাদের বাগান হইতে ফুল তুলিতাম। পিতা স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা করিতেন।

এই সময়ে আমার বয়ঃক্রম নবম বৎসর। এই সময়ে আমার পিতা সংবাদ পাইলেন যে মণিপুরের রাজা হিন্দু ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। রাজা বীরকীর্ত্তি ও তাঁহার মাতা আমার পিতার শিষ্য। শিষ্যের বিধর্ম্মাবলম্বন সংবাদ শুনিয়া পিতা মণিপুরে যাত্রা করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। এক মাসের মধ্যে সমস্ত আয়োজন হইল। আমার মাতা অত্যন্ত জিদ করাতে পিতা তাঁহাকে ও আমাকে সঙ্গে আনিতে বাধ্য হইলেন। শুভদিনে আমরা নৌকারোহণে যাত্রা করিলাম। আমার পিতার সহিত অনেক রাজকর্ম্মচারির আলাপ ছিল। পিতা তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক পত্র আনিয়াছিলেন। এজন্য পথে আমাদের কোন কষ্ট হয় নাই। আমরা এক মাসে কাছাড়ে পঁহুছিলাম; কাছাড় হইতে লক্ষ্মীপুর পর্য্যন্ত নৌকাতে যাওয়া স্থির হওয়াতে আমরা নৌকায় রহিলাম। লক্ষ্মীপুরে যবনদিগের এক থানাদার ছিল, সে অত্যন্ত উপদ্রবী ও পাষণ্ড। লক্ষ্মীপুরে যাওয়া মাত্র পিতা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে এক খান ঢাকাই মলমল নজর দিলেন। কিন্তু সদ্ব্যবহারে দুষ্টের মতি ফিরে না। সে চর পাঠাইয়া জানিল যে, আমাদের নৌকায় স্ত্রীলোক আছে। বোধ হয়, এ জন্য সে দিবস আমাদিগকে আর অগ্রসর হইতে দিল না।

"রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে আমরা নিদ্রিত আছি, নৌকার মাজিরাও নিদ্রিত আছে, এমন সময়ে ধুম ধাম করিয়া নৌকায় কয়েক জন লাঠিয়াল উঠিল। তাহাদের আগমনে আমাদের সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। পিতা জিজ্ঞাসিলেন, 'তোমরা কে?'

"তাহারা কহিল, 'আমরা থানার লোক, থানাদার আপনাকে তলপ করিয়াছেন।'"

"পিতা অগত্যা তাহাদের সঙ্গে গেলেন। যাইবার সময় তাঁহার মনে কোন আশঙ্কা ছিল না, আমাদের বলিয়া গেলেন, 'তোমরা নির্ভাবনায় নিদ্রা যাও।'

"আমরা নির্ভাবনায় নিদ্রা যাইতে লাগিলাম। রাত্রি প্রভাত হইল। পিতা তবু ফিরিলেন না। তখন আমাদের মনে সন্দেহ হইতে লাগিল। প্রাতঃকালে দুই জন মুসলমানী আসিয়া আমাকে এবং আমার মাতাকে দেখিয়া গেল। তাহাতে আমাদের মনে আরো সন্দেহ উপস্থিত হইল। আমরা পিতার অন্বেষণে এক জন ভৃত্যকে প্রেরণ করিলাম। সেও আর ফিরিয়া আসিল না। তাহার পরে একজন মাজিকে প্রেরণ করিলাম, তাহারও আর দেখা পাইলাম না। বেলা দুই প্রহর হইল, পিতার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। আমরা দুজনে বসিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলাম। এই রূপে দিবা অবসান হইল; আমরা অনাহারে কাঁদিয়া দিন যাপন করিলাম। অশুভক্ষণে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, সন্ধ্যার অনতিপরে এক খানি শিবিকা সমেত দুই জন মুসলমানী ও কয়েক জন লাঠিয়াল আমাদের নৌকাভিমুখে আসিতে লাগিল। তাহাদের দেখিয়া আমরা ভয়ে নৌকার পাটাতনের নীচে যাইয়া লুকাইয়া রহিলাম। দুষ্টেরা নৌকাতে আসিয়া প্রথমে ভৃত্যদিগকে ও মাজিদিগকে প্রহার করিতে লাগিল, তাহাতে তাহারা নানাদিগে প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল। তখন আমরা পাটা-

তনের নীচে ভয়ে কাঁপিতেছিলাম। তাহারা নৌকার দ্রব্য সামগ্রী সকলই লুঠিয়া আত্মসাৎ করিল। অবশেষে পাটাতন তুলিয়া মাতাকে দেখিতে পাইল, এবং তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া চলিল। এক জন মুসলমানী বলিল, "এত দিন ব্রাহ্মণী ছিলে, এখন বেগম হইবে, চল; ভয় কি?" শুনিয়া আমি অজ্ঞানবৎ পাটাতনের নীচে পড়িয়া রহিলাম। তাহার পরে কিং হইল, জানি না। অবশেষে রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময়ে আমার জ্ঞান সঞ্চার হইল। তখন নৌকাতে আর কেহ ছিল না।

"কিয়ৎক্ষণ পরে পূর্ব্ব দিকে এক প্রকার বিজাতীয় লোকের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাহারা কুকি। তাহারা বরাবর আসিয়া থানা আক্রমণ করিল। বাজারে, গ্রামে ও থানার গৃহ সকলে অগ্নি জ্বালাইয়া দিল। তখন আমি বুঝিতে পারিলাম যে, যবনের শত্রুরা যবনদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। আমি তখন বাহিরে আসিলাম। এমন সময়ে কয়েক জন কুকি নৌকাতে আসিয়া আমাকে হাত ধরিয়া লইয়া গেল। আমি তাহাদের সঙ্গেং গেলাম। তাহারা আমাকে তাহাদের দেশে লইয়া চলিল। ইহার দুই দিবস পরে, যে নির্ঝরের তীরে, আলোক লইয়া গিয়া আমি আপনাদিগকে কুলপিলালের বাটীতে আনিয়াছিলাম, সেই নির্ঝরের তীরে উপস্থিত হইলাম। সেই খানে আবার আমার মাতাকে দেখিতে পাইলাম। বাত্যাপীড়িত মাধবীলতার বা রম্ভাতরুর যে অবস্থা, তাঁহাকে সেই অবস্থাপন্ন দেখিয়া আমি কাঁদিতেং তাঁহার গলা ধরিলাম।

"কুকিরা তাঁহাকেও উদ্ধার করিয়া সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। মাতা কাঁদিতেং বলিলেন, 'বৎসে, আমি এ জীবন আর রাখিব না; কেননা আমি আর তোমার পিতার স্পর্শযোগ্যা নহি। আমি এই নির্ঝরের জলে প্রাণত্যাগ করিব।'

"এই সময়ে কুকিরা সারি বাঁধিয়া নির্ঝর পার হইতে লাগিল। মাতা এই সময়ে এক পর্ব্বত শিখরে উঠিয়া তথা হইতে সেই নির্ঝরের জলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

"সেই অবধি আমি মাতৃহীনা। যবনেরা আমাকে মাতৃহীনা করিয়াছে। আমি ইহার প্রতিশোধ লইব। এই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।"

আমাদের ভ্রমণকারী জিজ্ঞাসিলেন, "বৎসে, তোমার মাতার মরণ হইয়াছে, তোমার পিতা কোথায়?"

"লোকে বলে, তিনিও মরিয়াছেন।"

"তুমি কি বল?"

"তিনি জীবিত আছেন।"

---

২০ অধ্যায়।

"পিতার বিষয় এই মাত্র বলিয়াছি যে, লোকে বলে, তিনি মরিয়াছেন, কিন্তু আমি বলি, তিনি মরেন নাই। ইহার অধিক আর আপনাকে আপাততঃ বলিতে পারি না।"

"কুকিরা আমাকে আপনাদের দেশে লইয়া আসিল। কুলপিলালের সন্তান ছিল না, তাঁহার স্ত্রী আমাকে অতি যত্ন সহকারে লালন পালন করিতে লাগিলেন। রণে জয়ী হইয়া আমাকে আনিয়াছিল, সেই কারণে আমার নাম রণু রাখিল। কুলপিলালের স্ত্রীকে আমি মাতা বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম, তিনিও আমাকে আপন সন্তানের ন্যায় প্রতি-

পালন করিতে লাগিলেন। যবনদিগের থানা লুণ্ঠন করিয়া অনেক প্রকার বাঙ্গালা দেশীয় স্বর্ণালঙ্কার আনিয়াছিল, তাহার যাহা২ আমি পরিতে পারিলাম, সে সকল আমাকে দিল। গ্রামের সকলে আমাকে ভালবাসিতে লাগিল। আমি যদি মাতার শোকে কাঁদিতাম, আমার নূতন মাতা আমাকে কত সান্ত্বনা করিতেন, আর বলিতেন, 'আমি তোমার মা; তোমার ভয় কি?' এই রূপে চারি বৎসর গত হইল, আমি ক্রমে অধিক বয়স্ক হইলাম; যত অধিকবয়স্ক হইলাম, জননীর শোক তত বাড়িল,যবনের প্রতি ঘৃণা, ও বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা তত বাড়িল। এমন সময়ে আমার কুকি মাতার মৃত্যু হইল। তাঁহার বিচ্ছেদে আমি অনেক দিন কাঁদিলাম। আমি তাঁহার নিকট মণিপুরী ও তিন চারি প্রকার কুকি ভাষা শিখিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে এ পর্ব্বতময় দেশের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি।

"মহাশয়, কুকিরা অসভ্য বটে, বাঙ্গালীদিগের ন্যায় বিদ্বান নহে, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করে না, সত্য বটে; কিন্তু উহারা পরোপকারী, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়। আজি ষষ্ঠ বৎসর উহাদের সহিত বাস করিতেছি, কখন কাহারও দ্বারা অপমানিত হই নাই। উহাদের একতা এরূপ যে, দলপতির আজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রাণান্তে কিছু করিবে না। যদি বাঙ্গালী জাতির এ সকল গুণ থাকিত, যদি বাঙ্গালীরা সত্যবাদী, একতাসম্পন্ন হইত, বঙ্গ দেশে যবন প্রবেশ করিতে পারিত না।

"মহাশয়, আপনি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, অনেক দেখিয়াছেন, আপনি বহুদর্শী; বলুন দেখি, আমি কি সহস্র যবনের মস্তক ছেদন করিতে পারিব না? আর কি স্বদেশের মুখ দেখিতে পাইব না? আর কি, মরণের পূর্ব্বে, প্রাণ ভরিয়া, বাল্যকালে যেমন করিতাম, তেমনি করিয়া জাহ্নবীর জলে স্নান করিতে পাইব না? আর কি কাষ্ঠ খণ্ডের ন্যায় জাহ্নবীর তরঙ্গ সঙ্গে ভাসিতে পাইব না? আর কি নবদ্বীপের মধুর কথা —বাঙ্গালা কথা শুনিতে পাইব না?"

বলিতে বলিতে রণুর গণ্ডদেশ বহিয়া নয়নাশ্রু পতিত হইতে লাগিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। আমাদের ভ্রমণকারীও কোন কথা কহিলেন না। তখন রণু আবার কাঁদিতে২ কহিলেন, "পিতঃ, এত দেবতার আরাধনা করিয়াছি, ভুবনগিরিতে ভুবনেশ্বরের পূজা করিয়াছি, তথাপি আমার কি মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে না? যে যবন আমার জননীর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে, আমি সেই যবনের মুণ্ডমালা গলায় পরিতে পারিব না?"

রণু আবার নীরব হইলেন এবং অঞ্চল প্রান্ত দিয়া নয়নাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তখন ভ্রমণকারী কহিলেন, "বৎসে, পূর্ব্ব দুঃখ স্মরণ করিয়া অন্তঃকরণকে ক্লেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তুমি স্থির হও।"

"আমি অস্থির হই নাই;—আপনি বাঙ্গালী, তাই আপনার নিকট মনের দ্বার খুলিলাম। বাঙ্গালী বাঙ্গালীর দুঃখ বুঝে। আর কে বুঝিবে?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "সিদ্ধেশ্বর তোমার সংকল্প সিদ্ধ করুন। তোমার সংকল্প সিদ্ধ বিষয়ে আমার দ্বারা যতদূর সাহায্য হইতে পারে,তাহা আমি করিব। বৎসে, আজি পূর্ব্ব কথার আবৃত্তি দ্বারা মনকে

অতিকষ্ট দিয়াছ, যাও, বিশ্রাম কর গে; আমারও পথ ভ্রমণে ক্লান্তি বোধ হই-য়াছে, আমিও এক্ষণে বিশ্রাম করিব।”

ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে রণু গৃহান্তরে বিশ্রাম করিতে গেলেন, আমাদিগের প্রাচীন ভ্রমণকারী নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিলেন।

চিন্তাকুল ব্যক্তির প্রতি নিদ্রাদেবী বড় অনুকূল নহেন। ভ্রমণকারী শয্যায় গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা হইল না; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “এত দিনে এ রহস্য প্রকাশিত হইল। আগে জানিতাম, কুকিরাই রাজগুরু ও তাঁহার স্ত্রীকে হত করিয়া দ্রব্য সামগ্রী সকল লুণ্ঠন করিয়াছে, কিন্তু তাহা বাস্তবিক সত্য কথা নহে। যদি আমি এ কথা প্রকাশ করিয়া রাজা বীরকীর্ত্তি সিংহকে বলি, তাহা হইলে কুকিদিগের সহিত তাঁহার বিবাদের আর কারণ থাকিবে না।”

তিনি আরো ভাবিলেন, এ রমণী অতি স্থিরপ্রতিজ্ঞ; ইহার যবনদমন ও স্বদেশদর্শন করিবার বড় স্পৃহা। স্বদেশ এমনই বস্তু বটে। ভাল, কনিষ্ঠের বিষয়ে কি এ কোন সন্ধান জানে না? বোধ হয়, জানে, নতুবা তাঁহার বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিত। আমি কেন তাঁহার বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না? প্রাতঃকালে, এ স্থান হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে করিব। এই রূপ নানা বিষয় ভাবিতে২ তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

২১ অধ্যায়।

কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী পর দিন অপরাহ্নে এই আশ্রমের অনতিদূর দিয়া যাইতে ছিলেন। তৎকালে নিকটস্থ সমভূমিতে কয়েক জন যুবক পাতি খেলা করিতেছিল; আতঙ্গী তাহাদের নিকট দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছিল। পাতি খেলাকে ইংরাজেরা হকি খেলা বলেন, কিন্তু মণিপুরীয়েরা পাতি খেলা বলে। কনিষ্ঠ রাত্রি যাপন করিবার জন্য কোন স্থান অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি মনে করিলেন, ক্রীড়াপরায়ণ যুবকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে উহারা বলিতে পারিবে, কোথায় অতিথির রাত্রি যাপনের সুবিধা আছে। কনিষ্ঠ আসিয়া আতঙ্গীর নিকটে দাঁড়াইলেন, এবং চিনিতে না পারিয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, “অয়ি বালিকে, এখানে অতিথি থাকিবার কোন স্থান আছে?”

“ঐ পর্ব্বতের উপরে সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে, তাহা কি তুমি জান না? সে আশ্রমে তোমার জন্য যথেষ্ট স্থান আছে।”

“যথেষ্ট স্থান থাকিতে পারে, কিন্তু আশ্রমাধিপতিদিগের অতিথিকে স্থান দিবার ইচ্ছা আছে?”

“আমি সেই আশ্রমে থাকি, আমি আপনাকে স্থান দিব।”

কনিষ্ঠ ভ্রমণকারী আতঙ্গীকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি কহিলেন, “তোমার নিকট বাধ্য হইলাম। কিন্তু আমাকে স্থান দিলে তোমার কর্ত্রীর ত অসুবিধা হইবে না?”

“আমি কি আপনাকে বলিয়াছি যে, আমি আমার কর্ত্তা বা কর্ত্রীর সহিত আশ্রমে বাস করি? আপনাকে স্থান দিলে যদি কাহারও অসুবিধা হইত, আমি আপনাকে স্থান দিতে প্রতিজ্ঞা করিতাম না।”

“তোমার কথার ভঙ্গীতে আমি বুঝি-

য়াছিলাম যে, তুমি কোন বড় লোকের মহিলার বা কন্যার সখী। কিন্তু তাঁহার উপর তোমার কর্ত্তৃত্ব চলে।"

"যুবতীরা স্ত্রীলোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করে না; আমি যুবতীদিগকে পুরুষের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে দেখিয়াছি।"

"যুবতী, আমি এখন বুঝিতে পারিলাম, তুমি এ আশ্রমের কাহারও সামান্যা সঙ্গী নহ; এখানে তোমার বিলক্ষণ প্রভুত্ব চলে। ভাল, এ আশ্রম কাহার?"

"এ আশ্রম রঘুনাথ ঠাকুরের।"

"এ আশ্রম অতি রম্য স্থানে স্থাপিত —কিন্তু এ প্রান্তরে এই পর্ব্বতোপরি থাকিতে তোমাদের ভয় করে না?"

"এ রূপ স্থানে থাকিতে২ আমাদের ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

এই বলিয়া আতঙ্গী আপনি অগ্রসর হইল, এবং অতিথিকে বলিল, "আপনি আমার পশ্চাৎ২ আসুন। আমি অগ্রে যাইয়া আশ্রমে সংবাদ দি।"

আতঙ্গী দ্রুতপদে গমন করিল, পথিক তাহার একটু পশ্চাৎ২ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এক জন ভৃত্য তাঁহাকে বারাণ্ডায় বসিতে দিয়া আপনি তাঁহার অশ্ব যথা স্থানে রাখিল।

এমন সময়ে আতঙ্গী আবার আসিল, বলিল "আমাকে চিনিতে পারেন?"

"না।"

"কখন দেখিয়াছেন?"

"বোধ হয়, কোথাও দেখিয়াছি?"

"আমি আতঙ্গী।"

"এখন চিনিলাম, এখানে কার সঙ্গে?"

"রণুর সঙ্গে।"

"রণু এখানে?"

"এখানে।"

"আর কে?"

"আর আমি।"

"আর কেহ নাই?"

"আর কেহ নাই।"

"তবে আমার এখানে থাকা ভাল হয় না। রণুকে বল, আমি জানিতাম না যে, তিনি এখানে আছেন, তাহা হইলে আসিতাম না।"

"আপনি কিছু বুঝেন না; বসুন, আমি রণুকে সংবাদ দি," এই বলিয়া আতঙ্গী দ্রুতপদে গৃহাভ্যন্তরে যাইতে২ "রণু২" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। রণু আসিলে বলিল, "ঐ দেখ, কে এসেছে?" রণু গৃহের বাহির না হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কে?"

"কনিষ্ঠ।"

"কনিষ্ঠ!"

"হাঁ।"

রণু বাহিরে না আসিয়া আতঙ্গীকে হাতে ধরিয়া অন্য গৃহে লইয়া গেলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, "কনিষ্ঠ একাকী?"

"হাঁ, একাকী।"

"তুমি জান, আমাদের সঙ্গে এখানে কেহ অভিভাবক নাই, তবে উহাঁকে আনিলে কেন?"

"দোষ কি?"

"দোষ আছে।"

"আমি দোষ দেখি না; যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে গৃহে স্থান দিব না ত কাকে দিব?"

"কে ভাল বাসে?—তুমি?"

"আমি কেন?—তুমি বাস।"

"কে তোমায় বলিল?"

"তোমার আচরণে বলিল।"

"আমার কি আচরণ দেখিলে?"

"নির্ঝর পার অবধি অঙ্গুরীয় দান পর্য্যন্ত জানি।"

"বিদেশীর উপকার করিতে নাই কি?"

"বিদেশীকে ভাল বাসিতে নাই কি?"

"মনের মতন হইলে ভালবাসিতে আছে।"

"এ বাঙ্গালী যুবক কি মনের মতন হয় নাই?"

"মনের মতন হইলেও কোন ব্যক্তিকে বিশেষ না জানিয়া ভালবাসিতে নাই।"

"এ হলো উপদেশ, কার্য্যতঃ কি করিয়াছ, বল?"

"কার্য্যতঃ ভাল বাসিয়াছি।"

"বাঙ্গালী বণিক কে?"

"কাছাড়ের রাজপুত্র।"

"নাম?"

"শত্রুদমন।"

"ছি, নাম করিলে?"

"এ দেশেত নাম করে।"

"তুমি কি এ দেশী?"

"এখন এ দেশীয় হয়েছি। এ সকল কথা এখন থাক্, রাজপুত্রকে যখন আনিয়াছ, যাহাতে উহাঁর কষ্ট না হয়, এ রূপ কর, আমি উহাঁর আহারের আয়োজন করিতে চলিলাম।"

আতঙ্গী অমনি অশ্বশালায় যাইয়া দেখিল, অশ্ব যথা স্থানে রাখা হইয়াছে কি না। তাহার পরে রাজকুমারকে হস্ত পদ প্রক্ষালনের জন্য জল দিয়া, আপনি ব্যজন করিতে লাগিল।

---

২২ অধ্যায়।

আহারাদি সমাপন করিয়া রাজপুত্র বেত্রাসনে বারাণ্ডায় চন্দ্রালোকে বসিলেন। আতঙ্গী তাঁহাকে পান তামাক দিয়া গৃহাভ্যন্তরে গেল। দেখে, যে বেশে যে পরিচ্ছদ পরিয়া রণু বাঙ্গালী ভ্রমণকারিদিগকে নির্ঝর পার হওনে সাহায করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই বেশ করিতেছেন। আতঙ্গী জিজ্ঞাসিল, "আর কি তোমার ভাল কাপড় নাই?"

"আতঙ্গী, তুমি বুঝ না; যে বেশে প্রথম দেখা দিয়াছিলাম, এখন সেই বেশে দেখা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু, আতঙ্গী, রাজকুমারের সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ করা আমার উচিত কি অনুচিত, আমি তাহা ভাবিতেছি। যদি এক্ষণে রঘুনাথ ঠাকুর আইসেন? যদি রুদ্র আসিয়া দেখে যে, কনিষ্ঠ এখানে আছেন?"

"এ তাঁহাদের আসিবার সময় নহে। তুমি নির্ভাবনায় দেখা কর, এ পাপ কর্ম্ম নহে।"

"তাহা জানি, যদি পিতা আইসেন!"

"এ বিষয়ে তাঁহার কোন আপত্তি হইতে পারে না। আজি কত কাল ত তাঁহার উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না।"

"অন্যে পায় না; কিন্তু আমি পাই। তিনি মধ্যে২ আমাকে দেখা দেন।"

"তা, এ শুভ কার্য্যে তাঁহার কি আপত্তি হইতে পারে?—অসভ্যকুকি অপেক্ষা কি কাছাড়ের রাজপুত্র অধিক বাঞ্ছনীয় নহেন?"

"অধিক বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু আমার কি এখন বিবাহের সময়? বৈরনির্য্যাতন আমার জীবনের সংকল্প; বিবাহ করিলে যে তাহার বাধা হইবে?"

"ঠিক বলা যায় না।"

"তবে রাজকুমারের সঙ্গে দেখা করিব?"

"সচ্ছন্দে দেখা করু।"

"তবে তুমি এই খানে থাক, আমি যতক্ষণ রাজকুমারের সঙ্গে আলাপ করিব, ততক্ষণ তোমাকে এই স্থানে বসিয়া থাকিতে হইবে। পাখির ন্যায় এ ঘর ও ঘর করিয়া বেড়াইও না।"

"বেশ কথা। এই আমি বসিলাম, তুমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসিবে, ততক্ষণ আমি আতঙ্গী নহি, আতঙ্গীর ছবি; নড়িতেও পারিব না, কথাও কহিতে পারিব না।"

"আতঙ্গী বাস্তবিক কাষ্ঠ পুত্তলির ন্যায় বসিয়া রহিল। রণু রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইলেন।

চন্দ্রালোকে পর্ণ কুটীরের দ্বারে উভয়ে একত্রিত হইলেন। "যুবরাজ, নমস্কার হই" বলিয়া রণু অভিবাদন করিলেন।

"শত্রুদমন অভিবাদন প্রতিপ্রদান করিয়া কহিলেন, "এ অসময়ে এখানে আসিয়া আমি তোমাদের কষ্টের কারণ হইয়াছি। যদি কোন কষ্ট দিয়া থাকি, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবে।"

"কোন কষ্ট দেন নাই—আপনাকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম।"

"যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাক, আমার একটী কথার উত্তর দিবে?"

"আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারি না, আপনার এ অনিশ্চিত প্রশ্ন—যাহা করিবার ইচ্ছা থাকে, করুন, আবশ্যক বুঝিলে উত্তর দিব।"

"কি প্রকারে আমাকে সেই কারাকুপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে?"

"আপনারা যখন অগ্রবর্ত্তী হয়েন, তখন আমি কোন লোকের মুখে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে, ভরতসিংহ আপনাদের প্রাণ বধ করিবে। আমি তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে পার্ব্বতীয় পথ দিয়া বৌদ্ধ ফুঙ্গির নিকট যাইয়া সবিশেষ জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাকে কারাকুপের পথ দেখাইয়া দেন।"

"তাহার পরে হ্রদের জলে ডুব দিয়া আবার কি প্রকারে কুকিদিগের সঙ্গে যাইয়া যুটিলে?"

"আমি বাল্যাবধি সন্তরণ জানি; জলে ডুব দিয়া দুই তিন দণ্ড থাকিতে পারি। আপনাকে আশ্চর্য্য দেখাইবার জন্য জলে ডুবিয়াছিলাম, তাহার পরে উঠিয়া আবার অশ্বারোহণে কুকিদিগের নিকট যাই। আপনার সঙ্গী রায়জীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে?"

"আমার সঙ্গী রায়জী কে?"

"আমার নিকট আর গোপন করিতে হইবে না। আপনি যে হেড়ম্ব দেশের রাজপুত্র এবং তিনি যে রাজমন্ত্রী, তাহা জানিয়াছি।"

"কে বলিল?"

"তিনি নিজে বলিয়াছেন।"

"আমি তাঁহার নিকট তোমার বিষয় সমস্ত শুনিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে আজি প্রাতঃকালে আমার দেখা হইয়াছিল।"

"তবে, রাজপুত্র, আপনার প্রশ্নের উত্তর পাইলেন, এখন আমাদের পৃথক্ —চিরকালের জন্য পৃথক্ হওয়া ভাল।"

"চিরকালের জন্য!" অতি কাতর স্বরে যুবক এই কথা কহিলেন, যুবতী আরো ধীরতা সহকারে কহিলেন, "অদৃষ্টের লিপি এই রূপ, বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদের চিরকালের জন্য পৃথক্ হওয়া উচিত কি না? সংসারের সুখ ভোগের জন্য বিধাতা আমাদের সৃষ্টি করেন নাই; অতএব তাহার আশা করা বৃথা।"

এই কথা শুনিয়া যুবক অতি কাতর ভাবে যুবতীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রণু আতঙ্গীকে একবার ডাকিলেন, কিন্তু সে সেই গৃহে কাষ্ঠ পুত্তলির ন্যায় বসিয়াছিল। ডাক শুনিয়াও আসিল না. তাহাতে রণুও, বোধ হয়, বড় দুঃখিত হইলেন না।

তখন রণু অতি মৃদু ও করুণ ভাষায় কহিলেন, "শক্র, উঠ, এ রূপ অধীর হইও না। তোমার অধীরতা তোমার ও আমার উভয়ের সর্ব্বনাশের কারণ হইবে।"

"শুন, রণু, শুন; আমি হেড়ম্বাধিপতি রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের পুত্র। আমার পিতার বীরত্বের প্রশংসা ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত।"

"যুবরাজ, তাহা ত আমি জানি।"

"আমি স্বদেশ স্বাধীন করিবার উদ্দেশে এ দেশে আসিয়াছি; যদি কৃতকার্য্য হই; তোমাকে আবার রাজবেশে দেখা দিব; যদি অকৃতকার্য্য হই, যে প্রাণ তুমি মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে, স্বদেশের জন্য সেই প্রাণ কি প্রকারে ত্যাগ করি, তাহা শুনিতে পাইবে। আমার রাজ্য নাই বটে, কিন্তু তরবারি আছে।"

রণু যুবরাজের নয়নাশ্রু বসনাঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিতে২ কহিলেন, "উঠ; স্বদেশ স্বাধীন করা তোমার ও বৈরনির্য্যাতন করা আমার উদ্দেশ্য। অতএব আমাদের ভাগ্যে সাংসারিক সুখ নাই। ভগবান করুন, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক, তুমি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সুখে রাজ্য কর।"

"আর একটী কথা, রণু, তোমার দেশ, আমার দেশ, তোমার শক্র আমার শক্র; তোমার জীবনের উদ্দেশ্য, আমার জীবনের উদ্দেশ্য। শক্রদমনের হাতে যতক্ষণ তরবারি থাকিবে, ততক্ষণ উহা তোমার সাহায্যার্থ ব্যবহার হইবে।"

এই সময়ে আতঙ্গী সেই স্থানে আসিল। যুবকযুবতীর অনুচ্চ কাতর স্বর শুনিয়া তাহার জড়তা দূর হইয়াছিল।

"এখান থেকে যাও, যাও; ঐ দেখ, রঘুনাথ ঠাকুর আসিতেছেন। বোধ করি, কোন বিপদ উপস্থিত।"

যুবরাজ কহিলেন, "যদি বিপদই উপস্থিত হয়, আমার হাতে তরবারি থাকিতে তোমাদের কোন ভয় নাই।"

আতঙ্গী কহিল, "রণু, তবে আমি যুবরাজকে ঠাকুর ঘরে লুকাইয়া রাখি; প্রাতঃকালে চলিয়া যাইবেন।"

ইত্যবসরে রণু স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন; কহিলেন, "কেন, ভয় কি? আমি ত কোন দোষ করি নাই। আমি অতিথিকে আশ্রমে স্থান দিয়াছি বৈত নয়, লুকাইবার প্রয়োজন নাই।"

যুবরাজ আপন আসনে ধীরভাবে বসিলেন। এবং মনে২ রণুর সাহসের ও সরলতার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

প্রলয়।

আমাদের অদ্যকার প্রস্তাবের ন্যায় বোধ হয়, আর অধিকতর বিস্ময়কর কোন ব্যাপার কল্পনাও নির্ণয় করিতে সক্ষম হয় না। এই জন্য প্রলয় সম্বন্ধে প্রাচীন কালের লোকের মনে যেরূপ বিশ্বাস ছিল, তাহার অধিকাংশই কল্পনামূলক; কল্পনা যতদূর পারিয়াছে, ঐ ব্যাপারকে ততদূর ভয়ানক ও বিস্ময়কর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। বাস্তবিক ও ব্যাপারটী অতীব বিস্ময়কর এবং সম্ভ্রম-জনক, অতিশয় গুরুতর, মন (সহজে ?) ধারণা করিয়া উঠিতে পারে না। এই যে গ্রহোপগ্রহ-ধূমকেতু-সম্বলিত সৌরজগৎ কালে ইহার ধ্বংস হইবে, আর তদন্তর্গত অসংখ্য জীব জন্তু প্রভৃতি (তাহার মধ্যে আমরাও) একেবারে লয় প্রাপ্ত হইবে,—কেহই থাকিবে না, কিছুই থাকিবে না,—তাহা একবার চিন্তা করিতে বসিলে মন বিচলিত হয়, ভয়ে ও বিস্ময়ে কাঁপিতে থাকে, ক্রমে যতই তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা ভাবিতে থাকে, ততই সে বিস্ময় সলিলে ডুবিতে থাকে, এবং তল না পাইয়া, পরিশেষে অতলস্পর্শ ভাবিয়া ফিরিয়া আসে। তখন আর সে বিষয় ভাবিতে মনের শক্তি থাকে না। এই ব্যাপার এত মহৎ, আর মানব মন এত ক্ষুদ্র! তথাপি দুরাকাঙ্ক্ষ মানবমন এই বিষয় চিন্তা করিতে ক্ষান্ত থাকে না। অতি প্রাচীন কালাবধি এই কথা ভাবিয়াছে, অদ্যাপি ভাবিতেছে। তন্মধ্যে প্রাচীনদিগের প্রলয় সম্বন্ধীয় মত কেবল কল্পনা মাত্র; আর আধুনিকদিগের মত প্রাকৃতিক নিয়ম সাহায্যে উপপন্ন, সুতরাং অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস্য; কেন না, বিজ্ঞানের প্রতি ইদানীন্তন কালে লোকের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। অতএব আমরা আধুনিকদিগের মতামতের দুই একটী কথা কহিব।

প্রাকৃতিক-নিয়ম-বশানুগ এই সৌর-জগৎ যেরূপ আজি সুন্দররূপে চলিতেছে, অনন্তকাল সেই ভাবেই চলিবে, কি সেই সকল নিয়মেই কালে পরিশেষে এই জগতের ধ্বংস হইবে? অধুনাতন পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেই এই বিষয় চিন্তা করিয়াছেন। এ বিষয়ে জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত লাপ্লাস যে মত প্রকাশ করেন, তাঁহার পরবর্ত্তী পণ্ডিতবর্গও সেই মতের পোষকতা করিয়াছেন। লাপ্লাস কহিয়াছেন, যে কেবল মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির বিষয় বিবেচনা করিলে, এই সৌরজগৎকে অনন্তকাল সমভাবে স্থায়ী বলিয়া জ্ঞান করিতে হয়। যদি এক গ্রহ আকর্ষণ দ্বারা অপর কোন গ্রহের কক্ষা কখন কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়, তবে সেই (মাধ্যাকর্ষণ) শক্তির গুণে পুনরায় তাহারা পূর্ব্বমত অবস্থিতি করিবে; অর্থাৎ পরিশেষে সেই আকর্ষণকারী গ্রহ পুনরাকৃষ্ট হইয়া তাহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিবে, সুতরাং সৌরজগৎও অপরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। তবে আর কি রূপে প্রলয় হইবে? ঊনবিংশ শতাব্দীয় পণ্ডিতেরা নানা অভিনব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়া ইহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা ভিন্ন২ প্রাকৃতিক শক্তির পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয় দ্বারা, সাধারণতঃ বলের অক্ষয়ত্ব গুণ (Conservation) দেখিয়া, সৌরতাপ আর আলোকের প্রকৃতি বুঝিয়া এবং ধূমকেতু প্রভৃতি জ্যো-

তিষ্কগণের গতি প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া, শেষে এই বিবেচনা করিয়াছেন যে, কেবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা এই সৌরজগৎ বদ্ধ নহে, শুদ্ধ সেই শক্তিতেই গগন-পর্য্যটক গ্রহ নক্ষত্রাদির গতিবিধি বদ্ধ থাকে না। তাহাতে যেমন জগৎকে বাঁধিয়া রাখিতে প্রতিক্ষণ চেষ্টা করিতেছে, তেমনই আবার কতকগুলি কারণ আছে, যাহারা ক্রমশঃ অতি অল্পে২ (অথচ অব্যর্থভাবে) এই জগতের বিনাশ সাধনে অনুক্ষণ নিযুক্ত আছে। সুতরাং সৌরজগৎকে এরূপ একটী ঘটিকা যন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না, যে যন্ত্র আবশ্যক হইলে আপনি তাহার "দম" দিয়া চিরকাল সমভাবে চলিতে পারে। যে প্রকার কারণের কথা উপরে বলা গেল, তাহা হইতে এই জ্ঞান হয় যে, পরিশেষে এক সময় এই জগৎ সম্পূর্ণ গতিশূন্য হইবে; সুতরাং সেই সময়, যে শক্তির প্রাকৃতিক কার্য্যের ও পদার্থসমূহের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আছে, এমন কোন 'মহাপ্রবল শক্তি' আসিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, যদি তাহাকে রক্ষা এবং পুনঃস্থাপন না করে, তবে নিশ্চয়ই তখন তাহার ধ্বংস এবং লয় হইবে। আধুনিক পণ্ডিতেরা যে সকল কারণে এই প্রলয় সম্ভাবনা করেন, আমরা অদ্য তাহার দুই একটী কারণের উল্লেখ করিব।

আমাদের শাস্ত্রকারেরা প্রলয় কালে দ্বাদশ সূর্য্যের উদয় কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা সূর্য্যের অনস্তিত্ব, অর্থাৎ সূর্য্যের আলোক এবং তাপের অভাবই প্রলয়ের এক প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইলেই, কালে সমস্তই ক্ষয় হয়। সূর্য্য সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। সূর্য্য যদিও অসীম তাপাধার বটে, তথাপি কখন তাহাকে অক্ষয় তাপ ভাণ্ডার বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না, কেননা সেরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণই লক্ষিত হয় না। তাপের প্রকৃতি এপর্য্যন্ত যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে সূর্য্য যে আবহমান কাল সমভাবে অসীম তাপাকর হইয়া থাকিবে, তাহা আদৌ অসম্ভব ও অসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান হয়। বাস্তবিকও সূর্য্য সেরূপ থাকে নাই। পণ্ডিতেরা বলেন, সূর্য্য ক্রমশঃ তেজোহীন ও ক্ষীণালোক হইয়া পড়িতেছে। সূর্য্য যে পরিমাণে তাপ সঞ্চয় করে, অর্থাৎ সূর্য্য মণ্ডলে যে পরিমাণে তাপের সঞ্চার হইয়া থাকে, সূর্য্য তদপেক্ষা অসংখ্য গুণে অধিক পরিমাণে তাপ ক্ষয় করিতেছে; কেন না প্রতি মুহূর্ত্তে অপরিমেয় ও অসীম তাপ তাহা হইতে নির্গত হইয়া অনন্ত আকাশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। যদি তাহা না হইত, তবে আমরা সূর্য্য হইতে যে পরিমাণ তাপ পাইয়া থাকি, আকাশের অন্যান্য স্থান হইতেও গড়ে সেই পরিমাণ তাপ প্রাপ্ত হইতাম। আর তাহা হইলে পৃথিবীতে শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি তাপ পরিবর্ত্তন কখন হইত না। যখন সূর্য্যমণ্ডলের তাপ ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে, তখন যতদিন যাইবে, ততই সূর্য্যের তাপ হ্রাস হইতে থাকিবেক, এবং ক্রমে২ শীতল হইয়া, পরিশেষে সূর্য্য সম্পূর্ণ তেজোহীন হইয়া পড়িবেক। সূর্য্যের তাপ নষ্ট হইয়া গেলে, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহগণও শীতল হইয়া যাইবে, সুতরাং তখন এই পৃথিবীস্থ এবং অন্যান্য গ্রহস্থ জীবজন্তুগণ আর বাঁচিবে না;

করিতে পারা যায় না, তাহাদের জন্য কতকগুলি সম্ভব ও বিশ্বাস্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, এবং সেই সকল বিশ্বাস্য আর অপরাপর সুপরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মের সম্ভাব্য ফল সকল চিন্তা করিয়া এবং প্রত্যেক বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতার জন্য কতকটা বাদ দিয়া, এবং বিবদমান পণ্ডিতদিগের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মতামতের প্রতি সবিশেষ এবং উচিতমত আস্থা প্রদর্শন করিয়া, এই সৌরজগতের বিষয় চিন্তা করিলে, অনায়াসে এই উপলব্ধি হয় যে, এই জগৎ কখনই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আত্ম-রক্ষণে সমর্থ নহে, তাহার মধ্যে প্রতিনিয়ত এপ্রকার কার্য্য সকল চলিতেছে, যাহাতে পরিশেষে ইহার ধ্বংস,—প্রলয় হইবে! সে সময়ে জগতের কিরূপ অবস্থা হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ!

মাধ্যাকর্ষণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। সেই গল্পটী কি উপকথা মাত্র, না প্রকৃত ঘটনা? কোন সুকবির কল্পিত ও বিস্তৃত গুণকথন সদৃশ, না সত্যবাক্ ইতিহাস লেখকের ঐতিহ্য? আমরা প্রায় নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহা কল্পিত বর্ণন কিম্বা মনোরঞ্জনীয় উপন্যাস নহে; তাহা সত্য ও সামান্য ঘটনা;—সামান্য কিন্তু অসামান্য ফলদায়ী; বিজ্ঞানশাস্ত্রের মহোপকারী বীজ স্বরূপ রোপিত হইয়া নূতন ও সুন্দর বৃক্ষ উৎপাদন করিয়াছে এবং তাহার সুমিষ্ট ও পুষ্টিদায়ক ফল মনুষ্যের জ্ঞান রাজ্যকে যে ক্রমে বলী করিতেছে, এবং চিরকাল করিতে থাকিবেক, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা অদ্য সেই ঘটনাটী ব্যক্ত করত ফলের বিষয় কিছু বলিতে আরম্ভ করিতেছি।

বিজ্ঞবর নিউটন কোন সময়ে একটী উদ্যানে উপবিষ্ট ছিলেন, হঠাৎ সমীপস্থ বৃক্ষ হইতে একটী আফেল ফল ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ নিউটন সেই ঘটনাটীকে অসামান্য বিবেচনা করিয়া তদ্‌কারণোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। কি বিশেষ কারণ বশতঃ উহা ভূমে পতিত হইল? অসীম আকাশপথে উড্ডীয়মান কিম্বা বৃক্ষ হইতে অন্য কোন দিকে ধাবিত না হইয়া, কি কারণে ঠিক নিম্নে পতিত হইল? এই রূপ তর্ক দ্বারা নিউটনের প্রশস্ত বুদ্ধি কিছুকাল ব্যথিত হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে তাঁহার জ্ঞানসিন্ধু মন্থন বলে ক্ষীরোৎপাদন স্বরূপ মাধ্যাকর্ষণ নামক প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করিলেন। তিনি কহেন যে, বিশ্বসংসারস্থ বস্তুমাত্রেরই প্রত্যেক পরমাণু আকর্ষণ করিয়া থাকে। অন্য প্রকারে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যদ্যপি কোন স্থির বস্তুর নিকট অপর একটী বস্তু ধৃত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ প্রথম বস্তুটী দ্বিতীয় বস্তুর নিকট গমন করিতে থাকিবেক। এই আকর্ষণ ধাতু, ক্ষিতি, মরুৎ কি বাষ্প সকল দ্রব্যেই অধিষ্ঠিত আছে এবং তাহার সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত পণ্ডিতবর্গ নানা প্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাস্কালিন ও কাভি-

ণ্ডিস সাহেবের পরীক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ। কোন এক সময়ে মাস্কলিন সাহেব স্কট্‌লণ্ডদেশস্থ স্কিটিনিয়ন নামক পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া একটী রজ্জু দ্বারা একটী গুরু ধাতুখণ্ড বন্ধন পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে তাহা নিম্নে নামাইয়া দিয়া, বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে দূরবীক্ষন যন্ত্র দ্বারা দেখিয়াছিলেন যে, ঐ রজ্জ্বাশ্রিত ধাতুখণ্ড কিঞ্চিৎ পর্ব্বতাভিমুখে আকৃষ্ট হইয়াছিল,এবং সূক্ষ্ম গণনা দ্বারা জানিয়াছিলেন যে, সেই ধাতুখণ্ড যে স্থানে থাকা কর্ত্তব্য, তাহা হইতে ১১ ইঞ্চ পরিমাণ পর্ব্বতের দিকে হেলিয়াছিল। ইহাও এস্থলে বক্তব্য যে,উল্লিখিত পর্ব্বত ঠিক উচ্চ, উহা বক্র কিংবা ক্রমনিম্নাকৃতি নহে। কাভিণ্ডিস সাহেব অন্য এক প্রকার পরীক্ষা দ্বারা উক্ত কথা সপ্রমাণ করিয়াছেন ;—তিনি একটী দণ্ডের দ্বিসীমায় দুই ক্ষুদ্র২ সীসার গোলা রাখিয়া ঐ দণ্ডের মধ্যদেশে একটী ক্ষীণ তার বন্ধন করত তাহা ঝুলাইয়া দিলেন এবং তৎপরে যখন বৃহৎ২ সীসার গোলা সকল উহাদের নিকট লইয়া গেলেন, তৎক্ষণাৎ তাহাদের প্রবল গতি উদ্ভূত হইয়া নিমেষকাল মধ্যে ঐ তার জড়িতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। পুনশ্চ, আমরা ইহা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়াছি যে, পৃথিবী গোলাকার এবং প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, ইহার যে কোন স্থান হইতে হউক না কেন, যদ্যপি কোন বস্তু নিক্ষিপ্ত হয়, তৎক্ষণাৎ উহা লম্বরেখা টানিয়া পৃথ্ব্যুপরি পতিত হইয়া থাকে, অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে,পৃথিবীর এমন একটী বল আছে যদ্দ্বারা সকল বস্তুই এইরূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই আকর্ষণ হয় পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত রহিয়াছে কিংবা উহা পৃথিবীর ভিন্ন২ পরমাণুর বল দ্বারা উৎপন্ন হইতেছে। কাভিণ্ডিসের পরীক্ষা দ্বারা প্রতীয়মান হইয়াছে যে, পৃথিবীর ভিন্ন২ প্রত্যেক পরমাণুর এক একটী সামান্য বল আছে।

এক্ষণে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক যে, এই আকর্ষণ কি২ নিয়মাধীন এবং কি প্রকারেই বা ইহা পরিমিত হইতে পারে? অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের প্রকৃতি কি ? কিন্তু ইহা স্থির করিবার পূর্ব্বে দেখা কর্ত্তব্য যে, আকর্ষণের দুইটী ফলের মধ্যে কোন্‌টী আমরা পরিমাণের উপায় বলিয়া লইতে পারি ? এক ফলবস্তুর ভার অর্থাৎ যখন কোন অনাশ্রিত বস্তু ভূতলে পতিত হইতে থাকে, তখন যে পরিমাণ বল দ্বারা উহার পতন নিবারণ করিতে পারা যায়, তাহাকেই উহার ভার কহে। যেমন একটী সীসা হস্তে ধারণ করিলে আমরা যে পরিমাণ বল দ্বারা উহাকে পতিত হইতে দিই না,তাহাকেই ঐ সীসার ভার বলা যায়। দ্বিতীয় ফল, বস্তুর গতি অর্থাৎ বিঘ্নসমূহ দূরীকরণ করিয়া যদ্যপি কোন বস্তু নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে একটী নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে সেই বস্তু যত দূর স্থান গমন করিয়া থাকে, তাহাকেই উহার গতি কহে। যেমন ঐ সীসাখণ্ড হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইলে এক সেকেণ্ড কাল মধ্যে উহা যত ইঞ্চ গমন করিয়া থাকে,তাহাকেই উহার গতি বলা যায়। এই দ্বিবিধ উপায় মধ্যে প্রভেদ এই যে, যদ্যপি আমরা প্রথম উপায়টী গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমরা ভিন্ন২ সীসাখণ্ড দ্বারা ভিন্ন২ মান প্রাপ্ত হইব, কেননা বৃহৎ সীসা খণ্ড ক্ষুদ্র সীসা খণ্ড অপেক্ষা গুরু; কিন্তু

যদ্যপি আমরা দ্বিতীয় উপায়টী গ্রহণ করি, তাহা হইলে বস্তু যেরূপ ভারাপন্ন হউক না কেন, আমরা একই মান প্রাপ্ত হইব। ইহার কারণ এই যে, বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, বস্তু সকল যে কোন ধাতু নির্ম্মিত হউক না কেন, একটী উচ্চ স্থান হইতে যুগপৎ নিক্ষিপ্ত হইলে যুগপৎ পৃথ্যুপরি নিপতিত হইবে। কোন এক প্রদেশ হইতে বায়ু বহির্গত করিয়া লও এবং ভিন্ন২ দ্রব্য নির্ম্মিত গোলা, যথা কাষ্ঠ, প্রস্তর, লৌহ, সীসা, তাম্র, ও কর্ক একত্রে একই সময়ে নিক্ষেপ কর, তাহারা একত্রে একই সময়ে ভূমে পতিত হইবে। উক্ত কথা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অপেক্ষাকৃত একটী সহজ উপায় আছে। বায়ু বহির্গত করিয়া লইবার নিমিত্ত বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র নামক একটী যন্ত্র আছে, সেই যন্ত্র একটী বৃহৎ কাচের নলের নিম্নে বসাইয়া তদভ্যন্তরস্থ বায়ু বাহির করিয়া লও, তৎপরে একটী পক্ষ ও একটী মুদ্রা ঐ কাচ নলের, উপর হইতে কোন উপায়ে যুগপৎ নিক্ষেপ কর, দেখিতে পাইবে, দুই দ্রব্যই একত্রে এককালে নলের নিম্নে পতিত হইল। এতদ্ধেতু আমরা বলিয়া থাকি যে, কোন বস্তু নিক্ষিপ্ত হইলে, এক সেকেণ্ড কাল মধ্যে যতদূর গমন করে, তদ্দ্বারা আকর্ষণ পরিমিত হয়। এই যতদূর অর্থে ইঞ্চ ফুট বুঝাইবে।

অতএব আমরা এই প্রথম নিয়ম প্রাপ্ত হইতেছি যে, আকৃষ্ট বস্তুর স্থূলতার উপর আকর্ষণ নির্ভর করে না, কিন্তু যদ্যপি দূরত্বসমূহ পরস্পর সমান হয়, তাহা হইলে আকৃষ্ট বস্তু সকল যেরূপ গঠনের হউক না কেন, আকর্ষণ সমতুল্য রূপ হইয়া থাকে। যথা বৃহস্পতি উভয় সূর্য্য ও পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু যদিও সূর্য্যের গঠন পৃথিবী অপেক্ষা তিন লক্ষ গুণ বড়, তথাপি যখন পৃথিবী ও সূর্য্য বৃহস্পতি হইতে সম দূরস্থ হয়, তখন সূর্য্য ও পৃথিবী সমভাবে বৃহস্পতি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতে থাকে অর্থাৎ তখন বৃহস্পতির আকর্ষণ সূর্য্যকে এক সেকেণ্ড কাল মধ্যে যত ইঞ্চ কিম্বা ইঞ্চের অংশ টানিয়া লয়, পৃথিবীও সেই সময় মধ্যে ঠিক তদ্‌পরিমাণ ইঞ্চ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, যদ্যপি ভিন্ন২ আকর্ষণী দ্রব্য সমদূরস্থ হয়, তাহা হইলে আকর্ষণের সহিত আকর্ষক দ্রব্যের স্থূলভার সমানুপাত (Proportion) হইয়া থাকে। যথা, বিবেচনা কর সূর্য্য ও বৃহস্পতি, শনি গ্রহ হইতে সমদূরস্থ হইয়াছে; কিন্তু সূর্য্য বৃহস্পতি অপেক্ষা প্রায় সহস্রগুণ বড়, অতএব এক সেকেণ্ড কাল মধ্যে বৃহস্পতি শনিকে যত ইঞ্চ আকর্ষণ করিবে সেই কাল মধ্যে শনি, সূর্য্য কর্ত্তৃক উক্ত ইঞ্চের সহস্রগুণ বোধক ইঞ্চ পরিমাণ আকৃষ্ট হইবে।

তৃতীয় নিয়ম এই যে, যদ্যপি একই দ্রব্য বিষম দূরস্থ বহু দ্রব্যকে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে আকর্ষণের সহিত দূরত্বের বর্গের বিলোম বা ব্যুৎক্রম সমানুপাত (Inverse Proportion) হইয়া থাকে; অর্থাৎ বস্তু সকল পরস্পরের যত নিকটস্থ হয়, ততই তাহাদের আকর্ষণী শক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে, আর যত, দূরস্থ হয়, তাহাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণও তত অল্প হইয়া থাকে। এক ক্রোশ ঊর্দ্ধে পৃথিবীর আকর্ষণ যত, দুই ক্রোশ ঊর্দ্ধে তদপেক্ষায় অল্প, তিন ক্রোশ ঊর্দ্ধে তাহা অপেক্ষায় অল্প; কিন্তু এক

ক্রোশ ঊর্দ্ধে যে আকর্ষণ, দুই ক্রোশ ঊর্দ্ধে উহার অর্দ্ধেক, তিন ক্রোশ ঊর্দ্ধে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ, চারিক্রোশ ঊর্দ্ধে তাহার চারি ভাগের এক ভাগ, এরূপ হয় না। কিন্তু এক ক্রোশ ঊর্দ্ধে পৃথিবীর যে আকর্ষণ, দুই ক্রোশ ঊর্দ্ধে তাহার চারিভাগের এক ভাগ, তিন ক্রোশ ঊর্দ্ধে তাহার নয় ভাগের এক ভাগ, চারি ক্রোশ ঊর্দ্ধে তাহার ১৬ ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ক্রোশ ঊর্দ্ধে তাহার ২৫ ভাগের এক ভাগ ইত্যাদি। অতএব আমরা দেখিতেছি দূরত্বের সংখ্যা ১, ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে মাধ্যাকর্ষণের শক্তি ১, ৪, ৯, ১৬, ২৫—ইহারা ১, ২, ৩, ৪, ৫ রাশির বর্গ। যথা পৃথিবী উভয় চন্দ্র ও সূর্য্যকে আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু সূর্য্য চন্দ্র অপেক্ষা চারিশত গুণ দূরে আছে, অতএব সূর্য্যপ্রতি পৃথিবীর আকর্ষণ চন্দ্রের প্রতি আকর্ষণের $\frac{১}{১৬০০০০}$ অংশ; অর্থাৎ যেমন পৃথিবী এক সেকেণ্ড কাল মধ্যে চন্দ্রকে এক ইঞ্চের $\frac{১}{২০}$ ভগ্নাংশ পরিমাণ আকর্ষণ করে, ঐ কাল মধ্যে সূর্য্যকে ইঞ্চের $\frac{১}{৩২০০০০০}$ ভগ্নাংশ পরিমাণ আকর্ষণ করিয়া থাকে; পুনশ্চ, মনে কর সূর্য্য হইতে পৃথিবী যত দূরস্থ, তাহার দশ গুণ দূরস্থ শনি; অতএব সূর্য্যের আকর্ষণ পৃথিবীর প্রতি যত হইবে, তাহার শত ভাগের এক ভাগ শনির প্রতি হইবে।

যখন এক দ্রব্য অপর দ্রব্যকে আকর্ষণ করে এবং উভয় দ্রব্য ভিন্ন২ পথে ও ভিন্ন২ বেগে বিচরণ করিতে থাকে, তখনও তাহাদের আকর্ষণ তুলনা করিতে হইলে, উক্ত নিয়ম প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা, মঙ্গল গ্রহ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে পৃথিবী হইতে যত দূর স্থানে ছিল, ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত কালে তদপেক্ষা দ্বিগুণ দূরস্থ হইয়াছিল; অতএব ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের বসন্ত কালে মঙ্গল গ্রহপ্রতি পৃথিবীর আকর্ষণ ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালের আকর্ষণ অপেক্ষা চারি ভাগের এক ভাগ হইয়াছিল। বৃহস্পতি ও শনি সূর্য্যের উভয় পার্শ্বে থাকিলে, পরস্পর মধ্যে যে দূর পরিমিত হইয়া থাকে, যখন তাহারা উভয়ে সূর্য্যের এক পার্শ্বে আসে, ঐ দূর তিন গুণ পরিমাণ হ্রাস হইয়া যায়; অতএব শনি ও বৃহস্পতি সূর্য্যের উভয় পার্শ্বে আসিলে পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ হইয়া থাকে, সূর্য্যের এক পার্শ্বে আসিলে তদপেক্ষা নয় গুণ পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

এক্ষণে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, উল্লিখিত নিয়ম সমূহ যে সত্য, তাহা কি প্রকারে জানিলে? আমরা বিবেচনা করি যে এই তর্ক খণ্ডনার্থক এক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, তাহা এই যে, উক্ত নিয়মানুসারে চন্দ্র ও গ্রহ সমূহের গতি সম্বন্ধে গণনা করিলে, যদ্যপি সেই গণনা সকল ভ্রম মূলক হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই নিয়ম সমূহ অশুদ্ধ, কিন্তু যদ্যপি সেই গণনা ভ্রান্তি মূলক না হয়, তাহা হইলে যে ঐ নিয়ম সমুদয় শুদ্ধ, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিবেক না। ইহা প্রতিদিন দৃষ্ট হইতেছে যে, উক্ত নিয়মানুসারে গ্রহাদির গতি সম্বন্ধে গণনা করিলে, সেই গণনা শুদ্ধ হইয়া থাকে এবং আমরা এক্ষণে ঠিক করিয়া বলিতে পারি, বৃহস্পতি গ্রহ বিংশতি বর্ষ পরে কোন নির্দ্দিষ্ট মাসের নির্দ্দিষ্ট দিবসে কোন স্থানে থাকিবেক। অতএব

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, উক্ত নিয়ম সমূহের সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

সমাজ তত্ত্ব।

৩৬। অতএব ন্যায়পথাবলম্বী প্রতিযোগিতা ও উচ্চাভিলাষ দমনকরা অনুচিত। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুকৌশল ও উত্তম কার্য্য দ্বারা সুখ্যাতি বা সম্পত্তি বৃদ্ধি করণার্থে স্বাধিনতা প্রদান করা উচিত। ইহা অতি স্পষ্ট যে, উন্নতি আকাঙ্ক্ষা বিবেচনা পূর্ব্বক দমন ও শাসন করা উচিত, নচেৎ উন্নতাকাঙ্ক্ষী ভ্রমে পতিত হইয়া উপকারের পরিবর্ত্তে প্রতিবাসির অপকার করিয়া আপনার উন্নতি সাধন করিতে সচেষ্ট হইবেন। অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা কার্য্যারম্ভে কখন২ উন্নতাকাঙ্ক্ষিকে বিপথগামী করিয়া থাকে। ধর্ম্ম ও সুনীতির বিরুদ্ধে অন্যায় ও অবিচার করিয়া জীবন যাপন করা সম্ভব হয়, কিন্তু তাহা অতি অকর্ত্তব্য। সর্ব্বোৎকৃষ্ট সভ্যতা সর্ব্বসাধারণের উপকার করিতে প্রবৃত্তি প্রদান করে এবং যে কেহ পরের অমঙ্গল করিয়া অপনার মঙ্গল করিতে বাসনা করেন, সভ্য সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধ হইয়া উঠিবে।

৩৭। প্রতিযোগিতার পরবশ হইয়া মানববৃন্দ যে কেবল একক কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা নয়, অনেকানেক সময় সমবেত হইয়া ঐক্যতা সহকারেও কার্য্য করিয়া থাকেন। যদিচ এই প্রকার ঐক্যতা রূপ বন্ধন পারিবারিক বন্ধনের তুল্য নহে, কেননা পরিবারের মধ্যে অকপট প্রেম ও নিঃস্বার্থ ভাব বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাচ মনুষ্যেরা যখন বিশেষ২ কার্য্য সাধনার্থে ঐক্যতা রূপ সূত্রে নিবদ্ধ হন, তখন তাঁহাদের ঐক্যতায় সুফল প্রসবিত হইতে পারে। সকলেরই স্বার্থ ও সাধুতা রক্ষিত হইয়া প্রতিযোগিতা সম্বন্ধীয় কার্য্যে একজন অন্যের সাহায্যকারী হইয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম হয়েন। স্বার্থপর হইয়া যাঁহারা পরের পরিশ্রমের ফলভোগী হইতে বাসনা করেন, এমন অত্যাচারী লোকেরা সুশাসিত হইলে পর, প্রতিযোগিতার পরবশ হওতঃ, যাঁহারা সমবেত হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা অশেষ মঙ্গল প্রাপ্ত হন, এবং সমাজেরও আশীর্ব্বাদ স্বরূপ হইয়া উঠেন।

প্রতিযোগিতা প্রণালীর আপত্তি খণ্ডন।

৩৮। প্রতিযোগিতা ও প্রত্যেক ব্যক্তির যত্ন সম্বন্ধে এই রূপ আপত্তি নানা সময়ে ও নানা দেশে উত্থাপিত হইয়াছে যে, যাহারা প্রতিযোগিতা প্রণালীর পক্ষ অবলম্বন করেন, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, সকলেই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি পরিচালনা পূর্ব্বক সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম। প্রতিযোগিতা প্রণালীর উপদেশ এই যে, সকলেরই স্বাভাবিক উন্নতির ইচ্ছা আছে; সুতরাং যত্ন ও ত্যাগস্বীকার পূর্ব্বক সদাচরণ করিয়া তাহা পরিতৃপ্ত করা উচিত। কিন্তু বাস্তবিক অনেকানেক ব্যক্তি আছে, যাহাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা এত দুর্ব্বল যে, তাহারা প্রতিযোগী হইয়া

সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ নহে, অনেকের উন্নত হইবার বাসনা একেবারে দুর্ব্বল; অনেকের অনবরত কোন বিষয়ের নিমিত্ত যত্ন করিবার ক্ষমতা নাই; অনেকের ভাবিদৃষ্টি বা আত্মসেবা অস্বীকার করিবার শক্তি নাই, এবং অনেকের মন্দের প্রতি ধাবিত হইতেই প্রবৃত্তি থাকা প্রযুক্ত সমাজের অবিশ্বাস ও ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠে। অতএব সমাজের মধ্যে ধন ও সম্ভ্রমের বিভিন্নতা ঘটে এবং ধনী ও দরিদ্র, মহৎ ও নীচ, সদাচারী ও দুরাচারী ইত্যাদি নানা শ্রেণীস্থ লোক সমাজান্তর্গত দৃষ্ট হয়। প্রতিযোগিতা প্রণালী দ্বারা যাহারা ধনবান, সৌভাগ্যশালী, অপেক্ষাকৃত অধিক গুণসম্পন্ন,তাহাদেরই মঙ্গল ঘটিয়া থাকে, কিন্তু দুঃখী, দরিদ্র ও দুর্ভাগাদিগের পক্ষে উক্ত প্রণালী ভয়ানক অমঙ্গল জনক।

৩৯। যাহারা উক্ত রূপ আপত্তি করেন, তাহাদের অভিপ্রায় যে, যে প্রণালীতে প্রতিযোগিতা ও পরস্পর কক্ষা আছে, তাহা বিনষ্ট করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য কোন রূপ সামাজিক প্রণালী সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য, যে প্রণালী অবলম্বন করিলে সকল পরিবার সমবেত হইয়া পরিশ্রম পূর্ব্বক সাধারণের উপকার করিতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির লাভ সাধারণ ধনে একত্র করিয়া সাধারণ সম্পত্তি সমভাগে বিভক্ত করা উচিত। এই প্রকার বা এই রূপ কোন প্রণালীর উদ্ভাবন করিলে, জগতীতলে প্রতিযোগিতা-দ্বেষকতা ও পরস্পরের প্রতি ঘৃণা এবং পরম্পরাগত পরিদৃশ্যমান ক্লেশ ও দুঃখ প্রভৃতি একেবারে তিরোহিত হইবে।

৪০। প্রতিযোগিতা প্রণালীর পক্ষে এবম্বিধ অনুমান বিশেষ বলবৎ। যেহেতুক মানব সমাজের সমুৎপত্তি হইতে একাল পর্য্যন্ত ইহা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তাবৎ প্রকার অভিনব ও অসমসাহসিক কার্য্যে ইহা স্বতঃই উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রতিক্ষণে ইহার বিদ্যমানত্ব দেখা যাইতেছে। কোন বিশেষ বল বা নিয়ম বা সর্ব্ববাদী সম্মতি অনুসারে ইহার সূচনা হইয়াছে এমন নহে, প্রত্যুত লোকেরা প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক দেশে ইহার ভাব ও প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

৪১। প্রতিযোগিতার ভিত্তিভূমি যে মানব হৃদয়ে অবস্থিতি করে, ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে; কেননা যাহা অলীক ও অস্বাভাবিক, তাহাই দুর্ব্বল ও ক্ষণস্থায়ী. কিন্তু যাহা মানবপ্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহাই প্রাকৃতিক, সর্ব্বগ্রাহ্য ও চিরস্থায়ী।

৪২। আমরা প্রত্যেকই স্ব২ রুচি ও ক্ষমতানুসারে স্ব২ অবস্থার উন্নতি সাধন ও অসমসাহসিকতার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকি। ইহাতে শুদ্ধ আমাদের প্রতিযোগিতা ও উচ্চাভিলাষের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। আমরা বিবেচনা করিয়া থাকি যে, যাহা আমাদের নিজস্ব, তাহাই আমাদের নিকট মূল্যবান এবং তাহাই সযত্নে লালন পালন ও রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই রূপ ভাব যে স্বার্থপরতা মুলক নয়, তাহা সহজে প্রমাণ করা যাহাতে পারে, কেননা অতি বদান্য ব্যক্তির মধ্যেও ইহা দৃষ্টি হইয়া থাকে। যাঁহারা পরোপকারার্থে সদা সর্ব্বদা আপনাদের যথা-সর্ব্বস্য ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যেও স্বার্থপর ব্যক্তি

ন্যায় যাহা তাহাদের নিজের ও যাহা অপরের বস্তু এ উভয় প্রভেদ করিবার জ্ঞান অতি প্রবল দেখা যায়।

৪৩। সমাজ তত্ত্ব দ্বারা এই বিষয় সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, উল্লেখিত প্রবৃত্তি প্রত্যেক ব্যক্তির ও মানব সমাজের পক্ষে অতীব কল্যানকর। কেননা ইহা দ্বারা কার্য্যকারিতা ও পরিশ্রমে উৎসাহ জন্মে; সুতরাং এতদ্দ্বারা সর্ব্ব সাধারনের ধনবৃদ্ধি হয় এবং পরিশ্রমোপার্জ্জিত দ্রব্য সমূহের রক্ষণাবেক্ষণার্থে প্রবৃত্তি জন্মে। প্রতিযোগিতা ব্যতিত অন্য প্রণালী, যাহার বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইহা সাধিত হইতে পারে না।

৪৪। আরবার সামাজিক প্রণালীর শিক্ষা যাহাতে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয়, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ দূরীকৃত ও তিরোহিত হয়, পিতা মাতাকে না জানিলেও সন্তানগণ প্রতিপালিত হয় এবং সকলে প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া সাধারন সম্পত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করে এই রূপে সামাজিক প্রণালী কখনই প্রচলিত হয় নাই। মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধ বলিয়া এই প্রণালীর শিক্ষা কিঞ্চিৎ কাল ব্যতিত কখনই চিরস্থায়ী রূপে প্রচলিত হইবে না। যে প্রণালী প্রচলিত হইলে অলসেরা পরিশ্রমিদিগের, দুরাত্মারা সাধু লোকের উপার্জ্জনে জীবন ধারণ করিতে প্রবৃত্তি পায়, ইহা দ্বারা ভয়ানক অবিচার উপস্থিত হইয়া প্রতিযোগিতা দ্বারা যে মঙ্গল সাধিত হয়, তৎপরিবর্ত্তে সমাজের অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা।

৪৫। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্ত করি যে, কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে যে অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা প্রতিযোগিতা ও সামাজিক কল্যানকর নিয়ম দ্বারা থাকে তাহা নয়, কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞান, যাহার উপর সামাজিক নিয়ম সংস্থাপিত হয়, তাহা ভ্রষ্ট ভাবে ব্যবহৃত হওয়াতে ঘটিয়া থাকে। অতএব যদি কোন অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তবে সমাজস্থ লোকের চরিত্র সংশোধন পূর্ব্বক তাহার প্রতিকার করা উচিত; কিন্তু অভিনব ও কল্পিত মত প্রচলিত করণার্থে সমাজের ভিত্তিভূমি পরিবর্ত্তন করিলে, তাহার ভ্রম সংশোধিত হইবার পরিবর্ত্তে বহুল পরিমাণে অনিষ্টোৎপত্তি হইয়া উঠিবে।

মনুষ্য নানা জাতিতে বিভক্ত হওয়ার বিষয়।

৪৬। ব্রিটেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও প্রসিয়া রাজ্যের সভ্যতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। এই সকল রাজ্য সংস্থাপন হইবার পূর্ব্বেও অন্যান্য দেশে সভ্যতা অনেক দূর পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমেরিকা, আফ্রিকা, নবজিলণ্ড, বর্ণিও ও মাদাগাস্কার দেশ প্রভৃতির আদিম নিবাসিরা ক্ষুদ্র২ সমাজে বিভক্ত হইয়া সর্ব্বদা পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে বলিয়া, তাহারা কোন্ বংশস্থ বা কোন্ জাতির অন্তর্গত, তাহা সময়ে২ প্রভেদ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। বাইবল শাস্ত্রে যে পিতৃ-পুরুষদিগের বিষয় লিখিত আছে, তাঁহারা বহু পরিবারের মস্তক স্বরূপ ছিলেন, এবং তাঁহারা ক্ষুদ্র২ জাতির রাজা বা শান্তিরক্ষক ছিলেন। তাঁহারা পিতার ন্যায়ও সস্নেহে শাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহাদের সময় কখন বা দুই তিন পরিবার বা বংশ একত্র হইত, কখন বা বিভিন্ন হইত। এই রূপ ইব্রাহিম ও লোট সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় ভূমির অকুলান হওয়াতে পরস্পর বিভিন্ন হইয়াছিলেন। ইব্রাহিমের

ও লোটের মেষপালকদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ না হইলে, বোধ হয় তাঁহারা পরস্পর পৃথক্ হইতেন না।

৪৭। গ্রেটব্রিটনের কোন২ দেশে পিতৃ-পুরুষের দ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হওয়ার প্রথা ছিল। হাইলণ্ডবাসী লোকেরা ক্ষুদ্র২ জাতি বা বংশে বিভক্ত ছিল; এবং প্রত্যেক বংশের পিতৃ-পুরুষ দিগের নাম কেমারণ, মেগ্রিসর ও মেক্‌ডনাল্ড ছিল। যাহারা এক বংশোদ্ভব—এক সাধারণ নামধারী, তাহারা সকলেই পরিবারভুক্ত এমন জ্ঞানছিল এবং বংশের প্রধান ব্যক্তিকে পিতৃ তুল্য জ্ঞান করিত। ভারতবর্ষের লোকেরাও পিতৃ-পুরুষদিগকে পূজনীয় জ্ঞান করিয়া এবং তাহাদের সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন। ভারতবর্ষও যে পূর্ব্বকালে পিতৃ-পুরুষদিগের দ্বারা শাসিত হইত, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আমেরিকা দেশীয় লোহিত ইণ্ডিয়ানেরা তাহাদের প্রধান ব্যক্তিদিগকে পিতৃতুল্য ভক্তি করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে এই সংস্কার দেখা যায় যে, বংশের বা পরিবারের প্রধান ব্যক্তি, যাহাকে সকলেই পূজনীয় জ্ঞান করে, তাহার সহায়তা ব্যতিত অন্য কাহার দ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত আমেরিকার ইউনাইটেডষ্টেটবাসী ইণ্ডিয়ানেরা উক্ত ষ্টেটের প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ সভাপতিকে প্রধান পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। কেনেডাব ইণ্ডিয়ানেরা ব্রিটেনের রাজাদিগকে তাহাদের প্রধান পিতা বলিয়া সম্বোধন করিত কিন্তু যখন মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে, তাহা স্থির করিতে পারিয়াছিল না; কেননা স্ত্রী লোককে শাসন কর্ত্তার পদ প্রদান করা তাহাদের প্রথা ছিল না।

কোন কুমারীর মৃত্যুতে।

ডুবিল সুরগ অনন্ত আঁধারে—
মুদিল কমল চিরদিন তরে—
প্রফুল্ল গোলাপ হিমানীর রাতে
হইল মলিন, বজ্রের আঘাতে
শুকাইল মরি! মাধবী লতা।

২

নিয়ত হাসিত যে নীল নয়ন,
মুদিত সে এবে: কমল যেমন
অস্তাচলশায়ী হ'লে দিবাকর।
মলিন বদন—শুস্ক ওষ্ঠাধর,
প্রভা শূন্য, মরি, উজ্বল তনু!

৩

হেরিবে না আর ও চারু লোচন
সুনীল আকাশ—গ্রহ তারাগণ;
হেরিবে না আর শোভার ভাণ্ডার,
বিস্তীর্ণ বিশাল এ বিশ্বসংসার,
হরিৎ প্রান্তর, বিজন বন।

৪

অই শ্রুতি মূলে আর না কখন,
—কোকিলার গান বাঁশরী—নিক্কণ
শ্যামার সুরব—ভ্রমর গুঞ্জন—
আর না কখন মেঘের গজ্জন,
পশিয়া ভুষিবে তোমার মন।

৫

আর না কখন চঞ্চল চরণে
যাবে তুমি অই নিকুঞ্জকাননে—

আর নাহি কভু কোকিলানিন্দিত
মনোহর সুরে গাবে তুমি গীত—
আর নাহি কভু বাজাবে বাঁশী।

৬

আর নাহি কভু তুলি নানা ফুল
চামেলী, গোলাপ, চম্পক অতুল—
মনোহর মালা গাঁথিয়া হরষে,
দোলাইবে অই কোমল উরসে,—
সাজাইবে বেণী মোহন সাজে।

৭

আর না দাঁড়ায়ে প্রাসাদশিখরে,
প্রিয় সম্বোধনে ডাকিবে আমারে,
দেখাইবে তুমি ইন্দ্রশরাসন,
বলি দেখ, দেখ শোভিছে কেমন
সুনীল গগন বিবিধ রঙ্গে।

৮

ফুরাইল এবে সকল বাসনা—
ফুরাল সকল সংসারযাতনা—
সুখের আকাঙ্ক্ষা—ঐশ্বর্য্যকামনা—
বন্ধুর বিচ্ছেদ—প্রেমের ভাবনা
সকলি ফুরাল জন্মের মত।

৯

অনন্ত ধামেতে চলিলে এখন,
ত্যজে এ অসার অনিত্য ভুবন
ত্যজে প্রিয় জন—ত্যজে বন্ধুগণ—
চলিলে সে দেশে, যেখানে কখন
দুঃখের অনলে পোড়ে না প্রাণ।

১০

যাও গুণবতি? কি বলিব আর—
"যাও" বলিবারে, পরাণ কাতর
হয় যে আমার, দারুণ অনলে
দহে মম প্রাণ, সাগরের জলে
দহে যথা সদা বাড়বানল।

১১

অই সরোবরে সরকমলিনী
ডুবিল তোমারে দেখিয়া নলিনী—
ডুবিলা দিনেশ পশ্চিম অম্বরে—
ছিন্নবল্লীপ্রায় হেরিয়া তোমারে—
তিমির সাগরে ডুবিল ধরা।

১২

নিস্তব্ধ নীরব জগত সংসার,
তোমার বিরহে, দেখ এক বার—
পশু, পক্ষী আদি নীরব সকল,
তুমুল ঝটিকা বহিছে কেবল
এই অভাগার হৃদয় মাঝে।

১৩

অই তরুতলে প্রাণ সহচরি!
বসিয়া বসিয়া তব গুণ স্মরি
কাঁদিব সতত, যত দিন আমি
না যাব ছাড়িয়া এমরত ভূমি,
চিরদিন তরে তোমার মত।

১৪

নিশিতে যখন কুমুদরঞ্জন
উঠিবে গগনে আলোকি ভুবন,
তখনি করিব অশ্রু বরিষণ,
স্মরিয়া তোমার রমণীরতন!
তখনি ভিজাব অবনীতল।

১৫

বসন্তে যখন কলকণ্ঠগণ,
গাহিবে সঙ্গীত পূরিয়া কানন—
যখন গগনে ইন্দ্রশরাসন
উঠিবে, তখনি, করিব রোদন,
স্মরিয়া তোমার পরাণসখি!

১৬

যায় যদি প্রাণ যাউক এখন,
যাই তবসনে করিতে ভ্রমণ,
চির দিন তরে অনন্ত সুখেতে
কাটাইব কাল অনন্ত শূন্যেতে—
ত্যজে এ অসার সংসার বন।

আত্মচিকিৎসা।

বিষূচিকা বা ওলাউঠা।

যে পীড়ার প্রারম্ভে মলের তারল্য ও আধিক্য হয়, হঠাৎ হস্ত পদ বলহীন হইয়া পড়ে ও কাঁপে, মাথা ঘোরে ও গা বোমিং করে, পেটে বেদনা ও নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়; এবং ক্ষণকাল পরে যাহাতে চাউল ধোয়া জলের ন্যায় অথবা রক্ত মিশ্রিত তরল মল নির্গত হইতে থাকে, এবং তৎ সঙ্গেং বোমি, গাত্রদাহ, শরীর হিম ও ঘর্ম্মাক্ত হয়; যাহাতে ওষ্ঠাধর রক্তশূন্য, অতিশয় পিপাসা, সমস্ত শরীর নীলবর্ণ ও নাড়ি ক্ষীণ হইয়া যায়; পরে, হয় মৃত্যু নতুবা ক্রমশঃ শরীর উত্তপ্ত ও জ্বর হয়, তাহার নাম বিষূচিকা বা ওলাউঠা। (Cholera.)

ওলাউঠার ন্যায় ভয়ানক বা দুর্দমনীয় রোগ আর নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহার উৎপত্তির কারণ বা চিকিৎসা অদ্যাপি নিরূপিত হইল না। ডাক্তারেরা ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম সমস্তই তন্নং করিয়া দেখিয়াছেন, তথাপি কৃতকার্য্য হয়েন নাই। এক বৎসর এক জন এক কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তদুপযোগী চিকিৎসা করিলেন, অনেক রোগী ভাল হইল, কিন্তু পর বৎসর আর সে ঔষধে কাজ করিল না; সুতরাং সে কারণ আর প্রকৃত কারণ বলিয়া বোধ হয় না। বস্তুত কোন স্থানে ওলাউঠা উপস্থিত হইলে, যাহারা প্রথমে আক্রান্ত হয়, তাহারা প্রায় বাঁচে না, কিঞ্চিৎ পরে কতক বাঁচে কতক মরে, মড়কের শেষাংশে যাহারা আক্রান্ত হয়, তাহারা প্রায়ই আরোগ্য লাভ করে। চিকিৎসক প্রথমতঃ যে ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহাতে কোন উপকার না দেখিয়া অন্যরূপ চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করেন, তাহাতেও সম্যক ফল না পাইয়া আবার সে প্রণালী পরিবর্ত্তন করেন। পরে রোগী আপনা হইতেই বাঁচিয়া উঠে। চিকিৎসক মনে করেন, তাঁহার ঔষধে গুণ করিল। কিন্তু পর বৎসর আবার মড়কের প্রারম্ভে দেখিতে পান যে, এতকাল যাহাকে ওলাউঠার অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া জানিতেন, তাহাতে প্রকৃত উপকার কিছুই হয় না।

বসন্তের বীজ যেরূপ শরীরে প্রবেশ না করিলে বসন্ত হয় না, অনেকে মনে করেন, ওলাউঠার বীজ সেইরূপ শরীরে প্রবেশ না করিলে ওলাউঠা হয় না। কিন্তু এ বিষ কোথায় থাকে, কেহ স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। কহং বলেন এই বিষ বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, কিন্তু এরূপ দেখা গিয়াছে যে, বায়ু উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বহিতেছে কিন্তু ওলাউঠা দক্ষিণদিগ হইতে উত্তরদিকে যাইতেছে। কেহং জলকে ওলাউঠা বিষের বাহন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এক পুষ্করিণীর জল খাইয়া কাহারং ওলাউঠা হইয়াছে এবং কাহারং হয় নাই। কেহং বলে ওলাউঠা বিষ ক্ষিতিগর্ব্ভে থাকে। গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায়, বর্ষার সময় জল পাইয়া পুনরায় সজীব হয় ও তৎসময়ে মনুষ্য শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক পীড়া প্রচার করে। কিন্তু যেখানে ওলাউঠা বারমাসই দেখা যাইতেছে, এ যুক্তি কিরূপে সত্য হইতে পারে? কেহং এইরূপ প্রমাদ দেখিয়া বলেন, ওলাউঠা বিষ (

মাটি, জল, বায়ু সর্ব্বস্থানেই থাকে। ইংরাজিতে একটা কথা আছে "Doctors agree only in disagreeing with one another" অর্থাৎ ডাক্তারেরা পরস্পর মত ভেদ ভিন্ন আর কোন বিষয়ে একমত নহেন। একথা ওলাউঠা সম্বন্ধে যেরূপ খাটে, বোধ হয় এমন আর কোন স্থলেই খাটে না; সুতরাং এস্থানে ওলাউঠা সমূহের বিচার করা মিথ্যা সময়, কালী ও কাগজ ক্ষয় মাত্র।

লক্ষণ। ওলাউঠা প্রায়ই হঠাৎ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে কিছুই টের পাওয়া যায় না। কিন্তু কাহারং রোগ উপস্থিত হইবার ৩।৪ দিবস পূর্ব্ব হইতে উদরাময় হয়। কাহারং মাথা ঘোরে, কেহং মধুমক্ষিকার ডাকের মত শব্দ শুনিতে পায়। কাহারং বার চৌদ্দ দিবস পূর্ব্ব হইতে শরীর অসুস্থ হয়।

পীড়া আরম্ভ হইলে ঘনং জলবৎ তরল মল নির্গত হয়, মুহুর্মুহু বোমি হয়, হাত পায়ে খাল ধরে, প্রস্রাব বন্ধ হয়, অতিশয় পিপাসা হয়, রক্তের গতির বেগ হ্রাস হয়, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়, শরীর দুর্ব্বল এবং বরফের ন্যায় শীতল হয়, ওষ্ঠাধর ও কখনং সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হয়, স্বরভঙ্গ হয়, চক্ষু কোঠরে পড়ে, নাড়ি ক্ষীণ হয় ও কখনং থাকেই না, হাত পা অনেকক্ষণ জলে থাকিলে যেমন চুপ্‌সে যায়, তদ্রূপ হয়, এবং চর্ম্ম বরফের ন্যায় শীতল সত্তেও রোগী অন্তর্দাহে ছট ফট করিতে থাকে। এই অবস্থায় যদি রোগী ১৮ ঘন্টা জীবিত থাকে, তবে প্রায় সারিয়া উঠে। নাড়ি পুনরায় চলিতে আরম্ভ হয়, মল চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ঘুচিয়া গিয়া পুনরায় হরিদ্রাবর্ণ হইতে থাকে ও বহির্দ্দেশের সংখ্যা কম হয়। কিন্তু এ অবস্থায় আসিয়াও কখনং আবার রোগী খারাপ হয়। মল পুনরায় সাদা হয়, প্রস্রাব সরল হয় না, চৈতন্য রহিত হয় এবং অল্পক্ষনের মধ্যে মরিয়া যায়। কাহারওং উদরাময় ও বোমি বন্ধ হইয়া জ্বর হয় এবং শীঘ্র বা বিলম্বে আরোগ্য হইয়া উঠে।

চিকিৎসা। পীড়া হইলে ঔষধের দ্বারা আরাম করা অপেক্ষা পীড়া না হইতে দেওয়াই ভাল। এই হেতু যেখানে ওলাউঠা উপস্থিত হইয়াছে, সে খানে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত, এবং নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

১। নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ওলাউঠা উপস্থিত হইলে ভীত হইও না কিম্বা সে বিষয় লইয়া সর্ব্বদা গল্প করিও না। ভীত ও নিরুৎসাহ হওয়া ভাল নহে।

২। নিকটবর্ত্তী গ্রামে ওলাউঠা দেখিলে অনেকে ব্রাণ্ডি ইত্যাদি খাইতে আরম্ভ করে, সে অতি গর্হিত। সুরাপান করিলে ওলাউঠা বন্ধ থাকে না, বরঞ্চ ক্ষুধামান্দ্য ও অজির্ণতা হয়।

৩। স্বভাবতঃ যেরূপ আহার করিয়া থাক, তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিও না। সেই সমস্ত দ্রব্যই পরিমিত রূপে প্রত্যহ এক সময়ে আহার করিও।

৪। অপরিমিত পরিশ্রম করিও না। যদি কোন কারণে শরীর উত্তপ্ত হয়, তাহা হইলে একেবারেই শীতল করিবার চেষ্টা পাইও না। শরীর ক্রমেং যাহাতে শীতল হয়, তাহাই করিও। রাত্রে গরমের জন্য বাহিরে শয়ন করিও না। বিছানায় যাইবার সময় গাত্রবস্ত্র সঙ্গে লইও। শেষ রাত্রির শীতল বায়ু গায়ে লাগান ভাল নয়।

৫। প্রতি গৃহস্থের বাটীতে এক শিশি

লডেনম (Laudanum.) থাকা অত্যাবশ্যক, এবং এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সময়, উক্ত ঔষধ সমভিব্যাহারে থাকা উচিত।

৬। উদরাময় হইবার সূচনাতেই অর্থাৎ তরল মল নির্গত হইলেই ঐ লডেনমের ৪০ ফোটা একটু জলের সহিত সেবন করিতে দিবেক, এবং রোগীকে অবিলম্বে শয্যায় সোয়াইয়া গরম বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখিবে। যদি শীত বোধ করে, তবে রোগীর পায়ে গরম জল পূর্ণ বোতল দ্বারা সেক দিবেক। যদি একবার লডেনম সেবন করায় পেট বন্ধ না হয়, তাহা হইলে পুনরায় ৪০ ফোটা সেবন করিতে দিবেক ও পেটের উপর ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ৬ ইঞ্চি চৌড়া একটা রাইসরিষার পটী (Mustard plaster.) দিবেক। ইহাতে বন্ধ না হইলে আর কালবিলম্ব না করিয়া, রীতিমত চিকিৎসক ডাকিবেক।

উপরি উক্ত লডেনমের ব্যবস্থা প্রাপ্তবয়স্কদিগের পক্ষে। বালকদিগকে যত বৎসর বয়স তত ফোটা লডেনম দিবেক। ১৫ বৎসরের অধিক হইলে বৎসর প্রতি ১॥ দেড় ফোটা দিবেক।

৭। যদি রোগের প্রারম্ভে কোন যত্ন করা না হইয়া থাকে, এবং যদি হাত পায়ে খাল ধরিতে ও চাউল ধোওয়া জলের ন্যায় মল নির্গত এবং ঐরূপ বোমি হইতে আরম্ভ হইয়া থাকে, তবে হস্ত পদ শুঁঠের গুঁড়া দিয়া মলিবেক, পেটে রাইসরিষার পটী বসাইবে এবং রোগীর চতুষ্পার্শ্বে গরম জলপূর্ণ বোতল দ্বারা সেক দিবেক; আর উপযুক্ত চিকিৎসকের নিকট অবিলম্বে খবর পাঠাইবে। যে স্থলে চিকিৎসক পাওয়া যায় না, সে স্থলে নিম্নলিখত প্রণালীমত চিকিৎসা করিবেক।

৪। উদরাময়।

সর্দ্দির প্রবন্ধে বলা গিয়াছে যে, চর্ম্মের ক্রিয়া অর্থাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হইলে উদরাময় রোগ উপস্থিত হয়। নাড়ির অভ্যন্তরে যদি অন্য কোন কারণ প্রযুক্ত অধিক রক্ত যায়, তাহা হইলেও উদারাময় হয়। চক্ষুতে যেরূপ অধিক রক্ত গেলে চক্ষু হইতে জল ঝরে, সেইরূপ অন্য সমস্ত স্থানেও অধিক রক্ত গেলে, সেই২ স্থান হইতে জল নির্গত হয়। নাড়িতে অধিক রক্ত যাইবার ফল উদরাময়।

উৎপত্তির কারণ। যদি কোন কঠিন পদার্থ আহার কিম্বা যদি অতিরিক্ত ভোজন করা যায়, তাহা হইলে ঐ কঠিন পদার্থ কিম্বা অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য সহজে পরিপাক হয় না; সুতরাং সে সমস্ত দ্রব্যের সংস্পর্শে নাড়ির অভ্যন্তরস্থ মিউকস মেম্ব্রেনে অধিক রক্ত আইসে ও ঐ অতিরিক্ত রক্ত হইতে জল নির্গত হইয়া মলের সহিত নির্গত হয়। এই কারণেই উদরাময় সচরাচর ঘটিয়া থাকে।

২। যদি পিত্ত স্বাভাবিক পরিমাণ হইতে অধিক পরিমাণে জকৃতের মধ্যে জন্মে, তাহা হইলে উদারময় রোগ উপস্থিত হয়। কারণ পিত্ত স্বভাবতঃ বিরেচক, সুতরাং জকৃত হইতে যত অধিক পিত্ত বাহির হইবে, ততই উদরাময় হইবে।

৩। উদরাময় রোগের তৃতীয় কারন পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, অর্থাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ।

লক্ষণ। উদরাময় রোগের লক্ষন প্রথমতঃ মলের তারল্য ও আধিক্য, গা বোমি২ করা, জিহ্বা অপরিষ্কার হওয়া,

নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, পেট ফাঁপা, অম্ল ঢেকুর ইত্যাদি।

চিকিৎসা। যদি কারণ একবার ঠিক করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে চিকিৎসা অতি সহজ। অজীর্ণতাজনিত উদরাময়ে যদি অজীর্ণ পদার্থ সমুদায় আপনা হইতেই নির্গত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এরণ্ড তৈল ও লডেনম দ্বারা নাভি পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেক। এক কাঁচ্চা এরণ্ড তৈলে ১২ ফোটা লডেনম দিয়া সেবন করিলে, সমুদায় অজীর্ণ পদার্থ বাহির হইয়া যাইবে। অথবা ৩০ হইতে ৪০ গ্রেণ পর্য্যন্ত রুবার্ব্বচূর্ণ জলের সহিত সেবন করিবেক, তাহা হইলেও পেটের অজীর্ণ পদার্থ বাহির হইয়া যাইবেক। রুবার্ব্বের এক বিশেষ গুণ এই, ইহা প্রথমতঃ বিরেচকের ন্যায় কার্য্য করে, পরে, নাড়ি পরিষ্কার হইয়া গেলে, ইহার দ্বারায় কোষ্ট বদ্ধ হয়; এই জন্য উদরাময় রোগে রুবার্ব্ব অতি উপকারী।

নাড়ি পরিষ্কার হইয়া গেলে, নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবেক।

লডেনম	৩০ বিন্দু (ফোটা)
ক্লরিক ইথার	৯০ ঐ
জল	৬ আউন্স (৩ ছটাক)

একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহার অর্দ্ধ ছটাক দিনে ৩ বার সেবন করিবেক।

যদি মলে কাল অথবা সবুজ রঙ্গের তৈলাক্ত পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত পিত্ত নির্গত হওয়ায় উদরাময় হইয়াছে বুঝিতে হইবেক। এরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবেক।

সোডা	৯০ গ্রেণ
ক্লরিক ইথার	৯০ ফোটা
লডেনম	৩০ ফোটা
চিরতার জল	৬ আউন্স।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহার ছয় ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় দিবসে ৩ বার সেবন করিবেক।

যদি মলে স্বভাবিক হরিদ্রাক্ত রঙ্গ না থাকিয়া মল সাদা হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত ঔষধের সহিত ৩০ ফোটা ভাইনম ইপিক্যাক (Vinum Ipecac) মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবেক। এবং পেটের দক্ষিণ পার্শ্বে একটা রাইসরিষার পটী (Mustard plaster) বসাইয়া দিয়া অর্দ্ধ ঘন্টা পর্য্যন্ত রাখিবেক, তাহা হইলে অনায়াসেই মলে স্বাভাবিক রঙ্গ দেখা দিবেক।

যদি শরীরের উপরিভাগের রক্ত শীত কর্ত্তৃক নাড়িতে প্রেরিত হইয়া উদরাময় হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত রূপ ঔষধ সেবন করিবেক।

লডেনম	৩০ ফোটা
ভাইনম ইপিক্যাক	৬০ ফোটা
ক্লরিক ইথার	১২০ ফোটা
জল	৬ আউন্স

একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহার ছয় ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ অর্দ্ধ ছটাক দিবসে ৩ বার সেবন করিবেক।

এ ভিন্ন শরীর সর্ব্বদা উত্তম রূপে আবৃত রাখিবেক, এবং যাহাতে ঘর্ম্ম পরিষ্কার হয়, তাহার চেষ্টা করিবেক।

উদরাময় রোগে আহারের বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেক। যে দ্রব্য আহার করিবে, গরম থাকিতে আহার করা উচিত। উদ্ভিদ্ পদার্থ অর্থাৎ শাক, তরকারি ইত্যাদি আহার নিষেধ। দুগ্ধ সকলের সমান সহ্য হয় না; যাহাদিগের সহ্য হয়, তাহাদিগের পক্ষে দুগ্ধ অতি উৎকৃষ্ট পথ্য। মাংসের কাত বোধ

হয়, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সকলেরই সহ্য হইয়া থাকে।

বালকদিগের উদরাময় রোগ সচরাচর হইয়া থাকে;বিশেষ দাঁত উঠিবার সময়। তাহাদিগের মলে যদি তারল্য ভিন্ন অন্য কোন দোষ না থাকে, তাহা হইলে এক রতি প্রমাণ পাঁপড়ি খয়ের দিনে দুই তিন বার সেবন করিতে দিলে,ভাল হইয়া যায়। কিন্তু যদি মলে কাল, কিম্বা সবুজ রঙ্গের কোন তৈলাক্ত পদার্থ থাকে,তাহা হইলে নিম্নলিখিত রূপ ঔষধ দিবেক।

টিংচার ক্যাটিকিউ	৫ বিন্দু
ঐ কাইনো	ঐ
সোডা	৫ গ্রেণ
ক্লরিক ইথার	৫ বিন্দু
জল	২ ড্রাম

একত্র মিশ্রিত করিয়া একেবারে সেবন করিতে দিবেক; এবং প্রয়োজন হইলে, এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার দেওয়া যাইতে পারে।

যদি মল সাদা রঙ্গের হয়, তাহা হইলে সরিষার তৈল ও কর্পূর একত্র মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে কিম্বা রৌদ্রে গরম করিয়া লইয়া পেটের উপর মালিষ করিবেক, এবং উল্লিখিত ঔষধের সহিত ২ ফোটা ভাইনম ইপিকাক মিশাইয়া সেবন করাইবেক, আর গরম বস্ত্রে তাহাদিগকে আবরিত করিয়া রাখিবেক। গায়ে শীত লাগিলেই চর্ম্মের রক্ত নাড়িতে গিয়া উদরাময় রোগ উপস্থিত হইবেক।

কামিনী।

> "As in the bosom o'the stream
> The moon beam dwells at dewy e'en;
> So trembling, pure, was infant love
> Within the breast o'bonil I ean!"
>
> বার্ন্স।

কি মধুর, হায়, প্রভাত উদয়,
বিকচ কমলে অরুণ রেখা!
কি মধুর, হায়, শৈশব সময়,
নবীন হৃদয়ে প্রণয় লেখা!

২

চাঁদিনী যামিনী যোগতে যেমন
যমুনার জলে উজান বায়;
তেমনি নিশাথে প্রেমের স্বপন
শৈশব হৃদয়ে বহিয়ে যায়।

৩

যেমন হাসিত কুসুম পরশ
প্রদোষ সমীরে সরস করে,
তেমনি মধুর, কে জানে কি রস
বিতরে লহরী মানস সরে।

৪

নাহি জানে সুখ, নাহি ভালবাসা,
হায়রে এই কি সে প্রেম হবে,
যেই প্রেম মাঝে করি সুখ আসা
বিষাদ হৃদয়ে হতাশ সবে?

৫

জানিত না তারা; দিবস যামিনী
কি সুখে যাপিত প্রণয়ী জন,
ত্রিলোক ললাম ললনা কামিনী,
তাহার শিশির সরল মন!

৬

সে সরল মনে প্রেমের আদরে
বাসিত কামিনী কোমল প্রাণ;
নরনারীময় জগত ভিতরে
সকলের চেয়ে তাহার মান।

৭

আহা! তাহাদের সরল প্রণয়
ছিলরে প্রদোষ প্রভাত মত,
আর যেন, হায়, কাহারো হৃদয়
ভুলেও কখন বাসেনা তত!

৮

আচম্বিতে হ'ল প্রলয় উদয়,
কোথা সে প্রণয় প্রদোষ প্রভা,
কোথা তাহাদের উদার হৃদয়,
জগতে সেই নবীন শোভা!

৯

যে কাল নিশিতে জনক জননী
বরিল তাহারে অপর বরে,
সে নিশীথে, হায়, কাতরা রমণী
ত্যজিল পরাণ আপন করে।

১০

ত্যজিল পরাণ শিশির সরল
বিষাদ হুতাশে নিরাশা ভরে;
আঁধার যাহার ভুবন উজল,
কি কাজ তাহার জীবন ধরে'

১১

করুণ হইল বিধাতার মন,
শিশিরে রাখিল মেঘের বুকে,
কাননে রাখিল কামিনীরতন,
কেহ যেন বাধা না দেয় সুখে।

১২

এখনো নিশীথে যখন সমীর
বিকশিত করে কুসুমগণে,
ধীরে ধীরে গিয়ে নিশির শিশির,
নিরখে তাহার দায়িতা জনে।

১৩

আমোদেতে ফাটে কামিনী হৃদয়,
বিকশিত থাকে কুসুমকুল!
কেবল মধুর এক ধ্বনি হয়,
'কামিনী, কামিনী, কামিনী কুল!'

বাঙ্গালা কথা নানা প্রকার।

উপক্রমণিকা।

এ প্রস্তাবে বাঙ্গালা কথা অর্থে বাঙ্গালিরা কথোপকথনে যে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করেন, তাহাই বুঝিতে হইবে, এবং বঙ্গদেশ অর্থে, বঙ্গদেশীয় লেপ্টেনান্ট গবর্ণরের অধীনস্থ যে২ প্রদেশে বাঙ্গালা ও অন্যান্য ভাষা ব্যবহার হয়, সেই সকল প্রদেশ বুঝিতে হইবে।

বঙ্গদেশের নানা স্থানে বাঙ্গালা ভাষা নানা রূপ। এমন কি,যদি চট্টগ্রামের নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকেরা পরস্পর দ্রুততরসনায় কথোপকথন করে, কলিকাতার বাঙ্গালীর পক্ষে তাহা বুঝা দুষ্কর। কিন্তু তাই বলিয়া চট্টগ্রামের লোকেরা কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহাকে বাঙ্গালা বই অন্য কোন ভাষা বলিবার কারণ নাই। চট্টগ্রামের চাষারা পানকে,ফান; পানিকে, ফানি; নৌকাকে, নাও; কাঁঠালকে, খাঁড়াল বলে, সত্য; কিন্তু কলিকাতা অঞ্চলের চাষারা কেন, কলিকাতার নবশাখ বাবুরা পর্য্যন্ত নৌকাকে, লৌকা; নবীনকে, লবীন; লবণকে, নুন; লাঠিকে নাঠি বলিয়া থাকেন। তথাপি চট্টগামের নিবাসিও বাঙ্গালি, কলিকাতার নিবাসিও বাঙ্গালী।

বাঙ্গালায় প্রবাদ আছে, যোজনান্তর ভিন্ন ভাষা। তাহা সত্য; যোজনান্তর কেন, গ্রামান্তর ভাষার ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কলিকাতা নগর যাঁহাদের জন্ম ভূমি, যাঁহারা পুরুষানুক্রমে এ নগরে বাস করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের ব্যবহৃত বাঙ্গালা কথার পরস্পর অনেক ভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কলিকাতায় ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা যে বাঙ্গালা কথা কহেন, তাহা ভাল, তাহাতে গ্রাম্যতা দোষ নাই। কিন্তু কলিকাতার নবশাখদের কথায় গ্রাম্যতা দোষ আছে। এক বার হিন্দু পেট্রিয়টে পাঠ করিয়াছিলাম যে, বাবু

নলিতমোহন দাস দেউলিয়া হইয়াছেন। কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থে "নলিত" লিখিবেন দূরে থাকুক, বলিবেনও না। কলিকাতার ও ঢাকার সুবর্ণ বণিক বাবুরা চিবাইয়া২ কথা কহেন। তাঁহারা রর স্থানে ড় ও ড়র স্থানে র উচ্চারণ করেন। একটী গল্প বলি; এক দিন একটী বালিকা মুদির দোকান হইতে মুড়ি কিনিয়া আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহার ছিন্ন বস্ত্র হইতে মুড়ি পড়িতেছিল। তাহা দেখিয়া এক জন সুবর্ণবণিক বাবু তাহাকে কহিলেন, "ও ছুঁবি, তোর ছেরা কাপরে মুরি পরে, কুরো কুরো কুরো।" সুবর্ণ বণিকেরা ঘড়িকে ঘরি, হরিকে হড়ি বলেন।

কলিকাতার কথা শুদ্ধ বটে, কিন্তু মিষ্ট নহে। কলিকাতা হইতে ত্রিবেণী বা নবদ্বীপ পর্যান্ত গঙ্গার উভয় পার্শ্বের লোকের কথা অতি মিষ্ট। বালী, উত্তরপাড়া, কোন্নগর, বরাহনগর প্রভৃতি স্থান সকলে অনেক ভদ্র ও সুশিক্ষিত লোকের বাস। ইহাঁদের কথা অতি মিষ্ট ও শুদ্ধ, গ্রাম্যতা দোষবর্জ্জিত। নদে শান্তিপুরের কথা ইহা অপেক্ষা মিষ্ট, কিন্তু এত শুদ্ধ নহে। বাঙ্গালা কথা যত স্থানে কথিত হয়, তন্মধ্যে কলিকাতা হইতে নবদ্বীপ পর্যান্ত গঙ্গার উভয় তীরের লোকদের কথা উৎকৃষ্ট। কি কারণ এ অঞ্চলের কথা উৎকৃষ্ট?

আমরা শ্রবণ করিয়া থাকি, যৎকালে সপ্তগ্রাম বঙ্গের রাজধানী ছিল, তৎকালে সপ্তগ্রামের কথা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। আমরা আরও শুনিয়াছি, গ্রেটব্রিটেনের মধ্যে যত দেশে ইংরাজী ভাষা কথিত হয়, তন্মধ্যে অক্ষফোর্ড, কেম্ব্রিজ, এডিনবরা, ও ডবলিনের লোকেরা যে ইংরাজী কথা কহে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধ। ইহাতে বোধ হয়, যেং অঞ্চলে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক, যে যে স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেইং স্থানের লোকেরা শুদ্ধ ও মিষ্ট কথা বলে। নবদ্বীপ বঙ্গের শেষ রাজধানী, নবদ্বীপ এককালে সরস্বতীর অধিষ্ঠানভুমি ছিল, এজন্য নবদ্বীপের কথা শুদ্ধ ও মিষ্ট ছিল; কিন্তু নবদ্বীপ হইতে যে দিন রাজলক্ষ্মী স্থানান্তরিত হইয়াছেন, সেই দিন অবধি নবদ্বীপের কথার শুদ্ধতা গিয়াছে, মিষ্টতা এখনও আছে। কলিকাতা রাজধানী, এক্ষণে কলিকাতার কথা শুদ্ধ; কিন্তু যবন রাজধানী হওয়াতে মুরশীদাবাদের ও ঢাকার কথায় যেমন যাবনিক শব্দ মিশ্রিত হইয়াছে, ইংরাজ রাজধানী প্রযুক্ত কলিকাতার কথায় তেমনি ইংরাজী শব্দ মিশ্রিত হইয়াছে। কলিকাতার ধীবর বধূরা মৎসের রাইট দাম বলে, কলিকাতার বাবুদের বাটীতে গ্রাণ্ড গোচের বিবাহের আয়োজন হয়, কলিকাতার ছেলেরা ফাদারের পীড়া হইলে স্কুলে যায় না। এ স্বাভাবিক স্রোতঃ নিরুদ্ধ করা যায় না। ইহা যদি ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ফলে হইত, তাহা হইলে কলিকাতার মাজিরা নৌকাকে বোট ও চট্টগ্রামের মাজিরা বোটকে ভোট, ও এঞ্জিনকে ইঞ্জিল, বলিত না। মান্দ্রাজের মুটেরা পর্য্যন্ত ইংরাজী বলে। যে স্থানে ইংরাজদিগের সমাগম অধিক, সে স্থানের লোকে ইংরাজী কথার অনুকরণ করিবে। আমরা যে ভাবে ইংলণ্ডে যাই, যদি ইংরাজেরা সেই ভাবে, জমিদারের বাটীতে প্রজা যে ভাবে যায়, সেই ভাবে ভারতে আসিতেন, তাহা হইলে আমরা ইরাজী কথা আমাদের

কথায় মিশাইতে ইচ্ছা করিতাম না। আমরা পরাধীন, যিনি ভারত জয় করিয়াছেন, যে জাতি আমাদের রাজা হইয়াছেন, আমাদিগের ভাষায় সেই জাতির চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। আমরা প্রাচীন কালে যাহাদিগকে জয় করিয়াছিলাম, আমাদের ভাষায় তাহাদের চিহ্নও যে নাই, এমন নহে। ইংরাজী ভাষাও এই রূপ। আধুনিক ভাষা মাত্রেই এইরূপ মিশ্রতা দোষ আছে।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যে বাঙ্গালা কথা ব্যবহার করেন, তাহাই প্রকৃত বাঙ্গালা। তাঁহাদের ভাষা স্বাভাবিক, সরল ও মধুর। শিক্ষিত পুরুষের ও অশিক্ষিতা ভদ্রমহিলার কথায় অনেক প্রভেদ। কিন্তু বঙ্গদেশের কৃষকরমণীদিগের কথা সরল ও স্বাভাবিক হইলেও তাহাতে অনেক দোষ আছে। কৃষ্ণনগর অঞ্চলের চাষারা ও তাহাদের স্ত্রীলোকেরা অস্থানে র, ও রস্থানে অ বলে। অমানাথ, আম কানাই, অমেশ; রূমেশ, রদ্বৈত, রিশান। এ অঞ্চলের মুসলমানেরা কেহ২ রস্থলে ন বলে, যেমন নসিক বাবু, নক্ষেকালী। আবার যাহাদিগকে পোদ, বাগদি প্রভৃতি বলে, তাহাদের কথায় অনেক দোষ। তাহারা এদেশের আদিম নিবাসী। যাঁহারা ভাষাতত্ত্ববিৎ,তাঁহারা তাহাদের ভাষায় আদিম ভাষার গন্ধ পাইবেন।

বাঙ্গালী মুসলমানেরা যে বাঙ্গালা কথা কহে, তাহা এক স্বতন্ত্র ভাষা। কলিকাতার মিশনরিরা মুসলমানী বাঙ্গালার বাইবেল শাস্ত্র অনুবাদ করিয়াছেন। এই মুসলমানী বাঙ্গালায় মুসলমানদের কতকগুলি পুস্তক পর্য্যন্ত আছে। বঙ্গদেশের মুসলমানেরা জলকে, পানি; ভূমিকে, জমিন; কলাকে, ক্যালা; বেলকে, ব্যাল বলে। আমরা এক দিন এক জন মুসলমান বাউলের গান শুনিতেছিলাম, তাহাকে রামপ্রসাদী গাহিতে অনুরোধ করাতে, সে রামপ্রসাদী আরম্ভ করিল। গাহিল, "আমি অ্যামন বাপের বেটা নই যে বেমাতারে মা বলিব।" উহারা অস্থলে হ বলে, যথা, আপনি, হাপনি; আবার জ স্থলে ঝ বলে; যথা, যেমন, ঝেমন। এদেশের মুসলমানেরাও বাঙ্গালী, কিন্তু তাহাদের বাঙ্গালা ভাষা স্বতন্ত্র। তাহাদের ভাষায় বারো আনা যাবনিক শব্দ। হিন্দুদের ভাষায়ও অনেক যাবনিক শব্দ মিশিয়াছে। শ্রীহট্টে, ও ঢাকায় হিন্দুদের কথায় যাবনিক শব্দের আধিক্য বেসি। শ্রীহট্টের হিন্দুরাও জলকে পানি, অল্প না বলিয়া থোড়া, অধিক না বলিয়া জাস্তি, কাষ্ঠ না বলিয়া লাকড়ি বলেন। ঢাকায় রাস্তাকে শড়ক, বাড়ীকে হাবলি বলা হয়।

মেদনীপুরের লোকে অর স্থলে ও, ওকারের স্থলে অ এবং আকারের স্থলে কখন২ একার বলিবে। কলিকাতায় এক বাবুর বাগানে এক জন মেদিনীপুরে মালি ছিল। এক দিন বাগানে চোর প্রবেশ করিয়া কলার থোড় ও মোচা চুরি করিয়াছিল। প্রাতঃকালে মালি বাবুর বাটীতে গিয়া বলিতেছে, "বাবু, কাল রেতে বাগানে চর ঢুকে, আর কলা গাছকে ছটান করে ফেলে মচাও লিয়েছে থড়ও লিয়েছে,।" পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরের কথার ন্যায় কদর্য্য কথা আর কোথাও নাই। উহাদের কথা অত্যন্ত কর্কশ, নীরস, অশুদ্ধ। মেদিনীপুরে যবনদিগের সংখ্যা অধিক, এজন্য এ দেশের কথায় অনেক যাবনিক শব্দ আছে; আর

এ দেশের আদালতে পূর্ব্বে উড়ে ভাষা প্রচলিত ছিল, এজন্য উহাদের কথায় অনেক উড়ে শব্দও আছে। মেদিনীপুরের অনেক মুসলমান কলিকাতায় আছে; কলিকাতায় যাহারা ঘরামির কর্ম্ম করে, তাহাদের অধিকাংশ মেদিনীপুরের। ইহারা উর্দ্দু মিশ্রিত এমন এক প্রকার বাঙ্গালা কথা কহে যে, তাড়াতাড়ি বলিলে আমাদের বুঝা কঠিন।

উপরে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা হইতে ত্রিবেণী বা নবদ্বীপ পর্য্যন্তের কথা মিষ্ট ও শুদ্ধ। এ সকল স্থানের লোকদিগের কথায় যে দোষ নাই, তাহা বলি না; দোষ থাকিলেও এই সকল স্থানবাসী লোকদিগের কথাই বাঙ্গালা কথোপকথনের কথার আদর্শ। বর্ণিত স্থলের সীমার বাহিরে যে দিকে যাইবে, বঙ্গের যত দূর যাইবে, কথা কর্কশ, অশুদ্ধ শুনিতে পাইবে। নবদ্বীপের উত্তরে মুরশিদাবাদ, বোয়ালিয়া, মালদহ, বগুড়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, পুর্ণিয়া, শেষে কুচ বিহারে যাও, দেখিবে, বাঙ্গালা কথোপকথনের ভাষা কত বিকৃত হইয়াছে; সীমানা স্থানে গিয়া এমন বিকৃত হইয়াছে যে, তাহাকে আর একটী ভিন্ন ভাষা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সে আর একটী স্বতন্ত্র ভাষা নহে; এই বাঙ্গালা ভাষাই। মুরশিদাবাদের কথা কর্কশ, যাবনিক শব্দ মিশ্রিত। যাহারা ঘ, খ, ছ, ঝ, থ, ধ, প্রভৃতি মহাপ্রাণ বর্ণ গুলি স্পষ্ট রূপে উচ্চারণ করে, তাহাদের কথা মিষ্ট হয় না। মুরশিদাবাদের লোকে আখা বলে, নবদ্বীপের লোকে আকা বলে; আকা অশুদ্ধ হইলেও শুনিতে মধুর, আর আখা শুদ্ধ হইলেও শুনিতে মধুর নহে।

রাহা।

কারে ভালবাসি এত!

১

কারে ভালবাসি এত?
শয়নে স্বপনে মনে চিন্তা জাগরণে
কার কথা, কার হাসি
হৃদয়ে প্রকাশে আসি,
কার এত নিরমল মুরতী মোহন
ভাসে রে অন্তর জলে সদা সর্ব্বক্ষণ?

২

কার চন্দ্রমুখ খানি,
হেরিতে নয়ন সদা প্রকাশে পীপাসা?
কার সুললিত বাণী
কোকিল কাকলী জিনি
শুনিতে শ্রবণ সদা বাড়ায় লালসা?
মন চায় কারে দিতে হৃদয়েতে বাসা?

৩

ঐ নীল নভোস্থলে,
বিচিত্র তারকা রাজি করি দরশন।
কার কথা ধীরে২
অন্তরে প্রবেশ করে?
দূরন্ত মাধবী লতা হিল্লোলি যেমন,
শীতলে শরীর মন্দ বাসন্তী পবন।

৪

কার কথা মনে করি?
দক্ষিণ পবনাধূত মাধবী জীবন
হেরিতে২ কত,
মনে উঠে শত২,
কৃতান্ত কুঠার ছিন্ন সুদূর স্মরণ,
কোমল প্রণয় লতা ভূত নিমগন।

৫

কার কথা মনে করি ?
দেখিতেং ঐ শশাঙ্ক বদন,
সুদূর দুঃখের মেঘে,
আসিয়া প্রবল বেগে
ছিন্ন ভিন্ন মনাকাশ করে প্রতিক্ষণ,
অশ্রু জলে পরিপূর্ণ হয় দুনয়ন ।

৬

কার কথা মনে করি ?
নীরবে বসিয়া ঐ তটিনীর তীরে,
কুল্‌২ ধ্বনি শুনি,
চমকিত হয় প্রাণী,
ভাবের সাগর কত উথলে অন্তরে,
ভাসে চন্দ্র মুখ কার মানস মুকুরে ।

৭

কার কথা মনে করি ?
শৈশব কিশোর আর যুবত্ব সময়
ক্রমে প্রবেশিয়া মনে
দগ্ধ করে সর্ব্ব ক্ষণে,
কত সুখ কত দুঃখ হয় রে উদয়,
কত উথলিয়া উঠে হৃদয়নিলয় ।

৮

অনন্ত কালের স্রোতে
সরঃ সুশোভন কত কোমল কমল
গিয়াছে ভাসিয়া হায় !
চিহ্ন মাত্র এ ধরায়
রহে নাই, কালক্ষেত্রে মিটুং হল,
অতল স্মৃতির জলে সমূলে ডুবিল ।

৯

কত প্রিয় চন্দ্র মুখ !
হসিত নিন্দিত চারু চম্পক বরণ
দেখিতেং শেষে,
কাল বিধুন্তুদ গ্রাসে,
অচিহ্নিত হয়ে হায় ! হয়েছে পতন ।
কে জিজ্ঞাসে আর তারে কে করে স্মরণ ?

১০

দেখিতেং গেল
জীবনের সুখ দুঃখ ঘটনা সকল
নদী-ভগ্ন তট সম ;
কিন্তু ঐ নিরুপম
কার মনোহর ঐ মুরতী নির্ম্মল ;
হৃদয়ে রয়েছে আঁকা এত অবিকল ?

১১

ভুলিতে কি পারিবনা ?
যাবে দিন হবে পূর্ণ পরমায়ু শশী
এই মৃত্তিকার দেহ,
আবার মৃত্তিকা সহ
মিশিবে শ্মশানানলে হয়ে ভস্মরাশী,
রবে কি হৃদয়ে আঁকা ও মুখের হাসি ?

১২

রবে কি স্মরণ কভু ?
নিরমল মনাকাশ হায় ! যে যখন
মৃত্যু ভয় চিন্তামেঘে
আচ্ছন্ন করিবে বেগে,
লোলুপ হইবে প্রাণ জীবন কারণ,
রবে কি তখন হায় ও মুখ স্মরণ ?

১৩

রবে কি স্মরণ ? যবে
সুখময় অবনীরে করে বিসর্জ্জন,
হুতাসে মলিন মুখে,
বিদায় লইয়া দুঃখে,
কালের অতল জলে হব নিমগন,
এই প্রিয় চিত্র কি আর রহিবে স্মরণ ?

১৪

রবেনাং কিছু !
ঐ মুখ, ঐ হাসি হইবে বিলয়,
এই তো হৃদয় মন
অন্ধকারে নিমগন
হইবে, গ্রাসিবে যবে কাল দুরাশয়,
কোন প্রিয় চিত্র হৃদে হবেনা উদয় ।

১৫

অনিত্য জগতে যাব—
কীর্ত্তি, খ্যাতি যাহা বল কিছু নিত্য নয়,
আলক্তের রেখা যেন,
সলিলেতে অদর্শন,
কালের প্রবল জলে এই সমুদয়,
ধুইয়া ফেলিবে হায় ! হইবে বিলয় ।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বঙ্গভূষণ। বঙ্গ দেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মাগণের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী চতুর্দ্দশপদী কবিতানুসারে শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। সটীক। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে কলিকাতা, সিমুলিয়া, মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৮। সম্বৎ ১৯৩০ মূল্য আট আনা।

এই পুস্তক খানিতে বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ লোকদিগের বিষয়ে একটী কবিতা ও অতি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে। অনেকগুলি প্রসিদ্ধ "মহাত্মাদিগের" নাম আমরা পূর্ব্বে শুনি নাই, আবার কতকগুলি যথার্থ মহল্লোকদিগের নামও এ পুস্তকে নাই। সে যাহা হউক, গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয়, ও তাঁহার দত্ত সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতগুলি পাইয়া প্রীত হইলাম, যদি সে গুলি এত সংক্ষিপ্ত না হইত, তাহা হইলে আরও উত্তম হইত। কবিতাগুলির অধিক প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

কবিতাকৌমুদী। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত। এই দুই খানি পুস্তক বালকদিগের শিক্ষার্থ লিখিত হইয়াছে, কবিতাগুলির ভাষা সরল, অনায়াসে বালকদিগের বোধগম্য হইতে পারে।

কবিতা-কুসুম-মালিকা। প্রথম—ভাগ। মেডিকেল কালেজের ইংরাজী শ্রেণীর ছাত্র শ্রীকুঞ্জবেহারি সাহা কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, গুপ্ত যন্ত্রে নং ২৪ মির্জ্জাফর্স লেন, সন ১২৭৯ সাল। মূল্য দুই আনা মাত্র। (To be had at the Shaik Brother's Library, 55, College Street, Calcutta, and at the Gupta Press.

২৪ পৃষ্ঠার এই কবিতাপুস্তক খানি কি না ছাপাইলেই নয়? এগ্রন্থে না আছে সৌন্দর্য্য, না আছে রস,—"জোড়ে তাড়ে" কতকগুলি চরণের মিলাইয়া পুস্তক প্রচারের আবশ্যক কি? গ্রন্থ খানি ত এই রূপ, তাহাতে আবার গ্রন্থকার আপনার পরিচয় দিবার জন্য এ রূপ ব্যস্ত যে, তিনি কোথায় পাঠ করেন, তাহা পর্য্যন্ত আমাদের বলিয়াছেন, আমরা সে সংবাদ পাইয়া আপ্যায়িত হইলাম, সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, তাঁহার "আর এক গাছি মালা গাঁথিতে ইচ্ছা রহিল"। ভরসা করি, এরূপ পুষ্পের ছড়াছড়ি করিবেন না।

মহন্তবিলাপ। মহন্তের সম্বন্ধে অনেক শুনিয়াছি। আর কিছু ভাল লাগে না।

বিজ্ঞান-রহস্য। অর্থাৎ ১২৭৯। ৮০ শালের বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কাঁঠালপাড়া। বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮৭৫।

এই পুস্তক খানির জন্য আমরা বঙ্কিম বাবুকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার প্রতিভা শক্তি যে রূপ অসাধারণ, রুচি যে রূপ অনিন্দনীয়, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সেই রূপ আশ্চর্য্য। ইতিপূর্ব্বে তিনি উপন্যাস লিখিয়া কল্পনা শক্তির পরাকাষ্ঠা ও লেখার মাধুর্য্য ও লালিত্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন; এবার তিনি দুরূহ বিজ্ঞান-সাগরে অবগাহন পূর্ব্বক অসামান্য অধ্যবসায়ের সহিত পাঠকমণ্ডলীর জন্য নানা প্রকার রত্ন তুলিয়া আনিয়া-

ছেন। বঙ্গভাষায় এরূপ রত্ন পূর্ব্বে দেখা যায় নাই, সকল দিক দেখিতে গেলে বঙ্গদেশে বঙ্কিম বাবুর ন্যায় লেখক আর নাই, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন।

লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, "আলোচিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালি পাঠক, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা এবং আধুনিক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রী বুঝিতে পারেন।" অতি আশ্চর্য্য বিজ্ঞান তত্ত্ব যে রূপ সহজ ও ললিত ভাষায় লেখা হইয়াছে, তাহাতে লেখকের উদ্দেশ্য সফল হওয়া উচিত, তাহার সন্দেহ নাই। আমরা পুস্তকের যে স্থান খুলিয়াছি, সেই স্থানই এরূপ মধুর বোধ হইয়াছে যে, ছাড়িতে পারি নাই। ইংরাজীতে একটী কথা আছে, উপন্যাস হইতেও সত্য তত্ত্ব চমৎকার। যাঁহারা এই পুস্তক পড়িবেন তাঁহাদেরই এই প্রতীত হইবে।

নিম্নে পুস্তকের দুই একটী প্রবন্ধ হইতে দুই এক স্থান উদ্ধৃত করিলাম।

আকাশে কত তারা?

বস্তুতঃ যত তারা দূরবীক্ষণ ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কর্ত্তৃক পুনঃ২ গণিত হইয়াছে। বর্লিন নগরে যত তারা ঐ রূপে দেখা যায়, অগেলন্দর তাহার সংখ্যা করিয়া তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই তালিকায় ৩২৫৬ টী মাত্র তারা আছে। পারিস্‌ নগর হইতে যত তারা দেখা যায়, হম্বোল্টের মতে তাহা ৪১৪৬ টী মাত্র। গেলামির আকাশ মণ্ডল নামক গ্রন্থে চক্ষু দৃশ্য তারার যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এই প্রকার;—

১ম শ্রেণী	২০
২য় শ্রেণী	৬৫
৩য় শ্রেণী	২০০
৫ম শ্রেণী	১১০০
৬ষ্ঠ শ্রেণী	৩২০০
	৪৫৮৫

এই তালিকায় চতুর্থ শ্রেণীর তারার সংখ্যা নাই। তৎসমেত আন্দাজ ৫০০০ পাঁচ হাজার তারা শুধু চক্ষে দৃষ্ট হয়।

কিন্তু বিষুব খেরার যত নিকটে আসা যায়, তত অধিক তারা নয়নগোচর হয়। বর্লিন ও পারিস্‌ হইতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এদেশে তাহার অধিক তারা দেখা যায়। কিন্তু এদেশেও ছয় সহস্রের অধিক দেখা যাওয়া সম্ভবপর নহে।

এককালিন আকাশের অর্দ্ধাংশ ব্যতীত আমরা দেখিতে পাই না। অপরার্দ্ধ অধস্তলে থাকে, সুতরাং মনুষ্য চক্ষে এক কালীন যত তারা দেখা যায়, তাহা তিন সহস্রের অধিক নহে।

এতক্ষণ আমরা কেবল শুধু চক্ষের কথা বলিতেছিলাম। যদি দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, তারা অসংখ্যই বটে। শুধু চোখে যে খানে দুই একটী মাত্র তারা দেখিয়াছি, দূরবীক্ষণে সেখানে সহস্র তারা দেখা যায়।

গেলামী এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিথুন রাশির একটী ক্ষুদ্রাংশের দুইটি চিত্র দিয়াছেন। ঐ স্থান বিনা দূরবীক্ষণে যে রূপ দেখা যায়, প্রথম চিত্রে তাহাই চিত্রিত আছে। তাহাতে

পাঁচটি মাত্র নক্ষত্র দেখা যায়। দ্বিতীয় চিত্রে, ইহা দূরবীক্ষণে যে রূপ দেখা যায়, তাহাই অঙ্কিত হইয়াছে। তাহাতে পাঁচটি তারার স্থানে তিন সহস্র দুই শত পাঁচটি তারা দেখা যায়।

দূরবীক্ষণের দ্বারাই বা কত তারা মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারও সংখ্যা ও তালিকা হইয়াছে। সুবিখ্যাত সর্ উইলিয়ম্ হর্শেল প্রথম এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি বহুকালাবধি প্রতি রাত্রে আপন দূরবীক্ষণ সমীপাগত তারা সকল গণনা করিয়া তাহার তালিকা করিতেন। এই রূপে ৩৪০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণের ফল তিনি প্রচার করেন। যতটা আকাশ চন্দ্র কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ আট শত গাগণিক খণ্ড মাত্র তিনি এই ৩৪০০ বার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আকাশের ২৫০ ভাগের এক ভাগের অধিক হয় না। আকাশের এই ২৫০ ভাগের এক ভাগ মাত্রে তিনি ৯০০০০ অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ তারা গণনা করিয়াছিলেন। স্ত্রুর নামা বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়াছেন যে, এইরূপে সমুদায় আকাশ মণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তালিকা নিবদ্ধ করিতে অশীতি বৎসর লাগে।

তার পর সর্ উইলিয়মের পুত্র সর্ জন্ হর্শেল্ ঐ রূপ আকাশ সন্ধানে ব্রতী হয়েন। তিনি ২৩০০ বার আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আরও সপ্ততি সহস্র তারা সংখ্যা করিয়াছিলেন।

অর্গেলন্দর নবম শ্রেণী পর্য্যন্ত তারা স্বীয় তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। তাহাতে সপ্তম শ্রেণীর ১৩০০০ তারা, অষ্টম শ্রেণীর ৪০০০০ তারা, এবং নবম শ্রেনীর ১৪২০০০ তারা। উচ্চতম শ্রেণীর সংখ্যা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এ সকল সংখ্যাও সামান্য। আকাশে পরিষ্কার রাত্রে এক স্থূল শ্বেত রেখা নদীর ন্যায় দেখা যায়। আমরা সচরাচর তাহাকে ছায়াপথ বলি। ঐ ছায়াপথ কেবল দৌরবীক্ষণিক নক্ষত্র সমষ্টি মাত্র। উহার অসীম দূরতা বশতঃ নক্ষত্র সকল দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাহার আলোক সমবায়ে ছায়াপথ শ্বেত বর্ণ দেখায়। দূরবীক্ষণে উহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাময় দেখায়। সর উইলিয়ম হর্শেল গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, কেবল ছায়া পথ মধ্যে ১,৮০,০০০০০ এক কোটি আশি লক্ষ তারা আছে।

স্ত্রুর গণনা করেন যে, সমগ্র আকাশ মণ্ডলে দুই কোটি নক্ষত্র আছে। মস্যুর শাকোর্নাক্ বলেন, “সর্ উইলিয়ম হর্শেলের আকাশ সন্ধান এবং রাশি চক্রের চিত্রাদি দেখিয়া, বেসেলের কৃত কটিবন্ধ সকলের তালিকার ভূমিকাতে যে রূপ গড় পড়তা করা আছে, তৎসম্বন্ধে উইসের কৃত নিয়মাবলম্বন করিয়া আমি ইহা গণনা করিয়াছি যে, সমুদায় আকাশে সাত কোটি সত্তর লক্ষ নক্ষত্র আছে।”

এই সকল সংখ্যা শুনিলে হত বুদ্ধি হইতে হয়। যেখানে আকাশে তিন হাজার নক্ষত্র দেখিয়া আমরা অসংখ্য নক্ষত্র বিবেচনা করি, সেখানে সাত কোটি সপ্ততি লক্ষের কথা দূরে থাক, দুই কোটিই কি ভয়ানক ব্যাপার!

কিন্তু ইহাতে আকাশের নক্ষত্র সংখ্যার শেষ হইল না। দূরবীক্ষণের সাহায্যে গগনাভ্যন্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ধূম্রাকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। উহাদিগকে নীহারিকা নাম প্রদত্ত হইয়াছে। যে

সকল দূরবীক্ষণ অত্যন্ত শক্তিশালী, তাহার সাহায্যে এক্ষণে দেখা গিয়াছে যে, বহু সংখ্যক নীহারিকা কেবল নক্ষত্র পুঞ্জ। অনেক জ্যোতির্ব্বিদ বলেন, যে সকল নক্ষত্র আমরা শুধু চক্ষে বা দূরবীক্ষণ দ্বারা গগনে বিকীর্ণ দেখিতে পাই, তৎ সমুদায় একটি মাত্র নাক্ষত্রিক জগৎ। অসংখ্য নক্ষত্রময় ছায়াপথ এই নাক্ষত্রিক বিশ্বের অন্তর্গত। এমন অন্যান্য নাক্ষত্রিক জগৎ আছে। এই সকল দূর দৃষ্ট তারা পুঞ্জময়ী নীহারিকা স্বতন্ত্র২ নাক্ষত্রিক জগৎ। সমুদ্র তীরে যেমন বালি, বনে যেমন পাতা,মালার রাশিতে যেমন ফুল, এক একটি নীহারিকাতে নক্ষত্র রাশি তেমনি অসংখ্য এবং ঘনবিন্যস্ত। এই সকল নীহারিকান্তর্গত নক্ষত্র সংখ্যা ধরিলে, সাত কোটি সত্তর লক্ষ কোথায় ভাসিয়া যায়, কোটি২ নক্ষত্র আকাশ মণ্ডলে বিচরণ করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার ভাবিতে২ মনুষ্য বুদ্ধি চিন্তায় অসক্ত হইয়া উঠে; চিত্ত বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া যায়; সর্ব্বত্রগামিনী মনুষ্য বুদ্ধিরও গমন সীমা দেখিয়া চিত্ত নিরস্ত হয়।

এই কোটি কোটি নক্ষত্র সকলই সূর্য্য। আমরা যে এক সূর্য্যকে সূর্য্য বলি, সে কত বড় প্রকাণ্ড বস্তু, তাহা সৌরবিপ্লব সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ত্রয়োদশ লক্ষ গুণ বৃহৎ। নাক্ষত্রিক জগৎ-মধ্যস্থ অনেকগুলি নক্ষত্র যে এ সূর্য্যাপেক্ষাও বৃহৎ, তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে। এমন কি, সিরিয়স (Sirius) নামে নক্ষত্র এই সূর্য্যের ২৬৬৮ গুণ বৃহৎ, ইহা স্থির হইয়াছে। কোন কোন নক্ষত্র যে এ সূর্য্যাপেক্ষা আকারে কিছু ক্ষুদ্রতর, তাহাও গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে। এইরূপ ছোট বড় মহা ভয়ঙ্কর আকার বিশিষ্ট, মহা ভয়ঙ্কর তেজোময় কোটি কোটি সূর্য্য অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতেছে। যেমন আমাদিগের সৌরজগতের মধ্যবর্ত্তী সূর্য্যকে ঘেরিয়া গ্রহ উপগ্রহাদি বিচরণ করিতেছে, তেমনি ঐ সকল সূর্য্য পার্শ্বে গ্রহ উপগ্রহাদি ভ্রমিতেছে, সন্দেহ নাই। তবে জগতে২ কত কোটি২ সূর্য্য, কত কোটি কোটি পৃথিবী, তাহা কে ভাবিয়া উঠিতে পারে! এ আশ্চর্য্য কথা কে বুঝিতে, ধারণা করিতে পারে? যেমন পৃথিবীর মধ্যে এক কণা বালুকা, জগৎ মধ্যে এই সসাগরা পৃথিবী তদপেক্ষাও সামান্য, রেণুমাত্র,—বালুকার বালুকাও নহে। তদুপরি মনুষ্য কি সামান্য জীব! এ কথা ভাবিয়া কে আর আপন মনুষ্যত্ব লইয়া গর্ব্ব করিবে?

গগন পর্য্যটন।

ব্যোমযানের সৃষ্টিকর্ত্তা মোনগোলফীর নামক ফরাসী। কিন্তু তিনি জলজন বায়ুর সাহায্য অবলম্বন করেন নাই। তিনি প্রথমে কাগজের বা বস্ত্রের গোলক নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু পুরিতেন। উত্তপ্ত হইলে বায়ু লঘুতর হয়, সুতরাং তৎ সাহায্য গোলক সকল উর্দ্ধে উঠিত। আচার্য্য চার্লস্ প্রথমে জলজন বায়ুপুরিত ব্যোমযানের সৃষ্টি করেন। গ্লোব নামক ব্যোমযানে উক্ত বায়ু পূর্ণ করিয়া প্রেরণ করেন; তাহাতে সাহস করিয়া কোন মনুষ্য আরোহণ করে নাই। রাজপুরুষেরাও প্রাণিহত্যার ভয় প্রযুক্ত কাহাকেও আরোহণ করিতে দেন নাই। এই ব্যোমযান কিয়দ্দূর উঠিয়া ফাটিয়া যায়, জলজন বাহির হইয়া যাওয়ায়, ব্যোমযান তৎক্ষণাৎ

ভূপতিত হয়। গোনেস নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উহা পতিত হয়। অদৃষ্টপূর্ব্ব খেচর দেখিয়া গ্রাম্য লোকে ভীত হইয়া, মহা কোলাহল আরম্ভ করে।

অনেকে একত্রিত হইয়া গ্রাম্য লোকেরা দেখিতে আইল, যে কিরূপ জন্তু আকাশ হইতে নামিয়াছে। দুই জন ধর্ম্ম-যাজক বলিলেন, যে ইহা কোন অলৌকিক জীবের দেহাবশিষ্ট চর্ম্ম। শুনিয়া গ্রাম-বাসিগণ তাহাতে ঢিল মারিতে আরম্ভ করিল, এবং খোঁচা দিতে লাগিল। তন্মধ্যে ভূত আছে বিবেচনা করিয়া গ্রাম্য লোকেরা ভূত শান্তির জন্য দল বদ্ধ হইয়া মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল, পরিশেষে মন্ত্র বলে ভূত ছাড়িয়া পলায় কি না, দেখিবার জন্য আবার ধীরে ধীরে সেই স্থানে ফিরিয়া আসিল। ভূত তথাপি যায় না বায়ু সংস্পর্শে নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী করে। পরে এক জন গ্রাম্য বীর সাহস করিয়া তৎপ্রতি বন্দুক ছাড়িল। তাহাতে ব্যোমযানের আবরণ ছিদ্র বিশিষ্ট হওয়াতে, বায়ু বাহির হইয়া, রাক্ষসের শরীর আরও শীর্ণ হইল। দেখিয়া সাহস পাইয়া, আর এক জন বীর গিয়া তাহাতে অস্ত্রাঘাত করিল। তখন ক্ষত মুখ দিয়া বহুল পরিমাণ জলজন নির্গত হওয়ায়, বীরগণ তাহার দুর্গন্ধে ভয় পাইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু এ জাতীয় রাক্ষসের শোণিত ঐ বায়ু। তাহা ক্ষত মুখে নির্গত হইয়া গেলে, রাক্ষস ছিন্ন মুণ্ড ছাগের ন্যায় "ধড় ফড়" করিয়া মরিয়া গেল। তখন বীরগণ প্রত্যাগত হইয়া তাহাকে অশ্ব পুচ্ছে বন্ধন পূর্ব্বক লইয়া গেলেন। এ দেশে হইলে, সঙ্গে২ একটি রক্ষাকালী পূজা হইত, এবং ব্রাহ্মণেরা চণ্ডি পাঠ করিয়া কিছু লাভ করিতেন। তার পরে মোনগোলফীর আবার আগ্নেয় ব্যোম-যান (অর্থাৎ যাহাতে জলজন না পূরিয়া, উত্তপ্ত সামান্য বায়ু পূরিত হয়) বর্ষেল হইতে প্রেরণ করিলেন। তাহাতে আধুনিক বেলুনের ন্যায় একখানি "রথ" সংযোজন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু সে বারও মনুষ্য উঠিল না। সেই রথে চড়িয়া একটি মেষ, একটি কুক্কুট, ও একটি হংস স্বর্গ পরিভ্রমণে গমন করিয়া-ছিল। পরে সচ্ছন্দে গগন বিহার করিয়া, তাহারা স্বশরীরে মর্ত্ত ধামে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তাহারা পুণ্যবান্ সন্দেহ নাই।

এক্ষণে ব্যোমযানে মনুষ্য উঠিবার প্রস্তাব হইতে লাগিল। কিন্তু প্রাণি-হত্যার আশঙ্কায় ফ্রান্সের অধিপতি, তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে, যদি ব্যোমযানে মনুষ্য উঠে, তবে যাহারা বিচারালয়ে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধীন হইয়াছে, এমত দুই ব্যক্তি উঠুক, মরে মরিবে। শুনিয়া পিলাতর দে রোজীর নামক এক জন বৈজ্ঞানিকের বড় রাগ হইল—"কি! আকাশ মার্গে প্রথম ভ্রমণ করার যে গৌরব, তাহা দুর্ব্বৃত্ত নরাধমদিগের কপালে ঘটিবে!" এক জন রাজপুর-স্ত্রীর সাহায্যে রাজার মত ফিরাইয়া তিনি মার্কুইস দার্লান্দের সমভিব্যাহারে ব্যো-মযানে আরোহণ করিয়া আকাশ পথে পর্য্যটন করেন। সে বার নির্ব্বিঘ্নে পৃথি-বীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তা-হার দুই বৎসর পরে আবার ব্যোমযানে আরোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র পার হইতে গিয়া, অধঃ পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ

করেন। যাহা হউক তিনিই মনুষ্য মধ্যে প্রথম গগনপর্য্যটক। কেন না, দুষ্মন্ত পুরুর বা কৃষ্ণার্জ্জুন প্রভৃতিকে মনুষ্য বিবেচনা করা, অতি ধৃষ্টের কাজ! আর যিনি জয়রাম বলিয়া পঞ্চম বায়ুপথে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন, তিনিও মনুষ্য নহেন, নচেৎ তাঁহাকে এই পদে অভিশিক্ত করার আমাদিগের আপত্তি ছিল না।

দে রোজীরের পরেই চার্লস্ ও রবর্ট একত্রে, রাজভবন হইতে, ছয় লক্ষ দর্শকের সমক্ষে জলজনীয় ব্যোমযানে উড্ডীন হয়েন। এবং প্রায় ১৪০০০ ফীট ঊর্দ্ধে উঠেন।

ইহার পরে ব্যোমযানারোহণ বড় সচরাচর ঘটিতে লাগিল। কিন্তু অধিকাংশই আমাদের জন্য। বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব পরিক্ষার্থ যাঁহারা আকাশ পথে বিচরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ১৮০৪ সালে গাই লুসাকের আরোহনই বিশেষ বিখ্যাত। তিনি একাকী ২৩০০০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠিয়া নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মীমাংসা করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ সালে গ্রীন এবং হলণ্ড সাহেব, পনের দিবসের খাদ্যাদি বেলুনে তুলিয়া লইয়া, ইংলণ্ড হইতে গগনারোহণ করেন। তাঁহারা সমুদ্র পার হইয়া, আঠার ঘন্টার মধ্যে জর্ম্মানীর অন্তর্গত হইলবর্গ নামক নগরের নিকট অবতরণ করেন। গ্রীন্ অতি প্রসিদ্ধ গগনপর্য্যটক ছিলেন। তিনি প্রায় চতুর্দ্দশ শত বার গগনারোহণ করিয়াছিলেন। তিনবার, বায়ু পথে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন; অতএব, কলিযুগেও রামায়নের দৈববল সম্পন্ন কার্য্য সকল পুনঃ সম্পাদিত হইতেছে। গ্রীন্ দুইবার সমুদ্র মধ্যে পতিত হয়েন এবং কৌশলে প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু বোধ হয় জেমস্ গ্লেশর্ অপেক্ষা কেহ অধিক ঊর্দ্ধে উঠিতে পারেন নাই। তিনি ১৮৫২ সালে উল্বর্হ্যাম্টন্ হইতে উড্ডীন হইয়া প্রায় সাত মাইল ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। তিনি বহুশতবার গগনোপরি ভ্রমণ পূর্ব্বক, বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমেরিকার গগন-পর্য্যটক ওয়াইজ্ সাহেব ব্যোমযানে আমেরিকা হইতে আট্লান্টিক্ মহাসাগর পার হইয়া ইউরোপে আসিবার কল্পনায়, তাহার যথাযোগ্য উদ্যোগ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমুদ্রোপরি আসিবার পূর্ব্বে বাত্যা মধ্যে পতিত হইয়া অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহস অতি ভয়ানক!

পাঠকদিগের অদৃষ্টে সহসা যে গগনপর্য্যটন সুখ ঘটিবে, এমত বোধ হয় না; এজন্য গগনপর্য্যটকেরা আকাশে উঠিয়া কিরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রণীত পুস্তকাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া এস্থলে সন্নিবেশ করিলে বোধ হয়, পাঠকেরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। সমুদ্র নামটি কেবল জল সমুদ্রের প্রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু যে বায়ু কর্ত্তৃক পৃথিবী পরিবেষ্টিত, তাহাও সমুদ্র বিশেষ। জল সমুদ্র হইতে ইহা বৃহত্তর। আমরা এই বায়বীয় সমুদ্রের তলচর জীব। ইহাতেও মেঘের উপদ্বীপ, বায়ুর স্রোতঃ প্রভৃতি আছে। তদ্বিষয়ে কিছু জানিলে ক্ষতি নাই।

ব্যোমযান অল্প উচ্চ গিয়াই মেঘ সকল বিদীর্ণ করিয়া উঠে। মেঘের আবরণে পৃথিবী দেখা যায় না, অথবা কদাচিৎ দেখা যায় পদতলে অচ্ছিন্ন,

অনন্ত দ্বিতীয় বসুন্ধরাবৎ মেঘজাল বিস্তৃত। এই বাষ্পীয় আবরণে ভূগোলক আবৃত; যদি গ্রহান্তরে জ্ঞানবান জীব থাকে, তবে তাহারা পৃথিবীর বাষ্পীয়াবরণই দেখিতে পায়; পৃথিবী তাহাদিগের প্রায় অদৃশ্য। তদ্রূপ আমরাও বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহগণের রৌদ্রপ্রদীপ্ত রৌদ্রপ্রতিঘাতী, বাষ্পীয় আবরণই দেখিতে পাই। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের এই রূপ অনুমান।

এই রূপ, পৃথিবী হইতে সম্বন্ধ রহিত হইয়া, মেঘময় জগতের উপরে স্থিত হইয়া দেখা যায় যে, সর্ব্বত্র জীব শূন্য, শব্দ শূন্য, গতি শূন্য, স্থির, নীরব। মস্তকোপরে, আকাশ অতি নিবিড় নীল, সে নীলিমা আশ্চর্য্য। আকাশ বস্তুতঃ চিরান্ধকার—উহার বর্ণ গভীর কৃষ্ণ। অমাবশ্যার রাত্রে প্রদীপশূন্য গৃহমধ্যে সকল দ্বার ও গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে যে রূপ অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায়, আকাশের কৃত বর্ণ তাহাই। তন্মধ্যে,স্থানে স্থানে নক্ষত্র সকল প্রচণ্ড জ্বালা বিশিষ্ট। কিন্তু তদালোকে অনন্ত আকাশের অনন্ত অন্ধকার বিনষ্ট হয় না, কেন না এই সকল প্রদীপ সুদূর স্থিত। তবে যে আমরা আকাশকে অন্ধকারময় না দেখিয়া উজ্জ্বল দেখি, তাহার কারণ বায়ু। সকলেই জানেন সূর্য্যালোক সপ্তবর্ণ, ময়। স্ফটিকের দ্বারা বর্ণগুলি পৃথক্ করা যায়—সপ্ত বর্ণের সংমিশ্রণে সূর্য্যালোকে। বায়ু জড় পদার্থ কিন্তু বায়ু আলোকের পথ রোধ করে না। বায়ু সূর্য্যালোকের অন্যান্য বর্ণের পথ ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু নীল বর্ণকে রুদ্ধ করে। রুদ্ধ বর্ণ বায়ু হইতে প্রতিহত হয়। সেই সকল প্রতিহত বর্ণাত্মক আলোক রেখা আমাদের চক্ষুতে প্রবেশ করায়, আকাশ উজ্জ্বল নীলিমাবিশিষ্ট দেখি—অন্ধকার দেখি না। কিন্তু যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, বায়ুস্তর তত ক্ষীণতর হয়, গাগনিক উজ্জ্বল নীলবর্ণ ক্ষীণতর হয়; আকাশের কৃষ্ণত্ব কিছু কিছু সেই আবরণ ভেদ করিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য ঊর্দ্ধ লোকে গাঢ় নীলিমা।

শিরে এই গাঢ় নীলিমা—পদতলে, তুঙ্গ শৃঙ্গ বিশিষ্ট পর্ব্বত মালায় শোভিত মেঘ লোক—সে পর্ব্বতমালাও বাষ্পীয় মেঘের পর্ব্বত—পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তদুপরি আরও পর্ব্বত—কেহ বা কৃষ্ণ বর্ণ, পার্শ্বদেশ রৌদ্রের প্রভাবিশিষ্ট—কেহ বা রৌদ্রস্নাত, কেহ যেন শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত, কেহ যেন হীরক নির্ম্মিত। এই সকল মেঘের মধ্য দিয়া ব্যোমযান চলে। তখন, নীচে মেঘ, উপরে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, বামে মেঘ, সম্মুখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ। কোথাও বিদ্যুৎ চমকিতেছে, কোথাও ঝড় বহিতেছে, কোথাও বৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বরফ পড়িতেছে। মস্যুর ফন্ বিল একবার একটী মেঘ গর্ভস্থ রন্ধ্র দিয়া ব্যোমযানে গমন করিয়াছিলেন; তাঁহার কৃত বর্ণনা পাঠ করিয়া বোধ হয় যেমন মুঙ্গেরের পথ পর্ব্বতময় স্থান দিয়া,বাষ্পীয় শকট গমন করে, তাঁহার ব্যোমযান মেঘ মধ্য দিয়া সেই রূপ পথে গমন করিয়াছিল।

এই মেঘলোকে সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত অতি আশ্চর্য্য দৃশ্য—ভূলোকে তাহার সাদৃশ্য অনুমিত হয় না। ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া অনেকে এক দিনে দুইবার সূর্য্যাস্ত দেখিয়াছেন। এবং কেহ কেহ এক দিনে দুই বার সূর্য্যোদয় দেখিয়াছেন। একবার সূর্য্যোস্তের পর রাত্রি

সমাগম দেখিয়া আবার ততোধিক ঊর্দ্ধে উঠিলে দ্বিতীয় বার সূর্য্যাস্ত দেখা যাইবে, এবং একবার সূর্য্যোদয় দেখিয়া আবার নিম্নে নামিলে সেই দিন দ্বিতীয় বার সূর্য্যোদয় অবশ্য দেখা যাইবে।

ব্যোমযান হইতে যখন পৃথিবী দেখা যায়, তখন উহা বিস্তৃত মানচিত্রের ন্যায় দেখায়; সর্ব্বত্র সমতল—অট্টালিকা, বৃক্ষ, উচ্চ ভূমি, এবং অল্পোন্নত মেঘও যেন সকলই অনুচ্চ, সকলই সমতল ভূমিতে চিত্রিতবৎ দেখায়। নগর সকল যেন ক্ষুদ্র২ গঠিত প্রতিকৃতি চলিয়া যাইতেছে বোধ হয়; বৃহৎ জনপদ উদ্যানের মত দেখায়; নদী শ্বেত সূত্র বা উরগের মত দেখায়; বৃহৎ অর্ণবযান সকল বালকের ক্রীড়ার জন্য নির্ম্মিত তরণীর মত দেখায়। যাঁহারা লণ্ডন বা পারিস্ নগরীর উপর উত্থান করিয়াছেন, তাঁহারা দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন,—তাঁহারা প্রশংসা করিয়া ফুরাইতে পারেন নাই। গ্লেসার্ সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, তিনি লণ্ডনের উপরে উঠিয়া এক কালে ত্রিশ লক্ষ মনুষ্যের বাসগৃহ নয়নগোচর করিয়াছিলেন। রাত্রিকালে মহানগরী সকলের রাজ পথস্থ দীপমালা সকল অতি রমণীয় দেখায়।

ব্যোমযানের গতি দ্বিবিধ। প্রথম ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ বা অধঃ হইতে ঊর্দ্ধ; দ্বিতীয় দিগন্তরে; যেমন শকটাদি অভিলষিত দিকে যায়, সেই রূপ। ব্যোমযান অভিলষিত দিগন্তরে চালনা করা এপর্য্যন্ত মনুষ্যের সাধায়ত্ত হয় নাই, চালক মনে করিলে উত্তরে পশ্চিমে বামে বা দক্ষিণে সম্মুখে বা পশ্চাতে যান চালাইতে পারেন না। বায়ুই ইহার যথার্থ সারথি। বায়ু সারথি যে দিকে লইয়া যায়, সেই দিকে চলে। কিন্তু অধোর্দ্ধ গতি মনুষ্যের আয়ত্ত। ব্যোমযান লঘু করিতে পারিলেই ঊর্দ্ধে উঠিবে এবং পার্শ্ববর্ত্তী বায়ুর অপেক্ষা গুরু করিতে পারিলেই নামিবে। ব্যোমযানের রথে কতকটা বালুকা বোঝাই থাকে, তাহার কিয়দংশ নিক্ষিপ্ত করিলেই পূর্ব্বাপেক্ষা লঘুতা সম্পাদিত হয়, তখন ব্যোমযান আরও ঊর্দ্ধে উঠে। আর যে লঘু বায়ু কর্ত্তৃক ব্যোমযান পরিপূরিত থাকায় তাহা গগনমণ্ডলে উঠিতে সক্ষম, তাহার কিয়দংশ নির্গত করিতে পারিলেই উহা নামে। ঐ বায়ু নির্গত করিবার জন্য ব্যোমযানের শিরোভাগে একটী ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্র সচরাচর আবৃত থাকে, কিন্তু তাহার আবরণে একটী দড়ী বাঁধা থাকে, সেই দড়ী ধরিয়া টানিলেই লঘু বায়ু বাহির হইয়া যায়; ব্যোমযান নামিতে থাকে।

কাব্যকৌমুদী। প্রথম খণ্ড। শ্রীশ্রীনাথচন্দ্র প্রণীত। কলিকাতা, রামায়ণ যন্ত্রে শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১৭৯৬ শক। মূল্য ।৵০ আনা।

এই পুস্তক খানিতে বিশেষ সৌন্দর্য্য কিছু দেখিলাম না। এরূপ কবিতা পুস্তকের যে ছড়াছড়ি হইয়াছে, আর না মুদ্রিত হইলেই ভাল।

গ্রন্থকার প্রহসন। কলিকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, ১৮৭৫। মূল্য চারি আনা মাত্র। এই প্রহসনটী উত্তম হইয়াছে। আজকাল সকলেই নাটক লিখিয়া গ্রন্থকার হয়েন তাহারই উপহাস করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। কালাচাঁদের চিত্রটী অতি সুন্দর হইয়াছে। নাটক খানি লিখিবার সময় তাহার যে আনন্দ ও উৎসাহ, মাতা ও স্ত্রীর সহিত যে আত্ম-

শ্লাঘা পরিপূর্ণ কথোপকথন তাহা দেখিয়া শুনিয়া কেহ হাস্য সম্বরণ করিতে পারে না। আবার যে স্থানে কালাচাঁদ পুস্তক ছাপাইয়া অপ্রতিভ হইলেন, সে স্থানে বোধ হয় আরও অধিক রহস্য কমগভার পরিচয় আছে। যে স্থানে স্ত্রীর সহিত ভাবি গ্রন্থকারের কথা হইতেছে, তথা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম।

কালাচাঁদের প্রবেশ।

কালা। আমার হৃদয়-শশি, ঘর আলো করে বসে রয়েছ?

কম। রয়েছি, আমাকে এত ঠাট্টা কেন?

কালা। এর নাম বুঝি ঠাট্টা! রসিকতা।

কম। সকল সময়েই কি রসিকতা কত্তে হয়? সময় অসময় নাই?

কালা। কবির মুখে রসিকতা সর্ব্বদাই লেগে থাকে। সুরসিক কবি না হলে কি নাটক লিখ্‌তে পাত্তেম!

কম। কেতাব ছাপা কি শেষ হয়েছে?

কালা। আর দুই এক দিনের মধ্যেই হবে। যে আড়ে হাতে লেগেছি!

কম। ছাপার টাকার কি হবে?

কালা। ছাপার টাকা কি ঘর থেকে দিতে হবে যাদুমনি! ছাপার টাকার আবার ভাবনা। কেতাব ছাপা হইলেই পটাপট বিক্রী হতে থাক্‌বে। ঐ মাসের মধ্যে ছাপার টাকা তো শোধ হয়ে যাবেই যাবে, হয় তো বিলক্ষণ দশ টাকা লাভও হবে।

কম। তোমার খুব লাভ হোক্। কিন্তু আমি একটী কথা বলি—আমার মাতা খাও রাগ করো না।

কালা। অনুরাগের অনু কি ত্যাগ করা যায়, যে তোমার উপর রাগ হবে! তোমার উপর আমার রাগ, এ কি কখন সম্ভব হয়!

কম। সব তাতেই রসিকতা!

কালা। কবির মুখ,—আমার দোষ কি বলো। এখন কি বলবে, বলো। তোমার চন্দ্রবদন বিনির্গত বাক্য-সুধা পান করি।

কম। আবার রসিকতা?

কালা। কবির মুখ "রবেঃ কবেঃ কিং" কবির কাছে রবি কোথায় লাগেন্?

কম। তবে কবির এত রদ্দুর!

কালা। তুমি আমার স্ত্রী হয়ে কবিতা রসে বঞ্চিত, এ বড় দুঃখের বিষয়!

কম। তবে না হয় বেশ দেখে একটী কবিনী এনে ঘর কন্না কর, আমি বাপের বাড়ী চলে যাই।

কালা। অমনি বুঝি রাগ হলো। আমি কবিনী এনে ঘর কন্না কত্তে ইচ্ছা করি না। আমার ইচ্ছা এই যে তুমি কবিতা রস-গ্রাহিণী হও।

কম। তা আমি হতে পারি—কিন্তু তুমি উপদেশ না দিলে তো আর হয় না।

কালা। কবি হওয়া, কাব্য লেখা, নাটক লেখা—এ সব সহজ কাজ। কতকগুলা বই পড়্‌লেই হয়।

কম। আমি তো অনেক কেতাব পড়েছি?

কালা। সে রকম পড়ার কর্ম্ম নয়।

কম। কি রকম?

কালা। যেখানে পড়্‌তে পড়্‌তে ভাল লাগে, সে সব মুখস্থ করে রাখ্‌তে হয়। আর খাতা করে তাতেই লিখে রাখ্‌লে চলে। আর গল্প কত্তে কত্তে যদি কেহ কোন মিষ্ট কথা বলে; অমনি তা নোট বুকে লিখে রাখ্‌তে হবে। সেই সকল

গৎ সময় বিশেষে ছাড়্‌তে পাল্যেই কবিত্ব প্রকাশ হলো। আমি যখন যা পড়েছি, সব নোটবুকে চুম্বক করেছি। এখন যা মনে করি, তাই আমি লিখ্‌তে পারি। অমিত্রাক্ষর ছন্দ মুখে মুখে বলে যেতে পারি।

কম। যা মাইকেল লিখে এত সুখ্যাতি পেয়েছেন; তা তুমি মুখে মুখে বল্‌তে পার ?

বালা। পারি—বিষয় ফরমাইস কর।

আচ্ছা—পূর্ণিমার রাত্রি বর্ণনা কর দেখি।

কালা। এ তো অতি সহজ। শুনো;—

আহা কিবা শশধর, সুগোল লল্যন,
ভাঙ্গা চুরা, টোল টাল নাহি কোন দিকে।
মধ্যস্থানে করি কেন্দ্র, তাহে বাঁধি সুতা,
যদি টানি চারি দিকে, মিলিবে রেখায়।
হায় রে যেমতি, স্বর্ণ থাল অভ্রদেশে।
পুলকিত মন লোকে পাইয়া আলোক।—
ফুট ফুট জ্যোৎস্না রাজি, কি কহিব হায়,
এমন না দেখি কভু, স্বদেশে, বিদেশে,
সুরলোক, নাগ লোকে, গন্ধর্ব্বলোকেতে,
না বুঝিতে পারি কিবা, হায়রে দুর্ম্মতি !

এ যে কবির মুখ, যা কল্যেই কবিতা। আগে নাটক খানি ছাপা হোক,—তবে এসব কথা হবে। এখন কি বল্‌ছিলে বল দেখি।

মিত্রকাব্য। প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ। আনন্দচন্দ্র মিত্র, ঢাকা ইষ্টবেঙ্গল প্রেসে শ্রীনবীনচন্দ্র দে প্রিন্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত। ১৭৯৩—২১ শে জ্যৈষ্ঠ। মূল্য। চারি আনা।

এই ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকে যে কয়েকটী কবিতা পাঠ করিয়াছি, সকলগুলিই ভাব পরিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। লেখকের হৃদয় যে ভাবগ্রাহী, তাহাতে সংশয় নাই। আমরা একটী কবিতা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিলাম।

তারকা।

কে তুমি ? হে সুর বালে আকাশ নন্দিনি,
রঞ্জিত রজত রাগে, কেন সুবদনি !
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া শুধু বদন বিকাশি,
হাসিতেছ মৃদু২ সুধা মাখা হাসি ?

* * * *

নিরব নিরব তুমি কেন বরাননে ?
না শোন এ নীচ কথা, আছ অন্য মনে !
কহ সতি ! এমন কি আছে বসুধায় ?
ভুলাইতে পারে যাহা অমর বালায় !
সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, প্রেম, মরণে সকলি,
কে বুঝিবে মর্ম্ম ব্যথা, কারে আর বলি ?
জ্বলন্ত শ্মশান ধরা অসুখের ধাম,
অসার কল্পনা শুধু বসুন্ধরা নাম !
কেন নিত্য নিত্য আসি নিশীথ সময়ে,
চেয়ে থাক এই দিকে স্থিরদৃষ্টি হয়ে ?
মমতার দাস তুমি অবশ্যই ধনি !
ভারতের রাজলক্ষ্মী হবে কি স্বজনী ?
দুঃখিনী ভারত এবে দুঃখীর সন্তান,
মোরা সবে, হীন প্রাণ মণ্ডূক সমান,
অসহায় ! আশা হীন ! অন্ধকার পড়ি,
অশ্রুজল ! শোক জ্বালা ! কেবল সম্বরি
বিদরে হৃদয় অহো ! পূর্ব্ব কথা স্মরে,
সব লুপ্ত নিয়তির নিঠুর জঠরে !

ফরাসীদের যুদ্ধ যাত্রা কবি এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

চল চল চল সবে যাই রণ স্থলে ;
ফরাসের জয় রবে জগত কম্পিত হবে,
জার্ম্মণীর নাম লুপ্ত করি ধরাতলে,
সিংহ সম পশি চল জর্ম্মণীর দলে।
গর্জ্জিয়া উঠিল যত ফরাসী সন্তান,
জয় জয় জয় রবে চলিলা সমরে সবে,
মহাবল মহা বুদ্ধি বীর্য্যের আধার ;
উঠিল হুঙ্কার ধ্বনি প্রলয় সমান।
চতুরঙ্গ দলে সবে রণ স্থলে ধায় ;
চিত্ত স্থির নহে কার মুখে শব্দ মার মার ,

দারা পুত্র বন্ধু মুখে ফির নাহি চায়
দেশার্থ জীবন যাবে কোন ক্ষতি তায়

রাজসাহী সমাচার নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের কয়েক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কাগজ খানি মন্দ নহে, এরূপ কাগজ যত প্রকাশ হয়, ততই ভাল।

সোজা ও তকরারী। জমা খরচি হিসাব অনুসারে মহাজনী দর্শন এবং জমীদারী ও বাজার হিসাব। জমীদারী ও মহাজনী সংক্রান্ত পত্রাদি লিখিবার ধারা সমেত শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত। Calcutta Printed by Ram Brahma Mookerjea, at the Sucharu Press No. 336 Chitpore Road, 1875. Price 9 Annas.

এই পুস্তকখানি অনেক জনের পক্ষে উপকারী হইতে পারে। যত্নের সহিত সঙ্কলিত হইয়াছে বোধ হইল।

সমদর্শী। Or The Liberal a Monthly Theistic Journal. February and March 1875, Calcutta Printed and Published by Babooram Sircar at the Roy Press, 11 College Square. প্রতি সংখ্যার মূল্য ।৵০ আনা।

বাবু শিবনাথ ভট্টাচার্য্য এই পত্রিকা খানির সম্পাদক, ও তিনিই অধিকাংশ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উপরিউক্ত সংখ্যার ১৩টী প্রবন্ধের মধ্যে ৮টী তিনি লিখিয়াছেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধগুলি চিন্তাশীল ও ভাব পরিপূর্ণ, দুই একটী পড়িয়া বড় আনন্দিত হইলাম। ধর্ম্ম বিষয়ে এরূপ চিন্তাশীল পত্রিকা প্রায় দেখা যায় না।

রণচণ্ডী।

২৩ অধ্যায়।

মনিপুর রাজধানী গোবিন্দপুরে গোবিন্দজী নামে এক দেবতা স্থাপিত আছেন। রাজা নিজে এক্ষণে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তথাপি দেশের অনেক সম্পন্ন লোক, অনেক রাজকর্ম্ম-চারী হিন্দুধর্ম্ম মানেন; এজন্য গোবিন্দ-জীর মন্দিরে সেবা চলিতেছে। এই গোবিন্দজীর নাম হইতেই মণিপুরের রাজধানীর নাম গোবিন্দপুর হইয়াছে। গোবিন্দজীর সেবার ব্যয় রাজ সরকার হইতে প্রদত্ত হয়। মন্দিরে পূজারি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভৃত্য নিযুক্ত আছে। এতদ্ব্যতীত গোবিন্দজীর বাটীতে প্রতি দিন বিস্তর অতিথি দেবপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনেক দেশের অনেক প্রকার সন্ন্যাসী, ভৈরব ভৈরবী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতিরা মন্দিরে নিয়ত বাস করে।

আজি সন্ধ্যার সময়ে গোবিন্দজীর মন্দিরে আরতি হইতেছে। ধুনার গন্ধে, সংখ্য ঘন্টা ও মৃদঙ্গের শব্দে ও সংকীর্ত্ত-নের স্বরে মন্দির-প্রাঙ্গন আমোদিত করি-য়াছে। দর্শকেরা আসিয়া দেবতা প্রণাম ও দেবতার গলে বেল ফুলের বা নাগে-শ্বরের মালা প্রদান করিতেছে। প্রফুল্ল-বদনা গৃহস্থ কন্যারা মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া পুষ্পহার বিক্রয় করিতেছে।

আমাদিগের ভ্রমণকারিরা গোবিন্দ হ্রদের প্রস্তরময় ঘাটে হস্ত পাদ প্রক্ষা-লন করিয়া উভয়ে ঘাটে বসিয়া শীতল সমীরণ সেবন করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী কি চিন্তা করিতেছিলেন। কনিষ্ঠ তৎকালে তাঁহার মুখপ্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়াছিলেন। চিন্তা ভঙ্গ করিয়া জ্যেষ্ঠ কহিলেন, "বৎস, শত্রুদমন, আজি রাজার সঙ্গে রাত্রে আমাদের সাক্ষাৎ হইবে। আমার মন নানা সন্দেহে পূর্ণ হইতেছে। কি হইবে, বলা যায় না। যদি রাজা বীরকীর্ত্তি আমাদের সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, কি হইবে? কি করিব?"

"রায়জী, রাজা বীরকীর্ত্তি উদ্ধত-স্বভাব বটেন, কিন্তু দয়ালু লোক। তিনি আমাদের নিরাশ করিবেন না।"

"বৎস, যদি তিনি আমাদের সাহায্য না করেন, আমরা আর দেশে ফিরিয়া যাইব না। এইখান হইতে ত্রিপুরার রা-স্তায় রাড় দেশ দিয়া মহারাষ্ট্র দেশে যা-ইব। আশা ছিল, এ প্রাণ দিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা সাধন করিব, তাহা হইল না; মহারাষ্ট্রে গিয়া, যত দিন বাঁচি, মহা-রাষ্ট্রীদের সঙ্গে মিলিয়া হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ করিব।"

শত্রুদমন নীরবে এই সকল কথা শুনি-লেন। শেষে কহিলেন; "রায়জি, স্বদেশ স্বাধীন করিতে পারিব না বলিয়া কি স্বদেশ পরিত্যাগ করিব? এ কেমন কথা কহিলেন? যদিও কাছাড় রাজ্য স্বাধীন করিতে না পারি, তথাপি আমি কাছাড়ে থাকিব। কাছাড়ের পর্ব্বতগুহা, কাছা-ড়ের অরণ্য তাহাদের দুর্ভাগ্য রাজ-পুত্রকে স্থান দিবে।"

"রাজকুমার, আইস, তোমাকে আলি-ঙ্গন করি। দেখ, পুনঃ২ আশা ভঙ্গ হও-য়াতে আমার মন নৈরাশ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, সেই খেদে ওকথা বলিয়াছি-লাম। নতুবা স্বদেশ কি পরিত্যাগ করা যায়? কাহার দোষে কাছাড় যবনাধীন

হইয়াছে? দেশের লোকদের দোষে। রাজপুত্র, যে দেশের প্রকৃতি আমাদের স্বভাবের সঙ্গে মিলাইয়া গিয়াছে, সে দেশ কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব?"

এমন সময়ে গোবিন্দজীর মন্দিরে সন্ধ্যা আরতি হইতেছিল, মন্দিরে যাইয়া দেবতা দর্শন করিবার ইচ্ছা হওয়াতে তাঁহারা ধীরে২ মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। তাঁহাদের যাইতে একটু বিলম্ব হইল। তাঁহারা যখন পঁহুছিলেন, তখন আরতি শেষ হইয়াছিল। আমাদিগের ভ্রমণকারিরা মন্দিরে যাইয়া প্রথমতঃ দেবতা দর্শন ও দেব পূজকের হস্তে দর্শনী স্বরূপ একটী স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন। নিকটে কয়েক জন দরিদ্র স্ত্রীলোক ভিক্ষার্থে দণ্ডায়মান ছিল। রায়জী তাহাদের হস্তে কিছু২ দিলেন। সেই খানে এক জন স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান ছিল। সে রায়জীকে দান করিতে দেখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় কহিলেন, "কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! আজিও বাঙ্গালীরা দরিদ্রকে স্বর্ণমুদ্রা দান করে? এখনও কি তাহাদের স্বর্ণমুদ্রা আছে?"

রাজকুমারের কর্ণে স্ত্রীলোকের বাঙ্গালা কথা প্রবেশ করিল। সে স্বর তাঁহার পরিচিত বোধ হইল। কিন্তু তিনি চিনিতে পারিলেন না। স্ত্রীলোক যে স্থানে ছিল, সে স্থান প্রায় অন্ধকার। আর সেই স্ত্রীলোকের মনিপুরী পরিচ্ছদ। সুতরাং তিনি মনে করিলেন, বাঙ্গালা দেশের কোন মনিপুরী স্ত্রীলোক এখানে আসিয়া থাকিবে। এজন্য তাহার কথায় বিশেষ মনোযোগ না করিয়া, তাঁহারা মন্দিরের উত্তর দিকের রকের উপরে যাইয়া বসিলেন। এখানে বসিয়া রায়জী সন্ধ্যামন্ত্র যপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সেই স্ত্রীলোক আবার তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিল, "এখানে গোবিন্দজীর আরাধনা করিতে আসিয়াছ, সিদ্ধেশ্বর বুঝি মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করিলেন না?"

শত্রুদমন কহিলেন, "আমি এখানে থাকিয়াও আমার স্বদেশের দেবতা পৈতৃক দেবতা মহাদেবের আরাধনা করি।"

"অবোধ, আর কেন তাঁহার আরাধনা কর? তাঁহাকে ভুলিয়া যাও।"

"অয়ি নারি, আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা যাঁহার আরাধনা করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ভুলিতে পারি না। এ দুরবস্থায় আমি মনুষ্যের চক্ষে অপদস্থ হইতে পারি, কিন্তু তাঁহার চক্ষে চিরকাল সমান।"

"বৎস, তোমার মুখে একথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু তুলনা করিলে, তোমা অপেক্ষা আমার ক্ষতি অধিক। তুমি যাহা হারাইয়াছ, পুনরায় পাইবার আশা আছে; কিন্তু আমি যাহা হারাইয়াছি, ইহ জন্মে আর তাহা পাইব না।" এই বলিয়া রমণী রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন শত্রুদমন রায়জীকে জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়, উনি কে?" রায়জী অনুচ্চস্বরে কহিলেন, "চুপ কর, বোধ হয়, উনি তোমার মাতা নহেন।"

এই প্রশ্ন ও উত্তর উভয়ই যদিও অনুচ্চস্বরে হইয়াছিল, তথাপি রমণী তাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি খেদ গম্ভীর স্বরে কহিলেন; "বৎস, শত্রুদমন, আমি তোমার জননী; আমি অভাগিনী রাণী মন্দাকিনী।"

শত্রুদমন অমনি যাইয়া মাতাকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে খানিক-ক্ষণ

নীরবে রহিলেন। ইহা দেখিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রমণকারী কহিলেন, "শত্রু, এত অধীর হইলে আমাদের অনিষ্ট হইবে। আমি যাহা বলি, শুন।"

রাজপুত্র জননীকে প্রণাম করিয়া দূরে দাঁড়াইলেন। তখন রাণী রায়-জীকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রায়জী দেখিলেন, রাণীর শরীর ক্ষীণ হইয়াছে। অতিশয় মলীন বস্ত্র পরিহীত। তথাপি পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের চিহ্ন সকল তাঁহার অবয়বের ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। পূর্ণশশী বিপদরূপ মেঘে আচ্ছাদিত রহিয়াছে সত্য বটে, তথাপি চন্দ্রকিরণ মেঘ-মালা ভেদ করিয়াও বাহির হইয়াছে। পদ্মফুলটী ছিন্ন ভিন্ন করিলেও তাহার ছিন্ন দলেও সৌরভ ও সৌন্দর্য্যের অব-শিষ্টাংশ থাকে।

রাণী শত্রুদমনের প্রতি ফিরিয়া কহি-লেন, "বৎস, তুমি আমার একমাত্র আশাভূমি। আমার অদৃষ্ট গুণে, স্বামী হারাইয়াছি, রাজ্য হারাইয়াছি, তোমাকেও যে আর দেখিতে পাইব, এমন আশা ছিল না; আজ তোমাকে দেখিয়া আমার প্রাণ পুনরায় দেহে আইল। তোমাকে তোমার পিতার সিংহাসনে দেখিতে পাইব, এই আশায় এখনও বেঁচে আছি। বৎস, তোমার জন্য কত দেবতার আরাধনা করিয়াছি, কত দেবতার পূজা করিয়াছি। কিন্তু আজিও সে দেবসেবার কোন ফল দেখিতে পাইলাম না। বোধ হয়, দেব-তারা আমার প্রতি বাম হইয়াছেন। বৎস, আর কি আশীর্ব্বাদ করিব, এই আশীর্ব্বাদ করি যে, তুমি কৃতকার্য্য হও, পিতার সিংহাসন উজ্জ্বল কর।"

রায়জী গম্ভীর ভাবে রাণীকে কহি-লেন, "ভগিনি, আপনি নিরাশ হইবেন না। এত দুঃখ সহিয়াছেন, আর অল্প-কাল ধৈর্য্য ধরিয়া থাকুন। এক্ষণে আপ-নার ও কাছাড়ের শুভ দশা উপস্থিত প্রায়।"

রায়জী, "আমার ও কাছাড়ের শুভ দশা!" যদ্যপি অবশিষ্ট সমস্ত জীবনও কাছাড়ের সিংহাসন নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে পাই, তথাপি আমি যাহা হারা-ইয়াছি, তাহা কি আর পাইব? আমি ধনের কথা বলি না—তাহা অনায়াসেই পাওয়া যাইতে পারে, আমি বিশ্বাসী ও যুদ্ধকুশল রাজ কর্ম্মচারীদিগের কথা বলি না, তাঁহারা স্বদেশের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন; আমি রাজার কথা বলিতেছি—আমার স্বামীর কথা বলিতেছি। আমি ত আর তাঁহাকে এজগতে পাইব না।"

"ভগিনি, সংসারের গতিই এই রূপ। যাহা বিধাতার লিখন, তাহা কেহ খণ্ডা-ইতে পারে না। এজন্য আপনার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীর বিগত দুঃখ স্মরণ করিয়া মনকে বর্ত্তমান কার্য্যের অযোগ্য করা উচিত নহে। আমি এখানে আপ-নার আদেশ প্রতিপালনের জন্য আসি-য়াছি। আমি অবিলম্বে রাজা বীর-কীর্ত্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। যদি তিনি আমাদের সাহায্য করিতে সম্মত হয়েন, আর কোন ভাবনা নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি এখানে এ ছদ্মবেশে, এত কষ্ট সহিয়া, কি অভিপ্রায়ে আসিয়া-ছেন? এদেশে আসিতে আমরাই কত বিপদে কতবার পড়িয়াছি; এমন বিপদ-পূর্ণ দেশে আপনি কেন আসিয়াছেন?"

"মন্ত্রিবর, আমার আর সে অবস্থা

নাই—আমি কোথায় যাই, কি করি, কিছুই স্থির নাই। আপনারা এদেশে যাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া আমিও আসিয়াছি! সুখের অন্বেষণে দেশে২ বেড়াইতেছি, কোথাও তাহা পাই না। আজি অনেক দিন পরে আপনাদের দেখিয়া মনে যে সুখ হইল, এখানে যদি না আসিতাম, এসুখ লাভ হইত না।"

"তবে এখন এ অবস্থায় নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া না বেড়াইয়া আপনার পিতার ভবনে গিয়া থাকিলে ভাল হয় না?'

"মন্ত্রিবর, আমি এক্ষণে বিধবা। আমার মস্তক রাখিবার স্থান পর্য্যন্ত নাই। পিতার বাটীতে কি বিধবা কন্যার আদর আছে? যদি সে খানে কাহারও মুখে একটী কটু কথা শুনিতে হয়, তাহা হইলে সেই দিনই ত প্রাণ ত্যাগ করিব। যবনের পদতলে দলিত হওয়া বরং শ্রেয়; তথাপি পিতার বাটীতে কটু কথা শোনা যায় না।"

"আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনার কথা সঙ্গত হইল না। পিতার বাটীতে, আমি যতদূর জানি, বিধবা কন্যার যত্ন আরো অধিক। আপনি আশামে গমন করুন, সেখানে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন।"

"তাহা বিবেচনা করিয়া যাহা ভাল হয়, করা যাইবে। এখন আপনি যে জন্যে আসিয়াছেন, তাহার কি হইল? আপনি কতদূর কৃতকার্য্য হইলেন, তাহা জানিতেই এদেশে আমার আশা, অতএব আমাকে বলুন।"

"রাজা বীরকীর্ত্তির সঙ্গে এখনও আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু ভরসা করি, তাঁহার দ্বারা আমাদের উপকার হইতে পারে।"

"কিন্তু আমি শুনিয়াছি, তিনি কুকিদিগের সঙ্গে আবার যুদ্ধ করিবেন। তাহা হইলে আমাদের সাহায্য করিবেন কি প্রকারে?"

"রাজা বীরকীর্ত্তির সঙ্গে আমার বিলক্ষণ আলাপ আছে, অতএব যাহাতে কুকিদিগের সঙ্গে তাঁহার সন্ধি হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিব।"

"তাহা যদি করিতে পারেন, ত ভাল হয়। কেননা এ দেশ হইতে সৈন্য না গেলে, কাছাড়ে যাহারা আমাদের পক্ষে আছে, তাহারা অস্ত্র ধরিবে না। আর এক্ষণে যবনেরা আশাম প্রবেশ করিতেছে। বঙ্গদেশের আর সর্ব্বত্র উহাদের অধিকার। এমত অবস্থায় মণিপুর হইতে যথেষ্ট সৈন্য না গেলে আমাদের দেশের লোকেরা অস্ত্র ধরিতে সাহস করিবে না।"

"রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ না হইলে কিছুই স্থির করিতে পারিব না। আপনি তাঁহার স্বভাব বিলক্ষণ জানেন। তিনি খামখেয়ালি লোক। তাঁহাকে যদি বুঝাইতে পারি যে, যবন দমন করিলে আমাদের উপকার ও তাঁহার নিজের রাজ্য নিরাপদ হইবে, তাহা হইলে তিনি যে আমাদের সাহায্য করিতে সম্মত হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

"তিনি যদি এখন আমাদের সঙ্গে মিলিয়া যবন দমন না করেন, মণিপুরও কাছাড়ের দশা প্রাপ্ত হইবে। একথা আপনি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিবেন। হায়, যদি এ সময়ে কাছাড় স্বাধীন থাকিত, আমরা আশামের রাজাদের সাহায্য করিয়া এ অঞ্চল হইতে মিরজুমলাকে দূর করিতে পারিতাম।"

রায়জী কিছু গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "যখন আশামে যবন প্রবেশ করি-

য়াছে, তখন কাছাড় উদ্ধার করা অতি কঠিন কথা। এ সময়ে যদি কুকিদিগের সঙ্গে বীরকীর্ত্তির সদ্ভাব থাকিত, তাহা হইলে, তাহাদের দ্বারাও আমাদের অনেক উপকার হইত। অনুরোধ করিলে, তাহারা এক্ষণই আমাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে, কিন্তু তাহা করিতে গেলে বীরকীর্ত্তি অসন্তুষ্ট হইবেন। বীরকীর্ত্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিব না।"

"আপনাকে, এক্ষণে আমার আর কিছু বলিবার নাই, এক্ষণে আমি বিদায় হই। বীরকীর্ত্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাহা ভাল বোধ করেন, করিবেন। আমি যতদিন বাঁচিব, আশা থাকিবে যে, আবার শত্রুদমন সিংহাসনে বসিবে। আপনাকে আর কি বলিব? শত্রুদমন কাছাড় রাজকুলের একমাত্র পুত্র সন্তান; উহাকে আপনার হাতে সঁপিয়াছি, দেখিবেন যেন, কাছাড় রাজবংশের নাম এ পৃথিবী হইতে লোপ না হয়।" অনন্তর রাণী শত্রুদমনকে চুম্বন করিয়া ও রায়জীকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

২৪ অধ্যায়।

মণিপুরের রাজবাটী ইষ্টকনির্ম্মিত নহে। দেওয়ানখানা, যে গৃহে রাজা দরবারে বইসেন, সে অতি বৃহৎ আটচালা গৃহ। তাহার ভিত্তি প্রস্তরনির্ম্মিত; দেওয়াল পাটীর বেড়া মাত্র। কিন্তু সে পাটীর বেড়াতে নানা প্রকার শিল্প কার্য্য। তাহাতে নানা জাতি পক্ষীর সুচিত্রিত পক্ষ সকল এমন কৌশলে বসান হইয়াছে যে, বিদেশীয় লোকে হঠাৎ দেখিলে বোধ করিবে, বেড়ায় বহুমূল্য গালিচা মেলান রহিয়াছে। গৃহের কাষ্ঠ স্তম্ভে অতি কৌশলে স্বর্ণসূত্র জড়িত, গৃহছাদে স্বর্ণ কুসুম, স্বর্ণ আম্র, স্বর্ণ, পনস, স্বর্ণ আনারস প্রভৃতি স্বর্ণ সূত্রে দোদুল্যমান। গৃহতলে উত্তম গালিচার বিছানা। রাজা যে স্থানে বসিয়াছেন, সে স্থান কিঞ্চিৎ উচ্চ। দক্ষিণ পার্শ্বে সহস্র শালগ্রামের উপরে স্থিত স্বর্ণ সিংহাসন রাখিয়া, মহারাজা বীরকীর্ত্তি সিংহ বেদীতে বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে ও পার্শ্বে যথাযোগ্য স্থানে রাজকর্ম্মচারিরা বসিয়াছেন। এমন সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া করজোড়ে যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া সংবাদ দিল যে, "এক জন বাঙ্গালী বণিক মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

রাজার আদেশ ক্রমে বাঙ্গালী বণিক রাজসাক্ষাতে আনীত হইলেন। পরস্পর যথাযোগ্য সম্ভাষণের পর বাঙ্গালী বণিক আপন আসন গ্রহণ করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে, বণিকবর, কি নূতন সামগ্রী লইয়া এ দেশে আসা হইয়াছে?"

"আর কোন নূতন সামগ্রী নাই, বল্যাবধি যে দ্রব্যের ব্যবসা করি, তাহাই লইয়া আসিয়াছি।"

"তবে, আপনাদের দেশের সমাচার কি?"

"দেশের সমাচার আপনার অজ্ঞাত কি আছে?"

"দিল্লীর সমাচার কিছু জ্ঞাত আছেন?"

"আমি অল্প দিন দিল্লী হইতে আসিয়াছি। আরঙ্গিব পিতাকে কারাবদ্ধ করিয়া নিজে সিংহাসনে বসিয়াছেন, কিন্তু চারিদিকে তাঁহার শত্রু; কবে তিনিও হত হয়েন, তাহার নিশ্চয় নাই।"

"দুরাত্মা যবনের অসাধ্য কিছুই নাই, পিতাকে কারাবদ্ধ করিয়া নিজে সিংহাসনে বসিয়াছে!"

"মহারাজ, এ সংসারে পুত্রের এরূপেই পিতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে!"

"আমি শুনিয়াছি, দক্ষিণে মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রবল হইয়া উঠিতেছে।"

"মহারষ্ট্রীয়েরা আরঙ্গিবকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।"

"আপনার অনেক দেশ দেখা হইয়াছে—আপনার কি বিশ্বাস হয় যে, হিন্দুরা আবার ভারতবর্ষ স্বাধীন করিতে পারিবেন?"

"আমি যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে এরূপ আশা করা যাইতে পারে না। কারণ। আমি বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে, ক্রমাগত চারি পাঁচ শত বৎসর যবনাধীনে থাকাতে হিন্দুদিগের জাতীয়তা গিয়াছে। তাঁহারা যবন রাজদিগের দ্বারা উচ্চ পদান্বিত হইলে আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন। আর যবনেরা এ দেশে এত বিস্তৃত ও এত স্থায়ী হইয়া গিয়াছে যে, হিন্দুরা আর তাহাদিগকে প্রায় বিদেশীয় বলিয়া জ্ঞান করেন না। চন্দ্র ও সূর্য্য বংশীয় রাজপুত রাজাদিগেরও আর সে ক্ষমতা, সে বীরত্ব নাই। তাঁহারা যবনরাজাকে কন্যাদান করিতে পর্য্যস্ত লজ্জা বোধ করেন না। তবে এক্ষণে যে মহারাষ্ট্রীয় জাতীয় লোকেরা প্রাদুর্ভূত হইতেছে, ইহাদের দ্বারা দাক্ষিণাত্যের কোন২ অংশ স্বাধীন হইতে পারে, সমগ্র হিন্দুস্থান একমত না হইলে, সমগ্র হিন্দুস্থান স্বাধীন হইবে না। এই আমার বিশ্বাস।"

"সত্য বলিয়াছেন—কিন্তু যবনদিগের মণিপুরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য।"

"আমি শুনিয়াছি, যবনেরা আশাম দেশ হস্তগত করিবার উপক্রম করিয়াছে, যদি তাহা করিতে পারে, মণিপুরে প্রবেশ করা কঠিন কথা হইবে না।"

"বীরকীর্ত্তি সিংহের হাতে ধনুর্ব্বাণ থাকিলে, যবন মণিপুরে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

"আমি যে কারণ দেখাইলাম, আপনি তাহা উপেক্ষা করিয়া নিজ বাহুবলে নির্ভর করিতেছেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, যবনেরা কাছাড় রাজ্য হস্তগত করিয়াছে, যদি আশামে আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে, মণিপুর জয় করা সহজ হইবে না?"

"আমার হাতে ধনুর্ব্বাণ থাকিতে মণিপুর জয় করা সহজ হইতে পারে না।"

"আপনি নির্ভীক বীর পুরুষ, তাহা জানি—কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার রাজ্যে কত সৈন্য আছে—যবনেরা এত সৈন্য আনিতে পারে যে, আপনার রাজ্যে তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান কুলাইবে না।"

"যবনেরা তত সৈন্য লইয়া আইসুক, তাহাদের রক্তে গোবিন্দ সাগরের জল বৃদ্ধি করিব।"

"মহারাজ, যদি আমার কথা শুনেন, তবে, যাহাতে যবন এদেশে আসিতে না পারে, অগ্রে তাহার উপায় করা আবশ্যক।"

"কি উপায়, বলুন।"

"প্রথমে কাছাড় হইতে যবনদিগকে দূরীভূত করুন। তাহা হইলে কাছাড়ের পথে যবনদিগের মণিপুরে আশা বন্ধ হইল। পরে কাছাড় ও মণিপুর উভয়ে

মিলিয়া আশামের সাহায্য করিলে যবনেরা তথা হইতেও দূরীকৃত হইবে।”

“যদি এখন আমি কাছাড়ের সাহায্য করি, তাহা হইলে কি যবনদিগের সঙ্গে গায় পড়িয়া যুদ্ধ করা হইবে না?”

কাছাড় সম্বন্ধে যবনদিগের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া যুদ্ধ করা আপনার কর্ত্তব্য?”

“কেন?”

“কেন,—কাছাড় আপনার প্রতিবাসী—চিরকালাবধি কাছাড় যবন আগমন ও মণিপুর বর্ম্মাদিগের আগমন নিবারণ করিয়া আসিয়াছে। সেই কাছাড় এক্ষণে যবনের হস্তগত হইয়াছে—কাছাড় উদ্ধার করা আপনার কর্ত্তব্য। দেখুন, কাছাড় যবনের হস্তগত হওয়াতে যবন আপনার দ্বারে উপস্থিত বলিলেই হয়।”

রাজা কহিলেন, “দ্বারে উপস্থিত! তবে বিধাতা বঙ্গরাজ্য ও মণিপুরের মধ্যে এত উচ্চ পর্ব্বত স্থাপন করিলেন কেন?”

“যবনের প্রতাপ দেখিলে পর্ব্বত আপনি নত হয়।”

“পর্ব্বত নত হইতে পারে, বীরকীর্ত্তি সিংহ নত হয়েন না।”

“মহারাজ, আপনার সঙ্গে পূর্ব্ব আলাপ আছে, এজন্য অনেক কথা কহিতেছি—ক্ষমা করিবেন। যবনের প্রতাপে সমস্ত হিন্দুস্থান নত হইয়াছে—এ কথা স্মরণ করিবেন।”

“সমস্ত হিন্দুস্থান নত হইয়াছে বলিয়া যে আমাকে নত হইতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। সে যাহা হউক, রায়জী, আপনি কল্য প্রাতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।”

রাজা গাত্রোত্থান করিলে সভা ভঙ্গ হইল। রাজার আদেশ ক্রমে এক জন রাজ কর্ম্মচারী রায়জীর থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে রায়জী রাজার সঙ্গে তাঁহার বিশ্রাম ভবনে সাক্ষাৎ করিলেন। শত্রুদমন তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। শত্রুদমনকে দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসিলেন, “রায়জী, এটীকে?”

“মহারাজ, ইনি মৃত রাজা নরেন্দ্র নারায়ণের পুত্র—শত্রুদমন।”

রাজা চমকিত হইয়া কহিলেন, “কি, রাজপুত্র আপনার সঙ্গে আসিয়াছেন, আর আপনি আমাকে বলেন নাই!—এস, বৎস, এস।” অনন্তর তাঁহাকে চুম্বন করিয়া আপনার আসনের এক পার্শ্বে বসাইলেন।

রায়জী কহিলেন, “ইনি আমার সঙ্গে২ কষ্ট স্বীকার করিয়া বেড়াইতেছেন।”

“আহা! রাজপুত্র হইয়া এত কষ্ট।”

রাজপুত্র বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে হীরকময় কণ্ঠহার বাহির করিয়া রাজার হস্তে দিয়া কহিলেন, “মহারাজ, মাতা আপনার জন্য এই বহু মূল্য কণ্ঠহার পাঠাইয়াছেন।”

রাজা বীরকীর্ত্তির ভবনে অনেক স্বর্ণালঙ্কার আছে বটে, কিন্তু এমন হীরক নির্ম্মিত অলঙ্কার নাই! তিনি কণ্ঠহার হাতে করিয়া দেখিয়া তাহার চাকচিক্যে মোহিত হইলেন। কহিলেন, “বৎস, আমি এ উপহার সম্মান সহকারে গ্রহণ করিলাম। তবে রায়জী, কত সৈন্য হইলে আপনি কাছাড় রাজ্য যবন হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারেন?”

“যতক্ষণ কাছাড় উদ্ধার করা আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ না জন্মিবে,

ততক্ষণ আপনার নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতে পারি না।”

“আমি গত রাত্রে এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়াছি—তাহাতে কাছাড় উদ্ধার করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে আর একটী কথা আছে; আমি কাছাড় উদ্ধার করিয়া দিব, আপনি লুসাই রাজ্য অধিকার কার্য্যে আমার সাহায্য করিবেন।”

“আপনার শেষ কথায় আমি সম্মত হইতে পারি না। এ বিষয়ে আপনাকে কয়েকটী কথা বিবেচনা করিতে হইবে।—দেখুন, লুসাইদিগের মধ্যে আমি কিছু দিন বাস করিয়াছি—উহারা স্বভাবতঃ কলহপ্রিয় জাতি নহে—উহাদিগকে উত্যক্ত না করিলে উহারা কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে না। আর কুকিরা পক্ষান্তরে আপনার উপকার করিয়া থাকে; সীমানাস্থলে উহারা থাকাতে আপনার রাজ্যে বহিঃশত্রু প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব এমন জাতিকে আপনার অকারণে নষ্ট করা উচিত নহে।”

“রায়জী, আপনি এই পশুদিগের স্বভাব ভাল করিয়া জানেন না। উহারা আমার রাজ্যের সীমানায় সর্ব্বদা বিপদ উপস্থিত করিয়া থাকে। উহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে দমন করিতে পারিলে, আপনাদের শান্তি হয়। আমি উহাদের সহিত আপাততঃ যুদ্ধ করা স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু যদি আপনি আমার কথায় সম্মত হয়েন, তাহা হইলে, অগ্রে কাছাড়ে যবন দমন করিব, পরে আপনার সাহায্যে কুকিদিগকে নির্ম্মূল করিব।”

“মহারাজ, স্বকার্য্য সাধনার্থ আমি অন্যের অকারণ ক্ষতি করিতে পারি না।”

“অকারণ ক্ষতি! আমি আপনার বন্ধু, কুকিরা সর্ব্বদা আমার ক্ষতি করিয়া থাকে, উহাদের দমন কার্য্যে আপনার সাহায্য করা কর্ত্তব্য।”

“এটী আমি কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করি না।”

“আচ্ছা, আপনি এ বিষয়ে চিন্তা করুন। এক্ষণে বলুন, কত সৈন্য হইলে আপনার কার্য্য উদ্ধার হয়।”

“পঁচিশ সহস্র সৈন্য হইলে যথেষ্ট হয়। কেননা আমরা কাছাড়ের সীমানায় প্রবেশ করিলে তত্রত্য লোকেরা আমাদের সপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিবে।”

“আমি আপনাকে অনায়াসে পঁচিশ সহস্র সৈন্য দিতে পারি। কিন্তু আমি স্বয়ং এ যুদ্ধে যাইতে পারি না।”

“আপনাকে স্বয়ং যাইতে হইবে না,—আমি নিজে সেনাপতি হইয়া যাইব। এ বৃদ্ধ বয়সেও, অশ্বপৃষ্ঠে একপক্ষ কাল থাকিতে পারি।”

“আপনার বীরত্বের বিষয় আমি অবিদিত নহি।”

কমলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেক দিনের পর।

জাহ্নবীর তীরে, কৃষ্ণনগরের কিঞ্চিৎ উত্তরে দণ্ডীগ্রাম নামে এক খানি গ্রাম ছিল। গ্রামখানি বৃহৎ না হইলেও তথায় অনেক ভদ্রলোকের বাস ছিল। সেই গ্রামের পশ্চিম ধারে একটী দ্বিতল গৃহ, গঙ্গাহৃদয় বিচারী নৌকা হইতে দেখা যাইত। সেই বাটীর সংলগ্ন একটী নাতিবৃহৎ কানন ছিল। প্রাবৃট্ কালে সেই কাননের প্রান্তভাগ ধৌত করিয়া লীলাময়ী জাহ্নবী প্রধাবিত হইত। কাননে অনেকগুলি আম্র, কাঁটাল, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ ছিল; মধ্যে২ দুই একটী পুষ্পবৃক্ষও. অশোক বনে রাক্ষসী বেষ্ঠিতা সীতার ন্যায়, কানন আলো করিয়াছিল। কাননস্বামী অত্যন্ত অর্থলোলুপ ছিলেন, সুতরাং লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আম্র, কাঁটাল, নারিকেল প্রভৃতি অর্থকরী বৃক্ষাদিই অধিক পরিমাণে লাগাইয়াছিলেন। তবে যে দুই চারিটী পুষ্পবৃক্ষ.সে কাননের শোভাসম্পাদন করিত, তাহারও বিশেষ কারণ ছিল। গৃহস্বামী শিবভক্ত লোক ছিলেন—প্রত্যহ শিবপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। কিন্তু তাঁহার স্বভাবগুণে গ্রামস্থ কোন ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। এই কারণে শিবপূজার জন্য কাননের মধ্যে২ দুই একটী পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। অন্য কাহারও উদ্যানে যে কুসুমচয়ন করিতে যাইতে পাইতেন না, তাহা নহে। যাহাদের সঙ্গে বিবাদ, তাহাদের নিকট হইতে কোন প্রকার উপকার গ্রহণ করিতে চাহিতেন না—শত্রুর নিকট এরূপ উপকার বদ্ধ হওয়ার হীনতা স্বীকার করিতে চাহিতেন না। এমন কি তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইলে বাটীর শূদ্র চাকরদিগের সাহায্যে তাঁহাকে তীরস্থ করিয়াছিলেন, তবু গ্রামের কোন ব্রাহ্মণকে ডাকেন নাই।

সেই কাননের অভ্যন্তরে একটী আম্রবৃক্ষের মূলে একটি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা বসিয়া শূন্যন্যাস্তদৃষ্টি হইয়া অন্যমনে কি ভাবিতেছিল। ভাবিতে২ এক২ বার একটী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতেছিল, এক২ বার তেমনি অন্যমনে অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতেছিলেন। চক্ষু মুছিয়া আবার ভাবিয়া২ আবার চক্ষু মুছিতেছিল। মধ্যে২ আম্রমুকুল এবং শুষ্ক পত্র খসিয়া গাত্রে পড়িতেছিল, বালিকা তাহা জানিতে পারিতেছিল কি না, সন্দেহ। বালিকা বসিয়া ভাবিতেছে—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে; চন্দ্রকীরণ বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া স্থানে২ পড়িয়াছে, তবু সজ্ঞা নাই। বালিকা ভাবিতেছিল, এমন সময় নিকটস্থ বিল্ব-বৃক্ষ হইতে একটী ফল খসিয়া ভূমিতে পড়িল। বালিকা চমকিয়া উঠিল; ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সেই জনশূন্য কাননে, রজনীতে, অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখিল—সর্ব্বনাশ!—বৃক্ষান্তরালে মনুষ্য মূর্ত্তি। ইচ্ছা, চীৎকার করে, কিন্তু কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া কথা সরিল না। মনুষ্যমূর্ত্তি যেন বালিকার ভয়বিহ্বলতা দেখিয়া দ্রুতপদে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

বালিকা সিহরিয়া উঠিল। একবার সেই দ্বিতল গৃহের অভিমুখে তাকাইয়া বলিল "এ কিএ! তুমি—তুমি তুমি।" আর কথা সরিল না।

মনুষ্যমূর্ত্তি বলিল, "কমলা, আমিই বটে। আমি আসিয়াছি, কিন্তু যদি বল, যদি আপত্তি থাকে, তবে না হয় ফিরিয়া যাই।"

ক। "তুমি—তা তুমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলে কেন।"

যুবা বলিল, "তুমি অন্যমনে কি ভাবিতেছিলে—বড় সুন্দর লাগিল তাই দেখিতেছিলাম। ধ্যানভঙ্গ করিতে সাহস পাইলাম না।"

ক। "তুমি এখানে কেন? কেহ দেখিলে সর্ব্বনাশ হইবে। নবীন, তুমি ফিরিয়া যাও।"

ন। কেহ দেখিলে যে বিপদ হইবে, এ কথা আমি ভাবি নাই, এ কথা আমার মনে হয় নাই। এখানে যে কেন আসিলাম তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। আমি ফিরিয়া যাইতেছি, কিন্তু অনেক দিনের পর আজ্ যদি দেখা পাইয়াছি, তবে দুটো কথা বলিয়া, দুটো কথা শুনিয়া যাই। আর দুদিন পরে ইহাও ঘটিবে না।

কমলা অধোবদনে রহিল, কোন উত্তর করিল না।

নবীন বলিতে লাগিলেন, "বাল্যকালের কথা কি তোমার মনে আছে, কমলা? তোমার মনে হয় কি না, বলিতে পারি না। তুমি আমি ঐ গঙ্গাতীরে খেলা করিতাম। কোন২ দিন সন্ধ্যা হইয়া যাইত, তবু খেলা করিতাম। তোমার পিতা গালি দিতে২ আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইতেন, আমিও ফিরিয়া যাইতাম। তোমার কি মনে পড়ে কমলা, ঘাটে বসিয়া অর্দ্ধবয়স্কা স্ত্রীলোকেরা মুদিতনেত্রে শিবপূজা করিত, তোমায় আমায় তাহাদের শিব চুরি করিয়া লইয়া হাসিতে২ পালাইতাম। তোমার কি মনে হয় কমলা, আমি অধিক জলে সাঁতার দিতাম; তুমি সাঁতার জানিতে না, মাটিতে হাত দিয়া এক হাঁটু জলে সন্তরণের অনুকরণ করিতে। একদিন হঠাৎ অধিক জলে পড়িয়াছিলে; আমি ধরিয়া তুলিলাম। উঠিয়া আসিবার সময় বলিয়াছিলে, 'বাবা যেন শোনে না।'

ক। কেন তখন তুমি আমায় ধরিয়াছিলে! তখন যদি ডুবিয়া মরিতাম, তা হইলে ত এখন এত কাঁদিতে হইত না।

ন। বলি শুন। আমার পিতা অত্যন্ত পীড়িত। তাঁহার কাছে বসিয়া২ রাত্রি জাগিয়া শরীরটা কেমন হইয়া গিয়াছে, তাই আজ একবার গঙ্গাতীরে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম। গঙ্গাতীরে আমাদের সেই শৈশবের ক্রীড়াভূমি দেখিয়া ভূতপূর্ব্ব ঘটনা সকল আসিয়া স্মৃতিতে দেখা দিল—সেই সকল সুখস্বপ্ন আবার জাগিয়া উঠিল। আমার চক্ষে সে সৈকত তোমার কথা পরিপূর্ণ—প্রতি বালুকায় যেন তোমার নাম লেখা রহিয়াছে। যাহা দেখি তাহাই তোমার কার্য্য সকল মনে করিয়া দেয়। আমি যেন মায়াবদ্ধ হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমি দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিলাম এমন সময় কেহ যেন বলিয়া দিল, এই কাননে আসিলে তোমাকে দেখিতে পাইব। লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—ধীরে২ প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম তুমি শূন্য মনে কি ভাবিতেছ—দেখিলাম তুমি কাঁদিতেছ। মনুষ্য হৃদয়ের বিচিত্র গতি! তোমার রোদন দেখিয়া আমার আহ্লাদ হইল। বাল্যকালে তোমাকে কাঁদিতে দেখিলে ব্যাকুল হইতাম,

আপনার বস্ত্র দিয়া আদরে তোমার চক্ষু মুছাইয়া দিতাম, কিন্তু কি জানি কেন, আজ তোমার চক্ষে জল দেখিয়া আমার আনন্দ হইয়াছিল। আজ আর মুছাইতে ইচ্ছা হইল না। আমি স্থির নেত্রে তোমাকে দেখিতেছিলাম, এমন সময় তুমি আমায় দেখিতে পাইয়া প্রেতজ্ঞানে ভীতা হইলে।

কমলা বাষ্পাবরুদ্ধ বিকৃত কণ্ঠে বলিল—"তুমি আবার কেন আমায় দেখা দিলে? আবার কেন ভূতপূর্ব্ব জাগাইয়া দিতেছ? এখন আর আমাদের দেখা না হয় সেই ভাল।"

ন। দেখা না হয় সেই ভাল, তাহা আমিও জানি। আজ দেখা দিয়াছি, কিন্তু আর দেখা হইবেনা—এই আমাদের শেষ দেখা। এই শেষ দেখা, তবে কেন কমলা, আজ জন্মের শোধ তোমার কাছে বসিয়া তোমারই জন্য কাঁদিয়া যাই না? যাহার জন্য কাঁদি, তাহার কাছে বসিয়া কাঁদা এক সুখ।

কমলা অধোবদনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমি খুঁড়িতেছিল। নবীন বলিতে লাগিলেন—"দেখ কমলা, আমি জানিয়াছি এজন্মে তুমি আমার হইবে না। তুমি আমার হইবে না, ইহা এতদিনে জানিলাম—পূর্ব্বে জানিতে পারিলে ছিল ভাল, কিন্তু বিধাতার কি বিড়ম্বনা। মনুষ্যজীবনে সুখ নাই—আগে বুঝিলাম যে তোমা বিনা সংসার অন্ধকার, তোমা বিনা এ জীবন ভারবহন মাত্র, তার পর বুঝিলাম যে তুমি আমার পক্ষে আকাশকুসুম। এখন তোমার সঙ্গে প্রকাশ্যে আলাপ করিতে ভয় হয়। আর দশ দিন পরে দর্শনের সম্ভাবনাও থাকিবেনা—থাকিলেও তখন এ রূপ গোপনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ অবৈধ। তুমি অন্যের হইলে, আর দেখা সাক্ষাৎ ত হইবেই না, তবে আজ সাধ মিটাইয়া কথা কহিয়া লই। কিন্তু কি বলিব? আমার দুঃখ বাক্যের অতীত—আমার কাঁদিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু বলিবার কথা নাই। কমলা, আজ একবার পূর্ব্বেকার মত হাসিয়া২ ভাল করিয়া দুটো কথা কও। দুটো কথা কও, আমি শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হই।"

কমলা ধীরে২ অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। নবীন বলিতে লাগিলেন "বল, বল, কমলা, যা মুখে আসে বল শুনি। বল তুমি এমন হইয়াছে কেন? তুমি সন্ধ্যাকালে এখানে বসিয়া কেন? তুমি কতক্ষণ বসিয়া আছ?—কেন বসিয়া আছ?—কি ভাবিতেছিলা?—চক্ষে জল কেন?—মুখ ম্লান কেন? বল—বল শুনি—যা হয় বল—অমন করিয়া চুপ করিয়া থাকিও না।"

কমলা আবার চক্ষু মুছিল। মুছিয়া বলিল—"আমি এই খানে মধ্যে২ বেড়াইতে আসি। আজিও আসিয়াছিলাম, কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া যাইতে মনে ছিল না। আমি ভাবিতেছিলাম—বুঝিতে পারি নাই যে সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে।"

ন। কিসের এত গভীর ভাবনা?

ক। গত রাত্রে একটী দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, তাই ভাবিতেছিলাম।

ন। কি দুঃস্বপ্ন?

কমলা উত্তর দিল না—অধোমুখী হইয়া রহিল। কমলাকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া, নবীন বলিলেন "কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলে কমলা? পূর্ব্বে ত আমার কাছে কোন কথা বলিতে এত

সংকোচ করিতে না? এখন এমন হইয়াছ কেন? কমলা, তোমাকে হারাইলাম বলিয়া কি তোমার সব হারাইব? আমার কাছে বল—মনের আগুন মনে চাপিয়া রাখিয়া তাহাতে পুড়িবে কেন? কপালের দোষে, এজন্মে আমি তোমার সুখের ভাগী হইতে পারিলাম না, কিন্তু তোমার দুঃখের ভাগ লইতে সম্মত আছি। তাহার ত আর দুই হাজার টাকা মূল্য নয়?"

শেষ কথা কয়েকটী শুনিয়া কমলা বড় লজ্জিতা হইলেন। বলিলেন "দেখ, সে দিন শুনিলাম যে তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে না। বাবা, দুই হাজার টাকা আমার মূল্য স্থির করিয়াছেন। যে ঐ টাকা দিতে পারিবে, আমি তাহারই হইব। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধের কথা শুনিয়া কত আহ্লাদ হইয়াছিল, তার পর শুনিলাম যে, তোমার পিতা অত টাকা দিতে অসম্মত। তিনি বলিয়াছেন, এত অধিক টাকা দিয়া বিবাহ করিলে সম্মানের লাঘব হইবে। সেই অবধি আমার মন যেন কেমন হইয়া গেল। কাল্ আবার শুনিলাম যে অন্য এক ধনবান যুবা ঐ টাকা দিয়া আমাকে গ্রহণ করিতে সম্মত আছে। বাবাও তাঁহার ইষ্টদেবতা ধনের নিকট অভাগিনীকে বলী দিতে সম্মত আছেন। রাত্রে শুইয়া২ কত কাঁদিলাম, কত কি ভাবিলাম। তার পর ঘুমের ঘোরে আমার বোধ হইল যেন আবার সেই পূর্ব্বের মত তোমায় আমায় গঙ্গার কূলে বালুকার উপর খেলা করিতেছি। দু জনে কখন হাসিতেছি, কখন গলা ধরিয়া কত অনর্থক পরামর্শ করিতেছি—কি পুণ্য করিলে চিরদিন বালিকা হইয়া থাকা যায় নবীন? খেলা করিতে২ আমি সেই বালুকাচরের উপর দৌড়াইলাম। দৌড়াইয়া তোমাকে বলিলাম, 'কই আমায় ধর দেখি, নবীন?'—তুমি আমার পশ্চাৎ২ দৌড়াইলে। অনেক ক্ষণ দৌড়াইয়া উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। উভয়েই ক্লান্ত হইলাম, তবু তুমি আমায় ধরিতে পারিলে না। এমন সময় তুমি একখানি ইটের উপর হোঁচট খাইয়া বেগে আসিয়া আমার উপর পড়িলে। তখন বোধ হইল যেন তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিতেছে। তুমি বলিলে, 'আয় কমলা, আমরা জল খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণ করি, গঙ্গায় নামিয়া শীতল হই'—দুজনে নামিয়া অঞ্জলি২ জল খাইলাম। তার পর যেন দুই জনে সাঁতার দিলাম। আমি সন্তরণ ভাল জানি না, অল্প জলে সাঁতরাইতে লাগিলাম। তুমি সাঁতরাইতে২ স্রোতবেগে আমায় ফেলিয়া অধিক দূরে গিয়া পড়িলে। আমি তাহা দেখিয়া ব্যাকুল হইলাম;—হঠাৎ পাদস্খলিত হইয়া অধিক জলে পড়িলাম। জলের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছিল। তাহাতে পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিলাম। তুমি আমাকে ডুবিতে দেখিয়া স্রোতবেগ ঠেলিয়া আসিয়া আমাকে ধরিবার জন্য ডুবিয়া তুমিও সেই আগুনে পড়িলে। দুই জনে গলাগলি হৃদয়ে সেই আগুনে পুড়িতে লাগিলাম। প্রাণটা আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল—এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া অঞ্চল দিয়া কপালের ঘাম মুছিলাম। মনে বড় ভয় হইল—আচ্ছা নবীন, জলে কি আগুন থাকে?"

নবীন, কমলার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে-

ছিলেন। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন "তোমার স্বপ্ন সফল হইল কই কমলা? তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পাইয়া পুড়িয়া মরিলেত ছিল ভাল। আমি যে কেবল প্রণয় তৃষ্ণায় পুড়িলাম—তৃষ্ণা নিবারণত হইল না—জলত পাইলাম না? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার স্বপ্ন সফল হোক্।"

নবীন যাই এই কথাটী বলিলেন, অমনি উদ্যান পার্শ্বে একটা কুকুর কাঁদিয়া উঠিল। একখানি কালমেঘ আসিয়া চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিল—আম্রকানন অন্ধকার হইল। বায়ু অকস্মাৎ একবার কিছু প্রবল বহিল—বায়ুভরে কাননস্থ বৃক্ষরাজি সড় সড় করিয়া উঠিল। কমলা ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া দেখিল, একটী নক্ষত্র আকাশ হইতে খসিয়া পড়িল। কমলার হৃদয় কম্পিত হইল—কমলা সিহরিয়া উঠিল।

নবীন আবার বলিলেন "দেখ কমলা, বিধাতার বিচার নাই। যাহাকে পাইব না, তাহার জন্য প্রাণ কাঁদে কেন? স্মৃতি আশার অনুগামিনী নহে কেন? আমার দুঃখের শেষ নাই কমলা; বুঝিয়াছি তোমায় পাইব না, তবু কেন তোমায় ভুলিতে পারি না?"

কমলা অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। কিঞ্চিৎ পরে বলিলেন, "দেখ নবীন, কথকের মুখে শুনিয়াছি, ভীষ্মের নাকি ইচ্ছামৃত্যু ছিল—তা কি সত্য?" নবীন এ কথারও উত্তর দিলেন না। বলিলেন, "কমলা, তুমি পরের হইলে কি কখন তোমার বাল্যসখাকে মনে করিবে?"

কমলা আবার চক্ষু মুছিল। কমলা নীরবে কাঁদিতেছিল।

এমন সময় বাটীর ছাদ হইতে তাঁহার পিতা ডাকিলেন, কমল, কমলা—কি জ্বালা, এমন মেয়েও ত কোথাও দেখি নাই?"

কমলা ব্যস্ত হইয়া নবীনের মুখপানে তাকাইলেন। সে কাতরদৃষ্টি বলিতেছিল, "নারীজন্ম বড় পাপ—কি করিব? আমি স্বাধীন নই—এখন যাই।"

নবীন, সে দৃষ্টির কাতরতা অনুভব করিলেন। বলিলেন, "যাও কমলা। এই আমাদের শেষ দেখা। আর কখন যে তোমাকে দেখিতে পাইব, এমন ভরসা নাই। আমি জন্মের মত বিদায় হইতেছি—একটা কথা বলিয়া যাই। আমি তোমাকে ভাল বাসি—আমার এই প্রথম, এই শেষ ভালবাসা। ভালবাসিয়া কখন কেহ সুখী হয় নাই—আমিও হইলাম না। এমন কি পুণ্য করিয়া আসিয়াছি যে তোমাকে পাইব? কিন্তু এক অনুরোধ আমাকে ভুলিও না। পুরুষের কঠিন প্রাণে অনেক সহে, কিন্তু তুমি আমাকে ভুলিয়াছ, এ কথা যেন মনে করিতে না হয়। এ চিন্তায় আমার মর্ম্ম চ্ছেদ হইবে। আর এক অনুরোধ কমলা, যে দিন শুনিবে নবীনের নাম পৃথিবী হইতে উঠিয়া গিয়াছে—যে দিন শুনিবে নবীন নাই, সেই দিন আজকার মতন এমনি দুই বিন্দু চক্ষের জল ফেলিও। আমার ভাল বাসার, আমি ইহার অধিক প্রতিদান চাহি না। আমি চিরদিন তোমার উদ্দেশে যে উপহার দিব, আমি মরিলে তুমি এক দিন আমাকে তাহা দিও। আমি চলিলাম। কানন প্রান্তে মনুষ্য পদশব্দ শুনা যাইতেছে—আর অপেক্ষা করিব না। ঈশ্বর তোমায় সুখী করুন——

নবীন দ্রুতপদে কানন হইতে বহি-

র্গত হইলেন। কমলা কাঁদিতে২ বাটী ফিরিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ আনন্দের সীমা নাই।

নবীনের পিতা অতি ধনবান লোক। তিনি যে দুই সহস্র টাকা দিয়া তাঁহার একমাত্র সন্তান নবীনকে সুখী করিতে পারিতেন না, তাহা নহে। এত টাকা দিয়া বিবাহ করিলে কুলমর্য্যাদার হানি হইবে, এই ভয় এবং নবীনের মনে যে প্রণয় সঞ্চার হইয়াছে, ইহা তিনি জানিতেন না, নহিলে সুখের সহিত তুলনায় দুই সহস্র টাকা কোন ছার?

যে দিন জাহ্নবীতীরবিরাজী সেই কাননাভ্যন্তরে আম্রবৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া নবীন আপনি কাঁদিয়াছিলেন, কমলাকে কাঁদাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিতা অত্যন্ত পীড়িত। ক্রমশঃ তাঁহার রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অনেক সুচিকিৎসক আহূত হইয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুর ঔষধ নাই—তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। রোগ দিন২ আরও কঠোর হইয়া দাঁড়াইল। এক দিন দুই দিন করিয়া কাল যায়—নবীন মাধব শিয়রে বসিয়া কখন ভাবেন, কখন বা নীরবে দুই চারি বিন্দু অশ্রুপাত করেন।

নবীনের পিতার মৃত্যু হইল। নবীন রীতিমত অন্ত্যেষ্টীক্রিয়াদি সমাপন করিলেন। একাদশাহে শ্রাদ্ধ হইল। শ্রাদ্ধীয় পিণ্ডাবশেষ নবীন মাধব গঙ্গাজলে ভাসাইয়া আসিলেন। আজি হইতে পিতার সঙ্গে সম্বন্ধ মিটিল। নবীনের পিতার মৃত্যুর পর কিছু দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। তিনি এত দিন কমলার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। কমলাকে যে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে—কমলা কি ভুলিবার ধন? তাহাকে কি নবীন ভুলিতে পারেন? তবে এত দিন শোকভরে এবং নিন্দাভয়ে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করেন নাই। কমলার কথা যখনই মনে হইত—মনে হইত আবার কি?—কমলা তাঁহার মন ছাড়া কখন?—নবীন সর্ব্বদা দুঃখিত থাকিতেন, কিন্তু মনের দুঃখ মনের ভিতর লুকাইয়া রাখিতেন, প্রকাশ করিতেন না। কালি তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আজই কমলার জন্য ব্যস্ত হইলে লোকে কি বলিবে?

নবীন শুনিলেন, যে কমলার বিবাহের সম্বন্ধ সুস্থির হইতেছে। এখন নবীন স্বাধীন। এখন নবীন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। যদি কেবল টাকায় কমলাকে পাওয়া যায়, তবে আর কথা কি? দুই সহস্র টাকা কোন্ ছার? টাকা কি, মাটি মাত্র। তাহাতে কাহারও সুখ বাড়ে না, কাহারও দুঃখ কমে না। অসভ্য জাতির মধ্যে ফেলিয়া দিলে, তাহারা ঘৃণা করিয়া স্পর্শও করে না। তাহার বিনিময়ে কমলা—মাটির বিনিময়ে রত্ন—ইহার অপেক্ষা সুলভ কি? যদি টাকায় কমলাকে পাওয়া যায়, তবে নবীনের হাত হইতে কে কমলাকে লয়? নবীন স্থির করিলেন যে, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়াও এ অমূল্যনিধি লইয়া কণ্ঠে পরিবেন। নবীনমাধব মনে মনে সংকল্প স্থির করিয়া এক জন পারিষদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হায় হে, তুমি কমলার বিবাহের কথা কিছু শুনিয়াছ?" পারিষদ বলিল, "আজ্ঞা হাঁ শুনিয়াছি।"

ন। কি শুনিয়াছ?

পা। শুনিয়াছি, কমলার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে।

ন। কাহার সঙ্গে?

পা। নীলকান্ত বাবুর সঙ্গে।

ন। নীলকান্ত বাবু কে?

পা। শ্রীমন্তপুরের এক জন ধনবান জমীদার।

ন। কিরূপ সম্বন্ধ হইয়াছে; কেবল কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত না আর কিছু?

পা। কথাবার্ত্তা সুস্থির হইয়াছে—শীঘ্র পাকা পাকি হইবে।

ন। তবে আজিও পাকাপাকি হয় নাই?

পা। না

ন। তুমি বেস জান, হয় নাই?

পা। আমি নিট্ খবর জানি।

নবীন মাধব 'দুর্গা' বলিয়া নিশ্বাস ছাড়িলেন। তাঁহার অন্তর হইতে একটী ভার নামিল। তিনি বলিলেন—"এক কাজ করিতে হইবে। কমলার পিতার কাছে যাও। নীলকান্তের সহিত যাহাতে বিবাহ না হয়, তাহা করিতে হইবে। আমার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিও। তিনি যত টাকা চান্, তাহাই স্বীকার করিও। কসাকসি করিয়া যতদূর কমাইতে পার, তাহারও চেষ্টা দেখিও।"

পা। একজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তিনি কি তাহা ভাঙ্গিতে পারিবেন? ভদ্রলোকে কি ইহা পারে?

ন। ভদ্রলোকে পারেনা, কিন্তু তিনিত ভদ্রলোক নহেন। তিনি অর্থপিশাচ—অধিক টাকা পাইলে নিশ্চয় স্বীকার করিবেন, তাহার জন্যে কোন চিন্তা নাই।

পা। তিনি যেন স্বীকার করিলেন, কিন্তু——

ন। কিন্তু কি?

পা। কাজটা অন্যায় হয় না?

ন। ন্যায়ান্যায় তোমার দেখিবার প্রয়োজন নাই—আমি যাহা বলি, কর। অন্যলোক হইলে এ কথায় অপ্রতীভ হইত, কিন্তু ধনবান লোকের পারিষদেরা অপ্রতীভ হইবার লোক নহেন—যে হয়, সে পারিষদের অনুপযুক্ত। "যে আজ্ঞা, আমি চলিলাম" বলিয়া পারিষদ উঠিল। উঠিয়া দুই এক পা যাইতেই নবীন আবার তাহাকে ডাকিলেন। ডাকিয়া বলিলেন "দেখ, আর এক কথা—যদি সারোদ্ধার করিয়া উঠিতে পার, তবে এক্ষণে তাঁহাকে গোল করিতে নিষেধ করিও। সকল বিষয়, যতদূর সাধ্য, গোপনে সমাধা করিতে হইবে।"

পা। গোপনে কেন?

ন। "তাহা পরে বলিব, এখন যাও। কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, তোমাকে সন্তুষ্ট করিব"

পা। "অধিক বলিতে হইবে কেন? মহাশয়েরই খাইতেছি" বলিয়া বিদায় হইল।

নবীনমাধব সকল বিষয় গোপনে সমাধা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাহার বিশেষ কারণ ছিল। নীলকান্ত ধনবান লোক। তিনি কখনই সহজে ছাড়িবেন না। নবীনমাধব কমলাকে অধিক অর্থ দিয়া লইতেছেন শুনিলে, তিনি আরও অধিক চাহিবেন, সুতরাং নবীনকে তদপেক্ষা অধিক স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ অনর্থক জেদে অর্থনাশ হইবে, ইহা কখনই সৎপরামর্শ নহে। যদি কথা, বিবাহের পূর্ব্বে প্রকাশ হয়, তবে অবশ্য

অর্থনাশ স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু যদি গোপনে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তবে অনর্থক জেদে যাওয়ার আবশ্যক কি? এই সকল ভাবিয়া নবীন বাবু পারিষদকে ফিরাইয়া ও পরামর্শ দিয়াছিলেন।

পারিষদ চলিয়া গেল। নবীনমাধব চঞ্চল হৃদয়ে তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। সে দিন অন্যান্য কার্য্যও করিলেন, কিন্তু তাঁহার মন সেই পারিষদের কাছে পড়িয়া ছিল। তিনি ভাবিলেন—"কমলা, কমলা—আহা! কমলা কি আমার হইবে? যদি কমলার পিতা স্বীকার না হয়েন, তবে—তা তিনি স্বীকার না হবেনই বা কেন? তাঁহার যাহা হৃদয়-শোণিত অপেক্ষাও প্রিয়, তাহা তিনি যত চান্, দিব। তিনি বোধ হয় সম্মত হবেন। আমি মিছা আশঙ্কা করিতেছি—'স্নেহঃ পাপমাশঙ্কতে' সত্য কথাই বটে। আবার কমলার সেই স্বপ্ন তাহা কি সফল হইবে? স্বপ্নের কথা ধর্ত্তব্য নহে, কিন্তু সফল হইলেও হইতে পারে। এমন অনেক সময়ে হইয়াছে, তাহারও প্রমাণ আছে, আমার ভাগ্যেই কি হইবে না? আর কমলা যদি আমার হয়, এমন দিন কি হবে?" নবীন একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন—দেখিলেন ছবি সুন্দর দেখাইতেছে কি না? দেখিলেন, প্রকৃতীর মুখ হাসি২ লাগে কি না? দেখিয়া আবার ভাবিলেন "কই স্বভাব ত হাসিতেছে না, কই আকাশ ত সুন্দর লাগিতেছে না, তবে কি আমি কমলাকে পাইব না? আজ পূর্ণিমার রাত্রি, তবে আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে না কেন? আজ আকাশে খণ্ড২ মেঘ কেন? আমারই জন্য কি আজ পূর্ণিমার রাত্রে আকাশে মেঘ? আমার অদৃষ্টে বুঝি সুখ হইল না, নহিলে নীলগগনে চাঁদ হাসিত।"

কি উদ্ধত্য! মানব, তুমি কি? তুমি আপনাকে মহৎ বলিয়া জান, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি তুমি কি? এই পৃথিবী, যাহার আয়তন তুমি মনে ধারণ করিতে অক্ষম, তাহা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কত টুকু!—এই অনন্ত নীলসাগরে বালুকাকণার ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে, এই অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে পরমাণুতুল্য। সেই বালুকাকণার তুমি বালুকাকণা, সেই পরমাণুতেই তুমি পরমাণু। তোমার গৌরব কি? কিসের আস্ফালন। কিসের স্পর্দ্ধা। ছি! তুমি কীটাণুকীট, তুমি কি স্বভাবকে আপনার বশ, আপনার সুখ দুঃখভাগী করিতে চাও? তুমি যেই হও—অগষ্টী কোমট্‌ই হও আর পথি পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র কীটই হও, তোমার সুখদুঃখে পৃথিবীর কি যায় আসে? দেখ নবীনমাধব, আজ আকাশে মেঘ উঠিয়া চন্দ্রকে ঢাকিয়াছে, আবার কালি তুমি যদি মর, তবু হয় ত চাঁদ হাসিবে। তুমি কে, যে প্রকৃতীকে, আপনার হাসিতে হাসাইতে, আপনার কান্নায় কাঁদাইতে চাও।

নবীন অনেক ভাবিলেন। পারিষদ আসিয়া খবর দিল, সংবাদ শুভ। নবীন মনে করিলেন, "তা পূর্ব্বেই বুঝা গিয়াছিল। আমি তখন তত মনোযোগ করি নাই, কিন্তু আকাশে যদিও মেঘ ছিল, তবু স্বভাবের মুখ বেস সুন্দর লাগিয়াছিল, সে মেঘে মাধুর্য্য ছিল।" নবীন মাধব আপন অনামিকা হইতে হীরকাঙ্গুরীয় খুলিয়া পারিষদকে বক্‌সীস্ করিলেন। আজ আনন্দের সীমা নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কাহার দিন সমান যায় না।

কমলা যখন নবীনকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন কমলা জানিত না ভালবাসা কি? বাল্যকালে কমলার মনে প্রণয়সঞ্চার হইয়াছিল, কমলা মনে২ নবীনের একান্ত অনুরাগিণী, কিন্তু কখন আপনার মনের কথা বুঝিতে পারে নাই। কখন আপনার মনকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই, অথচ ভালবাসিত এবং সে ভালবাসা অনেক সময়ে কার্য্যে প্রকাশ পাইত—অগ্নি চাপা থাকিবার নহে।

দুই জনে স্নান করিতে গঙ্গায় নামিয়া অধিক জলে যাইত, কমলা সন্তরণ জানিত না, সুতরাং অল্প জলে তাহার অনুকরণ করিত। কত দিন সাঁতরাইতে ভুলিয়া গিয়া, কমলা একদৃষ্টে নবীনের মুখপানে তাকাইয়া থাকিত। নবীন আবার যখন সাঁতরাইতে২ ডুবিত, তখন কমলার চমক ভাঙ্গিত, তখন আবার কমলা বালুকার উপর হস্ত দিয়া জলের উপর পা আছ-ড়াইত।

কত দিন খেলিতে২ সন্ধ্যা হইয়া যাইত। নির্ম্মল আকাশে চাঁদ উঠিত, তখন দুই জনে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া চাঁদ দেখিত—চাঁদের কাল দাগগুলি দেখিত। পাঠক, আপনি ইংরেজী পড়িয়াছেন, আপনি বলিবেন, ওগুলি গিরিগুহা—সূর্য্যালোক প্রবেশ হয় না বলিয়া অন্ধকার দেখায়। সাধারণ লোকে উহাকে চন্দ্রের কলঙ্ক বলে। কমলা গিরিগুহাও বলিত না, কলঙ্কও বলিত না। কমলা জানিত, চাঁদে একটী কদম্ব বৃক্ষ আছে, তাহার তলে একটী হরিণ শয়ন করিয়া আছে এবং বুড়ী চরকা কাটিতেছে! চাঁদ দেখিয়া, এই গুলি নবীনকে বুঝাইয়া দিবার জন্যে নবীনের মুখ পানে তাকা-ইয়া, কমলা বক্তব্য বিষয় ভুলিয়া গিয়া, কদম্ব বৃক্ষ, হরিণ, বুড়ির চরকা ভুলিয়া গিয়া, নবীনের মুখ পানে তাকাইয়া থা-কিত। নবীন আবার যখন চন্দ্র হইতে চক্ষু উঠাইয়া লইয়া কমলার মুখে ন্যস্ত করিত, তখন দুই জনের চারিচক্ষু একত্র হইলে, কমলা "কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম" বলিয়া অন্যমনা হইত।

নবীনকে দেখিতে বেস লাগিত, নবী-নকে দেখিয়া আনন্দ হইত, কমলা মনে করিত এমনি সুখে চিরদিন যাবে। ক্রমে কমলার বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন কমলা আপন হৃদয়ের কথা কতক২ বুঝিতে পারিল। তার পর নবীন বিদ্যা-ভ্যাসের জন্য কলিকাতায় গেলেন—বহু দিন দেখাসাক্ষাৎ হইল না, বহুদিনের অদর্শনেও কমলা নবীনকে ভুলে নাই। নবীন কমলার চক্ষের বাহির হইয়াছিলেন কিন্তু অন্তরের বাহির হইতে পারেন নাই। যে দিন আকাশে চাঁদ উঠিত, সেই দিনই কমলা নবীনকে মনে করিত, যে দিন চাঁদ উঠিত না, সে দিনও সেই সুন্দর মুখখানি চিন্তাপ্রবাহ মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইত। যে দিন পিতা ভর্ৎসনা করিতেন, যে দিন পিতা আদর করিতেন সেই দিনই কমলা নবীনের ভাবনা ভাবিত।

কমলা বিবাহযোগ্যা হইল—বিবাহের সম্বন্ধ হইতে লাগিল। নবীনের সঙ্গে বিবা-হের কথা—কমলার আহ্লাদের সীমা রহিল না। নবীন কমলার হইবে—কম-লার চক্ষে সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল—কমলা মনে করিল, মনুষ্যজন্ম সুখের নিদান। কমলা বালিকা, কমলা

বাঙ্গালী বালিকা, সুতরাং জানিত না যে কিসে কি হয়—জানিত না যে সংসার দুঃখময়, জানিত না যে আকাশে মেঘোদয় হয়, জানিত না যে মেঘে বজ্রাঘাৎ হয়। কমলা দেখিতেছিল তাহার আকাশ নির্ম্মল, কমলা মনে করিত এমনি নির্ম্মল আকাশ চিরদিন থাকিবে।

কমলা যে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহা ভাঙ্গিল। আকাশে মেঘ দেখা দিল—কমলা ভীতা হইল। সেই করাল মেঘে বজ্রাঘাৎ হইল—কমলা কাঁদিতে লাগিল। হতভাগিনী শুনিল যে নবীন তাহার হইবে না। এ কথা যদি কমলা আগে জানিতে পারিত—মনে মনে ভাবী সুখের চিত্রগুলি আঁকিবার পূর্ব্বে জানিতে পারিত, তাহা হইলে আপন মনকে দমন করিতে পারিত কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু এখন তাহার আর উপায় ছিলনা। কমলা তখন কত সুখের কল্পনা করিয়াছে, জীবনের কত কার্য্যের সংকল্প করিয়াছে—আর কি হারান মন ফিরিয়া পাওয়া যায়? কমলা মনে করিল "এমন কেন হয়? যাহাকে ভালবাসি, যাহাকে পাইলে সুখী হই, তাহাকে পাই না কেন?"—কেন হয়?—নির্ব্বোধ কমলা বুঝিত না যে কাঁদিবার জন্য মনুষ্যের জন্ম। কেন হয়?—না হইলে মনুষ্য কাঁন্দিবে কেন? বিধাতার কি নিষ্ঠুরতা! কমলা আগে বুঝিল যে নবীন বিনা জীবনে সুখ নাই, পরে বুঝিল যে নবীন তাহার পক্ষে আকাশ-কুসুম—আগে বুঝিল যে নবীন বিনা সংসার অন্ধকার, পরে বুঝিল যে এ অন্ধকার অবশ্যম্ভাবী।

কমলার কত দুঃখ, কত যাতনা! কমলার হৃদয়ে কালাগ্নি জ্বলিতেছে, অথচ সে অনল যে কখন নিভাইবে সে আশা নাই। কমলার অন্তরে বৃশ্চিকে দংশন করে, কমলা বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে, কিন্তু সে বিছা ঝাড়িয়া ফেলিতে পারে না—কমলার দুঃখ অন্যের অশ্রোতব্য, অন্যের অবক্তব্য। কেহ দেখে না, কেহ শুনে না, কেহ সুধায় না, কমলার অন্তরের শ্বাস অন্তরে বিলীন হয়, কমলার চক্ষের জল চক্ষে শুকায়—কমলা গর্ভাগ্নিভূধর।

কমলার সুখের আশা ফুরাইল। আশা ফুরাইল ত থাকিল কি? দুঃখ। কমলা সেই দিন হইতে কেমন হইল। কাহারও কাছে বসিত না—যেখানে দশ জন বসিত, কমলা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে গিয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে বসিত। কখন অন্য মনে বাটীর সংলগ্ন উদ্যানে ভ্রমণ করিত, কখন বা শূন্য হৃদয়ে সেই বাল্যক্রীড়ার স্থান এক দৃষ্টে চাহিয়া দেখিত। কেন সে উদ্যানে যাইত, কেন এমন করিয়া চাহিয়া দেখিত, তাহা আপনি বুঝিতে পারিত না, অথচ যাইত এবং দেখিত। যে দিন সেই কাননে নবীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে দিনও কমলা এমনি আসিয়াছিল—নির্জ্জনে কাঁদিতে আসিয়াছিল।

দিন যায়। কাহারও দুঃখ চিরস্থায়ী নহে, কাহারও সুখ চিরস্থায়ী নহে। কমলার আকাশে যে মেঘ দেখা দিয়াছিল, তাহা যাইবে, একথা কমলা কখন ভাবে নাই। কমলা কখন ভাবে নাই কিন্তু তাহাই হইল। অকস্মাৎ পবন বেগে বহিল—মেঘ উড়িয়া গেল। কমলা শুনিল যে, নবীনের পিতার মৃত্যু হইয়াছে, নবীন বিবাহে যত্নবান হইয়াছেন এবং তাহার পিতাও সম্মতি দিয়া-

ছেন। কমলার চক্ষের জল শুকাইল, কমলার মুখ আবার হাসি২ হইল— আহ্লাদে সুন্দর মুখ আরও সুন্দর হইয়া উঠিল। সুন্দর বাসন্তী কুসুমের উপর যেন বালসূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইল।

নবীনের সহিত কমলার বিবাহ হইল। বিবাহ হইলে কমলা নবীনের গৃহে আসিল। নবীনকে কমলা প্রাণের অধিক দেখিত, নবীনের সহবাস স্বর্গবাস মনে করিত, তবু পিত্রালয় হইতে আসিবার সময় কমলা কাঁদিতে২ আসিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

তুমি আমার, আমি তোমার।

ভূমণ্ডলে বাঙ্গালীর ন্যায় নিরীহ এবং শান্তজাতি বোধ হয়, নাই। আমরা বিবাদ, বিসম্বাদ, কলহ, কোন গোলমালে থাকিতে ইচ্ছা করি না। 'সুখ চেয়ে স্বোয়াস্তি ভাল' আমাদের চিরপরিচিত প্রবাদ। বাঙ্গালীর মেয়ে, এ জাতির মেয়ের যেমন হওয়া উচিত এবং যেমন সকল দেশের মেয়ে হইলে পৃথিবীর সুখের ভাগ অনেক বৃদ্ধি হইত, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তেমনি কমলা। অন্যান্য জাতির সহিত বাঙ্গালীর যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালী পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের সহিত কমলার সেই সম্বন্ধ। বাঙ্গালীর মেয়ের মধ্যে কমলা বাঙ্গালীর মেয়ে।

কমলা রাগ করিতে জানিত না, কমলা মন্দ কথা জানিত না, কমলা কিছুই জানিত না—কেবল হাসিতে এবং কাঁদিতে জানিত। কমলাকে যে যাহা বলিত, কমলা তাহাই শুনিত—কমলা দাসীরও দাসী। বাটীর মধ্যে কেহ উচ্চ কথা কহিলেই কমলা ভীতা হইতেন— মনে করিতেন, বুঝি আমিই বা কি করিয়াছি।

কমলা নবীনকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিত, কিন্তু কমলার প্রণয় কখন বাক্যে প্রকাশ হইত না। 'তোমাকে আমি ভালবাসি' এ কথা কমলা কখন বলিত না—যে কমলার ন্যায় ভালবাসে সে বলেও না। কমলার প্রণয় কার্য্যে প্রকাশ পাইত। কমলা বড় লজ্জাশীলা। বিবাহের পর লজ্জা আরও যেন বাড়িয়াছিল। কমলার সে বাল্য ভাব আর নাই। এখন মুখ তুলিয়া বাল্যসখা নবীনের মুখপানে তাকাইতেও লজ্জা হইত—দুই জনের চারি চক্ষু একত্র হইলেই অমনি কমলা ব্রীড়নম্রা হইয়া চক্ষু ভূতলে নিবিষ্ট করিত। সর্ব্বদা নবীনের মুখপানে তাকাতে পারিত না বলিয়া কমলা আপনার উপর আপনি বড় বিরক্ত হইত। সাধ মিটিত না, সুতরাং নবীন যখন কোন দিন দিবসে নিদ্রা যাইতেন, তখন কমলা তাঁহার পদতলে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিত এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কে চক্ষুতে আনিয়া সেই অনিন্দ্য গৌরকান্তি মুখপ্রতি চাহিয়া থাকিত।

কমলাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য নবীন অনেক অনুরোধ করিতেন, কিন্তু কমলা কিছুতেই শিখিতে চাহিত না। এক দিন নিতান্ত পেড়াপিড়ি করিলেন— মাথার দিব্য দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন শিখিবে না?" কমলা বলিল "আমি শুনিয়াছি, মেয়ে মানুষে লেখাপড়া শিখিলে স্বামীর অমঙ্গল হয়। আমাদের গোলাপ কেমন উত্তম পড়া শিখেছিল, কেমন দাতাকর্ণ, গঙ্গার

বন্দনা পড়িত, তা সে পোনের বৎসর বয়সে বিধবা হোয়েছে।" নবীন শুনিয়া হাসিলেন, কিন্তু এ ভ্রম দূর করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

এক দিন কমলা স্নানান্তে বসিয়া আপন মনে চুল শুকাইতেছিল। নবীন ধীরে২ গিয়া দুই হস্তে তাহার চক্ষু চাপিয়া ধরিয়াছিলেন ;• কমলা চিনিতে না পারিয়া বড় ব্যস্ত হইয়াছিল। কমলা, প্রতিশোধ দেবার জন্য, আর এক দিন নিঃশব্দে ঘরে আসিয়া ছোট২ হাত দুখানি দিয়া নবীনের চক্ষু আবরণ করিয়াছিল। কমলা নিতান্ত সরলা, চক্ষু ধরিয়া আপনি বলিয়া ফেলিল "কে বল দেখি ?"—নবীন হাসিয়া উঠিলেন। কমলা অপ্রতীভ হইয়া চক্ষু ছাড়িয়া দিল।

আর এক দিন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সময়ে দুই জনে শয়নমন্দিরে বসিয়াছিলেন। নবীন একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন আর অল্প২ হাসিতেছিলেন। কমলা একখানি চিত্র হস্তে করিয়া দেখিতেছিলেন—বাম জানু মাটিতে পাতিয়া, দক্ষিণ জানুতে চিবুক রাখিয়া এক মনে দেখিতেছে। চিত্রকর অতি সুন্দর আঁকিয়াছে। অভিমানিনী রাধা অবগুণ্ঠনে অর্দ্ধমুখ ঢাকিয়া, ক্ষিতিতল-নিবিষ্ট দৃষ্টি হইয়া কাঁদিতেছেন—কৃষ্ণ পদযুগল ধরিয়া সাধিতেছেন। তাহার তলে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে "দেহি পদ পল্লব মুদারং।" চিত্রকর রাধিকার মূর্ত্তি অতি সুন্দর করিয়া লিখিয়াছে। কমলার বড় আনন্দ হইল। নবীনকে সে আনন্দের ভাগী করিবার জন্য কমলা, মুখ না খুলিয়াই বলিল, "দেখ কেমন ছবিটি।"

নবীন একচিত্তে পাঠ করিলেন, কমলার কথা শুনিতে পাইলেন না। কমলা কোন উত্তর না পাইয়া, মুখখানি তুলিয়া নবীনের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, নবীন পড়িতেছে আর অল্প২ হাসিতেছে। কমলা সুন্দর ছবি দেখা ভুলিয়া গিয়া নবীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। নবীন পড়িতেছিলেন—এক স্থানে লেখা আছে—

> বনের হাতিয়া জনু (১) দাবানলে দগধি,
> অমিয়া সাগর পানে ধায়।
> তৈছন মঝু মতি, জিনিয়া বিজুরী গতি,
> সেই সিন্ধু পানে তিয়াসে (২) চায়॥
> যব ধরি পেখনু (৩) সো চাঁদ বয়ান।
> সোই ধেয়ান মেরে সোই গেয়ান॥

বড় মধুর লাগিল—নবীনও পুস্তক হইতে চক্ষু উঠাইয়া কমলার মুখের দিকে তাকাইলেন। চারি চক্ষু একত্র হইল—নবীন বলিলেন 'কি ?' তখন কমলা ব্যস্ত হইয়া পটখানি নবীনের হাতে দিয়া বলিলেন "দেখ কেমন সুন্দর ছবিটি।"

নবীন রাধিকার মুখ দেখিতে লাগিলেন, কমলা নবীনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। নবীন ছবি দেখিয়া হাসিলেন, কমলাও হাসিল—নবীনকে হাসিতে দেখিয়া হাসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নবীন আবার কমলার মুখের দিকে তাকাইলেন।

কমলা হাসিতে২ বলিল, কেমন ?

নবীন তেমনি হাসিতে২ বলিলেন "আমি ইহার অপেক্ষা সুন্দর ছবি দেখিয়াছি।"

(১) যেন।
(২) তৃষ্ণায়।
(৩) দেখিলাম।

ক। ইহার অপেক্ষা সুন্দর ? তোমার মিথ্যা কথা।

ন। মিথ্যা কেন ?

ক। কোথা আছে সে ছবি?

ন। আমার কাছেই আছে ?

ক। কই দেখি ?

তখন নবীন হাসিতে২ এক খানি দর্পণ হাতে করিয়া কমলার মুখের কাছে ধরিলেন। ধরিয়া বলিলেন, "এই দেখ।" কমলা হঠাৎ তাকাইলেন। দর্পণে আপনার মুখ দেখিয়া কিছু লজ্জিতা হইলেন—কৃত্রিম ক্রোধের সহিত 'যাও' বলিয়া মুখ নত করিলেন।

এই রূপ আমোদ আহ্লাদে, এই রূপ সুখে দিন যাইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাড়া ভাতে ছাই।

নীলকান্ত বাবু এক জন ধনবান জমীদার। তাঁহার বয়স আন্দাজ পঞ্চবিংশতি বৎসর। তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইলে, তিনিই নবীনের পিতার জীবদ্দশায় কমলার পাণিগ্রহণ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন। কমলা তখন অবিবাহিতা বালিকা, অথচ নিতান্ত বালিকাও নহে। সেই সময়ে, স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, কমলা এক দিন অন্য মনে ছাদের উপরে করতলে কপোল রাখিয়া বসিয়াছিল। তখন কমলার সর্ব্বনাশ উপস্থিত—তখন সম্ভবতঃ নবীনের সঙ্গে সুতরাং সুখ, শান্তি, পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধ মিটিয়াছে। ভাবুক মাত্রেই জানেন, সুন্দর মুখ দুঃখ ভারাক্রান্ত হইলে কেমন সুন্দর দেখায়, কিন্তু পাঠক, যদি তুমি ব্রাহ্ম হও, তবে ইহা বুঝিতে পারিবেনা, সে মুখের মহিমা তোমার ধারণার অতীত, কারণ তোমার রসবোধ নাই। সে অপসরানিন্দিত রূপ দেখিয়া নীলকান্ত মোহিত হইলেন—অমন রূপ দেখিলে কে না হয়? মোহিত হইয়া তাহাকে অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী এবং চিরদুঃখিনী সঙ্গিনী করিতে চাহিলেন। কমলার পিতা অর্থপিশাচ—অর্থের অনুরোধে দুহিতাকে নিক্ষেপ করিতে স্বীকৃত হইলেন। বিবাহের কথাবার্ত্তা হইল সম্বন্ধ স্থির তখনও হয় নাই। এমন সময় নবীন গোপনে গোপনে পরামর্শ স্থির করিলেন, গোপনে সম্বন্ধ হইল, গোপনে বিবাহ হইল, গোপনে কমলাকে গৃহে আনিয়া গৃহ উজ্জ্বল করিলেন। তিনি গৃহ উজ্জ্বল করুন, কিন্তু যাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছেন, সে বিনা বাক্যব্যয়ে সহ্য করিবেক কেন? দুগ্ধপোষ্য বালকের নিকট তাহার খেলাইবার পুতুলটি কাড়িয়া লইতে গেলে সে যথাসাধ্য প্রতিযোগিতা করে—পুরুষে এমন অত্যাচার কে সহ্য করিতে পারে? কেহ সহ্য করে না—নীলকান্ত ধনবান লোক, তিনি সহ্য করিবেন কেন? নীলকান্ত ষড়যন্ত্র করিয়া নবীনের নামে জাল মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। যদি মোকদ্দমায় জয়ী হইতে পারেন, তবে নবীনকে সর্ব্বশান্ত হইতে হইবে। কষ্টে পড়িলে কমলার মুখ ম্লান দেখিয়া নবীন কাঁদিবেন আর তিনি প্রাণ ভরিয়া হাসিবেন, এই নীলকান্তের ইচ্ছা।

জেলায় মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। নবীন মাধবের নামে সমন জারি হইল। সমন পাইয়া নবীন বড় দুঃখিত হইলেন। তাঁহার নামে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বলিয়া ততদূর নহে,

কমলাকে যে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহাই বলিয়া তাঁহার বিশেষ ভাবনা হইল, এ কথা কমলার কাছে কেমন করিয়া তুলিবেন? কি বলিয়া কমলার কাছে বিদায় চাহিবেন? বিদায় চাহিলে কমলা কি বলিবে? কি করিবে? হয়ত মুখ ম্লান হইবে, হয়ত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবে, হয়ত কাঁদিবে—নবীন প্রাণ ধরিয়া কেমন করিয়া তাহা দেখিবেন?

নবীন কমলাকে পাইয়া পর্য্যন্ত আর আপনার কথা বড় ভাবিতেন না। এখন কমলাই তাঁর জাগ্রতের ধ্যান, নিদ্রার স্বপ্ন হইয়াছেন। কিন্তু তা বলিয়া কি হইবে? কমলার অশ্রুজল ভাবিলে আর কি হইবে? অবশ্য তাঁহাকে যাইতে হইবে—কমলাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে—কমলাকে কাঁদাইয়া যাইতে হইবে—কমলা কাঁদিবে তাই দেখিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু যাইতে হইবেই।

নবীন মাধব উঠিয়া বাটীর মধ্যে গেলেন। ধীরে২ গিয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। কমলা বসিয়াছিলেন। নবীনকে ঘরে আসিতে দেখিয়া হাসি মুখে তাঁহার মুখ পানে তাকাইলেন। নবীনের বিষণ্ন মুখ দেখিয়া কমলার হাসি২ ভাব দূর হইল। কমলা চমকিয়া উঠিলেন ব্যস্ত সমস্তহইয়া বলিলেন "একি? তুমি এমন হইয়াছ কেন?"

নবীন কোন উত্তর না দিয়া কমলার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। কি বলিয়া এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিবেন, কেমন করিয়া এ দারুণ কথা আরম্ভ করিবেন, তাহা ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। কমলা আবার প্রেমপরিপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমায় এমন লাগিতেছে কেন?"

নবীন বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন "কি—না—কই এমন কিছুইত হয় নাই" কমলা বলিলেন "তোমার মুখ মলিন হইয়াছে, এমন মুখত তোমার কখন দেখি নাই। আমার কাছে লুকাইতেছ কেন? আমি কি তোমার পর?"

নবীন কিছু অপ্রতীভ হইলেন। বলিলেন, "লুকাইব কেন? তোমার কাছে লুকাইলে আর বলিব কার কাছে কমলা?"

ক। তবে বল।

ন। আমায় একবার দুই এক দিনের জন্য জেলায় যাইতে হইবে।

কমলা ছল২ চক্ষে বলিলেন "কেন?"

ন। শমনে টানিয়াছে।

এই কথা নবীন একটু হাসিয়া বলিলেন। এ সময় লোকে হাসিতে পারে কি না, বলিতে পারি না। যেরূপ ঘটিয়াছিল, আমরা অবিকল তাহাই লিখিতেছি। কিন্তু ইহাও বলিয়া রাখি যে সে হাসিতে প্রসন্নতার লেশমাত্র ছিল না। তাহাতে যে কাতরতা প্রকাশ হইতেছিল, নবীন যদি কাঁদিতেন, তাহা হইলেও তাহা প্রকাশ হইত না।

ক। কি—কি হইয়াছে?

ন। আমার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। তাহার সমন পাইয়াছি। জেলায় যাইতে হইবে।

ক। কে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে?

ন। নীলকান্ত

ক। নীলকান্ত কে?

ন। আমার অপেক্ষা তোমার তাহাকে ভাল জানা উচিত।

নবীন আপনার দুঃখ মনের ভিতর লুকাইয়া কমলার দুঃখের ভার লাঘব

করিবার জন্য রহস্যসূচক স্বরে এই কথা বলিলেন।

ক। কিসের জন্য মোকদ্দমা।

ন। তোমার জন্য রাগ আমার উপর।

ক। কবে যেতে হবে?

ন। আজই।

ক। ক দিন হবে?

ন। চারি পাঁচ দিন।

কমলা আর কিছু বলিলেন না। নবীনকে ত্বরায় আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন না, কারণ তিনি জানিতেন যে নবীন কখন সাধ করিয়া বিলম্ব করিবেন না। কমলা বিচ্ছেদ যাতনা সমালোচন করিলেন না—আপনার প্রণয়ের গভীরতা পরিমাণ করিলেন না। কমলা কখন বালিকা বিদ্যালয়ে পড়েন নাই, সুতরাং এ সকল জানিতেন না—জানিতেন না যে বিদায়ের সময় স্বামীর হাতে গঙ্গাজল, তামা, তুলসী দিয়া শপথ করাইয়া লইতে হয়। যাকে ভালবাসি তাকে যে কেমন করিয়া ভুলিয়া থাকা যায়, প্রাণ দিয়া যে আবার ফিরিয়া লওয়া যায়, ইহা কমলার বুদ্ধির অগোচর।

আত্মচিকিৎসা।

৫। ওলাউঠা চিকিৎসা।

ওলাউঠা রোগ শান্তির জন্যে যত প্রকার চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে, বোধ হয়, আর কোন রোগ শান্তির জন্য তাদৃশ হয় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, অদ্যাবধি ইহার প্রকৃত ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। মসকাউ নগরে ওলাউঠার সময় বিনা চিকিৎসায় যে সংখ্যক লোকের প্রাণ নষ্ট হয়, যাহাদিগের সুচিকিৎসা হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যেও তদপেক্ষা কম লোকের মৃত্যু হয় নাই। রোগ কঠিন হইলে কোন ঔষধে কাজ করে না, কিন্তু রোগের প্রারম্ভে ও মড়কের শেষ ভাগে যাহারা আক্রান্ত হয়, তাহারা, সুচিকিৎসা হইলে, প্রায়ই বাঁচিয়া উঠে।

ওলাউঠার চিকিৎসা তিন ভাগে বিভাজ্য।

১। পীড়ার প্রারম্ভে যে উদরাময় হয় তাহার এক রূপ চিকিৎসা। ২, পীড়া প্রবল হইলে একরূপ। ৩, শীতল হস্ত পদ পুনরায় গরম হইতে আরম্ভ হইলে একরূপ।

১। পীড়ার প্রারম্ভে। রোগীকে শায়িত রাখিবেক, এবং অহিফেন দ্বারা মল বদ্ধ করিবেক।

সায়িত রাখিবার অভিপ্রায় এই যে, তাহা হইলে সুচারুরূপে শরীরের সর্ব্ব স্থানে রক্তের গতায়াত হইতে পারে। ওলাউঠা রোগে রক্তের গতির বেগ কম পড়িয়া যায়, সুতরাং যাহাতে রক্তের বেগ কিঞ্চিন্মাত্রও অধিক হয়, তাহাও অবহেলা করা উচিত নহে।

নাড়ির ক্ষীণতা, শরীরের দৌর্ব্বল্য এবং বহির্দ্দেশের সংখ্যা অনুসারে অহিফেনের মাত্রা বৃদ্ধি করিবেক। ডাক্তার ম্যাক্‌নামারা পীড়ার প্রারম্ভেই ৩০ বিন্দু লডেনম (Laudanum) সেবন করিবার

বিধি দেন। ইহাতে যদি মল বদ্ধ না হয়, তাহা হইলে পুনরায় ৩০ বিন্দু দিবার ব্যবস্থা দেন। রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে লডেনমের সহিত ৩০ বিন্দু ক্লরিক ইথার (Chloric Ether) মিশ্রিত করিয়া দিবেক।

কিন্তু যদি মলের রং ভাতের ফেনের মত হয়, তাহা হইলে আর লডেনম দিবেক না। ভাতের ফেনের রং হইবার পূর্ব্বেই লডেনম দেওয়া উচিত।

বোমি হউক বা নাই হউক, ওলাউঠার প্রারম্ভে পেটে একটা বড় রাইসরিষার পটী দিবেক। পটিটী ৮ ইঞ্চি লম্বা ও ৬ ইঞ্চি প্রসস্তের কম না হয়।

মল ভাতের ফেনের মত রং বিশিষ্ট হইলে প্রতিবার মল ত্যাগের পর নিম্ন-লিখিত ঔষধ সেবন করিবেক;—

ট্যানিক অ্যাসিড	৫ গ্রেণ
ডিলিউট সলফিউরিক অ্যাসিড	২০বিন্দু
কর্পূরের জল	অর্দ্ধ ছটাক

যতবার রোগী মল ত্যাগ করিবেক তত বার উল্লিখিত ঔষধ দিবেক।

২। পীড়া প্রবল হইলে অর্থাৎ হস্ত-পদ শীতল, নাড়িক্ষীণ বা একেবারে নাড়ি না থাকিলে, যাহাতে পুনরায় হস্ত পদ গরম ও নাড়ি বলবতী হয়, তাহার উপযোগী ঔষধ ব্যবহার করিবেক। ডাক্তার চিবার্স সাহেব এই অবস্থায় ৫ বিন্দু ক্লরিক ইথার অর্দ্ধ ছটাক অপূ্রের জলের সহিত প্রতি ঘন্টায় চারিবার দিয়া থাকেন।

পীড়ার প্রাবল্যের সময় মল নির্গত হইতে থাকিলে, উল্লিখিত ট্যানিক ও সলফিউরিক অ্যাসিড কর্পূরের জলের সহিত সেবন করিতে দিবেক।

এই রূপ চিকিৎসায় রোগী যত সবল হইবেক, ততই ঔষধের মাত্রা কম করিয়া দিবেক এবং পূর্ব্বাপেক্ষা দেরিতে ঔষধ সেবন করাইবেক।

ওলাউঠার পিপাসা অতিশয় কষ্ট-দায়ক। এ অবস্থায় পূর্ব্বে কেহ২ জল দিতেন না, কিন্তু এক্ষণে সকল ডাক্তারই রোগীর প্রার্থনা মত শীতল জল, বা বরফের টুকরা দিয়া থাকেন।

কোন কোন রোগীর পীড়ার তৃতীয় অবস্থায়, অর্থাৎ হীমাঙ্গ হইয়া পুনরায় গরম হইবার সময়, একেবারে জ্বর হয়। তাহাদিগের জিহ্বা অপরিষ্কার ও শুষ্ক হয়, চক্ষু ঈষৎ লাল হয়, শরীর জ্বরের ন্যায় উত্তপ্ত হয় ও মল বদ্ধ হয়। এ অবস্থায় রোগীকে এক কাঁচ্চা এরণ্ড তৈল দিবেক। তদ্দ্বারা নাড়ি পরিষ্কার হইয়া গেলে যদি জ্বর না আরোগ্য হয়, তাহা হইলে জ্বরের সময় নিম্ন-লিখিত ঔষধ ঘন্টায়২ সেবন করাইবেক।

নাইট্রিক ইথার	২০ বিন্দু
কর্পূরের জল	১ কাঁচ্চা

জ্বর বিচ্ছেদ হইলে ৫ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন দিবসে ৩ বার দিলে জ্বর ত্যাগ হইবেক; যদি এক দিবস কুইনাইন সেবনে জ্বর না যায়, তাহা হইলে উপর্য্যুপরি ২।৩ দিন উক্ত রূপ মাত্রায় কুইনাইন সেবন করাইবেক।

যদি জ্বরের সময় অতিশয় দাহ শীরঃ-পীড়া হয়, তাহা হইলে এক টুকরা পাতলা কাপড় জলে ভিজাইয়া কপালের উপর পটী দিবেক ও সে টুকরা গরম হইলে, তাহাকে পুনরায় জলে ভিজাইয়া পূর্ব্ববৎ কপালে দিবেক। এই পটী দিবার জন্য এক পুরু কাপড় দিবেক। ৩।৪ পুরু দিলে শীতল ক্রিয়া না করিয়া পটীতে বরং গরম হয়।

ওলাউঠার পর অনেকেরই প্রস্রাব বন্ধ হয়! প্রস্রাব সরল করিবার জন্য কোমরের দুই পার্শ্বে ফ্লানেলের সেক দিবেক। তাহাতে ফল না দর্শিলে কোমরের দুদিগে দুটী রাইসরিষার পটী বসাইবেক। যাহাদিগের ইহাতেও প্রস্রাব না খুলে অথবা অধিক পরিমাণে না হয়, তাহাদিগের জীবন রক্ষা অতি কঠিন হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় রোগী প্রলাপ বকে, তাহার চক্ষু রক্ত বর্ণ, শরীর গরম ও জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ হয়। প্রস্রাবের সহিত শরীরের অভ্যন্তরস্থ অপকারী ও বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হইয়া যায়। প্রস্রাব বন্ধ হইলে সেগুলি নির্গত হইতে না পারিয়া শোণিতের সহিত শরীরের সর্ব্ব স্থানে পরিচালিত হয়, এবং বিষ ভোজন করিলে যে রূপ ফল হয়, সেই রূপ ফল প্রসব করে।

এ রূপ অবস্থায় চিকিৎসা প্রণালী অতি সহজ। প্রস্রাব বন্ধ হইলে শরীরের বিষ মল ও ঘর্ম্মের সহিত নির্গত করাইতে হয়। অতএব রোগীকে জোলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং যাহাতে ঘর্ম্ম হয় তাহার বিধান করা উচিত। নিম্নলিখিত ঔষধে ঘর্ম্ম হইয়া থাকে,

লাইকর অ্যামনিয়া অ্যাসিটেটিস ২ড্রাম
নাইট্রিক ইথর ॥ অর্দ্ধ ড্রাম
কর্পূরের জল ৬ ড্রাম

এই এক মাত্রা হইল। এই রূপ এক এক মাত্রা ঘন্টায়২ সেবন করিতে দিবেক।

সুরাতে যে পদার্থ থাকার দরুণ সুরার মাদকতা শক্তি হয়, প্রস্রাবেও সেই পদার্থ আছে। সুতরাং প্রস্রাব বন্ধ হইলে এবং সেই প্রস্রাব শোণিতের সহিত শরীরে সঞ্চালিত হইলে মাদকতা উৎপত্তি হয়। মাদক দ্রব্যের এক গুণ (বা দোষ) এই যে, তদ্দ্বারা মস্তিষ্কে অধিক রক্ত আইসে। মস্তিষ্কে অধিক রক্ত আসার ফল প্রলাপ বকা; এই হেতুই প্রস্রাব বন্ধ হইলে রোগী প্রলাপ বকে। মস্তিষ্কে অধিক রক্ত আসিলে চক্ষু লাল হয়। সুরাপানে ও প্রস্রাব বন্ধ উভয় কারণেই চক্ষু লাল হয়।

মস্তিষ্কের রক্ত তথা হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া প্রলাপের এক চিকিৎসা। ঘাড়ে বেলেস্তারা বা রাইসরিষার পটী দিলে এই কার্য্য সম্পাদিত হয়। এই হেতু প্রস্রাব বন্ধ হইলে ঘাড়ে রাইসরিষার পটী কিম্বা বেলেস্তারা দেওয়া উচিত।

মহাবীর।

——"কে মম ধন্বিনোঽন্যে।"

কালিদাস।

১

উন্নত শিখরে,
গভীর সাগরে,
বিজন প্রান্তরে,
অভেদ নগরে,
বিশাল ভুবন এই মম অধিকার ;
চাঁদের কিরণে,
জলদ গর্জনে,
সৌরভ কাননে,
চিন্তার ভবনে,
মহাবীর আমি, হয় রাজত্ব আমার।

২

আমার আদেশে
বায়ু দেশে দেশে
সুবাস পরশে
বহে হেসে হেসে,
আমার আদেশ লঙ্ঘে ক্ষমতা কাহার ?
ওই দিননাথ
অরুণের সাথ
প্রদোষ প্রভাত
করে যাতায়াত,—
অহো, নাহি কেহ বিশ্বে সমান আমার!

৩

বিজন কাননে
তাপসের মনে
পবিত্র আসনে
পবিত্র ভূষণে
আমিই পরমজ্যোতি করুণানিলয়।
সোণার আগারে,
সোণার ভাণ্ডারে,
সোণার মাঝারে,
হীরকের হারে,
অতুল বিভবে তুমি রাজার হৃদয়।

৪

পাতার কুটীরে,
কৃষাণ মন্দিরে
কৃষাণ নারীরে
ভুলাইয়ে ধীরে
দেখাই কতই আমি মোহন স্বপন ;
প্রাসাদ উপরে
সুপ্ত বীরবরে
বাসনা-সমরে
পরাজিত করে,
নিদ্রায় পূজাই আমি তাহার চরণ।

৫

গৃহস্থের মনে
তুমি পরিজনে
পবিত্র কিরণে
উজলি ভবনে
সন্তোষ আকারে আমি হই বিরাজিত।
ধনসুখনাশা
বিজ্ঞানের বাসা ;
বিদ্বানের আশা
সময়ের পাশা,
আমি বিনা আর কে বা রাখে উত্তেজিত ?

৬

সদা ছারখার,
সদা হাহাকার,
হৃদয় আগার
আঁধার যাহার
আমারি করুণা রাখে জীবন তাহার ;
আকাশ ঘুঁটিয়ে,
পর্ব্বত ভেদিয়ে,
সাগরে ডুবিয়ে,
প্রাণেশে আনিয়ে,
ডোবো ডোবো সুখশশীকে করে উদ্ধার ?

৭

রসের নিলয়
কবির হৃদয়,
তাহে প্রভাময়
আমিই প্রণয়,
আমারি প্রভাবে ভোলে পাতাল গগন ;
ত্রিদিব নন্দনে
অপ্সরীর সনে

সহাস নয়নে
বসায় কেমনে,
ভুলে যায় তারি মন আমার আসন।

৮

ঋষি রত্নাকর
হ'ল কবিবর,
যবে ব্যাধশর
পাখীর অন্তর
বিদার করিল আসি বেগের মাথায়;
ফুলের কাননে,
ফুল শরাসনে.
ফুলের আননে,
ফুলের নয়নে,
মহাবীর আমি, ছিছি, বর্ণিল আমায়!

৯

সেই রত্নাকর
নহে একেশ্বর;
আবার হোমর
অন্ধ কবিবর
হানিল নয়ন, অন্ধ করিল আমায়!
কালিদাস বলে
হরনেত্রানলে
তপোভঙ্গফলে
ফুলতনু জ্বলে'
অনঙ্গ হয়েছি, ছিছি, অঙ্গ নাহি, হায়!

১০

হইয়ে পাষাণ,
ধরিয়ে পরাণ,
হলে তিরোধান,
বিশ্ব পরিত্রাণ
পাইবে কি করে' হায়, তাহারা না জানে।
রবি শশী তারা,
যেথা আছে যারা,
গগনে পাহারা
দেয় কালসারা,
নিবিবে তাহারা সবে অস্তিত্ব নির্ব্বাণে।

১১

আমার স্বরূপ
অতি অপরূপ,
যেথা যত রূপ
সুন্দর সুরূপ
আছে, সে সকল হয় মম উপাদান;
অথচ সে সব
আমারি বিভব,
স্ববাসনাভব
শোভা অভিনব
হেলায় খেলায় সব হয়েছে নির্ম্মাণ।

১২

দেখিবে যে দিন
শশী মসি হীন,
মৃণাল বিলীন
প্রফুল্ল নলিন,
বিরহ বিচ্ছেদ ছাড়া মনের মিলন;
সে দিন দেখিবে,
সমুখে পাইবে,
হৃদয় জুড়াবে,
আনন্দ লভিবে;
মহাবীর আমি, শুধু জানিও এখন।

১৩

কুসুম সৌরভে
মধুকর সবে
গুণ গুণ রবে
আমারি গৌরবে,
আমারি গুণের গানে হয় মত্তমন।
বসন্ত মিলনে
কুসুম কাননে
সুমধুর স্বনে
কোকিল বদনে
গুণের নিনাদ মম বাজে অনুক্ষণ।

১৪

হাসে সৌদামিনী,
হাসে কাদম্বিনী,
হাসে কমলিনী,
হাসে কুমুদিনী,
সে সব হাসির মাঝে আমার শয়ন।
আমার শাসনে
বিশাল ভুবনে
জীবজন্তুগণে
সুখী সর্ব্বক্ষণে,—
মহাবীর আমি, মনে জানিলে এখন।

বিজয়ী।

"I am monarch of all I survey."
কুপার।

১

তুষার মণ্ডিত
বিজন শিখর,
শৈবালভূষিত
স্বচ্ছ সরোবর,
পদার্পণ মানবের হয় নি যেখানে ;
ভগ্ন দেবালয়,
বৃদ্ধ গোরস্থান,
রক্ত অস্থিময়
ভীষণ শ্মশান,
একাকী বিজয়ী আমি ভ্রমি সেই খানে।

২

আমার আদেশে
মলয় পবন
ভ্রমে দেশে দেশে
বিষাদিত মন
কানন কুসুম দলে করে' হাহাকার।
ওই দিনপতি
পরিশ্রান্তকরে
প্রদোষেতে নিতি
অগাধ সাগরে
ডুবে যায় বিরহীর হৃদয় আঁধার।

৩

কোন জ্বালা নাই,
শূন্য তপোবনে,
প্রশান্ত সদাই
তপসের মনে
আমিই নির্ব্বেদ হই নিরাশনিলায়।
হীরকের হারে
অতুল বিভবে
সোণার ভাণ্ডারে
তুচ্ছ করি সবে,
বিষাদে কাঁদাই আমি রাজার হৃদয়।

৪

মধুর এখন
পাতার কুটীর,
কি ছার শোভন
রাজার মন্দির,
কৃষাণ নারীর মন করি উচাটন।
কি ছার গৌরব ?
সকলি অসার !
কি ছার বিভব ?
তুচ্ছ তরবার !
বোঝাই বীরের মনে মিছা ধনজন।

৫

সদা খুটি নুটি
গৃহস্থ ভবনে
সবে দেখে ভ্রূটী
সরোষ নয়নে
কলহ-আকারে আমি হই বিরাজিত।
চাঁদিনী নিশায়
নিরাশ অন্তর
বৈজ্ঞানিক, হায়,
ভাবে একেশ্বর
কেন সাধে অকৃতজ্ঞ জগতের হিত।

৬

সদা হাসি হাসি,
কুসুম কানন,
ভাল বাসি বাসি,
ত্রিদিব-ভুবন,
প্রণয় হরণ করি হেন প্রমদার।
সে প্রেম কোথায় ?
সব ফক্কিকার !
সে সুখ কোথায় ?
সদা হাহাকার !
কে আনিতে পারে শশী ডুবেছে যাহার ?

৭

কবির হৃদয়
দীনতা সোহাগ,
তাহে বিভ্রাময়
আমিই বিরাগ,
আমারি প্রভাবে ভোলে পাতাল-গগন ;
বিষাদবিষিত
কাতর হৃদয়,
তাহাতে নিহিত
আমার নিলয়,

তুলে যায় ত্রিজগত আমার আসন।

৮

রাজা ভর্তৃহরি
হ'ল দেশত্যাগী
যবে প্রাণেশ্বরী
বিলোল বিরাগী,
বসাল ছুরিকা তার প্রেমের গলায়;
তখন বুঝিল
প্রেমের কিঙ্কর,
এ বিশ্বে অখিল
আমি অধীশ্বর,—
'যারে সদা বাসি, সে ত বাসে না আমায়!'

৯

একাকী বসিয়ে
নীলনদতটে
বিমোহিত হিয়ে
আমি সত্য বটে
জেনেছিল শেষে অর্দ্ধ-ধরা-অধীশ্বর;
অভাগা তাইমন
আথেনির বনে,
শেলি, বায়রণ
মিসিয়ে দুজনে
গেয়েছে আমার গান ভরিয়ে অন্তর।

১০

কবি চেটার্টন
নবীন বয়স,
পূরিয়ে বদন,
ঢালি বিষরস
অনাহারে হতপ্রায় জীবন হানিল;
সে মহা-হৃদয়
বাল্যে পরিণত
মরণসময়
মম প্রেমগত,
গাহি মম যশ শেষ-নিশ্বাস ত্যজিল।

১১

অহো, সে সময়,
আমি না থাকিলে,
তাদের হৃদয়
স্নিগ্ধ না রাখিলে,
কে শুনিত সে মধুর বীণার ঝঙ্কার?
কোথায় বহিত
সে মধু-লহরী?
কোথায় ফুটিত
সে ফুলবল্লরী?
দেখ দেখি কতই না করুণা আমার।

১২

আমার নিয়মে
শারদ গগনে
ধীরে ধীরে ভ্রমে
বিজলীর সনে
কাঁদিয়ে জলদ করে অশ্রু-বিসর্জন;
সেই অশ্রুজলে
ধান্য ক্ষেত্র রয়,
সেই ধান্যবলে
তোমার হৃদয়
আমার কৃপায় সুখী থাকে অনুক্ষণ।

১৩

শরদ, শিশির,
নিদাঘ, মাধব,
শশাঙ্ক, মিহির,
ভ্রমিতেছে ভব
মোর মহোদয়ী ইচ্ছা করিয়ে প্রচার।
আমি শান্তিসুখ,
বিরাগ বিশেষর,
আমাতে প্রমুখ
সুবোধ জনের
চিন্তার শ্মশানে সদা সুখের বিহার।

১৪

কাঁদে সৌদামিনী,
কাঁদে কমলিনী,
কাঁদে কুমুদিনী
বিরহ-দুখিনী
তাদের নয়নজলে আমার শয়ন।
আমার শাসনে
লভি তত্ত্বজ্ঞান
জীবজন্তুগণে
হয় মতিমান;
জিত কি বিজয়ী আমি, বুঝিলে এখন।

চৈতন্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

একদা চৈতন্য বরাহ অবতারের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে, আপনাকে বরাহ জ্ঞান করিয়া "শূকর" "শূকর" বলিতে বলিতে মুরারী গুপ্তের আলয়ে উপনীত হইলেন। এবং গুপ্তবরকে সম্মুখে দেখিয়া বলিলেন বরাহ অবতারে আমি পৃথিবীকে সাগর-গর্ভ হইতে উদ্ধার করিয়াছি, আর গৌরাঙ্গ অবতারে পাষণ্ডীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিব। আমার পুত্রও যদি পাষণ্ডী হয়, তাহার মস্তক ছেদন করিতে ইতস্ততঃ করিব না। মহা ভক্ত মুরারী প্রভুর এই ভক্তি শ্রবণ করিয়া প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই যাত্রায় চৈতন্য কএক দিবস কাল মুরারীর আলয়ে অবস্থিতি করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

এই সময়েই নিত্যানন্দ নামক জনৈক বৈষ্ণব চৈতন্যের সহিত মিলিত হয়। নিত্যানন্দ রাঢ় দেশে একচাকা গ্রামে হারাই পণ্ডিতের ঔরসে ও ত্বদীয় পত্নী পদ্মাবতীর উদরে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। হারাই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী উভয়েই পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। হারাইয়ের পুত্র নিত্যানন্দও পিতার ন্যায় হইয়া উঠিলেন।

দুই জন ধার্ম্মিক লোকের মধ্যে যেরূপ অকৃত্রিম বন্ধুত্ব হয়, নব ধর্ম্মাবলম্বিদিগের ইতিহাস পাঠ করিলে তাহার ভুরি ভুরি নিদর্শন পাওয়া যায়। ধর্ম্মশীল পিতা যদি তনয়কে ধর্ম্মশীল দেখেন, তাহা হইলে যে সাধারণ অপত্য-স্নেহ হইতেও অধিক মমতাশীল হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? হারাই পুত্রকে ধর্ম্মপরায়ণ দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। যথায় যান পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যান। স্নান, ভোজন, শয়ন কখন পুত্র-সংহতি ত্যাগ করেন না।

হারাই এই ভাবে কাল কর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন সন্ন্যাসী দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। হারাই সন্ন্যাসীকে ভোজনাদি করাইলেন। সন্ন্যাসী হারাইয়ের তনয় নিত্যানন্দের সহিত কথোপকথন করিয়া তাহার ধর্ম্মাসক্তিতে যার পর নাই বিস্মিত হইলেন, এবং গমন কালে হারাইয়ের নিকট তীর্থ পর্য্যটন জন্য তাঁহার পুত্রের সংহতি প্রার্থনা করিলেন। সন্ন্যাসী ক্রোধভরে অভিসম্পাৎ করিবে এই ভয়ে হারাই যার পর নাই কাতর হৃদয়ে নিত্যানন্দকে বিদায় দিলেন। নিত্যানন্দ এই হইতে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গৃহ ত্যাগ করিলেন, এবং সন্ন্যাসীর সহিত নানা তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে নবদ্বীপে উপনীত হইলেন। এবং নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চৈতন্য সর্ব্বপ্রধান ও ইনি দ্বিতীয়। চৈতন্য ভক্তিতে প্রধান ছিলেন, নিত্যানন্দ বিজ্ঞতাতে। বস্তুতঃ ইদানীং চৈতন্য যে রূপ উদ্ধত ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ না আসিলে ধর্ম্ম-প্রচার দূরে থাক্, হয়ত রাজ-দ্বারে জীবন হারাইতেন। চৈতন্য উদ্ধত ও কোপনস্বভাব ছিলেন, পক্ষান্তরে নিতাই পরমোদার ও শান্ত, সাধারণতঃ বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন,—

গৌর হইতে নিতাই বড় দয়াল রে।

নিত্যানন্দ গয়াধামে চৈতন্যের আবি-

র্ভাব শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাগত হইয়াছিলেন। এদিকে চৈতন্য নিত্যানন্দের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সানন্দ-চিত্তে সশিষ্যে দর্শন অভিলাষে গমন করিলেন। প্রথম মিলন সময়েই শ্রীনিবাস পণ্ডিতকে ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীনিবাস প্রভুর ইঙ্গিতানুসারে ভাগবতের এক শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। নিত্যানন্দ শ্লোক-রবশ্রবণ করিয়া প্রেমাবেশে অচেতন হইলেন। এবং অনেকক্ষণ পুনঃ২ শ্লোকরব কর্ণগোচর হওয়ায় চৈতন্য লাভ করিলেন। এবং প্রেমাবেশে অনেক্ষণ সংকীর্ত্তনাদির পর দুই জনে কথোপকথন ও পরিচয় গ্রহণ হইল।

বৈষ্ণবেরা বলেন চৈতন্য শ্রীকৃষ্ট ও নিত্যানন্দ বলরামের অবতার। চৈতন্য ও নিত্যানন্দের মধ্যে যারপর নাই সদ্ভাব ছিল। সহোদর ভ্রাতার মধ্যেও এরূপ ভাব কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সাধারণ বৈষ্ণবগণ উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃ নির্ব্বিশেষ সৌহার্দ্য দেখিয়া সহজেই অনুভব করিয়াছিলেন, ইঁহারা পূর্ব্ব জন্মে সহোদর ছিলেন। এবং পূর্ব্বেই চৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এই জন্য নিত্যানন্দকে বলভদ্রের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিলেন।

নিত্যানন্দ মিলনের কিছু কাল পরে বিদ্যানিধি নামক চট্টগ্রামবাসী এক জন বৈষ্ণব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ আগমন করিলেন। চৈতন্যদেব পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন বিদ্যানিধি পরম বিষ্ণুভক্ত। সুতরাং তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া সন্দর্শন জন্য যার পর নাই লালায়িত হইলেন। বিদ্যানিধি বিষয়ী লোক ছিলেন, অথচ পরম ভক্ত ছিলেন। আপততঃ নব ধর্ম্মাবিলম্বীদিগকে যেরূপ ঔদ্ধত্য বশতঃ সাংসারিক বিষয়ে তাচ্ছল্য প্রকাশ করিতে দেখা যায়, বিদ্যানিধি সে রূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহার সংসারাসক্তি ও ধর্ম্মাসক্তি উভয়ই অসীম। বস্তুতঃ "হস্ত সংসারীর ন্যায় কার্য্যশীল হইবে, অথচ মন ঋষির ন্যায় ব্রহ্মনিবিষ্ট হইবে।" ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকশ্রেষ্ঠ যাহা ধর্ম্ম জীবনের প্রকৃত লক্ষণ বলেন, বিদ্যানিধি তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণ বিদ্যানিধির আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দর্শন মানসে গমন করিলেন। সাধারণ বৈষ্ণবগণ বিদ্যানিধির বৈভব বাহুল্য দেখিয়া সংসারী জ্ঞানে যার পর নাই অসন্তুষ্ট ও ভগ্ন-হৃদয় হইলেন। চৈতন্যদেব শিষ্যবৃন্দর মনোগত ভাব বুঝিয়া ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিলেন। বিদ্যানিধি শ্লোক-রব শ্রবণ করিয়া,প্রেমাবেশে ভূপতিত হইলেন, এবং অনেকক্ষণ পরে সজ্ঞা লাভ করিলেন। বৈষ্ণবগণ বিদ্যানিধির এতাধিক প্রেম দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইলেন এবং পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

যে সকল বৈষ্ণব পূর্ব্বে বিদ্যানিধির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গদাধর পণ্ডিত সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিলেন, গদাধর বিদ্যানিধির প্রেম• দেখিয়া যার পর নাই অনুতপ্ত হৃদয়ে মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; এবং পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

এই রূপ গৌর নিতাই ভ্রাতৃ নির্ব্বিশেষ সৌহার্দ্দ্যে কাল কর্ত্তন করিতেছেন, বৈষ্ণবগণ উভয়কে কৃষ্ণ বলরামের অবতার মনে করিয়া আনন্দিত হইয়াছে, এমন সময়ে রজনীযোগে শচী স্বপ্ন দেখিলেন, গৌর নিতাই পঞ্চম বর্ষের শিশু হইয়া বাল্য ক্রীড়া করিতেছেন, ক্রীড়া করিতে করিতে নিত্যানন্দ শচীর নিকট আসিয়া বলিলেন, মা! আমার ক্ষুধা বোধ হইয়াছে, আমাকে খাইতে দেও। এই রব কর্ণগোচর হওয়ায় তাঁহার নিদ্রা তৎসহ স্বপ্নাবেশ ভগ্ন হইল। পর দিবস প্রত্যূষে শচী পুত্রকে স্বপ্নের কথা বর্ণন করিলেন। চৈতন্য বলিলেন, মাতঃ! এ স্বপ্নের * কথা আর কাহার নিকট বর্ণন করিও না, বলিয়া নিত্যানন্দকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাই লেন।

নিত্যানন্দ স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া চৈতন্যের আলয়ে আগমন করিলেন। ভোজন সমাপন হইলে, অন্যান্য বৈষ্ণবগণ তথায় সমাগত হইল, এবং কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বৈষ্ণবগণ বহুক্ষণ নাম কীর্ত্তন করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগত হইলেন।

বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবত নামক গ্রন্থে বলেন, এই দিবস নাম মাহাত্ম্যের চল্লিশ পদ গীত হইয়াছিল। আমরা অনেক অনুসন্ধানে সেই পদগুলিন স্থির করিতে পারিলাম না, সুতরাং পাঠকগণকে জানাইতে পারিলাম না।

সপ্তম অধ্যায়।

এই হইতে সত্য সত্যই চৈতন্য আপনাকে অখিল বিশ্বপতি মনে করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ দোষী মনে করা যায় না। পারিষদ্‌গণ তাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডের নাথ মনে করিতেন এবং সর্ব্বদা এই বলিয়া স্তুতিবাদ করিতেন; সুতরাং সর্ব্বদা শ্রবণ করিতে২ চৈতন্য আপনাকে যে যথার্থই বিশ্বপতি বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ মনুষ্য স্বভাবতঃ আত্মাভিমানী, সুতরাং অন্যে অন্যায় প্রশংসা করিলেও বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছা হয় না। যে কারণে কুরূপা রমণীকে জগন্মনোমোহিনী বলিলে অবিশ্বাস না করিয়া সম্বোধনকারীর পক্ষপাতিনী হয়, এবং নির্গুণ পুরুষকেও তুষামোদ করিলে সন্তুষ্টচিত্ত হয়, সেই মানব-সাধারণ-অপূর্ণভাবশীভূত হইয়া চৈতন্যদেব আপনাকে বিশ্বপতি মনে করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন না।

একদা চৈতন্য শ্রীবাসের গৃহে উপবিষ্ট আছেন, ভক্তগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নানা রূপ স্তুতি পাঠ করিতেছেন, চৈতন্য সহসা আপনাকে অখিল বিশ্বপতি ভাবে ভক্তগণের নিকট পূজা লইতে ইচ্ছা করিলেন। অন্ধ বিশ্বাস পরায়ণ পারিষদ্‌বর্গ সহজেই পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ বিশ্বাস করিয়া পূজার নানাবিধ উপকরণ আনয়ন করিয়া পূজা আরম্ভ করিল। এই সময়ে শ্রীধর নামক এক জন প্রকৃত ধার্ম্মিক পুরুষ তাঁহার সহিত মিলিত হয়। শ্রীধর যথার্থ সত্যবাদী ছিলেন। বৈষ্ণব-

* পূর্ব্বেই বৈষ্ণবগণ চৈতন্য ও নিত্যানন্দকে কৃষ্ণ বলরাম সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, এবং শচীও তাহা অবগত হইয়াছিলেন। পুত্রের গৌরবাকাঙ্ক্ষিণী শচী যে তদ্বিষয় অনেক সময়ে মনে মনে আন্দোলন করিতেন, তাহা সহজেই অনুভব হয়। পক্ষান্তরে যাহা পুনঃ২ মনে আন্দোলন করা যায়, নিদ্রাবেশে তাহাই স্বপ্নে দেখা যায়। সুতরাং শচীর এই স্বপ্ন দেখা অলৌকিক নহে, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ মূলক।

দিগের জীবনচরিত পাঠ করিলে দেখা যায়, তাঁহারা ভক্তি ও প্রেমে যে রূপ উন্নত ছিলেন, সত্য ও ন্যায়পরতার প্রতি তাদৃশ আস্থা ছিল না। কিন্তু শ্রীধরের জীবন সেরূপ ছিল না। তিনি যথার্থ সত্যবাদী ছিলেন। কি পরোক্ষ কি প্রত্যক্ষ কোন রূপ অণৃতাচরণ করিতেন না। ক্রমে হরিদাস ঠাকুর (ইহাঁর বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে) আসিয়া মিলিত হইল।

চৈতন্যদেব এক দিন বলিলেন ;—

শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে এই কর গিয়া ভিক্ষা।
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ বল কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
ইহা বহি আর না বলিবা না বোলাইবা।
দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা॥
আজ্ঞা শিরে করি নিত্যানন্দ, হরিদাস।
সেইক্ষণে চলিলা পথেতে আসি হাস॥

* * * *

আজ্ঞা পাই দুই জনা কহে ঘরে ঘরে।
বল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বল ভাই করি একমন॥

হরিদাস ও নিত্যানন্দ এই রূপ নবদ্বীপের পথে পথে দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণ নাম প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। লোকে পথে ঘাটে কৃষ্ণ নাম শ্রবণ করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইল। কেহ বলিতে লাগিল, এই দুই পাগল কোথায় হইতে আসিয়াছে নিজেরা পাগোল হইয়াছে ও অন্যকে পাগোল করিতে প্রয়াস পাইতেছে, অতএব ইহাদিগকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দেও। কেহ বলিতে লাগিল, ইহারা চৌর্য্যাভিপ্রায়ে সাধুতা ভান করিয়া আসিয়াছে।

হরিদাস ও নিত্যানন্দ এই রূপে হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে এক দিন দেখিলেন পথিমধ্যে দুই জন লোক ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া পতিত রহিয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, তাহারা ব্রাহ্মণবংশীয়, কিন্তু পরম পাপী। কেবল মদ্যপান ও নানাবিধ দুষ্কর্ম্ম করিয়া কাল কর্ত্তন করে। নিত্যাইয়ের দয়াল হৃদয় সহজেই বিগলিত হইল ; এবং কি রূপে তাহাদিগের উদ্ধার সাধন করিবেন, তদ্বিষয়ে যত্ন করিতে লাগিলেন। প্রভুর আজ্ঞানুযায়ীক তাহাদিগের নিকট নাম প্রচারার্থে গমন করিলেন। সকলে তাঁহাকে নিষেধ করিল কিন্তু জীবের দুঃখে বিগলিতহৃদয় নিতাই নিরত্ত হইলেন না। তিনি জগাই মাধাইর (মদ্যপায়ীদ্বয়) নিকট যাইয়া প্রভুর অনুমত্যানুসারে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। জগাই মাধাই কৃষ্ণনাম-রব শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে তাড়না করিল। নিত্যানন্দ ও হরিদাস উভয়ে প্রাণপণে দৌড়াইয়া জগাই মাধাইর হস্ত হইতে প্রাণ রক্ষা করিলেন। অন্য দিন নিত্যাই চৈতন্যের আজ্ঞা পাইয়া সত্য সত্যই জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিলেন।

এই বিষয়ের বৈষ্ণবগণের মধ্যে একটী গান প্রচলিত আছে।

"তুই যারে মাধাই আই জানে,
নগরে যে যায় হরিবোল বলে,
কত অন্ধ অতুর তরে গেল,হরিনামের রব শুনে।
ও নামের রব শুনে।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

জীবনরক্ষক প্রথম ভাগ। শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা প্রণীত। প্রথমবার মুদ্রিত। কলিকাতা ৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্। ১২৮২ সাল, মূল্য ।।০ আনা। কলেবর ডিমাই ১২ পেজী ৭২ পৃষ্ঠা। বঙ্গভাষায় এবিষয় সম্বন্ধে এই প্রথম গ্রন্থ। ইহার প্রণেতা এক জন বিখ্যাত ডাক্তার, উপস্থিত গ্রন্থ সর্ব্বথা তাঁহার লেখনীর অনুরূপ হইয়াছে।

হরিশ বাবু ভূমিকায় বলেন, "আমি ভারতবাসীগণের স্বাস্থ্যহানীর একটী প্রধান কারণ পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি এবং সেই মনোবেদনাই এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনায় আমাকে আগ্রহের সহিত প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহার ভাষা বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা হয় নাই; ভাষা ভাল হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কেবল যুবক ও বালকগণের অনৈসর্গিক উপায়ে বিষময় ফল যাহাতে অনায়াসে সকলের বোধগম্য হয়, তদ্বিষয়ে যথোচিত চেষ্টা করা হইয়াছে। অশ্লীল বিষয় বলিয়া ইহার আলোচনায় ক্ষান্ত থাকা কখনই উচিত নহে। উপায় হীন ভারতবাসীর একমাত্র ভরসা যুবকগণ—তাহারা যদি তরুণ বয়সে অন্তঃসারবিহীন হয়, তবে আমাদের ভরসা কোথায়? বৃক্ষ তরুণাবস্থায় কীট কর্ত্তৃক নষ্টসার হইলে, সে কি কখন সুফল ও ছায়া প্রদান দ্বারা মনুষ্যকে সুখী করিতে সক্ষম হইতে পারে?"

আমরা এই সম্বন্ধে হরিশ বাবুর সহিত সম্পূর্ণ ঐকমত্য প্রকাশ করি। ইহলোকে শরীরের সহিত মনের নিত্য সম্বন্ধ। শরীর ভাল থাকিলে মন ভাল থাকে, এবং মন ভাল থাকিলে শরীর ভাল থাকে। যদিও মানসিক উন্নতিই মনুষ্য জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবল, দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম না হইলে, তাহা কদাপি সুসম্পন্ন হয় না। মন দেহপিঞ্জরে থাকিয়া দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাহায্য ব্যতীত প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। অথবা জ্ঞানলাভ করিতে পারে না, চক্ষুর সাহায্য গ্রহণ না করিয়া কে কোথায় এই বিচিত্র জগতের শোভা সন্দর্শন করিয়াছে, অথবা নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিয়াছে? কার্য্য কারণ ভাব প্রভৃতি আত্মপ্রত্যয় অথবা দয়া, ভক্তি প্রভৃতি ভাব উপযোগী আঘাত ব্যতীত প্রস্ফুটিত হয় না। পক্ষান্তরে শরীরস্থ মনও বাহ্য বিষয়ের সংঘাত স্থল। কার্য্য না দেখিলে কারণের ভাব ও দয়ার পাত্র না দেখিলে দয়ার ভাব উদ্রিক্ত হয় না। সুতরাং এই উভয়বিধ ভাবোদ্রেকই শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাপেক্ষ। অতএব একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, মানসিক উন্নতি শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরপেক্ষে সুসিদ্ধ হয় না। এবং সেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নৈসর্গিক উন্নতির পথগত হইলে যে মানসিক উন্নতির যথার্থ পথ উন্মুক্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ কি? আর শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যে মানসিক অবস্থাও অস্বাভাবিক হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি, চক্ষু কামলগ্রস্ত হইলে সকল বস্তুই হরিদ্রাক্ত অনুভূত হয়।

বলং বলং বাহুবলং ।

এই মহাবাক্যের অর্থ সর্ব্বদাই জীবনে প্রত্যক্ষ করা যায়। বর্ত্তমান ভারত ও প্রেরুবাসীদিগের অবস্থা ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইটালীবাসীদিগের অবস্থা এবিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। হৃদয়ের আক্ষেপে আডিসন লিখিয়াছেন,—

Curst, in the midst of nature's bounty cost,
And in the loaden vine-yard dies for thirst.

বায়রণ লিখিয়াছেন,—

'Tis Greece but living Greece no more.

এবং জ্ঞানাঙ্কুরের কোন লেখক লিখিয়াছেন ;—

এই কি সে দেশ হায় !
পূজা দিত যার পায়
ভূমণ্ডল সমুদায় ? এই কি সে দেশ ?
এই কি ভারত আহা !
মর্ত্তলোক মাঝে যাহা
অমরাবতীর তুল্য ধরিত সুবেশ !
কোথা সেই বুদ্ধি বল ?
কোথা সে প্রতাপানল ?
রাজ্ঞী ছিলে দাসী হলে কুপুত্র প্রসবি ।
স্বর্ণ অলঙ্কার ভার
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত যাঁর,
ধূলায় এখন তাঁর লুটাইছে ছবি !
ধন, মান, কুল-গর্ব্ব,
সকলই হয়েছে খর্ব্ব ;
বিজাতির পদানত হয়েছে এখন ;
অবনত মাথা আর,
শক্তি নাহি তুলিবার
কেবল নয়ন-নীরে ভাসিছে বদন ।
অন্তর্গত তব কীর্ত্তি,
মলিন নলিন মূর্ত্তি,
বদনে বচন স্ফুর্ত্তি না হয় এখন ।
হেরে তব দশা হায় !
দুখে বুক ফেটে যায়,
আগ্নেয়াদ্রি মত হয় অন্তর দাহন ।
কেন হায় ! পদ্মাসন,
ভুলাতে ভুবন মন,
এ হেন সুন্দর রূপ দিলেন তোমায় !
রুক্ষ-গিরি-মরু-মুখী,
হলে তুমি হতে সুখী,
এড়াইতে অধীনতা-শৃঙ্খলের দায় ।
অপূর্ব্ব রূপের ডালি,
তোমার হইল গালি,
যবনাদি রিপুচিত্ত করিলে চঞ্চল ।
পশ্চিম প্রদেশ হতে,
আসি তারা, নানা মতে
বলেতে তোমারে দলি করিল বিকল ।
সত্য বটে সুরূপসি,
এখনো ও মুখ-শশী,
একেবারে হয় নাই শোভা-বিরহিত ।
বাহিরে বিকৃতি-শূন্য,
কিন্তু ঘোর অচৈতন্য,
ভিতরে হয়েছে যেন আলো তিরোহিত ।
সদ্যোমৃতা রামা সমা
মূর্ত্তি তব মনোরমা,
দেখিয়া দর্শক চিত্তে লাগে চমৎকার ;
কোমল কমল কান্তি,
দেখি মনে হয় ভ্রান্তি,
এখনো দেহেতে আছে জীবের সঞ্চার ।
পুত্র তব পদ্মাধিক,
কিন্তু ইহাদিগে ধিক,
সব দেখি অচল, অকৃতি, অভাজন ।
হেন শক্তি আছে কার,
হরে তব অন্ধকার ?
নির্জ্জীব শরীর পুনঃ করে সচেতন ?
অদ্যাপি সহস্রকর,
বিস্তারি সহস্র-কর,
সুপক্ক করেন তব রসাল রসাল ;
নিশা ভাগে নিশাকর,
যুড়াইতে কলেবর,

প্রসারেণ সুকোমল দীধিতির জাল।
অদ্যাপি সে সুরেশ্বরী
মুক্তামালা রূপ ধরি,
বিরাজেন তব বক্ষে পূর্ব্বের মতন,
যাঁর কূলে পুরাকালে,
মহাবল মহীপালে,
যজ্ঞ করি অশ্ব-মুণ্ড করিত ছেদন।
পূর্ব্ব মত কলকলে,
জল তার বেগে চলে,
মরকতে মণ্ডিত করিয়া দুই তীর।
অদ্যাপি সে হিম-গিরি,
মস্তক উন্নত করি,
স্বর্গ ভেদি, স্বীয় দর্প রাখিয়াছে স্থির।
প্রাকৃতিক শোভা যত,
সব আছে পূর্ব্ব মত,
একমাত্র আর্য্য জাতি ঘৃণার আস্পদ;
নত শিরে, অন্ধকারে,
থাকে সদা কদাচারে,
ভিখারী বিদেশী-দ্বারে হারা'য়ে সম্পদ।
বল-বীর্য্য-জ্ঞান-হীন,
পরতন্ত্র, পরাধীন,
একতা-সভ্যতা-শূন্য বিষণ্ণ মানস।
নব কীর্ত্তি থাক্ দূরে,
পূর্ব্ব কীর্ত্তি নাহি স্মরে,
মন্ত্র-প্রায় সমাচরে, বিজাতীর বশ।
মূর্খতা নিগড় পায়,
তাদের কি শোভা পায়?
জ্ঞান-সূর্য্য জনমিল যাহাদের কুলে।
দর্শন, জ্যোতিষ শাস্ত্রে,
চিকিৎসা, সাহিত্য, শাস্ত্রে,
ছিল যারা সর্ব্বোপরি এ মহীমণ্ডলে।
কোথা সে "কারিকা"-কার?
সুবিখ্যাত মত যাঁর,
নির্গুণ পুরুষ আর সগুণা প্রকৃতি।
কোথা সেই অক্ষপাদ?
করি যিনি 'ন্যায়, বাদ'
জড়, জীব, ঈশ্বরের করিলা বিবৃতি।
কোথা হায় দ্বৈপায়ন?
এক-ব্রহ্ম-পরায়ণ,
দ্বৈত-বোধ ভ্রম নাশে যাঁহার প্রয়াস।
কোথা বুদ্ধ নির্ব্বিকার?
সর্ব্ব জীবে দয়া যাঁর,
নির্ব্বাণ-মুকতি প্রতি অটল-বিশ্বাস।
কোথা সেই আর্য্যভট্ট?
বিস্তীর্ণ আকাশ-পট,
হস্তামলকের প্রায় জ্ঞান হ'ত যাঁর।
দিবানিশি দিনকরে,
ধরা প্রদক্ষিণ করে,
এই বার্ত্তা যাঁহা হ'তে হইল প্রচার।
কোথায় ভাস্করাচার্য্য?
গণিত যাঁহার কার্য্য,
লীলাবতী গ্রন্থ যাঁর বিখ্যাত ধরায়।
কোথায় চরক মুনি?
ভিষকের শিরোমণি;
অস্ত্র চিকিৎসার গুরু সুশ্রুত কোথায়?
কোথা সে অতুল বীর,
জিতেন্দ্রিয় রণে স্থির,
খাণ্ডব-দাহ-কারী তৃতীয় পাণ্ডব?
কোথা রাজা চন্দ্র গুপ্ত,
গ্রীক গর্ব্ব করি লুপ্ত।
রক্ষা করিলেন যিনি দেশের গৌরব।
প্রতাপে জিনি আদিত্য,
কোথা সে বিক্রমাদিত্য?
শক-বংশ ধ্বংশকারী তেজস্বী ভূপতি।
অপর সে নাম ধারী,
সর্ব্ব জন মনোহারী,
কোথা হায়! নব রত্ন সভা অধিপতি।
কোথা সে সভার রবি,
কালিদাস মহাকবি?
বিকাশে হৃদয়পদ্ম যাঁহার প্রভাবে।
অভিজ্ঞান শকুন্তলে
কার নাহি চিত্ত গলে?

রঘুবংশে কে না হয় গদ গদ ভাবে?
কোথা বা সে উজ্জয়িনী,
অলকা নগরী জিনি
মেঘদূতে শোভা যার রয়েছে চিত্রিত!
যেথা হ'তে বুধগণে
যাম্যোত্তর * রেখা গণে,
জ্যোতিষ ও সাহিত্যের ধাম মনোনীত।
এবে সে মোক্ষদায়িকা।
পুণ্য পুরী অবন্তিকা,
সামান্যা পুরীর মত আছে সিপ্রাতটে।
পূর্ব্বকার গর্ব্ব তার।
হইয়াছে ছার খার,
আর কিসে মনোরমা সুষমা প্রকটে?
কোথা পুষ্প পুর † হায়!
চিহ্ন নাহি পাওয়া যায়;
"প্রিয়দর্শী" অশোকের লুপ্ত রাজাসন।
সুত যাঁর সুবিক্রম,
মহেন্দ্র মহেন্দ্রোপম!
দ্বীপান্তরে বৌদ্ধ মত করিল রোপণ।
বিখ্যাত পাটলীপুত্র
আছে সুধু নাম মাত্র,
যবন নির্ম্মিত পুর "আজিম-আবাদ"।
নাহিক পূর্ব্বের ভাতি,
তথাপি পাটনা খ্যাতি;
এখন পাটনা বলা সুধু মিথ্যাবাদ।
হিন্দুদের অহঙ্কার,
সমস্তই ধূলিসার;
নাহি আর পূর্ব্বকার কোন রাজধানী।
কান্যকুব্জ দেখি ভগ্ন,
হস্তিনা মৃত্তিকা মগ্ন,
কৌশাম্বী নগরী হায় কোথায় না জানি!
ইন্দ্রপ্রস্থ গৃহোপরি,
সাহ জাহানের পুরী,*
অপূর্ব্ব মাধুরী ধরে যমুনার ধারে।
অযোধ্যা করিয়া নাশ,
ফৈজাবাদ সুপ্রকাশ;
প্রয়াগ এলাহাবাদ যবনাধিকারে।

*Longitude.

† পুষ্পপুর, কুসুমপুর, এবং পাটলীপুত্র, প্রাচীন পাটনার নাম। এক্ষণে উহা পাটনা বা আজিমাবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

* নূতন দিল্লী।

সকল উন্নতির মূলাধার শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক প্রস্ফুটিতি প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ীক সুসিদ্ধ। মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজত্বের সকল নিয়মই মঙ্গলাকর। প্রকৃতি হইতে সুখ নিরবচ্ছিন্ন উৎপন্ন হয়। দুঃখ মনের অস্বাভাবিক অবস্থা—গূঢ় ভাব—প্রকৃতির ব্যভিচার হইতে উৎপন্ন হয়।

আমরা অস্মদ্দেশায় অনেক যুবা পুরুষকেই অত্যল্প বয়সে নিতান্ত ক্ষীণ-কায়, নিস্তেজ ও চির-রুগ্ন দেখিতে পাই। তাহার অনেক কারণ সত্ত্বেও হরিশ বাবুর উক্ত কারণ অন্যতর ও প্রধান স্থানীয়। সুতরাং তাহার দোষ উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ রচনা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে যার পর নাই বাঞ্ছনীয় হইয়াছে।

তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন, এ বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিলে, যেমন ইহার বিষময় ফল জানিতে পারিয়া অনেকে পরিত্যাগ করিবে, সেই রূপ যে ইহার নাম শ্রবণ করে নাই, তাহার মন হয় ত এই আন্দোলন দ্বারাই কলুষিত হইবে। কোন বালককে সর্ব্বদা সুরাপান করিতে নিষেধ করিলে, সে হয় ত সুরার নিরবচ্ছিন্ন দোষ শ্রবণ করিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করে। আমরা এবাক্যের যাথার্থ্য সর্ব্বদা অস্বীকার করি না। কিন্তু এরূপ যুক্তিকারীদিগকে জিজ্ঞাসা করি, অস্মদ্দেশীয় কোন্ বালকের কর্ণে হরিশ বাবুর উক্ত পাপের বার্ত্তা

প্রবেশ না করিয়াছে? অথবা কোন্ বালকই বা তাহা হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছে? পক্ষান্তরে বালকদিগকে ইহার দোষ বুঝাইয়া দিলে, হয় ত, অনেকে ইহা হইতে নিবৃত্ত হইবে।

পরিশেষে দুঃখিত অন্তরে লিখিতেছি যে, আমরা স্থরুচির অনুরোধে হরিশ বাবুর গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে অথবা প্রকৃত সমালোচন করিতে পারিলাম না। কিন্তু পাঠকগণকে অনুরোধ করি, যেন সকলেই ঐ পুস্তক খানি এক একবার পাঠ করেন।

সুশ্রুত।—প্রাচীন আর্য্যগণের চিকিৎসা বিজ্ঞান—বাঙ্গলা অনুবাদ এবং সংস্করণ। The Medical Science of the Ancient Aryans translated and edited by Ambica Charan Bandapadhya.

প্রথম হইতে দ্বাদশ খণ্ড সূত্র স্থান ও নিদান স্থান। সম্পূর্ণ। কলিকাতা। পটলডাঙ্গা, ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৩ টাকা।

অস্মদ্দেশীয় অনেক কৃতবিদ্য যুবা আজ কাল প্রাচীন বৈদ্য শাস্ত্রের চিকিৎসার কথা শুনিলে ভ্রূকুটী ও মুখভঙ্গী করেন। সাধারণতঃ বৈদ্যগণ চিকিৎসা করিতে হইলে পক্ষ্যাপক্ষ্য বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করেন। জ্বর হইলে, হয়ত, রোগীকে ৮।১০ দিন অথবা স্থল বিশেষে ১৮।২০ দিনও অনাহারে অথবা লঘু আহারে থাকিতে হয়। আর ডাক্তার ডাকিলে ২।৩ দিবসের মধ্যে জ্বর ছাড়িয়া যায় ও অন্ন পথ্য ব্যবস্থা হয়। এইরূপ দেখিয়া অনেকে কবিরাজদিগের ও তাঁহাদিগের চিকিৎসা প্রণালীর উপর যার পর নাই অসন্তুষ্ট। আমাদিগের মনও এক কালে এইরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু পুনর্ব্বার যতই বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, ততই দেখিতেছি যে, আমাদিগের চিকিৎসা শাস্ত্র এত উৎকৃষ্ট যে ইংরাজি চিকিৎসা এক্ষণে বহু শতাব্দী উন্নত হইয়াও এ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে কি না সন্দেহ-কল্প।

পৃথিবীর মণ্ডল ভাগে পীড়া ভাগ হয়। এক মণ্ডলে যে পীড়া প্রধান অন্যত্র হয়ত, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। জল বায়ু * ও আহার ব্যবহার শারীরিক নিয়মানুযায়িক হইলে শরীর সুস্থ থাকে, ইহার অন্যথা হইলে পীড়িত হইতে হয়। আবার মণ্ডল ভেদে জল বায়ু, খাদ্য, ও মনুষ্যের ব্যবহারিক প্রকৃতি ভেদ হয়, এই জন্যই মণ্ডল ভেদেই পীড়ার ভেদ। পক্ষান্তরে যে মণ্ডলে যে পীড়ার আধিক্য হয়, সেই মণ্ডল-বাসী চিকিৎসকেরা তাহার উপসমের জন্য অধিক প্রয়াসী হয়। পরিশ্রম, চেষ্টা ও বুদ্ধি পরিচালন হইতে নূতন তত্ত্ব ও সত্য আবিষ্কার হয়। এই জন্য যে মণ্ডলে যে পীড়ার প্রাধান্য সেই মণ্ডলেই তাহার চিকিৎসার উন্নতি লাভ করা যার পর নাই সম্ভবপর। † এবং এই জন্য অস্মদ্দেশে ডাক্তারি অপেক্ষা কবিরাজী চিকিৎসা অধিক সফল হয়।

ডাক্তারী চিকিৎসার দিন দিন উন্নতি হইতেছে, এক একটী সাখাতে এক এক জন জীবন ক্ষেপণ করিতেছেন। পক্ষান্তরে বৈদ্যশাস্ত্রের প্রাচীন কালে যে উন্নতি হইয়াছে, এক্ষনে তাহা অপেক্ষা এক পদ উন্নতি দূরে থাক, দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। ডাক্তারী

* Climate'

† মণ্ডল ভেদে চিকিৎসার বিষয় ভেদ উন্নতির এই একমাত্র কারণ নহে।

চিকিৎসা অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় কালেজে উচিতরূপে শিক্ষা হয়, আর বৈদ্যশাস্ত্রে যদৃচ্ছাক্রমে কেবল পুস্তক দেখিয়া লোকে শিক্ষা করে। তথাপি অনেকস্থলে ডাক্তারী অপেক্ষা কবিরাজীর ফল অধিক দেখা যায়। সুতরাং বৈদ্য শাস্ত্রের চিকিৎসা যে কত উৎকৃষ্ট ও উন্নত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইংরাজদিগের সংস্পর্শে আমাদিগের অনেক বিষয় নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে, এমন কি হয়ত, কএক শতাব্দী পরে বিলুপ্ত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বৈদ্য শাস্ত্রের উপযোগীতা দিন দিন অধিক পরিমাণে অনুভূত হইতেছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহৎ বিষয়ের উন্নতি অথবা পরিচালন করিতে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছি। অম্বিকা বাবু এই লুপ্ত প্রায় বৈদ্যশাস্ত্র বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে আমাদিগের কত দূর উপকারের কার্য্য করিতেছেন ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন তাহা হয়ত বর্ত্তমান সাময়ীক লোকেরা বুঝিতে পারিতেছেন না, কিন্তু পরবর্ত্তী বংশ অবশ্যই তাঁহার মহৎ কার্য্যের উপকারীতা বুঝিবে। অম্বিকা বাবু ভূমিকায় বলেন,—

"বহুকাল হইতে আমাদের দেশে প্রাচীন মুনিগণ প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ বিহিত চিকিৎসাপ্রণালী লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এক্ষণে মারিভয় প্রভৃতি বিবিধ প্রকার রোগ চতুর্দ্দিকে প্রাদুর্ভূত হওয়াতে, ডাক্তারী চিকিৎসাই লোকের এক মাত্র গতি হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চিকিৎসার পরিণাম ফল দেখিয়া এবং প্রাকৃতিক নিয়ম পর্য্যালোচনা করিয়া, এক্ষণে অনেকেই বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, ইংরাজী চিকিৎসা অনেক সময়ে আমাদিগের শরীরের পক্ষে পরিণামে স্বাস্থ্যকর হয় না। এই সিদ্ধান্তটী নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বোধ হয় না। আধুনিক ও প্রাচীন শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিতে না পারিলে, চিকিৎসা কার্য্য কোন মতেই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না। যদি এই নিয়মটি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে আমাদিগের প্রাচীন ভৈষজ্য তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্বয়ং এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের ও তদ্দ্বারা স্বদেশবাসিগণের শারীরিক প্রকৃতি যেরূপ বিবেচনা করিতে পারিয়াছেন, সেরূপ ভিন্নদেশীয় পণ্ডিতগণের পক্ষে কোন মতেই সম্ভবে না। এবং তাঁহারা এইরূপ প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের যে রোগের যে ঔষধ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের শরীরে যে রূপ কার্য্যকর হইবে, আর কোন ঔষধই সেরূপ কার্য্যকর হওয়া সম্ভব নহে। আমাদিগের প্রাচীন চিকিৎসা প্রণালী যে কেবল ভারতবাসিগণের স্বাস্থ্য বিধান বিষয়েই আধুনিক ভৈষজ্যতত্ত্ববেত্তাদিগের প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এমত নহে; ভারত ভূমির সেই প্রাচীন মহাত্মাগণ স্বদেশের কীর্ত্তিকেতন স্বরূপ যে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক পবিত্র ও ন্যায়ানুগত ভাবে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে কেবল তাঁহারাই জানিতেন। এবং ভৈষজ্যতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে এমত কোন বিষয় নাই, যাহাতে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে পণ্ডিত মণ্ডলীতে আলোচনা না থাকায় এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রযুক্ত সা-

ধারণের বোধগম্য না হওয়ায়, আমাদিগের কীর্ত্তি কুশল প্রাচীন পুরুষগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ সেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এক দিকে হতাদর হইয়া মৃতপ্রায় রহিয়াছে। অপর দিকে ভারতবাসিগণ দুর্ভর রোগভারে অভিভূত হইয়া গতি হীন অনভিজ্ঞ জনের ন্যায় আত্মপরিত্রাণার্থে ত্রাহি ত্রাহি শব্দে বিজাতীয় চিকিৎসা প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। যত দূর সাধ্য স্বদেশের এই অকীর্ত্তিকরী শোচনীয়া দশা মোচনাভিলাষে, স্বদেশের প্রাকৃতিক নিয়মানুগত প্রাচীন ও পবিত্র বিধানানুসারে প্রিয়তম পুত্র কলত্র প্রভৃতি পরিবারগণের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে সকল ভারতবাসিগণকে প্রবৃত্তি প্রদানাভিলাষে, আধুনিক জনসমাজে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ সেই অরণ্যবাসী ফল মূলাশি তাপসগণের অলোক সামান্য ধীশক্তির গাম্ভীর্য্য ও চাতুর্য্য প্রদর্শনাভিলাষে; এবং যদি সম্ভবে, ভারতের এক.কালীন নির্ব্বাপিত গৌরবশিখা কিঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ উদ্দীপিত করণাভিলাষে; আমি, ; ভারতবাসির আদি পুরুষ সেই ঐশ্বর্য্য-ভোগ-বিরত তপোব্রত মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রান্তর্গত সুশ্রুত নামক গ্রন্থ স্বদেশবাসী সর্ব্বজনসুলভ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। কার্য্যটী বিলক্ষণ আয়াসসাধ্য; কেবল স্বদেশবাসী সহৃদয় জনগণের উৎসাহের প্রতি নির্ভর করিয়া প্রবৃত্ত হইলাম, কত দূর সফল হইব, বলিতে পারি না।

এই গ্রন্থানুসারে চিকিৎসা করিবার প্রণালী বহুদিন হইতে আমাদিগের দেশে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। লুপ্ত বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুবাদ করা যে কত কঠিন, তাহা বৈজ্ঞানিক মাত্রেই বিবেচনা করিতে পারিবেন। মূলের মর্ম্মানুসারে, যত দূর সাধ্য, সরল ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে চেষ্টা করিতেছি, যত্ন ও শ্রমের কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছি না। কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইব, তাহার কিছুই নিশ্চয় বলিতে পারি না। অনুবাদ সম্বন্ধে ভিষক্‌কুলভূষণ শ্রীযুক্ত কালীদাস গুপ্ত বিদ্যারত্ন-উপাধি-ভূষিত সুহৃৎবরের আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়াই প্রবৃত্ত হইলাম।"

এই গ্রন্থে যন্ত্র ও শস্ত্র প্রকরণ, ঔষধ প্রকরণ, দ্রব্য গুণ, শারীর স্থান, রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসা, শস্ত্র ও ঔষধ-চিকিৎসা, সর্পাদি জন্তুর বিষচিকিৎসা প্রভৃতি যে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় বিবৃত আছে, তাহা এই প্রথম খণ্ড পাঠ করিলেই পাঠকবর্গ জানিতে পারিবেন। এককালীন প্রকাশ করা সমধিক অর্থ সাধ্য, একারণ আপনাদিগের এবং দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের সুলভের কারণ খণ্ড২ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব।

সুশ্রুত আট ভাগে বিভক্ত শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, কায়চিকিৎসাতন্ত্র, ভূতবিদ্যাতন্ত্র, কৌমারভৃত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণতন্ত্র।

সেই অষ্টখণ্ডের মধ্যে শল্যতন্ত্রের লক্ষণ কহিতেছি। নানা প্রকার তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ, পাংশু, স্বর্ণাদি ধাতু, ইষ্টকাদির ক্ষুদ্র খণ্ড, অস্থি, কেশ, নখ ইত্যাদি শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, এবং পূয ও প্রস্রাব আদি শরীরে বদ্ধ হইয়া পীড়াদায়ক হয়। তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার ও অগ্নি প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার উপদেশ,

এবং বিবিধ প্রকার রোগের নিশ্চয় করিবার উপদেশ যাহাতে আছে তাহাকে শল্যতন্ত্র কহে।

স্কন্ধ সন্ধির উপরিস্থিত রোগ সমূহের অর্থাৎ কর্ণেন্দ্রিয়, নয়নেন্দ্রিয়, মুখ, নাসিকা, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ, অধর, গণ্ড, তালু ও আলজিহ্বা প্রভৃতি স্থানে যে সকল ব্যাধি হয়, তাহাদিগের বিনাশের উপদেশ যাহাতে আছে, তাহাকে শালাক্যতন্ত্র কহে।

যাহাতে সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত ব্যাধি সকলের অর্থাৎ জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ, মেহ ইত্যাদি ব্যাধি সকলের উপশম করিবার উপায় আছে, তাহাকে কায়চিকিৎসাতন্ত্র কহে।

দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃলোক, পিশাচ, তক্ষকাদি নাগ, সূর্য্যাদি নবগ্রহ, এবং স্কন্দাদি গ্রহ, ইহাদিগের দ্বারা চিত্ত আবিষ্ট হইলে যে সকল মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের উপশমের উপায়স্বরূপ শান্তিকর্ম্ম, মন্ত্রজপ, দেবতাদিগের পূজাবিধি, ও ঔষধ ধারণ, রত্নাদি ধারণ ও দেবতাদিগের উদ্দেশে রত্নাদি দান, যাহাতে বিহিত হইয়াছে, তাহাকে ভূতবিদ্যাতন্ত্র কহে।

যাহাতে সদ্যোজাত বালকবালিকার প্রতিপালনার্থ, বেতন দ্বারা নিয়োজিত ধাত্রীদিগের স্তন্যদুগ্ধসংশোধনের বিশেষ বিধি আছে, এবং দুষ্ট দুগ্ধ জন্য ব্যাধি সকলের, ও স্কন্দাধি গ্রহ গমনে বায়ু-স্পর্শ জন্য ব্যাধি সকলে উপশমের উপায় যাহাতে কথিত হইয়াছে, তাহাকে কৌমারভৃত্যতন্ত্র কহে।

সর্পজাতি, কীটজাতি, মাকড়্সাজাতি, বিছাজাতি, মূষিকজাতি ইত্যাদি বিষযুক্ত প্রাণিগণ কোন প্রাণিকে দংশন করিলে, কোন্ জাতির বিষ, ইহা বিশেষ রূপে জানিবার উপদেশ যাহাতে আছে; এবং সেই সকল বিষ স্পর্শ করিয়া অথবা দ্রব্য সংযোগে ভক্ষণ করিয়া প্রাণিগণ নষ্ট-প্রায় হইলে, তাহার উপশমের উপদেশ যাহাতে কথিত হইয়াছে, তাহাকে অগদতন্ত্র কহে।

বয়ঃস্থাপন অর্থাৎ মানবের যুবার ন্যায় বলিষ্ঠ হইবার উপায়, ও পরমায়ু, মেধা, বল ইত্যাদি বৃদ্ধি করিবার উপায় এবং দেহ নীরোগ করিবার উপায়, যাহাতে কথিত আছে, তাহাকে রসায়নতন্ত্র কহে।

অল্প অথবা শুষ্ক শুক্রের বৃদ্ধি করিবার বিধান, যে শুক্র বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিবার বিধান, ক্ষয়প্রাপ্ত শুক্রের উৎপত্তির বিধান, ক্ষীণ শরীরে বল বৃদ্ধি করিবার বিধান, এবং চিত্তেতে অত্যন্ত আনন্দের উৎপত্তি বিধান, যাহাতে কথিত আছে, তাহাকে বাজীকরণতন্ত্র কহে।

বৈদ্যশাস্ত্র যে প্রাচীন কালে কত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা এই বিভাগ দেখিয়াই অনায়াসে অনুভূত হয়। অবশ্য ইহা যে অভ্রান্ত আমরা তাহা জানিতেছি না।

অনুবাদের ভাষা হৃদ্য, বুদ্ধা, অতিশুদ্ধ, ও গ্রাম্যতাদোষা শন্য।

পলাসীর যুদ্ধ।—শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। কলিকাতা, নূতন ভারত যন্ত্রে শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ১।০ টাকা মাত্র। ১২৮২।

বঙ্গদেশের শেষ নবাব সেরাজ-উদ্দৌলা যার পর নাই অত্যাচারী ছিলেন। মিরজাফের প্রভৃতি তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষগণ ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে পলাসির যুদ্ধে পরাভব করিয়াছিলেন। এই পলাসির যুদ্ধের পর ৮।৯ বৎসর কাল মিরজাফেরের বংশ বঙ্গের সিংহাসনাধিরূঢ় ছিল। তৎপরে ১৭৬৫ খৃঃ অঃ ইংরাজেরা বঙ্গরাজ্য আপন হস্তে গ্রহণ করেন। বলিতে হইলে পলাসির যুদ্ধই ভারত ব্রিটনাধীন হওয়ার প্রধান কারণ। এই যুদ্ধ হইতেই ভারতে ব্রীটনীয়দিগের প্রাধান্য বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইল।

মুসলমান নবাবদিগের মধ্যে অনেকে অত্যাচারী ছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও আমাদিগের বঙ্গবাসী বাঙ্গালী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের অধীনে বঙ্গ এক রূপ স্বাধীন ছিল, বলিতে পারা যায়। কিন্তু পলাসীর যুদ্ধ হইতেই আমরা স্বাধীনতা হারাইয়াছি, সুতরাং পলাসীর যুদ্ধ মুসলমানদিগের যেরূপ অগৌরবের বিষয় আমাদিগেরও সেই রূপ বটে। জাতীয় অগৌরবের বিষয় কবিতা লিখিয়া চিরপ্রসিদ্ধ করা যার পর নাই অবনতির লক্ষণ ও অধিকতর অবনতির কারণ। নিজের অপমান যে আপনি সগৌরবে বর্ণন করিতে পারে,তাহার হৃদয়—তাহা সহজেই অনুমেয়। অপরন্তু এইরূপ অগৌরবের বিষয় বর্ণন করিয়া লেখক অন্যান্য লোকের হৃদয়ও একেবারে অভিমান শূন্য সুতরাং অবনত করিয়া ফেলিল। কোথায় শ্বেতাঙ্গগণ "Rule Britania" বলিয়া গগনমণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করেন, আর আমরা কি রূপে দেশের স্বাধীনতা হারাইয়াছি তাহার কবিতা লিখিয়া সাধারণ্যে প্রচার করিতেছি। কিন্তু কাব্যখানি পাঠ করিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। নবীন বাবু এক জন সুকবি। তাঁহার বর্ণ বোধ আছে। ভাষা অতি উত্তম ও সুললিত। যদি আমাদিগের গৌরবাকর কোন বিষয় লইয়া এই কাব্য রচিত হইত, তাহা হইলে আমরা যার পর নাই সন্তুষ্ট হইতাম।

উপস্থিত কাব্যখানি ৫ সর্গে বিভক্ত। সেরাজউদ্দৌলার সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা নবীন বাবু প্রথম ৫ সর্গে বর্ণন করিয়াছেন।

১

দ্বিতীয়-প্রহর নিশি, নীরব অবনী,
নিবিড়-জলদাবৃত গগন-মণ্ডল;
বিদারি আকাশতল,—যেন দুষ্ট ফণী—
খেলিতেছে থেকে থেকে বিজলী চঞ্চল;
দেখিতে বঙ্গের দশা সুরবালাগণ,
গগন-গবাক্ষ যেন চকিতে খুলিয়া,
অমনি সিরাজ-ভয়ে করিতে বন্ধন,
চমকিছে রূপজ্যোতিঃ নয়ন ধাঁধিয়া;
মুহূর্ত্তেক হাসাইয়া গগন-প্রাঙ্গণ,
সভয়ে চপলা মেঘে পশিছে তখন।

২

যবনের অত্যাচার করি দরশন,
বিমল হৃদয় পাছে হয় কলুষিত,
ভয়েতে নক্ষত্র-মালা লুকায়ে বদন,
নীরবে ভাবিছে মেঘে হয়ে আচ্ছাদিত,
প্রজার রোদন, রাজ-আমোদের ধ্বনি,
করিয়াছে যামিনীর বধির শ্রবণ;

গগন পরশে পাছে ভাসায়ে ধরণী,
এই ভয়ে ঘনঘটা গর্জ্জে ঘন ঘন।
গম্ভীর ঘর্ঘর শব্দে কাঁপিছে অবনী,
দ্বিগুণ ভীষণতরা হতেছে যামিনী।

৩

নীরদ-নির্ম্মিত-নীল-চন্দ্রাতপ-তলে
দাঁড়াইয়া তরুরাজি,—স্থির অবিচল,
প্রস্তরে নির্ম্মিত যেন! জাহ্নবীর জলে
একটী হিল্লোল নাহি করে টল মল;
না বহে সময়-স্রোত, জাহ্নবীর জল;
প্রকৃতি অচলভাবে আছে দাঁড়াইয়া;
অস্পন্দ অন্তরে যেন স্তব্ধ ধরাতল,
শুনিছে কি মেঘমন্ত্রে ঘন গরজিয়া
বিজ্ঞাপিছে বিধাতার ক্রোধ ভয়ঙ্কর,
কাঁপাইয়া অত্যাচারী পাপীর অন্তর।

৪

ভয়ানক অন্ধকারে ব্যাপ্ত দিগন্তর
তিমিরে অনন্যকায় শূন্য ধরাতল,
বিনাশিয়া একেবারে বিশ্বচরাচর;
অবিবাদে অন্ধকার বিরাজে কেবল;
কত বিভীষিকা মূর্ত্তি হয় দরশন;
যমাধিক করিয়া যেন বদন ব্যাদান
নির্গত করেছে শব বিকট-দশন
বারেক খুলিলে নেত্র ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
ধরা যেন বোধ হয় প্রকাণ্ড শ্মশান;
নাচিছে ডাকিনী করে উলঙ্গ কৃপাণ।

৫

ধরিয়া বঙ্গের গলা কাল-নিশীথিনী,
নীরবে নবাব-ভয়ে করিছে রোদন;
নীরবে কাঁদিছে আহা! বঙ্গ বিষাদিনী,
নীহার নয়নজলে তিতেছে বসন।
নীরব ঝিল্লির রব; স্তব্ধ সমীরণ;
মাতৃবুকে শিশুগণ, দম্পতী শয্যায়,
পতি প্রাণভয়ে, সতী সতীত্বকারণ,
ভাবিছে অনন্যমনে কি হবে উপায়;
বিরামদায়িনী নিদ্রা ছাড়ি বঙ্গালয়
কোথায় গিয়াছে; ডরি নবাব নিদয়।

নবীন বাবু যে কয়েকটী কবিতার দ্বারা পলাসীর যুদ্ধের পূর্ব্বে সেরাজের মনের ভাব বর্ণন করিয়াছেন, তাহা ভাল হয় নাই। তাদৃশ পাপাচারীর হৃদয় বর্ণন করিতে হইলে, মানব-হৃদয় কত নীচ হইতে পারে, কবি তাহাই দেখাইয়াছেন।

পলাসীর যুদ্ধের বর্ণন অতি উত্তম হইয়াছে, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

১

ব্রিটিসের রণবাদ্য বাজিল অমনি,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন, উঠিল সে ধ্বনি।

২

নাচিল সৈনিক-রক্ত ধমনী ভিতরে,
মাতৃকোলে শিশুগণ,
করিলেক আস্ফালন,
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।

৩

নিনাদে সমররঙ্গে নবাবের ঢোল,
ভীমরবে দিগঙ্গনে,
কাঁপাইয়া ঘনে ঘনে.
উঠিল অম্বর-পথে করি ঘোর রোল।

৪

ভীষণ মিশ্রিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
কৃষক লাঙ্গল করে,
দ্বিজ কোষাকুষি ধরে,
দাঁড়াইল বজ্রাহত পথিক যেমন।

৫

অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত অসি ধরি যোদ্ধগণ,
বারেক গগন প্রতি,
বারেক মা বসুমতী,
নিরখিল যেন এই জন্মের মতন।

৬

ভাগিরথী-উপাসক আর্য্যসুতগণ,

ভক্তিভাবে কিছুক্ষণ,
করি গঙ্গা দরশন,
'গঙ্গামাই' বলে সবে ডাকিল তখন।

৭

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল,
বন্দুক সদর্পভরে,
তুলি নিল অংশোপরে;
শঙ্গিনে কন্টকাকীর্ণ হলো রণস্থল।

৮

বেগবতী স্রোতস্বতী ভৈরবী গর্জ্জনে,
শলিল সঞ্চয় করি,
যায় ভীম বেগ ধরি,
প্রতিকূল শৈলপ্রতি তাড়িৎ গমনে।

৯

অথবা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র, কুরঙ্গ কাননে,
করে যদি দরশন,
দলি গুল্ম-লতাবন,
তীরবৎ ছুটে বেগে মৃগ আক্রমণে।

১০

তেমতি নবাব-সৈন্য বীর অনুপম,
আম্রবন লক্ষ্য করি,
একস্রোতে অস্ত্র ধরি,
ছুটিল সকলে যেন কালান্তক যম!

১১

অকস্মাৎ একেবারে শতেক কামান,
করিল অনলবৃষ্টি,
যেন বিনাশিতে স্বষ্টি,
কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হলো তিরোধান!

১২

অস্ত্রাঘাতে সুপ্তোত্থিত শার্দ্দূলের প্রায়,
ক্লাইব নির্ভয় মন,
করি রশ্মি আকর্ষণ,
আসিল তুরঙ্গোপরে রাখিতে সেনায়।

১৩

সম্মুখে সম্মুখে বলি সরোষে গর্জ্জিয়া,
করে অসি তীক্ষ্ণ ধার;
ব্রিটিসের পুনর্ব্বার,
নির্ব্বাপিত-প্রায় বীর্য্য উঠিল জ্বলিয়া।

১৪

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত অনল।

১৫

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি,
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে,
চাহিল আকাশ পানে,
ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।

১৬

পাখীগণ কলরব করি ব্যস্তমনে,
পশিল কুলায়ে ডরে;
গাভীগণ ছুটে রড়ে,
বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাঁপাল সঘনে।

১৭

আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন,
উগরিল ধূমরাশি,
আঁধারিল দশ দিশি,
গরজিল সেই সঙ্গে ব্রিটিস বাজন।

১৮

আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন,
কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীমরব ফাটিল গগন।

১৯

সেই ভীমরবে মাতি ক্লাইবের সেনা,
ধূমে আবরিত দেহ,
কেহ অশ্বে, পদে কেহ,
গেল শত্রু মাঝে, অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্ঝনা।

২০

খেলিছে বিদ্যুৎ একি ধাঁধিয়া নয়ন!
লাখে লাখে তরবার,
ঘুরিতেছে অনিবার,

রবিকরে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন।

২১

ছুটিল একটী গোলা রক্তিম-বরণ,
বিষম বাজিল পায়ে,
সেই সাংঘাতিক ঘায়ে,
ভূতলে হইল মির্‌মদন পতন।

২২

"হুর্‌রো হুর্‌রো" করি গর্জ্জিল ইংরাজ,
নবাবের সৈন্যগণ,
ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ,
পালাতে লাগিল সবে নাহি সহে ব্যাজ

২৩

"দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন,
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ,
যদি ভঙ্গ দেও রণ,"
গর্জ্জিল মোহনলাল "নিকট শমন"!

২৪

"আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারোনা থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন!"

২৫

"ভারতে পাবি না স্থান করিতে বিশ্রাম,
নবাবের মাথা খেয়ে,
কেমনে আসিলি ধেয়ে,
মরিবি মরিবি ওরে যবন-সন্তান!"

২৬

"সেনাপতি! ছিছি একি! হা ধিক্ তোমারে!
কেমনে বলনা হায়!
কাষ্ঠের পুতুল প্রায়,
সসজ্জিত দাঁড়াইয়া আছ এক ধারে!"

২৭

"ওই দেখ, ওই যেন চিত্রিত প্রাচীর,
ওই তব সৈন্যগণ,
দাঁড়াইয়া অকারণ,
গণিতেছে লহরী রণ-পয়োধির?"

২৮

"দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার,
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব কি দেখিছ আর?"

২৯

"ভেবেছ কি শুধু রণে করি পরাজয়,
রণতৃপ্ত শত্রুগণ,
ফিরে যাবে ত্যজি রণ;
আবার যবন বঙ্গে হইবে উদয়?"

৩০

মূর্খ তুমি!—মাটি কাটি লভি কহিনুর,
ফেলিয়া সে রত্ন হায়!
কে ঘরে ফিরিয়া যায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর?"

৩১

"কিম্বা যেই পাপে বঙ্গ করেছ পীড়িত,
হতভাগ্য হিন্দুজাতি,
দহিয়াছ দিবারাতি,
প্রায়শ্চিত্ত কাল বুঝি এই উপস্থিত।"

৩২

"সামান্য বণিক্ এই শত্রুগণ নয়,
দেখিবে তাদের হায়,
রাজা, রাজ্য ব্যবসায়,
বিপণি সমর-ক্ষেত্রে, অস্ত্র বিনিময়"।

৩৩

"নিশ্চয় জানিও রণে হলে পরাজয়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল ভার,
ঘুচিবেনা জন্মে আর,
অধীনতা বিষে হবে জীবন সংশয়।"

৩৪

"যেই হিন্দু জাতি এবে চরণে দলিত,
সেই হিন্দুজাতি সনে,
নিশ্চয় জানিবে মনে,
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত।"

৩৫

"অধীনতা, অপমান, সহি অনিবার,
কেমনে রাখিবে প্রাণ,
নাহি পাবে পরিত্রাণ,
জ্বলিবে জ্বলিবে বুক্ হইবে অঙ্গার।"

৩৬

"সহস্র গৃধিনী যদি শতেক বৎসর,
হৃৎপিণ্ড বিদারিত,
করে অনিবার, প্রীত'
বরঞ্চ হইবে তাহে, তবু হা ঈশ্বর।"

৩৭

"একদিন—একদিন—জন্ম জন্মান্তরে,
নাহি হই পরাধীন;
যন্ত্রণা অপরিসীম,
নাহি সহি যেন নর গৃধিনীর করে।"

৩৮

"হারাস্ নে, হারাস্ নে, রে মূর্খ যবন!
হারাস্ নে এ রতন,
এই অপার্থিব ধন,
হারাইলে আর নাহি পাইবি কখন।"

৩৯

বীরপ্রসবিনী যত মোগোলরমণী,
না বুঝিনু কি প্রকারে,
প্রসবিল কুলাঙ্গারে,
চঞ্চলা যবন-লক্ষ্মী বুঝিনু এখনি।"

৪০

"প্রণয়-কুসম-হার রে ভীরু দুর্ব্বল!
পরাইলি যে গলায়,
বলনা রে কি লজ্জায়,
পরাইবে সে গলায় দাসীত্বশৃঙ্খল?"

৪১

"চিরউপার্জ্জিত যেই কুলের গৌরব,
কেমনে সে পূর্ণশশী,
কলঙ্ক করিলি মসি,
ততোধিক যবনের কি আছে বিভব?"

৪২

ভুবনবিখ্যাত সেই যশের কারণ,
বণিতা দুহিতা তরে,
লও অসি লও করে,
ভারতের লাগি সবে কর তবে রণ।"

৪৩

"কোথায় ক্ষত্রিয় গণ সমরে শমন,
ছিছি ছিছি একি কায,
ক্ষত্রকুলে দিয়ে লাজ,
কেমনে শত্রুরে পৃষ্ঠে করালি দর্শন?"

৪৪

"বীরের সন্তান তোরা বীর অবতার;
স্বকুলে দিলিরে কালি,
এমন কলঙ্কডালি,
শৃগালের কায, হয়ে সিংহের কুমার!

৪৫

"কেমনে যাবিরে ফিরে ক্ষত্রিয়সমাজে,
কেমনে দেখাবি মুখ,
জীবনে কি আছে সুখ,
স্ত্রীপুত্র তোদের যত হাসিবেক লাজে।"

৪৬

"ক্ষত্রিয়ের একমাত্র সাহস সহায়,
সে বীরত্ব প্রভাকরে,
অর্পি ভীরু! রাহুকরে,
কেমনে ফিরিবে ঘরে কি ছার আশায়?'

৪৭

"কি ছার জীবন যদি নাহি থাকে মান;
রাখিব রাখিব মান,
যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
সাধিব সাধিব সবে প্রভুর কল্যান!"

৪৮

"চল তবে ভ্রাতাগণ চল পুনর্ব্বার,
দেখিব ইংরাজ দল,
শ্বেতঅঙ্গে কত বল,
আর্য্যসুতে জিনে রণে হেন সাধ্য কার?

৪৯

"বীর-প্রসূতীর পুত্র আমরা সকল,
না ছাড়িব একজন,
কভু না ছাড়িব রণ,
শ্বেতঅঙ্গে রক্তস্রোত না হলে অচল।"

৫০

"দেখাব ভারতবীর্য্য দেখাব কেমন,
বলে যদি হীমাচল,
করে তারা রসাতল,
না পারিবে টলাইতে একটী চরণ।"

৫১

"যদি তারা প্রভাকর উপাড়িয়া বলে,
ডুবায় সিন্ধুর জলে,
তথাপি ক্ষত্রিয় দলে,
টলাইতে না পারিবে বলে কি কৌশলে।

৫২

"সহে না বিলম্ব আর চল ভ্রাতাগণ,
চল সবে রণস্থলে,
দেখিব কে জিনে বলে,
ইংরাজের রক্তে আজি করিব তর্পন?

৫৩

ছুটিল ক্ষত্রিয় দল, ফিরিল যবন,
যেমতি জলধি জলে,
প্রকাণ্ড তরঙ্গ দলে,
ছুটে যায়, বহে যবে ভীম প্রভঞ্জন।

৫৪

বাজিল তুমুল যুদ্ধ, অস্ত্রের নির্ঘাত,
তোপের গর্জ্জন ঘন,
ধূম অগ্নি উদ্গীরণ,
জলধরমধ্যে যেন অশনিসম্পাত।

৫৫

নাচিছে অদৃষ্ট দেবী, নির্দ্দয় হৃদয়,
এই ব্রিটিসের পক্ষে,
এই বিপক্ষের বক্ষে,
এই বার ইংরাজের হলো পরাজয়।

৫৬

অকস্মাৎ তূর্য্যধ্বনি হইল তখন,
"ক্ষান্ত হও যোদ্ধাগণ,
কর অস্ত্র সম্বরণ,
নবাবের অনুমতি কালি হবে রণ।"

৫৭

উত্থিত কৃপাণকর হইল অচল,
সম্মুখ চরণদ্বয়,
পবনে উত্থিত হয়,
দাঁড়াল নবাবসৈন্য হইল চঞ্চল।

৫৮

যেমতী শিখরত্যাগি পার্ব্বতীয় নদী,
করি তরু উন্মূলন,
ছিড়ি গুল্ম লতাবন,
অবরুদ্ধ হয় শৈলে অর্দ্ধ পথে যদি,

৫৯

অচল শিলার সহ যুঝি বহুক্ষণ,
যদি কোনমতে তারে,
বারেক টলাতে পারে,
উড়াইয়া শিলা হয় ভূতলে পতন।

৬০

তেমতি বারেক যদি টলিল যবণ,
ইংরাজ শঙ্গিন করে,
ইন্দ্র যেন বজ্র ধরে,
ছুটিল পশ্চাতে, যেন কৃতান্ত সমন।

৬১

কারো, বুকে কারো পৃষ্ঠে, কাহারো গলায়
লাগিল; শঙ্গিন যায়,
বরিষার ফোটাপ্রায়,
আঘাতে আঘাতে পড়ে যবন ধরায়।

৬২

ঝম্ ঝম্ ঝম্ করি ব্রিটিসবাজনা,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
আনন্দে করিল বঙ্গে বিজয়ঘোষণা।

৬৩

মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ি অচল উপর,
শোণিতে আরক্তকায়,
অস্ত গেলা রবি, হায় !
অস্ত গেল যবনের গৌরবভাস্কর ।

নবীন বাবু নবাবের স্ত্রীর যেরূপ চরিত্র সাজাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে কোন ক্রমেই রমণিকুল—চূড়ামণি বোধ হয় না। "সে আমাকে ভাল বাসে বলিয়া" রমণী তাহার নায়ককে ভাল বাসেন আমরা তাঁহাকে কখনই যথার্থই প্রেমিকা বলিতে পারি না ।

শেষ অধ্যায়ে নবীন বাবু ইংরাজদিগের অবস্থা কি রূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা সত্য নহে। সত্য বটে ইংরাজেরা সুরাপায়ী, কিন্তু যুদ্ধের অনতিকাল পরে তাঁহাদের ঈদৃশ মিথ্যা আমোদে অধিক কালক্ষেপ করেন না। নবীন বাবুর মনে বোধ হয় এই রূপই ইংরাজদিগের স্বভাব। হয়ত ২।১ স্থলে এরূপ হইতে পারে। কিন্তু এরূপ তাহা-স্বভাব নহে ।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে আমরা নবীন বাবুকে জাতীয় গৌরবোক্তজাত কাব্য লিখিয়া দুঃখিনী বঙ্গমাতার দুঃখ অপনয়ন করিতে অনুরোধ করি ।

রণচণ্ডী।

৩০ অধ্যায়।

আশাম রাজ রঙ্গলাল সিংহ প্রদোষ সময়ে প্রাসাদশিখরে বসিয়া প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন। রঙ্গলাল সিংহ কবি ছিলেন, এ প্রাচীন বয়সেও তিনি উত্তম কবিতা রচনা করিতেন, কিন্তু তাহার অধিকাংশই আদিরস-ঘটিত।

প্রকৃতির সঙ্গে কবিদিগের না জানি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কি সম্বন্ধ আছে! উন্মত্ত কবি হাফেজ কোন রূপসীর গণ্ডস্থলস্থ একটী তিলের জন্য সমরকন্দ ও বোখারা রাজ্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন, আশামরাজ একটী সুমধুর সংগীত শুনিলে, সংগীত-কারককে আপন রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি প্রতি প্রদোষে প্রাসাদশিখরে বসিয়া প্রাসাদের মূল বিষ্টেত করিয়া যে ব্রহ্মপুত্র নদ খরতর বেগে বহিত, তাহা নিরীক্ষণ করিতেন; প্রাসাদমূল ভেদ করিয়া যে সকল বৃক্ষাদি জন্মিয়াছিল, তাহাদের শুষ্ক পত্র ঘুরিয়া২ উড়িয়া২ কেমন করিয়া ব্রহ্মপুত্রের চল জলে পড়িত, তিনি তাহা দেখিতেন; নির্ম্মল ব্রহ্মপুত্রের জলে নির্ম্মল গগন-মণ্ডলের যে প্রতিবিম্ব পড়িত, তিনি তাহা নিরীক্ষণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন। এই সকলে তাঁহার মনে সুখ হইত। এ সকল কবিদিগের ভালবাসার জিনিস।

রাজা রঙ্গলাল সিংহ প্রাসাদশিখরে বসিয়া ঐ সকল নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর গুন্২ করিয়া মনে২ গীত রচনা করিতেছেন; এমন সময়ে আমাদের রাজকুমার শত্রুদমন তাঁহার পশ্চাদ্দিক দিয়া প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। সেই স্থানে একজন ভৃত্য বসিয়াছিল, সে শত্রুদমনকে কহিল, "এস্থানে কাহারও আসিবার অনুমতি নাই।"

"রাজার দৌহিত্রের আসিবার অনুমতি আছে," বলিয়া তিনি বরাবর রাজসমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে কখনও দেখেন নাই—সুতরাং চিনিবেন কি প্রকারে? তিনিও সহসা পরিচয় না দিয়া প্রথমে রাজাকে যথা-যোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তুমি বিদেশী; তোমার নাম কি? এবং কি প্রয়োজনে আমাদের দেশে আসা হইয়াছে?"

"রাজকুমার বিনীততার লক্ষণস্বরূপ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা তাহাতে আরো সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "সৌজন্যই যুবকদিগের ভূষণ। বৎস, তোমাকে সংগীতপ্রিয় বোধ হয়; সংগীতপ্রিয় লোকেরা এদেশে সাদরে গৃহীত হইয়া থাকেন।"

"মহারাজ, আমি সুগায়ক বা সুবাদক নহি।"

"বোধ হয়, তুমি হিন্দুস্থাননিবাসী এবং সুকবি, এদেশে, বিশেষ আমাদের রাজসভায় কবিদিগের বিলক্ষণ আদর আছে। আর আশামের পর্ব্বতমালা ও ব্রহ্মপুত্র দর্শন করিলে কবিদিগের মানস বিকসিত হইয়া থাকে।"

"ভগবতী সরস্বতী সকলের হাতে আপনার বীণা দেন না। তিনি আমাকেও কবিত্বশক্তি দেন নাই; আমি কবি নহি।"

"তবে, বোধ হয়, তুমি চিত্রকর। দিল্লীতে অতি উত্তম২ চিত্রকর আছে। যদি এদেশে চিত্রকরের ব্যাবসায় করিতে

আসিয়া থাক, তাহা হইলে আমরা তোমাকে উৎসাহ দান করিতে ত্রুটি করিব না।"

"মহারাজ, বঙ্গদেশে আমার নিবাস, বাল্যকাল হইতে ধনুর্ব্বাণ ও তরবারি ব্যবহার করিতে২ করযুগল কঠিন হইয়া গিয়াছে—আমি চিত্রকার্য্য জানি না।"

"বঙ্গ দেশের কোথায় তোমার নিবাস?"

"আমার নিবাস কাছাড়ে।"

"তোমার নিবাস কাছাড়ে?—বৎস, কাছাড়ের সহিত অনেক দিন আমার সম্পর্ক রহিত হইয়াছে।"

"আমি সেই সম্পর্ক পুনর্ব্বার স্থাপন করিব—সেই কার্য্যে এদেশে আসিয়াছি। আমি আমার জননীকে দেখিতে আসিয়াছি। আপনার কন্যা রাণী মন্দাকিনী আমার জননী।"

রাজা উঠিয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার পার্শ্বে বসাইয়া কহিলেন, "শত্রুদমন, মঙ্গল?"

"আপনার আশীর্ব্বাদে, কুশলে আছি। আমি এক্ষণে মনিপুর হইতে আসিতেছি, মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার নিতান্ত প্রয়োজন। তিনি কোথায় আছেন?"

"তিনি এক্ষনে জয়সাগরে ভগবতী ভুবনেশ্বরীর আরাধনা করিতে গিয়াছেন। তোমাকে তথায় যাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষৎ করিতে হইবে। কিন্তু মাতামহের ভবনে কিছু দিন কি থাকিলে ভাল হয় না?"

"আমি অকারণে বিলম্ব করিতে পারি না—অদ্যই আমি জয়সাগর অভিমুখে যাত্রা করিব।"

"অদ্য রাত্রি এখানে যাপন কর—কল্য যাইবে। রাত্রে নর্ত্তকীদিগের নৃত্য গীত দর্শন ও শ্রবণ করিবে; তুমি মনিপুরে রাস দেখিয়া থাকিবে, কিন্তু আমাদের দেশের নর্ত্তকীদিগের ন্যায় মণিপুরিণীরা নৃত্য করিতে পারে না।"

"আমি এ সকল ভাল বাসি না—আর এ প্রকার আমোদের অনুরোধে কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করিতে পরি না।"

"এ যুব বয়সে এত প্রবীণতা! সে যাহা হউক, আপাততঃ বিশ্রাম কর, এবং আহারাদি করিয়া নিদ্রা যাও, কল্য প্রাতে যাত্রা করিও।"

কুমার তাহাতে সম্মত হইলেন।

পর দিন প্রাতঃকালে রাজকুমার জয়সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মণিপুর হইতে তাঁহার সঙ্গে যে সকল লোক আসিয়াছিল, তাহারা তাঁহার সঙ্গে চলিল। মাতামহ একটী আরবীয় ঘোটক দিয়াছিলেন, কুমার এক্ষণে তাহাতে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

কুমার তাঁহার সঙ্গী গুনধামকে জিজ্ঞাসিলেন, "গুনধাম, এস্থান হইতে জয় সাগর কয় দিনের পথ?"

"জয়সাগর এক দিনের পথ।"

"সে স্থানের নাম জয়সাগর হইল কেন?"

"আমরা শুনিয়াছি, এদেশে জয়কেতু নামে এক রাজা ছিলেন, পশ্চিম দেশের এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ তাঁহার গুরু ছিলেন। সেই রাজা এক বৃহৎ জলাশয় খনন করিয়া তাহার তীরে একটী বৃহৎ মন্দির স্থাপন করেন। সেই মন্দিরে ভগবতী ভুবনেশ্বরীর মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়। রাজা স্বীয় নাম অনুসারে সেই সরোবরের নাম জয়সাগর রাখেন।

এক্ষণে সে স্থানকেও জয়সাগর বলে। রাজগুরু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সেই মন্দিরে বাস করিয়া ভগবতীর আরাধনা করিতেন। তৎকালে এই মন্দিরের চূড়া এত দীর্ঘ ছিল যে, মেঘমালা ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল। সেই মন্দিরের সুদীর্ঘ চূড়া দিয়া ভগবান্ কৈলাশনাথ প্রতি রাত্রে মন্দিরে আগমন করিতেন। এবং মন্দিরের চূড়ার উপরে উঠিয়া রাজগুরু প্রতিদিন গঙ্গা দর্শন করিতেন।"

"কত দিন হইল, জয়সিংহ এ দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন?"

"তাহা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু অনেক দিন। তিনি কোন্ বংশীয় রাজা ছিলেন, কোথায় তাঁহার রাজধানী ছিল, কেহ বলিতে পারে না। কেহ২ অনুমান করেন, রঙ্গপুর নগর তাঁহার রাজধানী ছিল।"

"আমরা কোন্ সময়ে জয়সাগরে পঁহুছিতে পারিব?"

"আমরা অপরাহ্নে পঁহুছিব।"

"এক্ষণে যে ব্রাহ্মণেরা মন্দিরে ভুবনেশ্বরীর সেবা করেন, তাঁহারা কোন্ দেশীয় ব্রাহ্মণ?"

"তাঁহারা এদেশীয় ব্রাহ্মণ; মন্দিরের নিকটে তাঁহাদের বাস করিবার জন্যও স্বতন্ত্র বাটী আছে, আর অতিথিদিগের বাস করিবার জন্যও মন্দিরে যথেষ্ট স্থান আছে। এমন বৃহৎ প্রস্তরময় মন্দির এদেশে আর নাই।"

এই রূপ ও অন্য রূপ, নানা রূপ কথোপকথন করিতে২ কুমার শত্রু দমন বেলা অপরাহ্নে জয়সাগরে উপস্থিত হইলেন। জয়সাগর এক অতি বৃহৎ পুষ্করিণী, তাহার উত্তর তীরে ভুবনেশ্বরীর মন্দির স্থাপিত। এই স্থান রঙ্গপুর (বর্ত্তমান শিবসাগর) হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে। পুষ্করিণীর চারি তীরে নানা জাতি বৃক্ষ, কোথাও বৃহৎ অশ্বত্থ তলে বসিয়া সন্ন্যাসীরা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া ধ্যান করিতেছেন, কোথাও কোন ব্রহ্মচারী কম্বলাসনে বসিয়া গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, কোথাও কোন ভৈরবী অস্তাচলগামী সূর্য্যকিরণে আলুলায়িত জটাযুট শুকাইতেছেন। নানা জাতি বৃক্ষে নানা জাতি বিহঙ্গের বসতি। ময়ূর ময়ূরী, শ্যামা, টীয়া, প্রভৃতি পাখীরা বৃক্ষের কোটরে, শাখায় বাসা নির্ম্মাণ করিয়াছে। কেহ তাহাদের হিংসা করে না, তাহারাও কাহাকে ভয় করে না। দীর্ঘিকার জল নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ। নভোতল মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইলে সমুদ্রের জল যে রূপ নীলবর্ণ হয়, তদ্রূপ নীলবর্ণ; দক্ষিণ পার্শ্বে পদ্মবন। রাজকুমার অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া এই সকল দেখিতে২ ও সন্ন্যাসীদিগকে প্রণাম করিতে২ সরোবরের তীর দিয়া মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। প্রস্তরময় দ্বার দিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হয়; রাজকুমার সঙ্গিদিগকে দ্বারের বাহিরে রাখিয়া মন্দির প্রাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। দ্বারবান জিজ্ঞাসিল, "আপনি কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছেন?"

"আমি রাণী মন্দাকিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। তিনি কোথায় আছেন?"

তিনি এক্ষণে মন্দিরেই আছেন; আপনি আরও অগ্রবর্ত্তী হইয়া কোন ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহা হইলে জানিতে পাইবেন।"

রাজকুমার অগ্রবর্ত্তী হইয়া একজন

ব্রাহ্মণকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাণী মন্দাকিনী এখন কোথায় আছেন?"

ব্রাহ্মণকুমার কহিলেন, "তিনি এক্ষণে মন্দিরের পূর্ব্ব রকে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন।"

"আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহি। তুমি গিয়া বল যে, কাছাড় হইতে একজন যুবক আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

"তবে আপনি এখানে থাকুন—"এই বলিয়া ব্রাহ্মণকুমার প্রস্থান করিল, তাহার প্রত্যাগমনের মধ্যে রাজকুমার ভুবনেশ্বরীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণকুমার আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "আপনি আমার সঙ্গে আসুন," অনন্তর সে অগ্রে২ চলিল, রাজকুমার তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলেন। ভিতরে যাইয়া দেখিলেন, রাণী মন্দিরের পূর্ব্বদিকের রকে বসিয়া আছেন। রাণী পুত্রকে দেখিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন, রাজকুমার জননীকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে বসিলেন।

রাজকুমার রাণীকে মণিপুরের সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা বীরকীর্ত্তির সঙ্গে তাঁহাদের যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাও বিবৃত করিলেন।

রাণী জিজ্ঞাসিলেন, "বীরকীর্ত্তি কোন্ পথে লুসাই আক্রমণ করিবেন, মনস্থ করিতেছেন?"

"আমি যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তিনি ভুবনশিখর পথে আক্রমণ করিবেন।"

"রায়জী রাজাকে কি পরামর্শ দিয়াছিলেন?"

"তিনি এ যুদ্ধে কোন মতেই সম্মত হন নাই—কিন্তু রাজা কাহারও কথা শুনেন না।"

"তাহা হইলে আমাদের আর কোন আশা নাই—কেননা কুকিদিগকে জয় করা বীরকীর্ত্তির অসাধ্য; কুকি ও মণিপুর উভয়ে আমাদের সহায় না হইলে কাছাড় উদ্ধার করা যাইতে পারে না।"

"কুকিদিগের সহিত আমাদের বিলক্ষণ সদ্ভাব হইয়াছে—তাহারা আমাদিগের সাহায্য করিতে সম্মত ছিল। কিন্তু বীরকীর্ত্তি কোন মতে তাহাদের সহিত সন্ধি করিলেন না।"

রাণী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "ভগবতী ভুবনেশ্বরি, আমি কি এত কাল বৃথা তোমার আরাধনা করিলাম? যে আশা অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছিলাম, সে আশা গেল! শত্রুদমন, এই যে প্রস্তররাশি দেখিতেছ, আমার সংকল্প ইহারই ন্যায় অটল ছিল, কিন্তু এক্ষণে এই আকাশস্থ মেঘমালার ন্যায় চঞ্চল হইয়াছে। আমি কি প্রকারে পিতাকে আসালুদেশ ছাড়িয়া দিতে বলিব? ওদিকে যবনজাতি আশাম রাজ্যে ক্রমে২ প্রবেশ করিতেছে, এদিকে বীরকীর্ত্তি আসালু চাহিতেছেন, এ অতি দুঃখের বিষয়। আমি তাঁহাকে আসালু ছাড়িয়া দিতে বলিয়া তাঁহাকে অপমানিত করিতে পারিব না। আমার পিতা উন্মত্ত; তিনি এ বৃদ্ধ বয়সে রাজকার্য্য ত্যাগ করিয়া আমোদতরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন; রাজকার্য্য একবারে দেখেন না; যবন দেশে প্রবেশ করিতেছে, তাহা তিনি জানেন না; একথা কেহ তাঁহাকে সাহস করিয়া বলিতেও পারে না। আমি বিরক্ত হইয়া এখানে আসিয়া নির্জ্জনে বাস করিতেছি। যদি

পিতার তাদৃশ সৈন্যবল থাকিত, তাহা হইলে আমাকে অহঙ্কারী বীরকীর্ত্তির সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইত না। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তিনিও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। বৎস, এ সকল আমার অদৃষ্টের দোষ।"

রাণী কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া, আবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "যদি বীরকীর্ত্তি কুকিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা না করিতেন, তাহা হইলে আমি পিতাকে আসালু ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতে পারিতাম, কেননা তাহা হইলে আমাদের আশা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন, এ যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা; তিনি পরাজিত হইলে, তাঁহার দ্বারা আমাদের কোন উপকার হইবে না; সুতরাং এস্থানে পিতার নিকট এ প্রকার শোচনীয় প্রস্তাব করা কি উচিত? বৎস, আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছে।"

যুবরাজ কহিলেন, "জননি, আপনাকে সান্ত্বনা করিবার বা সৎ পরামর্শ দিবার শক্তি আমার নাই—যদি এক্ষণে রায়জী এখানে থাকিতেন, তাহা হইলে বড় ভাল হইত—আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা ভাল বোধ হয়, করুন।"

রাণী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবার কহিলেন, "বৎস, দুর্ভাগ্য মানুষকে বুদ্ধিহীন করে। এই মন্দিরের নিম্নে একটী অতলস্পর্শ কূপ আছে; শুনিয়াছিলাম, তাহাতে প্রেতাত্মারা বাস করে; আর তাহারা ভবিষ্যৎ বিষয় বলিতে পারে। আমি এক অমাবস্যা রাত্রিতে সেই কূপে গিয়াছিলাম।"

কুমার জিজ্ঞাসিলেন, "তাহারা কি উত্তর করিয়াছে?"

"বৎস, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহারা কোন উত্তর করে নাই। আমি এমন অভাগিনী যে, প্রেতেরাও আমার নিবেদন শুনে না; এজন্যই বোধ করি, আমার ভাগ্যে আর সুখ নাই; আমি তোমাকে কাছাড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া চক্ষের সার্থক করিতে পারিব না।"

"আপনি কাতর হইবেন না; আমাদের যত দূর সাধ্য, চেষ্টা করিব। যদি যথা সাধ্য—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে আমার মনে কষ্ট হইবে না। তাহা হইলে লোকে জানিবে যে, রাজ্য ভোগ করিবার জন্য, রাজসিংহাসনে বসিবার জন্য রাজবংশে আমার জন্ম হয় নাই—আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা বনবাসান্তে রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার ভাগ্যে রাজ্যসুখ নাই—বনবাসে জীবন কাটাইবার জন্য বিখ্যাত চন্দ্রবংশে আমার জন্ম হইয়াছে। সে যাহা হউক, এখনও নিরাশ হইবার আমি কোন কারণ দেখি নাই—দেখা যাউক, কুকি যুদ্ধের কি পরিণাম হয়।"

"কুকিযুদ্ধের পরিণাম যাহা হইবে, তাহা আমি জানি—কুকিদিগকে পরাজয় করা বীরকীর্ত্তির কার্য্য নহে। এ যুদ্ধ আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ, কুকিদিগের বা বীরকীর্ত্তির নহে।"

"কুকিরা অত্যন্ত বলশালী জাতি বটে।"

"উহারা যেমন বলশালী, তেমনি সত্যবাদী, সরল।"

"আমরা উহাদের সঙ্গে বাস করিয়া তাহার প্রমাণ পাইয়াছি।"

"উহাদের স্ত্রীলোকেরা বাঙ্গালী পুরুষ অপেক্ষা অধিক সাহসী।"

"তাহারও প্রমাণ আমরা পাইয়াছি—বিশেষ রণচণ্ডী নামে এক যুবতীর সাহস দেখিয়া আমরা অবাক হইয়াছিলাম। কিন্তু সে কুকি নহে। সে বাঙ্গালী।"

"আমিও শুনিয়াছি, কুকিদিগের মধ্যে একটী বাঙ্গালী বালিকা আছে, আর তাহার ক্ষমতা অদ্ভুত, সে দেখিতেও পরমা সুন্দরী। অন্য পর্ব্বতের কুকিরা তাহাকে দেবকন্যা বলে।"

"তাহার দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হইয়াছে—আর কাছাড় উদ্ধার জন্য তাহার দ্বারা আমরা কুকিদিগের সাহায্য লাভ করিতে পারিতাম।" অনন্তর রণচণ্ডী দ্বারা তাঁহাদের কিরূপ উপকার হইয়াছিল, রাজকুমার জননীর নিকট সে সমস্ত বিবৃত করিলেন।

এ সংসারে স্ত্রীলোকে যেমন পুরুষ-চরিত্র অবগত হইতে পারে, পুরুষে স্ত্রী-চরিত্র তদ্রূপ বুঝিতে পারে না। রাজকুমার রণুর বিষয়ে জননীর নিকট যাহা বলিতেছিলেন, তাহাতে রণুর প্রতি যে তিনি অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জননী বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি তাহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি রাজকুমারের কথা শুনিতে২ মনে২ ভাবিলেন, যদি রাজা জীবিত থাকিতেন, যদি রাজ্যভ্রষ্ট না হইতে হইত, তাহা হইলে এতদিন আমি পুত্রবধূর মুখ দেখিতাম। রাজকুমারের কথা শেষ হইলে রাণী বলিলেন, "তবে সে বড় অদ্ভুত মেয়ে; তাকে যে লোকে দেবকন্যা বলে, অকারণ নহে। তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা করে।"

একথা শুনিয়া রাজকুমার বলিলেন, "তাহার সহিত আমাদের আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই।" এই কথা কহিবার কালে রাজকুমারের মনে যে ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার মুখে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল; কেবল রাণী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

রাজকুমার দেখিলেন, রণুর প্রসঙ্গ করাতে তাঁহার অন্তঃকরণ ব্যথিত হয়, তাঁহার মুখমণ্ডল আন্তরিক বিষাদ ভাব ব্যক্ত করে, শরীর অবশ হইয়া আইসে, এজন্য তিনি সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য কি প্রসঙ্গ তুলিবেন, তাহা ভাবিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার মনে পড়িল যে, যাত্রা কালে রায়জী তাঁহার হাতে রাণীর জন্য এক খানি লিপি দিয়াছিলেন, রাজকুমার এক্ষণে তাহা বাহির করিয়া রাণীর হস্তে দিয়া কহিলেন, "আমি এ পত্রের বিষয় একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, অন্যথা অনেক আগে দিতাম।"

রাণী পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখাকৃতিতে, প্রথমবার পাঠে ক্রোধ-চিহ্ন লক্ষিত হইল। পত্রখানি দ্বিতীয়-বার পাঠ করিলেন. এবার সেই প্রথম পাঠজনিত ক্রোধ অনেক শমতা প্রাপ্ত হইল। আবার পড়িলেন, এবার শত্রু-দমনের মুখপ্রতি দৃষ্টি করিলেন, আবার পত্রখানি পাঠ করিলেন, আবার ভাবিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া রাজকুমারকে জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, এ পত্রে কি লিখিত হইয়াছে, তাহা তুমি জান?"

"আমি কিছু জানি না।"

"রাণী আবার চিন্তা করিতে লাগি-

লেন, তাঁহার প্রস্তরধবল ললাটদেশে স্বেদবিন্দু দৃষ্ট হইল। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্না হইয়াছিলেন, এরূপ বোধ হইল। তিনি একবার ভাবিলেন, আমি বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া রাজা বীরকীর্ত্তি পাইয়া বসিয়াছেন। সেই জন্য তিনি আসালু চাহেন, তাহাতেও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইল না। তিনি ইরাবতীর সঙ্গে শক্রদমনের বিবাহ দিতে চাহেন। তাঁহার সাহায্য ভিন্ন কি কাছাড় উদ্ধার হইতে পারে না?—আবার ভাবিলেন, শেষ প্রস্তাব বিষয়ে তাঁহার দোষই বা কি? উপযুক্ত পাত্রে কন্যা দান করিতে কে ব্যগ্র না হয়? ইরাবতী পরমা সুন্দরী এবং গুণবতী; রাজার কন্যা;—সর্ব্বতোভাবে আমার শক্রদমনের যোগ্যা। কিন্তু এখন কি শক্রদমনের বিবাহ করিবার সময়? এখনও ত শক্র দমন হয় নাই? এখনও ত শক্রদমন নামের সার্থকতা সম্পন্ন হয় নাই?

রাণী এই প্রকার ভাবিতেছিলেন, তাঁহাকে চিন্তামগ্না দেখিয়া রাজকুমার অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "জননি, আমি কি পত্রখানি দেখিতে পারি না?"

"দেখিতে পার।"

বলিয়া রাণী তাঁহার হস্তে পত্রখানি দিলেন। কুমার শক্রদমন তাহা পাঠ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া আবার তাহা রাণীর হস্তে দিলেন। রাণী জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, এবিষয়ে তুমি কি বল?"

"মাতঃ, এ বিষয়ে সহসা কিছু বলিতে পারি না; এ এক নূতন বিষয়; এ বিষয়ে কখনও চিন্তাও করি নাই। এখন কিছু বলিতে পারি না।"

"বৎস, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, এখন ভগবতীর আরতি আরম্ভ হইবে। অতএব তুমি বিশ্রাম কর গে। আমি দেবালয়ের পুরোহিতকে তোমার বিশ্রামের ও আহারের আয়োজন করিয়া দিতে বলি। রাত্রে এবিষয়ে তুমি চিন্তা কর, তোমাকে এ কথার ও অন্য কথার উত্তর লইয়া আবার মণিপুরে যাইতে হইবে। প্রথম বিষয়ের উত্তর আমার পিতাকে না বলিয়া দিতে পারিব না, কিন্তু এবিষয়ের উত্তর আমাকে দিতে হইবে; অতএব চিন্তা কর। কল্য প্রাতঃকালে আমার সঙ্গে তোমার আবার সাক্ষাৎ হইবে।"

রাজকুমার মাতাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া বিশ্রামার্থে গমন করিলেন। দেবালয়ের পুরোহিত তাঁহার বিশ্রামের জন্য স্থান নিরূপণ ও আহারাদির আয়োজন করিয়া দিলেন।

৩১ অধ্যায়।

সমস্ত রাত্রি শক্রদমন চিন্তা করিলেন। কি চিন্তা? রণচণ্ডীর কি ইরাবতীর চিন্তা? উভয়ের চিন্তা। রণচণ্ডী বনকুসুম, ইরাবতী উদ্যানকুসুম; রণচণ্ডী সুন্দরী, ইরাবতীও সুন্দরী;—কিন্তু রণচণ্ডীর রূপ খনিগর্ভস্থিতা মণির ন্যায় অপরিমার্জিত, ইরাবতীর রূপ নৃপতির মুকুটস্থিত মণির ন্যায় সুমার্জ্জিত; রণচণ্ডী অনাথা, মাতৃহীনা; কিন্তু ইরাবতী রাজকুমারী; রণচণ্ডী বাঙ্গালী, ব্রাহ্মণতনয়া; কিন্তু ইরাবতী গন্ধর্ব্ব জাত্যুদ্ভূত মণিপুরিণী, ক্ষত্রিয় কন্যা। শক্রদমন এসকল তুলনা করিলেন; তুলনা করিয়া আপনি আবার ভাবিলেন, রণচণ্ডী

মহাশয়া, তাঁহার জীবনের,—আমার জীবনের ন্যায়—একটী মহৎ উদ্দেশ্য আছে; ইরাবতীর জীবনের উদ্দেশ্য কি? রণচণ্ডীকে আমি ভালবাসিয়াছি, তিনিও, বোধ হয়,—বোধ হয় কেন?—আমাকে ভালবাসেন। যদি স্বার্থসাধন-জন্য রণুকে ত্যাগ করি, যদি স্বার্থসাধন-জন্য ইরাবতীর পাণিগ্রহণ করি, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত কার্য্য করা হয় না। আর আমার কি এখন বিবাহ করিবার সময়? আমি রাজ্যভ্রষ্ট, বনবাসী, নিঃসহায়; আমার কি এখন রাজজামতা হইবার সময়? মাতাকে কালি কি উত্তর দিব?—তাঁহাকে বলিব না যে, আমি রণচণ্ডীকে ভালবাসি; তাঁহাকে বলিব, এখন কি আমার সুখভোগের সময়? অগ্রে শত্রুদমন নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করি, অগ্রে যবন শোণিতে বড়বক্রের জল রক্ত বর্ণ করি, তবে বিবাহ করিব। এই প্রকার অনেক চিন্তার পর তাঁহার নিদ্রাবেশ হইল।

পর দিন প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিয়ামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময়ে দেখেন, তাঁহার পূর্ব্ব বন্ধু ভদ্রপাল উপস্থিত। তাহাকে দেখিয়া প্রথমে তিনি স্বপ্নবৎ বোধ করিলেন; শেষে তাহাকে বসাইয়া সমাচার জিজ্ঞাসিলেন।

ভদ্রপাল কহিল, "আমি আসালুর রাজা নন্দিরামের সঙ্গে এদেশে আসিয়াছি। আমি তাঁহার সঙ্গে রাজধানীতে গিয়া শুনিলাম যে, তুমি এখানে আসিয়াছ, তাই এখানে আসিলাম।"

"তবে যুদ্ধের সমাচার কি?"

"ভাই কনিষ্ঠ, যুদ্ধের সমাচার আর কি কহিব? বীরকীর্ত্তি অসংখ্য সৈন্য লইয়া আমাদের সীমানায় উপস্থিত হইলেন। অগুরুপর্ব্বতে আমাদের পাঁচ শত কুকি সৈন্য ছিল, তিনি প্রথমে তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাহারা পারিবে কেন? রাজার সঙ্গে ষাটি সহস্র সৈন্য ছিল, আর তাহারা পাঁচ শত মাত্র, সুতরাং তাহারা পরাজিত হইল। যাহারা জীবিত ছিল, তাহাদের সকলকে রাজা ফাঁসি দিয়া হত করিলেন। তাহাদের এক জনও রণস্থল হইতে পলায় নাই। এই সংবাদ শুনিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম, আমাদের সৈন্য সংখ্যা বিংশতি সহস্র ছিল। আর আসালুর রাজা নন্দিরাম পাঁচ সহস্র কুকি সৈন্য লইয়া আমাদের সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন। আমরা তিন দল হইয়া তিন দিক হইতে রাজাকে আক্রমণ করিলাম।"

এই পর্য্যন্ত বলা হইলে শত্রুদমন জিজ্ঞাসিলেন, "আসালুর রাজা এ যুদ্ধের সংবাদ কি প্রকারে পাইলেন?"

"তুমি আমাদের বৌদ্ধ ফুকিকে দেখিয়াছ?—তিনি যাইয়া নন্দীরামকে সংবাদ দিয়াছিলেন। তাহার পর শুন—অতি প্রত্যুষে মুশল ধারায় বৃষ্টি হইতেছে, এমন সময়ে আমরা মার২, কাট২ শব্দ করিয়া রাজার শিবিরে উপস্থিত হইলাম। তৎকালে কেহ স্নান করিতেছিল, কেহ আহ্নিক করিতেছিল, কেহ নিদ্রিত ছিল। ফলতঃ তাহারা সকলেই অপ্রস্তুত ছিল, ইহা দেখিয়া আমাদের সেনাপতি কুঞ্জপিলাল শিঙ্গা বাজাইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে নিষেধ করিলেন। তাহার কারণ এই যে, আমরা নিরস্ত্র ব্যক্তিকে বধ করি না। কিন্তু আমাদের উচ্চ রব শুনিয়া তাহারা মুহূর্ত্ত

মধ্যে অস্ত্র শস্ত্র লইল—যাহারা অশ্বারোহী, তাহারা অশ্বারোহণ করিল; যাহারা ধানুকী, তাহারা ধনুর্ব্বাণ লইল; যাহারা খড়্গী, তাহারা খড়্গ লইল। তখন আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলাম। প্রহরেক কাল ভয়ানক যুদ্ধ চলিল—তুমিত জান, আমরা মরি, তথাপি রণস্থল হইতে পলায়ন করি না—আমরা ক্রমেং অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, আর মণিপুরীয়েরা ক্রমে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে লাগিল। শেষে ভুবনগিরীর সঙ্কটে যাইয়া তাহারা চারিদিকে পলাইতে লাগিল। আমরা তাহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী না হইয়া তাহাদের শিবির লুঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কনিষ্ঠ, তাহাদের শিবিরে কত জিনিস ছিল; সোনার হুকা, সোনার পানদান, সোনার পাত্র, কত প্রকার জিনিস; আমরা সকল লুঠ করিলাম। রাজার তাম্বুতে অনেক জিনিস ছিল—কিন্তু তাহার অধিকাংশ রুদ্র লইয়াছে। আমি কেবল একটী জিনিস পাইয়াছিলাম, কিন্তু রণু বলিল যে, তাহা তোমার—তাই তোমাকে দিতে আমি এতদূর আসিয়াছি।

"এই লও," বলিয়া ভদ্রপাল রাজকুমারের হাতে সেই হীরণ্ময় কণ্ঠাভরণ দিল।

শক্রদমন তাহা পাইয়া সন্তুষ্ট, কিন্তু চমৎকৃত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্র, আমার সঙ্গী জ্যেষ্ঠভ্রমণকারীর কি হইয়াছে?"

"তিনি রাজার সঙ্গে পলাইয়াছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই বরং তিনি রাজাকে আমাদের সঙ্গে মিত্রতা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।"

"ভদ্র, এ বহুমূল্য জিনিস যে তুমি আমাকে ফিরাইয়া দিলে, এজন্য আমি তোমার নিকট বড় বাধ্য হইলাম। ফলে এ জিনিস আমার নহে; আমার মাতার, তিনি তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিবেন।"

"কনিষ্ঠ, আমি কি তাঁহার ভৃত্য যে, তিনি আমাকে পুরস্কার দিবেন? আমি কাহারও অধীন নহি, আমি বন্ধুতার অধীন। আমি তাঁহার কাছে পুরস্কার চাহি না, তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার।"

শক্রদমন কহিলেন, "তিনি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। তার পরে কি হইল, বল।"

"তার পর আর কি হইবে?—এখন শুনিতে পাই, রাজা আবার যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন।"

"এত সৈন্য আবার পাওয়া কঠিন কথা।"

"কঠিন কথা নহে; ফলে তাঁহার সৈন্যগণ অতি অল্পই মরিয়াছে—অধিকাংশ পলাইয়াছে, রাজা তাহাদিগকে আবার সংগ্রহ করিতেছেন। শীঘ্র যুদ্ধ হইবে; হয় ত আমি দেশে ফিরে যাইয়া দেখিব যে, তিনি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন।"

"ভদ্র, আমাকে এক্ষণে রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইবে, তুমি এখানে বিশ্রাম কর, আমি কিছুকাল পরে আসিতেছি।"

অনন্তর কুমার জননীর নিকট গমন করিলেন।

রাণী কুমারকে দেখিয়াই বলিলেন, "আমি স্থির করিয়াছি, পিতাকে আসালু ত্যাগ করিতে বলিব। তাঁহার নিকট আমরা প্রতিশ্রুত হইব, এবং মণিপুরের

রাজাকেও প্রতিশ্রুত হইতে হইবে যে, আশাম হইতে যবন দূর করণ বিষয়ে পিতাকে সাহায্য করিতে হইবে। আমার বোধ হয়, পিতা তাহাতে অসম্মত হইবেন না। অতএব আমি ত্বরায় পিতার নিকট যাইব।"

"সে মন্দ পরামর্শ নয়। অদ্য একজন কুকি রাজকুমার আমার নিকট যুদ্ধের সমাচার লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, রাজা পরাজিত হইয়া রাজধানীতে গমন করিয়াছেন। কিন্তু আবার ত্বরায় যুদ্ধ যাত্রা করিবেন, এবং তাহার আয়োজনও হইতেছে।"

"রাজা পরাজিত হইয়াছেন ?"

"রাজা পরাজিত হইয়াছেন! এত সৈন্য থাকিতেও পরাজিত হইয়াছেন ?"

"রায়জী কোথায় ?"

"তিনি রাজার সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারই সঙ্গে পলাইয়াছেন। শুনিলাম, তিনি অস্ত্রধারণ করেন নাই।"

"তবে এবার রাজার জয় লাভ করিবার সম্ভাবনা, কেননা এবার তিনি আরো অধিক সৈন্য লইয়া যাইবেন।"

"তা সত্য বলিয়াছেন, যদি আবার যুদ্ধ করিতে যান, তাহা হইলে অধিক সৈন্য লইয়া যাইবেন।"

"যদি পিতাকে বলিয়া তাঁহাকে আসালু দেওয়াইতে পারি, তাহা হইলে এই দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে, কুকিদিগকে জয় করিবার পরে, মনিপুরী সৈন্যদিগকে লইয়া কাছাড়ে যাওয়া যাইতে পারিবে।"

"তাহা হইতে পারে ; কিন্তু অগ্রে আপনার পিতাকে বলুন, এবং তাঁহাকে আসালু ত্যাগ করিতে সম্মত করুন।"

"তিনি কি আমার মঙ্গলার্থে আসালু ত্যাগ করিবেন না ? আমি তাঁহার একমাত্র কন্যা ; তিনি সামান্য একটী প্রদেশ দিয়া কি আমার উপকার করিবেন না ?"

"আমি তাঁহাকে এই প্রথমবার দেখিয়াছি, তাঁহার স্বভাব চরিত্র জানি না ; আপনি জানেন ; আপনি বলিতে পারেন, তিনি আপনার অনুরোধ রাখিবেন কি না ?

"বৎস, তিনি আমার অনুরোধ রাখিবেন। চল, আমরা তাঁহার নিকট যাই ; আর বিলম্ব করিব না। তুমি অগ্রে যাত্রা কর, আমার জন্য অপেক্ষা করিও না। কল্য প্রাতে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

রাজকুমার জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ কালে তাঁহার হস্তে সেই হীরণ্ময় কণ্ঠাভরণ দিয়া কহিলেন, "আমার কুকি বন্ধু ইহা রাজা বীরকীর্ত্তি সিংহের তাম্বুতে পাইয়াছিলেন, পরে শুনিতে পাইলেন যে, ইহা আমার সঙ্গীর জিনিস, এজন্য আমার নিকট আনিয়াছেন।"

রাণী বহুদিন পরে সেই কণ্ঠাভরণ দেখিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং রাজকুমারকে কহিলেন, "তোমার বন্ধুকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাইও। আহা, বীরকীর্ত্তি যদি অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইতেন, এই সত্যপ্রিয় জাতির দ্বারা আমাদের কত উপকার হইতে পারিত!"

অনন্তর কুমার বিদায় লইয়া স্বীয় বিশ্রাম স্থানে আসিলেন, এবং ত্বরায় আসাম রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিবেন। ভদ্রপাল রাজকুমারের অনুরোধ ক্রমে তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

---

৩২ অধ্যায়।

শত্রুদমন ও ভদ্রপাল আশাম রাজ

ধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অন্যান্য কথার পর শক্রদমন ভদ্রপালকে জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্রপাল, নন্দীরাম আসালুর কেমন রাজা ?"

"তিনি আসালুর থানাদার মাত্র ; তিনি আশামের রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র, তাই লোকে তাঁহাকে রাজা বলে।"

"তিনি এদেশে আসিয়াছেন, কেন বলিতে পার ?"

"মণিপুরের রাজা যে আসালু লইতে চাহেন, এবং তজ্জন্য তোমাকে আসামে পাঠাইয়াছেন, তিনি তাহা শুনিয়াছেন ; আসালু গেলে তাঁহার অন্ন মারা যায় ; তাই তিনি আসিয়াছেন, যাহাতে রাজা মণিপুরকে আসালু না দেন, সেই চেষ্টা করিবেন। আর মণিপুরের রাজাকে সেই কারণে জব্দ করিবার জন্য তিনি সৈন্য-সহ আমাদের সাহায্য করিতে যান।"

শক্র দমন কিছু বিমর্ষ হইলেন, তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "ভাল ভদ্র, তাঁহাকে এ সংবাদ কে দিল ?"

"ফুঙ্গী দিয়াছিলেন ?"

"এ সংবাদ দিয়া তাঁহার কি লাভ হইল ?"

"মণিপুরের রাজাকে নষ্ট করা তাঁহার উদ্দেশ্য ; যাহাতে রাজার অনিষ্ট হয়, তিনি তাহাই করেন।"

"তিনি কে, বলিতে পার ?"

"আমি বলিতে পারি না—রণুকে জিজ্ঞাসা করিব।"

"হাঁ, রণুর সঙ্গে তাঁহার খুব আলাপ দেখিয়াছি।"

"তিনি রণুকে অনেক মন্ত্র শিখাইয়াছেন। তাহারই বলে রণু এত অদ্ভুত কার্য্য করে।"

"তবে রণু বুঝি তাঁহারই শিষ্য ?"

"রণু তাঁহার শিষ্য হইলে মাংস আহার করিবে কেন ?"

"তাহা সত্য বটে, বৌদ্ধেরা মাংস আহার করে না। ভদ্র, তোমাকে দুই এক দিন এদেশে থাকিতে হবে। আমারও মণিপুরে যাইবার প্রয়োজন আছে, উভয়ে এক সঙ্গে যাইব।"

"আমিত মণিপুরে যাইব না—আমি আসালুর পথে আপনার দেশে যাইব।"

"আমিও যদি তোমাদের দেশে যাই ?"

"তুমিও যদি আমাদের দেশে যাও, রণু বড় সন্তুষ্ট হইবে।"

"অনেক দিন রণুর সঙ্গে সাক্ষৎ হয় নাই।"

"রণু সদাই তোমার কথা পাড়ে ; যখন তখন তোমার কথা বলে। তুমি তাকে ভালবাস না কি ?"

"ভালবাসি বই কি ?—আমি সকলকেই ভালবাসি।"

"সকলকে যেমন ভালবাস, রণুকেও কি তেমনি ভালবাস, না তা অপেক্ষা একটু বেসি ভালবাস ?"

"যদি একটু বেসি ভালবাসি, তাহা হইলে কি তুমি রাগ করিবে ?"

"আমি খুব সন্তুষ্ট হইব। কেননা আমি জানি, রণুর উপযুক্ত পাত্র কুকিদিগের মধ্যে নাই।"

"কেন ?—রুদ্র ?"

"রণু তাহাকে ভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসে, কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিবে না। তাহা আমি জানি।"

"তুমি কি প্রকারে জানিলে ?"

"সে বিষয়ে কথা হইয়াছিল, রণু অস্বীকার করিয়াছে ?

শত্রুদমন মনে২ সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, "দেখি, গমন কালে তোমাদের দেশ হইয়া যাওয়া যায় কি না?"

"যাওয়া যাইবে না কেন? আমার সঙ্গে যাবে, তার ভয় কি? আমি তোমাকে আবার মণিপুরের সীমানায় রাখিয়া আসিব।"

এই প্রকার নানাবিধ কথোপকথন করিতে২ তাঁহারা আশাম রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজার আদেশ ক্রমে রাজকর্ম্মচারিরা তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিল।

আত্মচিকিৎসা।

মলবদ্ধ।

মলবদ্ধ অতি সামান্য পীড়া হইলেও, ইহা হইতে সচরাচর অতিশয় অসুবিধা ও অসুখ জন্মে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নাড়ী দুই অংশে বিভক্ত। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। অন্ন যতক্ষণ ক্ষুদ্র নাড়ীতে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ পরিপাকের ক্রিয়া সমাধা হয়। বৃহৎ নাড়ীকে মলাশয় বলিলে হয়। বস্তুত, সর্ব্বদা মলত্যাগের প্রয়োজন নিবারণার্থ বৃহৎ নাড়ীর সৃষ্টি।

সচরাচর দিবা রাত্রির মধ্যে সুস্থাবস্থার লোকে একবার মলত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু এ নিয়ম সর্ব্বস্থানে খাটে না। কেহ২ স্বভাবতঃ দুইবার বা তিনবার করিয়া থাকে। আবার কেহ২ এক দিন বা দুই দিন অন্তর একবার মলত্যাগ করে। ইহাতে তাহাদিগের কোন কষ্ট বোধ হয় না, বরং ইহা অপেক্ষা ঘন২ মলত্যাগ করিতে হইলেই, তাহাদিগের পক্ষে অসুবিধা হয়। এই হেতু মলবদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা স্থির করিবার সময় কাহার কিরূপ স্বাভাবিক মলত্যাগের নিয়ম, তাহা বিবেচনা করা উচিত। কাহার২ দুই তিন দিবস কোষ্ঠ হয় না; কিন্তু পরে এক দিবস পরিষ্কার হইয়া যায়, কাহার২ প্রত্যহ হয় বটে, কিন্তু অল্প পরিমাণে। মলবদ্ধ পীড়া অল্পকাল ব্যাপিও হইতে পারে, স্বভাবসিদ্ধও হইতে পারে।

মলবদ্ধ হইতে নানাবিধ অসুখ জন্মে। উদরের নিম্নভাগে সর্ব্বদা ভার বোধ হয়, পেট ফাঁপিয়া থাকে, উদরাময় হয় ও পেটে বেদনা ধরে। অর্শরোগ প্রায়ই মলবদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মলবদ্ধ হইতে শিরঃপীড়া ও মনের অসুখ হয়। যদি মলত্যাগ করিতে অতিশয় জোরের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, কখন২ অন্তরবৃদ্ধি হয়।

অবরে সবরে মলবদ্ধ হইলে বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। একটা জোলাপ লইলেই আরোগ্য হয়। কিন্তু যাহার মলবদ্ধ রোগ স্বভাবসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার নিয়মিত চিকিৎসা প্রয়োজন। বৃহৎ নাড়ীর শেষাংশে স্বভাবতঃ কিছু থাকে না, এজন্য যখন মল আসিয়া ঐ অংশে পড়ে, তখনই তাহা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা হয়। যেমন লজ্জাবতী-লতা ইত্যাদি কতকগুলি উদ্ভিজ্য স্পর্শ মাত্রেই কুঞ্চিত হয়, সেইরূপ বৃহৎ নাড়ীর শেষাংশে মল আসিলেই সেটী কুঞ্চিৎ হইয়া যায়। কুঞ্চিত হইলে তাহাতে স্থান সংকীর্ণ হয়, সুতরাং সেই কারণে এবং কতক পরি-

মাণে উদরের মাংশপেশীর জোরে মল বহিষ্কৃত হয়। কিন্তু যখনি বেগ হয়, তখনি যদি মলত্যাগ না করা যায়, অথবা অন্য কার্য্যে মনঃসংযোগ প্রযুক্ত যদি বেগ না টের পাওয়া যায়, তাহা হইলে কালে বৃহৎ নাড়ীর কুঞ্চিত হওয়া গুণটী হ্রাস প্রাপ্ত হয়। এই কারণেই স্বভাবতঃ মলবদ্ধ রোগের সৃষ্টি হয়। অসম্পূর্ণ মলত্যাগ অর্থাৎ পরিষ্কার না হইতেং উঠিয়া আসাতেও এই ফল হয়। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে দুর্গন্ধ হেতু লোকে যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ বসিয়া থাকিতে না, এজন্য তাহাদিগের বৃহৎ নাড়ী কখন সুচারুরূপ পরিষ্কার হয় না; সুতরাং অনেকেরই স্বভাবতঃ মলবদ্ধ রোগ আছে। এতদ্ভিন্ন আরও গুটিকতক কারণ প্রযুক্ত স্বভাবতঃ মলবদ্ধ রোগ জন্মে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মলত্যাগের জন্য বৃহৎ নাড়ীর উপর উদরের মাংশপেশী সমূহের জোর প্রয়োজন, সুতরাং যে কোন কারণে এই পেশী সমূহ দুর্ব্বল হয়, তাহাতেই মলবদ্ধ হয়। শরীরে অত্যন্ত চরবী হইলে কিম্বা শারীরিক পরিশ্রম না করিতে হইলে অথবা অন্য কোন কারণে শরীর দুর্ব্বল হইলে মাংশপেশী সমস্ত হীনবল হয়। এই হীনবলতা প্রযুক্ত মলবদ্ধতা জন্মে।

অবরে সবরে যে মলবদ্ধ হয়, তাহার চিকিৎসা অতি সহজ। রাত্রে শয়ন করিবার সময় ৫ গ্রেণ ব্লু পিল (Blue pill) দিয়া একটী বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে প্রাতঃকালে মল পরিষ্কার হইবে। যদি তাহাতে না হয়, তাহা হইলে এক গেলাস চিনি বা মিছারির সরবত পান করিলে পরিষ্কার হইবে, কিম্বা এক মুষ্টি সোণামুখীর পাতা ও মিছারি একত্র ভিজাইয়া সরবত প্রস্তুত পূর্ব্বক সেবন করিবে। যদি মলবদ্ধ হেতু কষ্ট না হয়, তাহা হইলে কোন ঔষধ সেবন করিবে না। অপেক্ষা করিয়া থাকিলে অনেক সময় আপনা হইতেই উত্তমরূপ পরিষ্কার হইয়া যায়।

যাহাদিগের স্বভাবতঃ মলবদ্ধ থাকে, তাহাদিগের চিকিৎসা দ্বিবিধ। ১ম, আহারের বিবেচনা; ২য় ঔষধ প্রয়োগ।

যে সমস্ত দ্রব্যে অসারাংশ অধিক থাকে, যথা শাক, কচু, ওল ইত্যাদি আহার করিবে, অথবা যে সমস্ত দ্রব্যের রেচকতা গুণ, আছে, যথা, গুড়, চিনি বা মিছারির সরবত; পক্ক ফল যথা, আম্র, কাঁটাল, কলা, বেল ইত্যাদি আহার করিবে। যে সমস্ত দ্রব্য সহজে পরিপাক হয় না, তাহাও কিয়ৎ পরিমাণে সেবন করিলে মল পরিষ্কার থাকে, যথা আটার রুটী, চাউলভাজাচূর্ণ, চিড়েভাজা ইত্যাদি। কিন্তু এ সমস্ত দ্রব্যে যদি মন্দাগ্নি হয়, তাহা হইলে এ সকল ভক্ষণ করা অবিধেয়।

ঔষধ সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, যে ঔষধে অধিক বিরেচন হয়, তাহা সেবন করিবে না। অল্প পরিমাণে কোন নরম জোলাপ দিবসে দুই তিনবার সেবন করাও ভাল তথাপি একেবারে অধিক সেবন করিয়া অতিশয় বিরেচন করিবে না। এলোজ (Aloes) এ পীড়ার এক উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু ইহার সহিত কিঞ্চিৎ কুইনাইন বা হিরাকস মিশ্রিত করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় এক ড্রাম টিংচার এলোজ এটমার (Tinct of Aloes and Myrrah) যদি সুধু জলের সহিত। সেবন করিতে কষ্ট হয়, তবে সরবতের

সহিত সেবন করিবে। প্রয়োজন হইলে ঐ টিংচার দিনে ২ কিম্বা ৩ বার দেওয়ার বাধা নাই। সোনামুখীর পাতার সহিত মিছরির সরবত বিলক্ষণ উপকারী। উহার সহিত ২ হইতে ৫ বিন্দু লাইকার ষ্ট্রিকনিয়া (Lipuor Strychnia) মিশ্রিত করিয়া দিনে দুইবার সেবনে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে। এক গ্রেণ পডফিলিন (Podophyllin) ও ১২ গ্রেণ রুবার্ব্বপিল একত্র করিয়া ৪টী বটীকা প্রস্তুত করিবে। উহার এক বটীকা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় সেবন করিলে উপকার হইয়া থাকে। এ পীড়ায় যাহার যে ঔষধে ফল দর্শে তাহার সেই ঔষধই সেবন করা উচিত।

যাহাদিগের স্বভাবতঃ মলবদ্ধ পীড়া আছে, তাহাদিগের প্রত্যহ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মলত্যাগের চেষ্টা করা উচিত। হয় ত অনেক দিবস এ চেষ্টা বিফল হইবে, কিন্তু নিয়ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া চেষ্টা করিতে২ পরিশেষে সফল হইবেই হইবে। আর মলত্যাগের সময় অন্যান্য চিন্তা না করিয়া যে কার্য্য হইতেছে তাহারই দিকে মনঃসংযোগ করা উচিত। এতদ্ভিন্ন এ সমস্ত রোগী সকালে বৈকালে শারীরিক পরিশ্রম করিবে। বালকের প্রায় এরূপ মলবদ্ধ রোগ হয় না। উল্লিখিত ঔষধগুলির কোনটীই বালকের পক্ষে নহে।

কৃমি।

মনুষ্য শরীরের নানাস্থানে নানাবিধ কীট বাস করে। কৃমি ক্ষুদ্র নাড়ীতে থাকে কিন্তু তথা হইতে অন্যান্য স্থানে যাইতে পারে ও যাইতে দেখা গিয়াছে। যত প্রকার কৃমি আছে তন্মধ্যে কেঁচুয়ার ন্যায় যে গুলি এবং যাহাদিগকে সচরাচর কেঁচুয়া বলা যায়, তাহাই অত্যন্ত সাধারণ। অতি শৈশবাবস্থায় কেঁচুয়া পেটে থাকে না। ৩ বৎসর হইতে ১০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালকের পেটেই কেঁচুয়া সচরাচর থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের পেটেও থাকে, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় প্রায় থাকে না।

কেঁচুয়া পেটে থাকিলে কি২ লক্ষণ দ্বারা জানা যাইতে পারে, তাহা বর্ণনা করা সহজ নহে। এরূপ সর্ব্বদাই দেখা গিয়া থাকে যে, যাহাদের কোন অসুখ নাই, তাহাদিগের পেট হইতেও কেঁচুয়া পড়িয়াছে। সাধারণতঃ কেঁচুয়া থাকিলে এই সমস্ত লক্ষণ দ্বারা জানা যায়, যথা, পেটে বেদনা, পেটের স্থানে২ কঠিন হওয়া, ক্ষুধামান্দ্য, সর্ব্বদা থুথু ফেলা, উদরাময়, নাশিকা চুলকান, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, নিদ্রার সময় দন্তে দন্তে ঘর্ষণ, ইহার চিকিৎসা সহজ। প্রথমতঃ যাহার যে বয়ঃক্রম তাহাকে সেই অনুসারে একটা জোলাপ দিবে, পরে বয়স অনুযায়ীক ৩ হইতে ৬ গ্রেণ পর্য্যন্ত স্যান্টোনিন (Santonin) একটু চিনির সহিত ২।৩ রাত্রি সেবন করিতে দিবেক। পরে আর একটা জোলাপ দিলে কেঁচুয়া বাহির হইতে থাকিবে। কাহারাও২ এইরূপ ৩।৪ বার করিয়া জোলাপ ও স্যান্টোনিন প্রয়োজন হয় নতুবা সমস্ত কেঁচুয়া একেবারে মরে না।

কম্পজ্বর।

জ্বর নানা প্রকার। তন্মধ্যে পালা জ্বর বা কম্পজ্বর সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ। পালাজ্বর সচরাচর তিন প্রকার দেখা যায়; ১ম, যে জ্বরের পালা প্রত্যহ আইসে; ২য়, যাহার পালা এক দিবস অন্তর আইসে; ৩য়, যাহার পালা ২ দিবস অন্তর আইসে।

এই ত্রিবিধ জ্বরের মধ্যে প্রথম প্রকারই সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ। ইহার পালা প্রায়ই প্রাতঃকালে আইসে। পরে কাহার অল্পক্ষণ, কাহার অধিকক্ষণ থাকিয়া ঘর্ম্ম হইয়া ছাড়িয়া যায়। এই জ্বরে ২৪ ঘন্টার মধ্যে একবার জ্বর ও একবার বিরাম হয়।

দ্বিতীয় বিধ জ্বর প্রায় দুই প্রহরের সময় আইসে। পরে ঘর্ম্ম হইয়া ছাড়িয়া যায়। পর দিন আর জ্বর আইসে না, কিন্তু তৃতীয় দিবসে পুনরায় জ্বর হয়। এই জ্বরে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে একবার জ্বর একবার বিরাম হয়।

তৃতীয় বিধ জ্বরের পালা বৈকালে আইসে। ক্ষনকাল থাকিয়া ঘর্ম্ম হইয়া ছাড়িয়া যায়। পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবস জ্বর আইসে না। কিন্তু চতুর্থ দিবসে পুনরায় জ্বর আইসে। এই জ্বরে ৭২ ঘন্টার মধ্যে একবার জ্বর ও একবার বিরাম হয়।

এই ত্রিবিধ জ্বরের পালার প্রারম্ভে অত্যন্ত শীত হয়, পরে শরীর অতিশয় উত্তপ্ত হয়। পরিশেষে ঘর্ম্ম হইয়া ছাড়িয়া যায়।

জ্বর আসিবার সময় কম্প হয়। এই কম্পের সময় শরীরের উপরিভাগের রক্ত শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সমূহে প্রবেশ করে। যদি মস্তিষ্কে যায়, তাহা হইলে রোগীর মাথা ভার হয় ও সময়ে২ অচেতনের ন্যায় হয়। ফুসং কিম্বা হৃদপিণ্ডে গেলে বুকে বেদনা ও নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হয়; যকৃত কিম্বা পাকস্থলিতে গেলে, তত্তৎ স্থানে বেদনা হয় ও বমন হয়।

কম্পের পর সকলের শরীর সমান উত্তপ্ত হয় না। যাহারা স্বভাবতঃ যত বলবান, তাহাদের সেই পরিমাণে শরীর উত্তপ্ত, নাড়ী বেগবতী, পীপাসা, ও শীরঃপীড়া উপস্থিত হয়।

অল্প কিম্বা অধিকক্ষণ শরীর উত্তপ্ত থাকিয়া ঘর্ম্ম হয়। ঘর্ম্ম হইলে শরীর শীতল হয়, নাড়ীর বেগ কমিয়া যায় ও রোগী কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হয়। যদি রোগী স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে ঘর্ম্মের সময় বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত, নচেৎ কখন২ রোগী এরূপ দুর্ব্বল হইতে পারে যে, তাহা হইতে মৃত্যু হইবার সম্ভব।

উৎপত্তির কারণ। ডাক্তারেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মেলেরিয়া নামক এক প্রকার বাষ্পীয় বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে জ্বর হয়। জ্বর হইলেই যে এই বিষের শক্তিতে হইল এ ভিন্ন ইহার অন্য কোন পরিচয় এতাবৎ পান নাই। ডাক্তারদিগের মতে ভিজা জমী শুষ্ক হইবার সময় এই বিষ জমী হইতে উত্থিত হয়। এই জন্য বর্ষার শেষে ও শীতের প্রারম্ভে জ্বর রোগ অতি সাধারণ হইয়া পড়ে।

বাষ্পীয় বিষ শরীরে প্রবেশ করাই জ্বর রোগের কারণ, একথা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে এ বিষ ও অন্যান্য বিষের ক্রিয়া এক রূপ নহে। সর্পবিষ, উদ্ভিজ্জ্য-বিষ যথা অহিফেন, কিম্বা ধাতুবিষ, যথা সেঁকো ইত্যাদি যত প্রকার বিষ আছে সকলেতেই প্রথমে একবার নিজ ধর্ম্ম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে আর থামে না। যত দূর ক্ষমতা নিজের শক্তি প্রকাশ করে। তাহাতে যদি অধিক পরিমাণে বিষ সেবন করা হইয়া থাকে, তবে রোগী মরিয়া যায়, নচেৎ বাঁচিয়া উঠে। কিন্তু মেলেরিয়ার চরিত্র সেরূপ

নহে। এ বিষ ক্ষণেং নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করে, ক্ষণেং চুপ করিয়া থাকে। রোগীর শরীরে যতক্ষণ জ্বর থাকে, ততক্ষণ ইহার ক্রিয়া দেখা গেল, কিন্তু জ্বর ছাড়িয়া গেলে রোগীর আর কোনই কষ্ট থাকে না; বিষও ক্ষণকাল বিশ্রাম লাভ করেন। পরে উভয়েই শ্রম দূর করিয়া পুনরায় দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়।

চিকিৎসা। কম্পজ্বরের চিকিৎসা চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, অর্থাৎ কম্পের সময় এক রূপ, শরীর উত্তপ্তাবস্থায় এক রূপ, ঘর্ম্মের সময় এক রূপ ও জ্বর বিচ্ছেদের সময় এক রূপ।

১। কম্পের সময়। এ অবস্থায় চিকিৎসা প্রণালী অতি সহজ। রোগীকে গরম বস্ত্রে আবৃত রাখিবেক, পায়ে ও হাতে গরম জলপূর্ণ বোতলের সেক দিবেক, ও গরম চা বা দুদ অথবা গরম জল সেবন করিতে দিবেক। কিন্তু রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে এ অবস্থায় নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হইবার সম্ভব, তখন তাহাকে ২ ড্রাম ব্রাণ্ডি কিম্বা অর্দ্ধ ছটাক পোর্ট একটু গরম জলের সহিত, দেওয়া আবশ্যক। ব্রাণ্ডি বা পোর্ট না থাকিলে অর্দ্ধ ড্রাম অ্যারোমেটিক স্পিরিট অব অ্যামনিয়া (Aromatic sprit of Ammonia, half a Drachm) অথবা ঐ পরিমাণে ক্লরিক ইথার (Chloric Ether) অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত সেবন করিতে দিবেক। এবং যদি রোগীর নাড়ী তাহাতে বলবতী না হয়, তাহা হইলে ঐ ঔষধ যতক্ষণ প্রয়োজন, ততক্ষণ ঘন্টায়২ বা অর্দ্ধ ঘন্টা অন্তর দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত ঔষধ বিশেষ কারণ না থাকিলে দেওয়া অবিধেয়, কারণ হইতে জ্বরের দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ দাহ অতিশয় কষ্টদায়ক ও কাল স্থায়ী হয়।

২। যখন শরীরে দাহ হয়, তখন কপালে শীতল জলের পটী, ও সোডাওয়াটর (Sodawater) বরফ দিয়া সেবন করিতে দিবেক। এবং নিম্নলিখিত ঔষধ ঘন্টায়২ অথবা দুই ঘন্টা অন্তর সেবন করাইবে,—

লাইকার অ্যামনিয়া অ্যাসিটেটিস্	২ আউন্স।
নাইট্রিক ইথার	৪ ড্রাম।
ভাইনম ইপীক্যাক	৮০ বিন্দু।
সোরা	৪০ গ্রেণ।
কর্পূরের জল	৬ আউন্স।

ইহার অর্দ্ধ ছটাক এক একবার সেবন করিবেক। এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালকদিগকে ইহার ৪০ বিন্দু দিবেক। অথবা কেবল ৫ গ্রেণ করিয়া সোরা অর্দ্ধ ছটাক জলে ঘন্টায়২ বা দুই ঘন্টা অন্তর সেবন করিতে দিবেক।

৩। জ্বরের তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ ঘর্ম্মের সময়ে শরীর অনাবৃত রাখিবেক না। অনাবৃত রাখিলে বাতাস লাগিয়া অতি শীঘ্র ঘর্ম্ম বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু তাই বলিয়া শরীরে অধিক বস্ত্রও দিবে না। অধিক বস্ত্র দিলে অতিশয় ঘর্ম্ম হইয়া রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

রোগী যদি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে ঘর্ম্মের সময় অতিশয় সতর্কতা আবশ্যক, নচেৎ হটাৎ দুর্ব্বল হইয়া প্রাণ বিয়োগ হইবার সম্ভব। যদি হটাৎ দৌর্ব্বল্যের কোন লক্ষণ দেখা যায়। তাহা হইলে কম্পের সময় সে সমস্ত ঔষধের উল্লেখ করা গিয়াছে সেই সমস্ত ঔষধ ঘন্টায়২ বা অর্দ্ধ ঘন্টা অন্তর সেবন করিতে দিবেক।

৪। জ্বর বিচ্ছেদের সময় এরূপ ঔষধ দিবেক যে, পুনরায় আর জ্বর না হয়। এরূপ ঔষধ অনেক আছে কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে কুইনাইন (Quinine) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কুইনাইন কি পরিমাণে ও কখন দেওয়া আবশ্যক এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু যেরূপ দেওয়ায় বিশেষ উপকার হয় দেখা গিয়াছে, তাহা এই, অর্থাৎ যখন ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর ছাড়িতেছে, তখন অধিক পরিমাণে একবার, ও জ্বর আসিবার সময় অধিক পরিমাণে একবার, আর বিচ্ছেদের সময় ২ ঘন্টা কিম্বা তিন ঘন্টা অন্তর দুইবার।

ভাবিয়া লওয়া যাউক যে রোগীর ঘর্ম্ম হইতেছে ও নাড়ীর বেগ কম ও শরীরের উত্তাপের হ্রাস হইয়াছে, এ সময় ৭ গ্রেণ কুইনাইন, ১০ বিন্দু ডিলিউট সলফিউরিক অ্যাসিড ও একটু জল একত্র করিয়া সেবন করান আবশ্যক, পরে শরীর শীতল হইলে ৪ গ্রেণ কুইনাইন, ৬ কিম্বা ৮ বিন্দু ডিলিউট সলফিউরিক অ্যাসিড ও একটু জল একত্র করিয়া সেবন করাইবেক। এই এই দ্রব্য এই এই পরিমাণে ২ ঘন্টা কিম্বা ৩ ঘন্টা অন্তর আর একবার দেওয়া কর্ত্তব্য। পরে যদি এরূপ হয় যে, রোগীর পুনরায় শীত বোধ হইতেছে ও জ্বর আসিবার উপক্রম হইয়াছে, এ অবস্থায় আবার ৭ গ্রেণ কুইনাইন পূর্ব্ববৎ প্রকরণ অনুসারে দিবেক।

যে জ্বর প্রত্যহ আইসে তাহাতে কুইনাইন এরূপ নিয়মে চারিবার দেওয়া সকল সময় ঘটিয়া উঠে না। কারণ হয় ত জ্বরের বিচ্ছেদ কাল ৪ কিম্বা ৬ ঘন্টা ব্যাপী হয় না, অথবা রোগী জ্বর আসিবার পূর্ব্ব লক্ষণ টের পায় না। কিন্তু ইহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। যদি ১৫ গ্রেণ কুইনাইন প্রথম দিন দেওয়া যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় দিবস জ্বর খুব কম হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। যে জ্বর এক দিবস কিম্বা দুই দিবস অন্তর আইসে, তাহাতে কুইনাইন উল্লিখিত পরিমাণে দেওয়ায় কোন বাধা নাই।*

অনেকের মনে সংস্কার আছে যে, কুইনাইনে জ্বর বন্ধ হয়, আরাম হয় না। একথা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। পুনঃ পুনঃ জ্বর হওয়া কুইনাইনের দোষ নহে। যে কারণে প্রথম জ্বরের উৎপত্তি হয়, সেই কারণ যে স্থানে নিয়ত বর্ত্তমান থাকে, সেখানে পুনঃ পুনঃ জ্বর হইবেই হইবে।

কুইনাইন সেবন করিতে দিবার পূর্ব্বে জোলাপ দিয়া রোগীর উদর পরিষ্কার করা অত্যাবশ্যক, বিশেষতঃ যদি জিহ্বা অপরিষ্কার থাকে। যাহাদিগের জিহ্বা পরিষ্কার ও ভিজা, তাহাদিগের পক্ষে জোলাপের অধিক প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু যদি তাহাদের মলবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে অল্প পরিমাণে (৪ ড্রাম) এরণ্ড তৈল দেওয়া বিধেয়। যাহারা অত্যন্ত ক্ষীণ, তাহাদিগের জিহ্বা পরিষ্কার থাকুক বা নাই থাকুক, তাহাদিগকে নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে জোলাপ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

পথ্য। যত দিন জ্বর থাকে, তত দিন দুদ সুজী কিম্বা দুদ ভাত ইত্যাদি লঘু

* এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালকদিগকে জ্বর বিচ্ছেদ কালে অর্দ্ধ গ্রেণ কুইনাইন ৩ বার সেবন করাইলেই যথেষ্ট হইবে। ২ বৎসর হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত ১ গ্রেণ তিনবার দিলেই যথেষ্ট। বয়স যত অধিক হইবে, কুনাইনের মাত্রা সেই পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া নিবেক।

আহার করিবেক। কিন্তু অতিশয় দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে এ নিয়ম খাটিবেক না। তাহাদিগকে জ্বরের প্রারম্ভ হইতেই অধিক পরিমাণে দুদ, মাংসের ঝোল ইত্যাদি বলকারক দ্রব্য দিবেক।

প্লীহা জ্বর।

কম্পজ্বর উপর্য্যুপরি ৩।৪ বার হইলে অথবা প্রথম বারেই দীর্ঘকাল ব্যাপী হইলে প্লীহা বৃদ্ধি হয়। রোগীর চক্ষু যদি ঈষৎ কালবর্ণ হয় এবং মুখ, জিহ্বা ও শরীর কিঞ্চিৎ ফ্যাকাশে২ হয়, তাহা হইলে প্লীহার স্থানে হাত দিয়া দেখিলে প্রায়ই প্লীহা বৃদ্ধি হইয়াছে জানিতে পারা যাইবে।

প্লীহা বৃদ্ধির কারণ প্রথমতঃ রক্তের হীনাবস্থা। কাহার২ জ্বর না হইয়াও প্লীহা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু পূর্ব্বে রক্ত হীনাবস্থাপন্ন হইলে, পরে জ্বরসংযোগে প্লীহা দেখিতে২ বাড়িয়া পড়ে। ইহার কারণ বুঝাইতে হইলে প্রথমতঃ বলা উচিত যে, শরীরের যে অঙ্গ যত অধিক পরিচালিত হয়, সেই অঙ্গ সেই পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যথা বাম হস্ত অপেক্ষা দক্ষিণ হস্ত বড়, বাম বাহু অপেক্ষা দক্ষিণ বাহু মোটা, (বিশেষ কামারদিগের।) বেহারা দিগের বাম স্কন্ধ স্ফীত, কারণ বাম স্কন্ধেই অধিক সময় পালকি বহন করে। এরূপ উপমা অনুসন্ধান করিলে অনেক পাওয়া যায়।

শরীরের উপরিভাগে শীতল বায়ু লাগিলে যে তথাকার রক্ত শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাবলিতে যায়, একথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। কম্পজ্বরের প্রারম্ভে যে শীত হয় সে শীত কর্ত্তৃক ও বাহিরের রক্ত প্লীহা, যকৃত ইত্যাদি যন্ত্রসমূহে প্রেরিত হয়। এই রূপ পুনঃ পুনঃ যাওয়ায় তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা। কুইনাইনের দ্বারা যত শীঘ্র সম্ভবে জ্বর বন্ধ করিবেক। পরে অল্পে২ পরিমাণে কুইনাইন ও হিরেকষ (Sulphate of Iron) সেবন করিবেক। যথা।

কুইনাইন	২ গ্রেণ
ডিঃ সলফিউরিক অ্যাসিড	৫ বিন্দু
হিরেকষ	১ গ্রেণ
জল	অর্দ্ধ ছটাক

এই রূপ দিবসে ৩ মাত্রা সেবন করিবেক।

প্লীহা অত্যন্ত বড় হইলে মাঝে২ তাহার উপর রাইসরিষার পটী (mustard plaster) বা টীংচার আওডাইন তুলি করিয়া লাগাইবেক। টীংচার আওডাইন প্রত্যহ লাগান উচিত।

এক বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালকদিগকে নিম্ন লিখিত ঔষধ দিবেক;

কুইনাইন	।।০ অর্দ্ধ গ্রেণ
টর্টারেট অব আয়রণ	।।০ গ্রেণ
জল	২ ড্রাম।

একত্র মিশ্রিত করিয়া দিবসে দুই বার দিবেক। এবং টীংচার আওডাইনের পরিবর্ত্তে আওডাইনের মলম (Ointment of Iodine) প্লীহার উপর মালিষ করিবেক। পথ্য বলকারক হওয়া উচিত নচেৎ কেবলমাত্র ঔষধে শীঘ্র প্লীহা আরাম হইবেক না।

পালাজ্বর কখন২ এক প্রকারে আরম্ভ হইয়া দিনকতক পরে অন্য প্রকার হইতে পারে, যথা, যে জ্বর প্রথমতঃ প্রত্যহ আসিতে থাকে দিনকতক, পরে তাহা এক দিবস অন্তর আসিতে পারে, এবং এক দিবস অন্তর যে জ্বর আইসে তাহা

দুই দিবস অন্তর আসিতে পারে। এ সকল স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে, যে কারণ বশতঃ প্রথমতঃ জ্বর হইয়াছিল, তাহার তেজ কমিয়া আসিতেছে এবং অতি অল্প দিন পরেই আর আসিবে না। কিন্তু কখন২ এরূপ হইয়া থাকে যে, যে জ্বর দুই দিবস অন্তর আসিত, তাহা এক দিবস অন্তর আসিতেছে, অথবা যে জ্বর এক দিবস অন্তর আসিত, তাহা প্রত্যহ আসিতেছে, কিম্বা যাহা প্রত্যহ আসিত এক্ষণে তাহা দিনে দুইবার আসিতেছে। এ সকল স্থলে এই বুঝিতে হইবে যে, রোগ কঠিন হইয়া আসিতেছে এবং যে কারণে প্রথম জ্বর হইয়াছিল, তাহার তেজ হীনপ্রভ না হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহাদিগকে অধিক পরিমাণে কুইনাইন দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এবং ইহাদিগের আহার সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করা প্রয়োজনীয়। মাংসের ঝোল, দুগ্ধ যত জীর্ণ করিতে পারে, ততই দেওয়া উচিত। ইহাদিগের পক্ষে নিম্নলিখিত প্রকারে ডিম্ব প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হইবে, যথা—পোর্টওয়াইন অর্দ্ধ ছটাক। একটা হাঁসের ডিম, একটু চিনি, দেড় ছটাক দুগ্ধ। এ সমস্ত একত্র করিয়া একটা বাটীতে কিম্বা গেলাসে চামচ দিয়া মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। এই রূপে প্রতিদিন দুইটা কিম্বা তিনটা ডিম্ব দেওয়া উচিত। এতদ্ভিন্ন ২আউন্স হইতে ৪ আউন্স কিম্বা ততোধিক পরিমাণে পোর্টওয়াইন অল্প২ করিয়া সমস্ত দিবসে সেবন করাইবে।

জোফিয়াম মিউরাট।

অবণীমণ্ডলে যত প্রকার প্রাণী আছে, তাহাদিগের মধ্যে মনুষ্য সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিবলে মনুষ্য সকলের উপর আধিপত্য, বুদ্ধি, বিদ্যা, আত্মশাসন, ধর্ম্ম, সাহস, চিন্তা, বল, ধৈর্য্য প্রভৃতি মনুষ্যের প্রধান গুণ। যাঁহাতে, এ সকল গুণ বর্ত্তমান আছে, তিনিই যথার্থ মনুষ্য নামের উপযুক্ত। তাঁহার দ্বারাই এই পৃথিবীর যথার্থ উপকার সাধিত হইতে পারে। উপরি উক্ত গুণচয়ের কোন না কোন একটীর অভাবে লোকে অনেক সময়ে অনেক রূপ বিপদে পতিত হয়। এবং তাঁহাদিগের দ্বারা পৃথিবীর বিশেষ অনিষ্ট সংসাধিত হয়।

যেমন বৃক্ষের একটা শাখা বা একটা পল্লব হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইলে, বৃক্ষ নৈসর্গিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল না, সুতরাং তাহার ফলের ও স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তির অতি অল্পই সম্ভব থাকে, সেইরূপ মনুষ্য একটা গুণে উন্নত হইলে, প্রকৃত মনুষ্য পদ বাচ্য নহে। এবং ভূমণ্ডলে তাঁহার জীবনও প্রকৃত মনুষ্যোপযোগী কার্য্যের আকর হইতে পারে না। গুণ বিশেষের বিশেষ উন্নতি সত্ত্বেও তাঁহাকে অনেক সময়ে নির্গুণ মনুষ্যের ন্যায় ও নানারূপ ক্লেশে পতিত হইতে হয়। সেই ক্লেশের কারণানুসন্ধান করিলে একমাত্র মনুষ্যোপযোগী কোন গুণের অভাব ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না।

জ্ঞান বিবর্জ্জিত ধার্ম্মিক লোক দ্বারা

সংসারের কত অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, তাহা খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। মেরী ধর্ম্ম জ্ঞানেই প্রটেষ্টান্টদিগকে উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। এবং জার্ম্মাণীর সম্রাটগণ ধর্ম্মজ্ঞানেই মার্টিনলুথারের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ধর্ম্মবিবর্জ্জিত পরমজ্ঞানী বল্টের প্রভৃতি ফরাসী দেশের—কেবল ফরাসীদেশের কেন সমগ্র ভূমণ্ডলের—কত অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, তাহা ফরাসি যুদ্ধের পাঠক বর্গ সম্যক অবগত আছেন।

নেপোলিয়ান যোদ্ধৃবর্গের অগ্রনীর ন্যায় সমুদয় গুন সত্ত্বেও একমাত্র ধৈর্য্যের অভাবে অসম্পূর্ণ অবস্থাতে রুসিয়ার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন। এবং মুরার্ট পরম বীর হইয়াও একমাত্র অবিমৃষ্যকারীতা প্রযুক্ত নানারূপ ক্লেশে পতিত হইয়া অবশেষে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

নেপোলিয়ান বোনাপার্টীর সেনাপতি বীরাগ্রগণ্য মিউরাট ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৫ মে তারিখে ব্যাসটিড্ ফন্টেনেড্ নামক পল্লিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সামান্য একটী সরাইর অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার তাদৃশ কোন সঙ্গতি ছিল না যে, পুত্রকে উচিত মত বিদ্যা শিক্ষা করান। তত্রাচ কোন একজন ধনবন্ত ব্যাক্তির সাহায্যে তাঁহাকে কেহ রসকলেজে এবং তৎপরে টলাউস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ণ করান। কিন্তু চঞ্চল বুদ্ধি এবং ধৈর্য্যগুণের অভাব বশতঃ মিউরাট বিদ্যালয়ে আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই সুতরাং তিনি যে অধ্যাপকদিগের প্রিয় পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন না সে কথা উল্লেখ করা দ্বিরুক্তি মাত্র। আমরা মিউরাটের অধ্যয়ণ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম তাহা পাঠ করিয়া হয়ত কেহ কেহ ভাবিতে পারেন, "মিউরাট বুঝি মূর্খ ও নির্ব্বোধ ছিলেন।" সত্যবটে, মিউরাটের এদিকে যেমন প্রতিভা দৃষ্ট হইত না তেমনি অন্য দিকে তাঁহার প্রতিভা জাজ্বল্যমান ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ভবিষ্যত বীরত্বের এবং বুদ্ধি প্রাখর্য্যের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার সম সঙ্গিগণ মধ্যে সাহসিকতায়, অশ্বারোহণে, সরল ব্যবহারে, এবং বদান্যতায় তিনিই সর্ব্ব প্রধান ছিলেন, এজন্য তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহার গুণচয়ের পক্ষপাতী হইয়াছিল।

মিউরাটের প্রত্যেক অবস্থায়ই পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুৎ ব্যাপার জালে জড়িত।

বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে মিউরাট টউলস্ নগরবাসিনী কোন একটী ললনার প্রেমে আবদ্ধ হয়েন এবং লোকলজ্জা ও গুরু গঞ্জনা ভয়ে তাহাকে লইয়া পলায়ন করিয়া কিছুকাল গোপন ভাবে অবস্থিতি করেন। পরিশেষে অর্থের অনাটন প্রযুক্ত একটী সামান্য সৈনিকের কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। সৈনিকের বেশ ধারণ করাতে তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য বীরাকৃতি, গর্ব্ব বিস্ফারিত প্রকৃতি, উন্নত ও গম্ভীর মুখশ্রী প্রভৃতির ভাব আরও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই কার্য্যে তিনি অধিক কাল থাকিতে পারেন নাই। যোদ্ধার স্বভাব বশতঃই হউক, কি যুবক দিগের চঞ্চল প্রকৃতি বশতঃই হউক অথবা রক্তের নবীনতেজ বশতঃই হউক, তাঁহাকে এইরূপ পরাধীনতা শৃঙ্খল কর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কি হইবে, লক্ষ্মী তাঁহার ভাগ্য-

ক্রমে অপ্রসন্ন ছিলেন বিধায় পুনর্ব্বার তাঁহাকে যোড়স লুইর অধীনে সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। এই সময় হইতেই তাঁহার বীরত্বের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

ইং ১৭৯৫ সালে যখন বিখ্যাত রণবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টি প্রধান সেনাপতির ভার গ্রহণ করিয়া ইটালীর বিখ্যাত যুদ্ধে গমন করেন, সেই সময় তিনি মিউরাটের যোদ্ধার আকার প্রকার দেখিয়া আপনার শরীর রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে ইটালীতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। মনুষ্যের যদি এরূপ কোন স্বভাবসিদ্ধ শক্তি থাকে, যদ্দ্বারা প্রকৃত গুণবান ব্যক্তিকে চিনিয়া লইতে পারে, তবে নেপোলিয়ানই সেইরূপ স্বাভাবিক শক্তি সম্পন্ন লোক ছিলেন, একথা দম্ভ করিয়া বলা যাইতে পারে। কারণ তিনি মিউরাটকে যেরূপ যোদ্ধা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন,মিউরাট প্রকৃত পক্ষে তাহাই ছিলেন। ইটালীতে মিউরাট ক্রমান্বয়ে মন্টিলোট্, মিলেছিমো, ডিগো, মনডোভি, রিভোলি, রোভারিডো, ব্যালালো প্রভৃতি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পরিশেষে ব্রিগেডিয়র জেনারল খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান তাঁহার যুদ্ধনৈপুণ্য ও অসাধারণ সাহসের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে মিসরের বিখ্যাত যুদ্ধে গমন করেন।

ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে মিসর দেশের স্থানে২ কিরূপ ভয়ানক বালুকাময় মরুভূমি এবং স্থানে২ নিবীড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এরূপ ভয়ঙ্কর স্থানে তৎপ্রদেশ বাসী মামলুকদিগের সহিত অনাহারে অনিদ্রায় যুদ্ধ করিয়া মিউরাট যেরূপে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, তাহা শুনিলে বিখ্যাত যোদ্ধারও শরীর লোমাঞ্চিত হয়। তাঁহার সাহস গুণেই নেপোলিয়ান মিসর ও আরব দেশে জয় পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কথিত আছে, জাকাযুদ্ধে এক রজনীতে মিউরাট একখানি সামান্য বস্ত্র শরীরের উপর দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শূন্য মৃত্তিকাতে শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার একটী বন্ধু বলিয়াছিলেন, "আপনি এরূপ অবস্থায় শুইয়া আছেন, এসময়ে যদি বিপক্ষ পক্ষ আসিয়া আক্রমণ করে, তবে কি করিবেন? মিউরাট তদুত্তরে হাসিয়া বলিলেন. "হাঁ! যদি বিপক্ষেরা আক্রমণ করে, করিলই বা? তাহাতে ক্ষতি কি? আমি এইরূপ অবস্থায়েই অশ্বারোহণে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিব, এবং এই অন্ধকারের সাহায্যে নিশ্চয় তাহাদিগের উপর জয়লাভ করিব।"

জগৎ বিখ্যাত আবুকির যুদ্ধের প্রারম্ভে নেপোলিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সভয়চিত্তে মিউরাটকে বলিয়াছিলেন, "অদ্যকার এই যুদ্ধে পৃথিবীর অদৃষ্টের ফলাফল নির্ণীত হইবে।" মিউরাট সাহসের সহিত কহিয়াছিলেন, "পৃথিবীর হউক বা না হউক, সৈন্যদিগের পক্ষে ত বটে।"

আবুকির যুদ্ধ জয়ের পর যখন স্বাধীন প্রজা পরতন্ত্র শাসন স্থাপিত হয়, তখন মিউরাটই তাহার প্রধান সাহায্যকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল সাহসীকতা এবং স্বদেশ হিতৈষিতা প্রভৃতি গুণে নেপোলিয়ানের সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভগ্নি ক্যারোলিন বোনাপার্টি তাঁহার পানি-

গ্রহণ করেন। ক্যারোলিন যেরূপ রূপবতী, গুণবতী ও অভিমানিনী ছিলেন, তাহা পাঠকদিগের মধ্যে বোধ হয়, অনেকেই অবগত আছেন। এরূপ সুন্দরী, গুণযুক্তা স্ত্রীর সংসর্গ পাইলে বঙ্গীয় যুবকগণ হয় ত কর্ম্ম কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তপুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু মিউরাট সেরূপ স্ত্রৈণ্য পুরুষ ছিলেন না। তিনি এরূপ সুন্দরী স্ত্রীকেও পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শ্যালকের সহিত মরেনগোর যুদ্ধে সেনাপতি হইয়া গমন করেন এবং কিছুকাল সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া যখন সমর জয়ী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেই সময় কলস্থলার গবর্ণমেন্ট তাঁহার সম্মানার্থে সেনাপতি উপাধি এবং একখানি তরবারি প্রদান করেন। কথিত আছে, তাঁহার তরবারির উপরে "নারী ও মান, এই কয়েকটী কথা অঙ্কিত ছিল।

যখন নেপোলিয়ান ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় মিউরাট যথোচিত পরিশ্রম এবং সাহায্য দান করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান সম্রাট হইলে সে গুণ ভুলিয়াছিলেন না। তিনি মিউরাটকে ক্রমান্বয়ে, প্রধান সেনাপতি, যুবরাজ প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান২ পদ তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন। সামান্য একজন সৈনিককে এই সকল পদ লাভ করিতে দেখিয়া ফ্রান্সের লোকেরা সকলেই যথোচিত সন্তোষ ভিন্ন কেহই অসন্তোষ হইয়াছিল না। কারণ তাহারা জানিয়াছিল প্রকৃত গুণের পাত্রেতেই পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছে। মিউরাট নিজগুণে সকলকে বশীভূত রাখিয়াছিলেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মিউরাট যখন উরটিনবর্গ, ল্যানগেলো, আমষ্টিন, ভিয়েনা, অষ্ট্রেনিজ প্রভৃতি যুদ্ধে ক্রমান্বয়ে জয়লাভ করিতে লাগিলেন, সেই সময় ইউরোপের সমস্ত লোকের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি পতিত হইল। তাহার পর বৎসরে তিনি বার্গ ও ক্লিব্‌স্ প্রদেশের ডিউক রূপে সমস্ত রাজত্ববর্গের দ্বারা স্বীকৃত হইলেন। বার্গ কিব্‌সের লোকেরা তাঁহাকে শাসন কর্ত্তা স্বরূপ পাইয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। পক্ষান্তরে তিনিও আপনার সরল ব্যবহারে ও প্রজাবৎসলতা গুণে সকলকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন।

জগদীশ্বর মিউরাটের জন্য অন্যতর অপেক্ষাকৃত সুখের সোপান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি অল্পকাল মধ্যে সম্রাট কর্ত্তৃক নেপলনের সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন।

১৮০৬। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রুসিয়া এবং পোলাণ্ডে ক্রমান্বয় অনেক গুলি যুদ্ধ জয় করেন, পরে ১৮০৮ সালে তিনি স্পেনের যুদ্ধে গমন করেন। তৎকালে চতুর্থ চারলস স্পেনের সিংহাসনে রাজা ছিলেন, তিনি মিউরাটের সসৈন্যে আসিতে দেখিয়া সসব্যাস্ত, প্রথম ফ্রান্সসীসের তরবারি মিউরাটের চরণে অর্পণ করিলেন। মিউরাট আশাতীত ফললাভে সন্তুষ্ট হইয়া স্পেন রাজকে অভয় দান করিয়া হৃষ্টমনে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই সময়ে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ সপ্তম ফার্ডিলেন্ট চতুর্দ্দিকস্থ নরপতি গণের স্থানে আপনার মান্য প্রার্থনা করেন। তাহাতে নেপোলিয়ান তাঁহাকে অষ্ট্রিয়ার প্রকৃত রাজা বলিয়া স্বীকার না করাতে ফার্ডিনেন্ট ক্রুদ্ধ হইয়া স্পেনীয়-

দিগকে ফ্রান্সের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করেন। উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ স্পেনীয়েরা ফ্রান্সের অনেক সংখ্যক সৈন্য নিধন করেন, পরে মিউরাটের যত্নে ও সাহসে ফ্রান্সবাসীরা স্পেনীয়দিগের উপর জয়লাভ করিয়া তাহাদের দর্প সমূলে বিনাশ করেন। এই যুদ্ধে মিউরাট নিষ্ঠুর ভাবে অনেক বন্দিগণের প্রাণ নষ্ট করেন। যুদ্ধাবসানে সকলেই মনে করিয়াছিল যে মিউরাটই স্পেনের সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু মিউরাট এক দিকে যেরূপ সাহসী বীর পুরুষ ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি চঞ্চল প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া নেপোলিয়ান তাঁহাকে স্পেনের সিংহাসন প্রদান না করিয়া প্রথমতঃ লুসিএন বোনাপার্টীকে এবং তিনি অস্বীকার করাতে জোসেপকে প্রদান করিয়াছিলেন।

১৮০৮ খৃঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে জোকিয় নেপোলিয়ান (মিউরাট) তাঁহার নূতন প্রদত্ত রাজ্য নেপলনে গমন করেন। তাঁহার আগমনে নেপলন বাসীগণ যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইল। এতদ্দিন পরে মিউরাটের কিঞ্চিৎ পরিমাণে শান্তি সুখ লাভ হইবার পথ হইল। মিউরাট রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়া য্যান্‌ক্লো সিমিনিয় দুর্গ নেপলন্‌ হইতে উঠাইয়া দিলেন এবং নানাবিধ প্রকারে প্রজাগণের সুখ সচ্ছন্দতা বিধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রজাগণ নবভূপতির অধীনে নানাবিধ সুখ সচ্ছন্দতায় থাকিয়া দুই হস্ত তুলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। মিউরাট এই রূপে কিঞ্চিৎকাল সুখের সাগরে ভাসমান হইলেন।

জগতের সকলই পরিবর্ত্তনশীল। চিরকাল কিছুই সমান ভাবে থাকে না। সুখই হউক কিম্বা দুঃখই হউক কিছুই চির সঙ্গের সঙ্গি নহে। কালে পরিবর্ত্তন হইবেই হইবে। অদ্য যে ব্যক্তি বন্ধুবান্ধব দাসদাসী পরিবৃত হইয়া ত্রিতল প্রাসাদোপরি হাসিতে খেলিতে দেখা গিয়াছে, কল্য হয়ত তাঁহাকেই সামান্য উদর পূরণ জন্য দ্বারেং ভিক্ষা করিতে দেখা যাইতে পারে। আবার অদ্য যাহাকে উদরান্নের জন্য বৃক্ষতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে দেখা যাইতেছে, কল্য হইতে সেই ব্যক্তি অতুল সুখের অধিকারী হইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। মিউরাট পূর্ব্বে যেরূপ সামান্য ব্যক্তি ছিলেন, তাহা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু তাঁহার ললাটে সুখ ছিল, তিনি অতুল সুখের অধিকারী হইলেন। উপযুক্তা রাজ্ঞী. বিভবশালী রাজ্য, ধনবান, প্রভুভক্ত পরায়ণ প্রজাগণ, শান্ত প্রজাবৃন্দ অগণন দাসদাসী, রাজপ্রাসাদ, মান, মর্য্যাদা, যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি প্রভৃতি যাহা কিছু মানুষের সুখ বিধান করিতে পারে, মিউরাটের তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু লক্ষ্মী চঞ্চলা, চির দিন কাহারও ভাগ্যে প্রসন্না থাকেন না। মিউরাটের ভাগ্যে যে তাহার অন্যথা হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? লক্ষ্মী পলাই পলাই শব্দ আরম্ভ করিলেন। মিউরাটেরও কপাল ভাঙ্গিবার সূত্রপাত হইল।

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিমিনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। কিন্তু লক্ষ্মী বিমুখ হইয়াছেন, তিনি যুদ্ধে কোন ফল লাভ করিতে পারিলেন না। যে বীর

এতকাল নানাবিধ যুদ্ধে ক্রমান্বয়ে জয়লাভ করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ এই রূপ বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে তিনি কিরূপ ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিলেন, তাহা পাঠক মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। এই যুদ্ধে তাহার মনভঙ্গ হইল, স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিল। আমরা যাহাদিগকে আপনার বন্ধু পরম আত্মীয় বলিয়া মনে করিয়া থাকি, কপাল মন্দ হইলে তাহারাই অগ্রে বিপক্ষ হইয়া দণ্ডায়মান হয়। শরতের খঞ্জন, বসন্তের কোকিল যেমন ঋতুর অদর্শনেই অদর্শন হয়, তেমনি সুখের পায়রা মানবগণ সুখের দিনের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্ধান হয়। মিউরাট সিসিনির যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রধান মন্ত্রী তাঁহার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতেছেন এবং রাজ্যের অধিকাংশ লোকেই তাঁহার বিপক্ষ ভাব ধারণ করিয়াছে। অধিক কি তিনি শুনিতে পাইলেন স্বয়ং নেপোলিয়ানও তাঁহাকে নানাবিধ ঠাট্টা করিয়া থাকেন এবং তাঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি অদ্ভুত রূপে অঙ্কিত করাইয়া নেপলনের রাজ প্রাসাদে রক্ষিত করিয়াছেন। এই সকল কারণ বশতঃ তিনি এতই উত্যক্ত হইলেন, যে ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার রাজ্ঞী এই বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে এরূপ দুঃসাহসিক এবং লোকবিগর্হিত কার্য্য হইতে নিরস্ত রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞীর এবম্বিধ অনধিকার চর্চ্চা দেখিয়া তিনি বিরক্তির সহিত রাজ ভবন পরিত্যাগ করিয়া ক্যাপতি মনটী নামক প্রাসাদে গমন করিলেন। বিধাতা সেখানেও তাঁহার নিমিত্ত নূতন আপদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। তিনি তথায় যাইয়া অতি অল্পকাল মধ্যে জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া মনের অসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজ্ঞী তাঁহার অনুপস্থিতে প্রজাদিগের প্রতি নানা প্রকারে আধিপত্য স্থাপন করিয়া দিন দিন সকলের প্রিয় পাত্রী হইতে লাগিলেন। ও দিকে মিউরাট রুগ্নশয্যায় শয়ন করিয়া ক্রমে২ তাঁহার বহু পরিশ্রমের আধিপত্যও প্রজাগণের নিকট হইতে যে মান সম্ভ্রম সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে হারাইতে লাগিলেন।

মিউরাট যখন এইরূপে পীড়িত-শয্যায় কালাতিপাত করিতেছিলেন, সেই সময়ে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ফ্রান্সে ও রুষিয়ার বিখ্যাত সমর আরম্ভ হয়। নেপোলিয়ান এই ভয়ঙ্কর সময়ে মিউরাটের সাহায্য ভিন্ন উপায়ান্তর নাই জানিয়া কাল বিলম্ব না করিয়া মিউরাটকে আনয়নার্থ লোক প্রেরণ করিলেন। মিউরাট যদিও ইতিপূর্ব্বে সম্রাটের আচরণে বিরক্ত হইয়াছিলেন, তত্রাচ এসময়ে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, পরে সম্রাটের ভয়েই হউক অথবা আপনার স্বভাবের জন্যই হউক তিনি তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া দশ সহস্র সৈন্যকে পোলাণ্ডে যাইতে অনুমতি দিয়া স্বয়ং অশ্বারোহণে ড্রেসডেন নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঘোরতর সংগ্রামের পর যখন রুষিয়ানেরা পলায়ন করিতে লাগিল, সেই সময়ে নেপোলিয়ান মিউরাটকে মস্কোনগর পর্য্যন্ত রুষিয়ান-

দিগের পশ্চাৎ ধাবন করিতে অনুমতি করিলেন, তদুত্তরে মিউরাট কহিলেন, "মস্কো পর্য্যন্ত যাইতে হইলে আপনি সকল সৈন্য হারাইবেন।" ইহা কহিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যে রুষিয়ানদিগের সৈন্য মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন। এই সময় একবার মাত্র স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, একবার মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিলেন, পরক্ষণেই তাঁহার সৈন্যদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তোমরা আপন আপন জীবন লইয়া প্রস্থান কর।" সৈন্য সকলে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল। লে বেলিয়ার্ড নামক একজন সেনাপতি কহিলেন প্রত্যেক ব্যক্তিই আপনাপন জীবনের আপনি কর্ত্তা। আমি কিছুতেই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব না, যদি নিতান্তই মরিতে হয়, তবে আপনার পার্শ্বে থাকিয়া মরিব।" মিউরাট সেনাপতির এবম্বিধ প্রভুপরায়ণতা দৃষ্টে অগত্যা প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মিউরাট নেপোলিয়ানের সৈন্যগণের এত প্রিয়পাত্র ছিলেন যে, যখন রুষিয়ানেরা পলায়ন করে, সেই সময় মিউরাট জুন্ট নামক একজন সেনাপতিকে কতকগুলি সৈন্যসহ রুষিয়ানদিগকে অপর দিক হইতে আক্রমণ করিবার অনুমতি করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং কতকগুলি সৈন্য লইয়া তাহাদিগের পথ রোধ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই রূপে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রুষিয়ানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কোন ফল না পাইয়া একাকী অশ্বারোহণে শত্রুদিগের মধ্য দিয়া জুন্টের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার ভিরু স্বভাবের জন্য মৃদুমন্দ তিরস্কার করিলেন। তদুত্তরে জুন্ট কহিলেন, "আমি একা কি করিব, সৈন্যগণ কিছুতেই শত্রুর সম্মুখীন হইতে চাহে না।" মিউরাট তাঁহাকে আর কোন কথা না বলিয়া, প্রীতিপূর্ণ নয়নে সৈন্যদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মধুর বচনে তাহাদিগকে উত্তেজিত করিলেন। সৈন্যগণ প্রধান সেনাপতির উৎসাহপূর্ণ বাক্য শুনিয়া নক্ষত্রবেগে রুষিয়ানদিগকে আক্রমণ করিল এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহাদিগের উপর জয় লাভ করিল। শুদ্ধ যে ফরাসী সৈন্যগণ মিউরাটকে ভয় করিত তাহা নহে, বিদেশীয় সেনাগণও তাঁহাকে দেখিলে কিম্বা তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলে ভয়ে জড়সড় হইত। কথিত আছে যে, যে সময় তিনি সসৈন্যে মস্কোনগরীতে উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে দুর্দ্দান্ত কশাক সৈন্যগণ মস্কোনগরী রক্ষা করিতেছিল। তাহারা মিউরাটের বীরাকৃতি এবং বীরজনোচিত আচার ব্যবহার দৃষ্টে এতই চমৎকৃত হইয়াছিল যে, প্রায় ১ ঘন্টা কাল আত্মবিস্মৃত হইয়া মুক্ত কণ্ঠে মিউরাটের প্রশংসা করিয়াছিল। মিউরাট তাহাদিগের এবম্বিধ প্রশংসাসূচক বাক্যে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ভাণ্ডারস্থ সমস্ত সম্পত্তি তাহাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আপনার এবং অন্যান্য সেনাপতিগণের ঘড়ী লইয়া কশাকদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ান মিউরাটকে স্মোরর্গনিতে রাখিয়া স্বদেশে আগমন করি

লেন। মিউরাট পোজেনে থাকিয়া রুষিয়ানগণের সহিত যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি নেপলস হইতে আগত লোকমুখে শুনিতে পাইলেন যে, রাজ্ঞী ক্যারোলিন রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা একবারে সর্ব্বগ্রাস করিয়া বসিয়াছেন। এই সময় তিনি নেপোলিয়ানের নিকট হইতেও ভর্ৎসনা পূর্ণ এক পত্র পাইলেন। রাজ্ঞীর অত্যাচার, সম্রাটের কৃতঘ্নতা, সৈন্যগণের তাচ্ছিল্যতা প্রভৃতিতে তিনি যৎপরোনাস্তি উত্যক্ত হইয়া ১৮১৩ খৃঃ অব্দে ১৭ই জানুয়ারি তারিখে রজনীযোগে সৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া ইটালি অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

উনিশ বরষ। *

———"O woe is me,
To have seen what I have seen,
to see what I see"

সেক্সপীয়র।

The things which I have seen, I now
can see no more!'

ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ।

'I rest a perfect Timon, not nineteen'

বায়রণ।

১

এখনো নীরব নহে সে বীণা ঝঙ্কার,
যে বীণার বাণী, হায়, আর না শুনিবে;
এখনো নীরব নহে সে গীতের রব,
যে গীতের প্রতিধ্বনি আর না বাজিবে!

২

যে তরণী'পরে আজি হইতেছি পার,
কোন হতভাগা যেন না চড়ে তাহায়;
যে ঘুমে আমার আঁখি হ'তেছে জড়িত,
সেই ঘুমে আর যেন কেহ না ঘুমায়!

৩

এতদিনে ঝরে পড়ে জীবন পল্লব,
ফুরায়েছে এ জনমে জনমের আশা;
কেনরে আমায় তবে করিল পাগল,
ভাবনা, বাসনা, সুখ, স্নেহ ভালবাসা?

৪

জানিতাম যদি শেষে হইবে এমন;
যেমন জেনেছে আজ হতাশ হৃদয়,—
ফেটে যায় ফেটে যা'ক বিষাদের বুক,
স্মরিতে পারিনে আর সে সব সময়।

৫

হায়রে তখন এই বিশাল ভুবন
কি এক ভূষণে ছিল ভূষিত হইয়ে!
এখন আঁধার করি আমার হৃদয়,
কি যেন এ ধরা থেকে গিয়েছে চলিয়ে!

৬

সেই রামধনু ওঠে শরদ গগনে,
সেই শশধর আজো উজলে ভুবন;
সুবাসে পাগল করি চপল অনিলে
সেই ফুলকুল শোভে কুসুম কানন।

৭

সেই রূপ কলস্বরে যায় তরঙ্গিণী
উজল লহরী লয়ে সাগর সদনে;
ভেদিয়ে গগন রাজে শ্যাম গিরিবর
সেই রূপ উচ্চভাবে উন্নত বদনে।

৮

সেই রূপ গান করে বিহঙ্গমগণ
কে জানে কি অপরূপ হরষে মাতিয়ে;

---

* এই কবিতার কিয়দংশ পূর্ব্বে কুমুদিনী নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে পরিজনের সম্মতি বিরুদ্ধে বিলাত গমনোৎসুক কোন যুবকের হৃদয় চিত্রিত হইয়াছে। তখন তাঁহার বয়স উনিশ বৎসর ছিল বলিয়াই ইহার নাম "উনিশ বরষ" বায়রণের শীর্ষবন্ধ পদের অনুকরণে নয়।

যে হাসি উজল করে তাদের সঙ্গীত'
সে হাসি আমার, হায়, গিয়াছে চলিয়ে।

৯

তখন আকাশে ওই নব জল ধর
বুকে লয়ে সৌদামিনী খেলিত কেমন!
তখন কেমন এক নবীন কিরণে
উদিত প্রভাত কালে মধুর তপন!

১০

তেমনি সকল আছে, ছিল যে যেমন,
প্রাচীন শোভায় আজো প্রাচীন বিভব;
শুধু, হায়, অভাগার লোচন কাতর
দেখিতে পারে না আর দেখেছে যে সব।

১১

জীবন মরণ যদি নিদ্রা জাগরণ,
হয় না তা, হলে কেন অনন্ত মরণ?
জনম মতন, হায়, ভুলিব তা হলে
হৃদয়ের অনির্ব্বাণ অনন্ত জ্বলন।

১২

ভুলিব তা, হ'লে মম সুখসরোবরে
দুলিত কি রূপে ফুল্ল কবিতা-কমল,
বাসনা-সমীরে আর আশার সৌরভে
কোন ভাবে ভ্রমিতাম পীযুষ-চপল।

১৩

ভুলিব তা'হলে, মম যৌবন কাননে
কিরূপে উঠিল এক কামিনী-কণ্টক,
নাশিল কোমল মম সুখের লতায়,
করিল আমার মনে বিকট নরক।

১৪

ভুলিব তা' হ'লে মম স্নেহের গগনে
উদেছিল প্রভাময় হে তনয় শশী
অকালে কালের রাহু নাশিয়ে তাহায়
ব্যাপিল কি রূপে মনে বিষাদের মসি।

১৫

ভুলিব তা' হ'লে সেই প্রিয় সখা গণে,
যাদের প্রণয়মণি হৃদয়-আকর
আঁধারি গিয়েছে চুরি কালের করেতে,
উজল করিতে হায়, ত্রিদিব-নগর।

১৬

এস সবে প্রাণসম প্রিয় সখাগণ,
একবার তোমাদিগে হৃদয়েতে ধরি।
আয়রে শৈশবকাল সুখের সময়,
আয়রে বারেক তো'রে আলিঙ্গন করি।

১৭

তখন ক'জন মিলে হৃদয়ে হৃদয়ে
কি সুখেই কেটে যেতো সুখময় দিন।
কি সুখের মদিরায় ছিলাম মগন,
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রেম করিয়ে বিলীন।

১৮

ওই যে কতই শিশু দিতেছে সাতার
পবিত্র সলিলে প্রাণ সখ্যতা-সরস;
আমি আর নাহি শিশু, নাহি সখা মোর,
বয়স হয়েছে মোর উনিশ বরষ।

১৯

এখনো একটীও কেশ হয় নি পলিত,
এখনো একটীও অঙ্গ হয় নি অসার,
তবু, হায়, হৃদয়ের মণিময় ঘর
হয়েছে জনম মত বিষাদ আঁধার।

২০

মানুষ, তোমারে ভাল বেসেছি সতত,
তুমিত আমারে ভাল বাসনি কখন;
তোমার বিষাদে আমি হয়েছি কাতর,
আমার বিষাদে তব ঝরেনি নয়ন।

২১

মানুষ, তোমারে ভাল বেসেছি সতত,
তুমিত আমারে ভাল বাস নি কখন;
ভাবিব না, ভাবিব না সে সব বিষয়,
আপনার সুখে সুখী থাক অনুক্ষণ।

২২

মানুষ, তোমারে ভাল বেসেছি সতত
তুমি ত আমারে ভাল বাসনি কখন;
ক্ষতি নাই, প্রিয়তম, কোন ক্ষতি নাই,
চলিলাম হতভাগা জনম মতন।

২৩

আসিব না আর আমি তোমার সদনে
শুনাইতে হৃদয়ের বিষাদের গান;
চাহিব না স্নেহজল প্রণয়ের কর,
দূরদেশে নিয়ে যাবে আমার পরাণ।

২৪

যে লহরী আজি বঙ্গ করিত প্লাবন।
সে লহরী দূরদেশে যাইবে বহিয়ে.

যে বাশরী আজি বঙ্গ করিত মোহন
বাজিবে সেথায় আর না হয় থামিবে।

২৫

বিলাত অপূর্ব্বদেশ ত্রিদিব সমান,
বিলাত অলকাপুরী, যথা শেক্সপী'র,
মিলতান, বায়রণ করিয়াছে গান,
বিলাত বিজ্ঞানগর্ব্ব, সার ধরণীর,

২৬

ভালবাসি বিলাতের কাব্য মনোহর,
ভালবাসি বিলাতের মধুর বিজ্ঞান,
ভালবাসি বিলাতের রমণীয় রূপ,
ভালবাসি বিলাতের বিজ্ঞের পরাণ।

২৭

ঘৃণা করি বিলাতের শৃগালের বল,
যেই বল বঙ্গদেশে করেছে অধীন ;
ঘৃণা করি বিলাতের ক্রূর পদাঘাত,
যে আঘাতে ক্ষীণ বঙ্গ হয়েছে মলিন।

২৮

বিলাত শুনিবে তব সাধুতার স্বর,
তোমার সমীপে আমি করিব গমন ;
যেন না জানিতে হয় তোমারে রাক্ষস,
না কাঁদিতে হয় দুঃখী সুরেন্দ্র মতন। *

২৯

বিলাত এখন বলে ; অধীন যেমন,
আশার সাহসে মুছি নয়ন-সলিল,
পরেও তেমনি যেন বলিবারে পারে,—
'England, with all thy faults
love thee still. * *

৩০

আর কেন মিছামিছি সে সব কথায় ?
ঘটেছে কপালে এবে কপাল লিখন !

সাগরেই ডুবি আর বিদেশেই মরি,
দেখিতে পাবনা আর প্রিয় পরিজন

৩১

জন্মভূমি, প্রিয় সখা, প্রাণেশবাসনা,
সকলে হইয়ে যাবে অভিধনাধার ;
সকলেই থাকিবেক আমার কারণ,
দেখিতে পাবে না শুধু লোচন আমার।

৩২

আসি তবে প্রিয়তম বঙ্গবাসি জন,
যখন একাব্য পরে নয়ন পড়িবে,
ভাবিয়ে এ অভাগার বিঘোর বিষাদ,
কাতর হৃদয়ে তব সলিল বহিবে।

৩৩

উনিশ বরষে আমি নবীন তাপস,
এ ধন বিভব মাঝে সখের ভিকারী,
বিমল প্রেমের বুকে বিরাগী হৃদয়,
বিমুখ কবিতাবলে কমল বিহারী।

৩৪

আসি তবে জাতিচ্যুত, দেশনির্ব্বাসিত,
জনমের মত আসি, অন্তিম বিদায়।
কেন বা আসিল এই উনিশ বরষ,
কেন বা নুতন শাস্ত্র শিখিলাম, হায়।

৩৫

যে লহরী আজি বঙ্গ, করিতে প্লাবন,
সে লহরী দূরদেশে যাকুরে বহিয়ে ;
যে বাঁশরী আজি বঙ্গ করিত মোহন,
বাজুক সেথায় কিম্বা থাকুক থামিয়ে।

৩৬

এখন নীরব হল সে বীণা ঝঙ্কার,
যে বীণার বাণি হায়, আর না শুনিবে,
এখন নীরব হল সে গীতের রব,
যে গীতের প্রতিধ্বনি আর না বাজিবে।

নিতে জান, দিতে জান না!

সংসারে সকলেই স্বার্থপর, সকলেই নিতে জানে, দিতে জানে অল্প লোকে। হে ইংরাজ বনিক, তুমি নিতে জান, কিন্তু দিতে জান না। তুমি ভারতের সর্ব্বস্ব নিতেছ,—ভারত অনাহারে মরে, কিন্তু তুমি তাহার অন্ন লইতে ছাড়

* বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব সিবিলিয়ান কুপার।

না—তুমি নিতে জান, দিতে জান না। তুমি ভারতকে শোষণ করিতেছ—তোমার সুখের জন্য মহারাণী ভারত নিজ অধীনে রাখিয়াছেন—কিন্তু দিতেছ কি? টিনের খেলনা, আর থানফাড়া ধুতি। সেও নেওয়া, দেওয়া নয়। ভারতের তুলা মাঞ্চেষ্টরে যায়, তুমি তাহার সারটুকু গ্রহণ করিয়া ভারতকে মারকিনের থান ফাড়া পরাও—ভারত বিধবা—থান ফাড়ায় ভারত বিলক্ষণ সাজিয়াছেন; মহারাণী প্রজার জাতীয় আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করেন না, ইহা তাহার একটী প্রমাণ। দোহাই ইংরাজ বণিক, আমাকে ক্ষমা কর; আমি ভুল করিয়াছি;—তুমি দিতেও জান। তোমার প্রসাদে পান্ত ভাতে লবণ পাইতেছি। তোমার মূলধনের প্রসাদে এদেশে রেলের গাড়ীতে চড়িতেছি। মহারাণী বড় দয়াবতী; ভারতের কৃষ্ণ লবণে পাছে প্রজার পীড়া হয়, এজন্য তিনি (বোধ হয়, আপনি আলুনি খাইয়া) ভারতে লিবরপুলের লবণ পাঠাইয়া থাকেন। ভারতবাসী কৃতজ্ঞ হও। কিন্তু, হে ইংরাজ বণিক, এ দেওয়ার মতলব কি, তাহা ভাবিয়া দেখ; আমি অনেক দিন ভাবিয়া দেখিয়াছি, তুমি একবার ভাবিয়া দেখ। হে ইংরাজ বণিক, আমাকে আবার ক্ষমা করিতে হইবে; আমি এক গুরুতর কথা বলিতে ভুলিয়াছি। তোমার প্রসাদে ভারতে ব্রাণ্ডি আসিয়াছে—তোমার ব্রাণ্ডির প্রসাদে বঙ্গদেশ অনেক রত্ন হারাইয়াছেন। তোমার ব্রাণ্ডির প্রসাদে অনেক ভারতজননী পুত্রশোকে, অনেক ভারতনারী পতিশোকে কাঁদিতেছেন। তোমার এমন গুরুতর দানের কথা ভুলিয়াছিলাম, আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু এ সকল বাস্তবিক দেওয়া কি নেওয়া?

হে বাঙ্গালী জমিদার, তুমি কি জান? তুমিত বিলক্ষণ নিতে জান, দিতে জান কি? প্রজার শ্রমের সারাংশ টুকু তুমি লইয়া থাক, দিয়া থাক কি? দেশে ফসল হউক বা না হউক, প্রজা তোমাকে খাজানা দেয়। কিন্তু তুমি প্রজাকে দিয়া থাক কি? তোমার কন্যার বিবাহে, তোমার পুত্রের বিবাহে, তোমার পিতার শ্রাদ্ধে, তোমার মাতার শ্রাদ্ধে, দোলে, দুর্গোৎসবে, প্রজার নিকট হইতে নানা বাবে তুমি অর্থ লইয়া থাক, দিয়া থাক কি? "না" বলিতে পারি না; দিয়া থাক দাখিলা, আর শ্যামচাঁদ। তোমাদের কেহ২ বিদ্যালয় ও ঔষধালয় করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কি জন্য?—প্রজার উপকারের জন্য। কার টাকায়? এ প্রশ্নের উত্তর দেও দেখি? সে কি মাছের তেলে মাছ ভাজা নয়? হে বাঙ্গালী জমিদার, তুমি কেবল নিতে জান, দিতে জান না। যদি নিতে ও দিতে, উভয়ই জানিতে, তোমাতে আর প্রজাতে ভাসুর ভাতৃবধূ সম্পর্ক কেন? যদি নিতে ও দিতে, উভয়ই জানিতে, প্রজারা তোমার বাড়ী চড়াও করে কেন? যদি নিতে ও দিতে, উভয়ই জানিতে, দশ আইনের সৃষ্টি হইল কেন? যদি নিতে ও দিতে, উভয়ই জানিতে, বঙ্গদেশে আকাল হয় কেন? বঙ্গদেশের এত ভূমি পতিত পড়িয়া থাকে কেন? তুমি নিতে জান, দিতে জান না; তা যদি জানিতে, সর জর্জ কাম্বেলকে নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য এত যত্ন করিতে হইত না।

কেবল দিতে জানে বাঙ্গালী কৃষকে; সে কেবল দেয়! সে কামধেনু, সে কল্প-তরু। আফ্রিকাবাসীর পক্ষে যেরূপ পাম্থপাদপ, বঙ্গদেশের জমিদারের পক্ষে বাঙ্গালী প্রজা তদ্রূপ। প্রজাকে চেপে ধরিলেই পাওয়া যায়; কোনং চাষা বড় কঠিনমনা। বিনা শ্যামচাঁদে তাহার নিকট হইতে কিছু বাহির করা যায় না; জমিদারের ষ্টোরে শ্যামচাঁদ যথেষ্ট আছে। বাঙ্গালী কৃষকে কেবলই দিতে জানে,—নিতে জানে না;—কেহ তাহাকে দেয় না, সুতরাং নেয় না।

আবার বলি, এ সংসারে অনেকেই নিতে জানে, দিতে জানে অতি অল্পে। অনেকেই খাইতে জানে, খাওয়াইতে জানে অতি অল্পে। ফলারে ব্রাহ্মণ মহাশয়, তুমি কেবল খাইতে জান, খাওয়াইতে জান না—নানা ফুলে উদর-রূপ সাজিটী পূরিতে জান, পূরাইতে জান না। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমি কায়স্থের কুলে জন্মিয়াছি, অনেক ব্রাহ্মণের উদর পূর্ণ করিয়াছি, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত কোন ব্রাহ্মণের বাটীতে তৃপ্তিসহ উদরপূর্ণ করিতে পারি নাই। শুনিয়াছি, বঙ্গোপ-সাগরে একটী অতলস্পর্শ আছে। হে ব্রাহ্মণঠাকুর, আপনার উদর অতলস্পর্শ; ও উদর আর ভরে না। আবার যাঁহারা গুরুগিরি করেন, তাঁহাদের উদর অতলস্পর্শের প্রপি-তামহ। হিমালয় পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া কুটিং করিয়া তাহাতে ফেলিলেও সে উদর ভরিবার নহে। লোকে, (ভাবুক লোকে) এ সংসারকে সমুদ্র বলেন, তাহা হইলে মনুষ্যেরা মৎস্য; মনুষ্য যদি মৎস্য হয়, তাহা হইলে গুরু ঠাকুরেরা তিমি। কেবল নিতে জানেন, দিতে জানেন কানেং একটী মন্ত্র মাত্র আজিকালি ইংরাজী বিদ্যার প্রাদুর্ভাব হেতু সে মন্ত্র কেহ মানে না; এক কান দিয়া দেন, অন্য কান দিয়া বাহির হয়। সে মন্ত্র এখন ডেড লেটার (Dead letter) হইয়াছে। কিন্তু সেই এক মন্ত্রের ধার আর শোধ হয় না। সে নীলের দাদন। সুতরাং গুরু ঠাকুরগণ কেবল নিতে জানেন।

হে কবি, তুমি বড় দিতে জান,— নিতেও জান; কিন্তু তুমি জীবিত থাকিতে কেহ তোমাকে দেয় না। তুমি আর সমীরণ একই ধর্ম্মী; সমীরণ সক-লকে ভালবাসে, সকলকে তুষিবার জন্য নানা বনে ভ্রমণ করিয়া, নানা ফুলের মধু সংগ্রহ করিয়া, আবার সেই মধু বিলাইয়া বেড়ায়। তুমিও ভাবিয়াং, প্রকৃতির প্রেমরসে মজিয়া নানা ভাবে কবিতা লিখিয়া সকলকে সন্তুষ্ট কর। অতএব তুমি আর সমীরণ একই ধর্ম্ম। বাল্মীকি, হোমর বহুকাল মরিয়াছেন, কালীদাস, সেক্সপীয়র মরিয়াছেন, মিল্-টন মরিয়াছেন, আমাদের মিল্টন দুর্ভাগ্য মধুসূদনও মরিয়াছেন, কিন্তু ইহাঁরা সকলে এখনও মানবমণ্ডলীকে আমোদিত করিতেছেন। আমরা এখনও তাঁহাদের সহবাসে কত সুখ ভোগ করি-তেছি। হে কবি, তুমি উদারচেতা, মুক্ত-হস্ত; তুমি অকাতরে প্রাণ খুলিয়া দান কর; আর দান করিয়াই তুমি সুখী। হে কবি, তুমি এক রমণীর গণ্ডদেশস্থ একটী তিলের জন্য সমরকন্দ ও বোখারা রাজ্য দিতে প্রস্তুত ছিলে; এমন দাতা কে? তুমি এত দিতে জান, লোকে তোমাকে কি দেয়? মিল্টনের পারাডা-ইজলষ্ট কত টাকায় বিক্রয় হইয়া-

ছিল ; লোকের দাতৃত্ব দেখ ! অমূল্য নিধির মূল্য কত দিল ? ভাবুক গোল্ড-স্মিথ ঋণদায়ে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। লোকের গঞ্জনায় বাইরণ দেশত্যাগী হইলেন। সে সব কথা যাউক, আমাদের মিল্‌টন মধুসূদনকে আমরা অনাহারে মারিলাম। অমূল্য নিধি মেঘনাদ ইত্যাদি দশ বার খানি পুস্তকের স্বত্ব সহস্র টাকায় বেচিলাম ; আমরা কেমন কৃতজ্ঞ, কেমন গুণগ্রাহী, মধুসূদনকে কেমন দিয়াছি ?

হে পুরুষ, তুমি নিতে জান, দিতে জান না তুমি "পরের মন নিতে জান, দিতে জান না।"

পুরুষ কঠিন, পাষাণ-হৃদয় ; পুরুষে নারীর মন নিতে জানে, দিতে জানে না। নলদময়ন্তির কথা থাকুক, রোমীয় জুলিয়েটের কথা থাকুক, রামসীতার কথা রেখে দেও ; ওসকল পুস্তকের প্রণয়। বল দেখি, কবে কোন্ পুরুষ স্ত্রীর জন্য মরিয়াছে ? কোন্ পুরুষ স্ত্রীর মরণে যাবজ্জীবন আর বিবাহ করে নাই ? কোন্ পুরুষ আপনার স্ত্রীর চিতায় হাসিতেং পুড়িয়া মরিয়াছে ? এরূপ স্ত্রীলোক এদেশে যথেষ্ট আছে। যদি রাজবিধি দ্বারা নিবারিত না হইত, এই ভাগীরথী তীরে এখনও কত সতী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরিত। প্রাণ বিয়োগে কি প্রণয় বিলুপ্ত হয় ? একের প্রাণ বিয়োগে কি প্রণয় বন্ধন মুক্ত হয় ? প্রণয়লতা কি পরলোক পর্য্যন্ত স্পর্শ করে না ? যদি ইহলোকেই প্রণয়ের আরম্ভ ও শেষ হইত, তাহা হইলে ভালবাসার বিচ্ছেদে, ভালবাসা জনের মরণ হইলে মরিতে ইচ্ছা হয় কেন ? এপ্রাণ পরলোক পর্য্যন্ত ভালবাসা জনের পশ্চাদ্ধাবিত হইতে চাহে। এ প্রাণ মৃত্যুরূপ দ্বার দিয়া পরোলোকে যাইয়া প্রিয়জনের সহিত মিলিতে চাহে। কিন্তু কোন পুরুষের প্রাণ বুঝি এরূপ করে না। পুরুষ পরের প্রাণ নিতে জানে, পরকে আপনার প্রাণ দিতে জানে না।

তুহিন।

আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা অবনী কি আশ্চর্য্য কৌশলময় নিয়মপরম্পরায় চলিতেছে, জানিতে পারিলে কাহার হৃদয় না আনন্দে ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি ভক্তি ও প্রীতিরসে বিচলিত হয় ? যাহা সচরাচর দেখিতেছি, সচরাচর দেখিয়া কিছুই অদ্ভুত অনুভব করিতে পারি না, তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম অবগত হইলেই কত বিস্ময়কর নবীন তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। সকল স্থলেই জল দেখিতে পাই। সর্ব্বদাই জল ব্যবহার করি, সচরাচর জলের অভাব হয় না, সুতরাং তাহার জন্য লালায়িত হই না। এই জল সম্বন্ধীয় সকল নিয়ম অবগত হইলে আমরা কত অননুভূত তত্ত্ব জানিতে পারিয়া বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হই।

জল কখন বাস্পাকারে আকাশে উড্ডীন হয় ; কখন তরল হইয়া খাল, খন্দ, নদী, সরসী ও সমুদ্রে বিচরণ করে ; কখন

কঠিন তুহিন রূপ ধারণ করিয়া হিম মণ্ডলে অথবা উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে বিরাজ করে; কখন জলচর, ভূচর, খেচর, প্রভৃতির শারীরিক পুষ্টিসাধন করে; আবার পরক্ষণেই বাস্পাকারে আকাশে উড্ডীন হয়, এবং শিশির অথবা তুষার বেশ ধারণ করিয়া পর্ব্বতে বিহার করে; কখন কোন রাজার রাজত্ব সাগরগর্ভস্থ করে; কখন কোন রাজার রাজত্ব দ্বিগুণিত করে; কখন অনুর্ব্বরা মৃত্তিকা নবমৃত্তিকাভূষিত করিয়া প্রচুর শস্যশালিনী করে; কখন বা হরিৎবর্ণ শস্যক্ষেত্র বালুকাবৃত করিয়া ক্ষেত্রস্বামীকে ভিক্ষোপজীবী করে। আমরা অদ্য জলের তুষারভাব বিষয়ে বর্ণন করিয়া এই প্রস্তাব শেষ করিব।

আমাদিগের পাঠক পাঠিকা সকলেই দেখিয়াছেন জল শিতল থাকিলে সমভাবে থাকে এবং উষ্ম হইলে বাস্পাকারে উপরে সমুত্থিত হয়—যতই উষ্ম হয়; বাস্পের বেগ ততই বৃদ্ধি হয়। এবং পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ জল জমিয়া কি রূপে তুষার হয়, তাহাও দেখিয়াছেন।

প্রকৃতির নিয়ম এই যে, বস্তু মাত্রেই উষ্মতা প্রযুক্ত প্রসারিত (উনান) হইয়া বৃদ্ধি পায়। অগ্নির উত্তাপে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি কঠিন পদার্থ প্রসারিত হইয়া তরল হয়, পরক্ষণে উত্তাপ দূর হইলে পুনর্ব্বার আকুঞ্চিত হইয়া নৈসর্গিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জল ৩৯ উষ্মতা সহ বর্ত্তমান থাকিলে স্বাভাবিক অবস্থা থাকে। উত্তাপ ৩৯° অধিক হইলে জল ক্রমশঃ বাস্পাকারে পরিণত হইতে আরম্ভ হয় এবং ২১২° হইলে জল সম্পূর্ণ বাস্পাকার ধারণ করে। উত্তাপ ৩৯° হইতে অল্প হইলে ক্রমশঃ জমিতে আরম্ভ করে, এবং ৩২° হইলে সম্পূর্ণ রূপে তুহিনাকার ধারণ করে। তুহিনস্ফটিক। বস্তু তুহিনের অভ্যান্তরের ছিদ্রে বায়ু থাকে, এই জন্য তুহিন জল অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত ও লঘু। তুহিনের আপেক্ষিক গুরুত্ব .৯১২ সুতরাং জলের উপর স্থাপিত হইলে .৯১২ ভাগ জলমগ্ন থাকে ও .৮৮° ভাগ জলের উপর ভাসমান থাকে।

উত্তাপ ৩২° ন্যূন হইলে তুষার আরও আকুঞ্চিত হয়, কিন্তু তাহাকে তুষারের নৈসর্গিক অবস্থা বলা যায় না। সার জেমস রস্ বলেন, "হিম মণ্ডলে সহসা উত্তাপ ন্যূন হইলে তুষার আকুঞ্চিত হয়। সহসা তুহিনাবৃত বিল খণ্ডে২ বিভক্ত হইয়া যায়। সহসা তুহিনময় প্রাচীর খণ্ড বিখণ্ড হইয়া যায়।"

তুহিন জল, স্থল ও নভোমণ্ডলে তিন স্থানেই থাকে। সমুদ্র হইতে প্রভূত বাস্পরাশি গগনমণ্ডলে উত্থিত হয়, তাহার কিয়দংশ বৃষ্টি রূপে পতিত হয়, অপরাংশ নভোমণ্ডলের উত্তাপ ৩২° অথবা ৩২° অপেক্ষা লঘু হইলেই, তুহিনরূপে* পরিণত হয়। এই তুষারের কিয়দংশ উচ্চ পর্ব্বত অথবা মৃত্তিকোপরি পতিত হয়, অপরাংশ বৃষ্টিরূপে † পরিণত হয়।

তুহিনের যে অংশ উচ্চ পর্ব্বত অথবা

* নভোমণ্ডলের উত্তাপ সকল সময়ে সমান থাকে না, সুতরাং ৩২° অপেক্ষা অধিক হইলেই, তুষার প্রসারিত হইয়া জল হয় এবং বৃষ্টি রূপে ভূতলে পতিত হয়।

† This is devided into three classes; viz hear-frost hail or snow. We hear treat of snow only as the other two do not exercise any perleplitt influence on our destiny.

মৃত্তিকাতে পতিত হয়, তাহা তথাকার পূর্ব্বসঞ্চিত তুহিনসহ যুক্ত হইয়া (সেই স্থলের উত্তাপ ৩২° অথবা তদপেক্ষা ন্যূন হইলে) ক্রমশঃ প্রকাণ্ড তুহিনখণ্ড রূপ পরিণত হইতে থাকে। নিম্ন ভূমির তুহিন খণ্ড গ্রীষ্মকালেই প্রসারিত হইয়া বারি রূপে পরিণত হয়, আর উচ্চপর্ব্বতোপরিস্থ তুষার বৎসর২ ক্রমান্বয়ে সঞ্চারিত হইতে থাকে। কিন্তু এ অবস্থাতেও তুষার চিরদিন সমভাবে থাকিতে পারে না। কারণ যখন উপরিস্থ তুষারের গুরুত্ব নিম্নস্থ তুষারকে চাপা দেয় ও অধোগামী করে, তখন গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যোত্তাপ তাহাকে কিঞ্চিৎ প্রসারিত করিলেই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া নিম্নগামী হয়। যখন তুষারখণ্ড এই রূপে প্রসারিত ও নিম্নগামী হয়, পর্ব্বতখণ্ড, বৃক্ষ লতা যাহা কিছু সম্মুখে পড়ে, সমুদয়ই তাহার বেগে ভগ্ন হইয়া যায়। ডাক্তার হুকার সাহেব হিমালয় পর্য্যটন করিয়া এরূপ বিস্তর বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত হিমমণ্ডলভ্রমণকারী ভন, রাঙ্গেল, রস প্রভৃতিও এই রূপ ঘটনা বহুল বর্ণন করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে হিমমণ্ডলের অনেক স্থলে শীতকালে তুহিন সঞ্চারিত হয় এবং গ্রীষ্মকালে সূর্য্যোত্তাপ বৃদ্ধি হইলে প্রসারিত হইয়া বারি রূপে পরিণত হইয়া নিম্ন অথবা ভূতলগামী হয়। কিন্তু কি হিমমণ্ডল কি গ্রীষ্মমণ্ডল সর্ব্বস্থলেই কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধদেশ* চির তুহিনাবৃত কেন্দ্র অথবা কেন্দ্রের নিকটস্থ প্রদেশের যত উচ্চ স্থল চির তুহিনাবৃত বিষুব রেখার যত নিকটে যাওয়া যায়, চিরতুহিনাবৃত প্রদেশের উচ্চতা ততই বৃদ্ধি হয়। আটলাস পর্ব্বতে ১২,০০০ ফিট উচ্চ স্থল ও বিষুব রেখার প্রদেশে ১৬,০০০ ফিট উচ্চ স্থল চিরতুষারাবৃত। কিন্তু ভূমণ্ডলে কিছুই চির দিন একাবস্থায় থাকিতে পারে না। প্রাণীজগৎ, জড়জগৎ, সৌরজগৎ স্থষ্টির সকল পদার্থই ইহার দেদীপ্যমান প্রমাণ। এই চিরহিমাবৃত প্রদেশেও তুষার অপরিবর্ত্তিত থাকিতে পারে না।

(১) সূর্য্যোত্তাপ যতই কেন অল্প হউক না, গ্রীষ্মকালে তুষারকে অপেক্ষাকৃত প্রসারিত করে।

(২) উপরস্থ তুষার নিয়তই নিম্নস্থ তুষারকে চাপা দেয়।

(৩) পর্ব্বত সমভূমি নহে; স্বভাবতঃ চূড়া হইতে অপর স্থল ক্রমশঃ নিম্ন। এই কারণত্রয় প্রযুক্ত চিরহিমাবৃত পর্ব্বতশৃঙ্গের তুহিন কালে প্রসারিত হইয়া নিম্নগামী হয়।

যৎকালে তুহিন পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে নিম্নগামী হয়, সম্মুখে যাহা পায় বেগে আত্মসাৎ করে, উচ্চ বৃক্ষ, পর্ব্বতশৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া ফেলে। কত উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশভ্রমণকারী এই রূপে নিম্নগামী তুহিন হস্তে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ৩।৪ বৎসর অতীত হইল জনৈক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী * পার্ব্বত্য তুহিন সমষ্টির গতি, প্রকৃতি সম্যক অনুসন্ধান করিতে আল্পস পর্ব্বতে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিবসাতীত হইলে এক খণ্ড বৃহৎ তুহিন পর্ব্বত হইতে নিম্নে পতিত হয়, ঐ তুহিনখণ্ডে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

* এই উচ্চতা সমুদ্র হইতে গণনা করিতে হইবে।

* In one of the late issues of the Pall-Mall Budget (I do not remember the number and date)— W. A.

তুহিন তিন রূপে নিম্নগামী হয়।

(১) খণ্ডে খণ্ডে আবর্ত্তন করিতে করিতে সম্মুখস্থ নবীন তুহিন রাশিকে আত্মসাৎ করিয়া।

(২) মৃত্তিকা স্পর্শ করিতে করিতে (সাধারণ ভাষাতে ইহাকে হেঁচরাণ কহে) সম্মুখস্থ সমগ্র পদার্থ আত্মসাৎ করিয়া।

(৩) কিয়ৎ পরিমাণে বিগলিত হইয়া শ্বেত কর্দ্দমের নদীর ন্যায়, কখন পর্ব্বতশৃঙ্গে, কখন গহ্বরে, কখন বা উচ্চ মৃত্তিকায় বিরাজ করিতে করিতে অবশেষে সম্পূর্ণ জলময় নদীরূপে পরিণত হইয়া।

যৎকালে তুহিন জলরূপে পরিণত হইয়া নিম্নগামী হয়, তাহার গতি,

(১) সমভাবে দিবা রাত্রি ধাবিত হয়;

(২) শীত ও গ্রীষ্ম কোন ঋতুতেই গতির তারতম্য ব্যতীত একেবারে বন্ধ হয় না;

(৩) উত্তাপানুযায়ীক গতির তারতম্য হয় (অর্থাৎ উত্তাপ যত বৃদ্ধি হয়, গতিও তত বৃদ্ধি হয়;)

(৪) বৃষ্টি ও তুহিন-দ্রবত্ব যত বৃদ্ধি হয়, তুহিন নদীস্রোত তত বৃদ্ধি হয়;

(৫) তুহিন নদীর মধ্যদেশ অন্যান্য স্রোতস্বতীর ন্যায় অধিক বেগশালী;

(৬) তুহিন নদীর উপরিভাগ আন্যান্য নদীর নিম্নপ্রদেশ অপেক্ষা অধিক বেগশালী।

(৭) সমতল ভূমি অপেক্ষা বন্ধুর ভূমিতে তুহিন নদীর স্রোত অধিক বৃদ্ধি হয়।

সময়ে সময়ে অতি বৃহৎ তুহিনখণ্ড নদীস্রোত অথবা সাগরস্রোতে ভাসিতে দেখা যায়। তুহিনখণ্ড সচরাচর ১০০। ২০০ ফিট উচ্চ দেখা যায়। ইহার ১/৮ অংশ জলোপরি দৃষ্টি হয়। তুহিনখণ্ড জলোপরি যে কিরূপ সুন্দর দেখা যায়, তাহা আমাদিগের পাঠকবর্গের অতি অল্প সংখ্যকই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মনে কর, নদী অথবা সাগরবক্ষ তরঙ্গমালায় ঈষৎ কম্পিত হইতেছে, তদুপরি ৪০।৫০ হস্ত উচ্চ স্ফটিকনির্ম্মিত বৃহৎ অট্টালিকাবৎ তুহিনখণ্ড ভাসমান রহিয়াছে। আবার তদুপরি সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি সূর্য্যালোকের সপ্ত বর্ণ প্রতিফলিত করিতেছে। বিশ্বপতির সৃষ্টির এবম্বিধ সৌন্দর্য্য যে না দেখিয়াছে, তাহার নেত্র ধারণের ফল কি?

নদীর উত্তাপ ৩২° এবং লবনাম্বু সাগরের উত্তাপ ২৮১/২ হইলে, জলের উপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্বাকার শিলাখণ্ড ইতস্ততঃ দৃষ্ট হয়। তৎপর ডিম্বের উপরি যেরূপ ঈষৎ কঠিন আবরণ অন্তস্থ জলীয় পদার্থকে বেষ্টন করিয়া রাখে, তদ্রূপ নদী অথবা সাগর তুষার দ্বারা আবৃত হয়। অর্থাৎ সেই ডিম্বাকার তুষার সমষ্টি একত্রে আবদ্ধ হয়। ক্রমশঃ উত্তাপের যত হ্রাস হয়, তাহা তত ঘন ও বৃদ্ধি হয়। এইরূপ সমুদয় নদী একখণ্ড তুহিন দ্বারা আবৃত হয়।

তুহিন নদীগর্ভেই উৎপন্ন হউক, মৃত্তিকোপরিই উৎপন্ন হউক আর শূন্যমার্গেই উৎপন্ন হউক পরিণামে নদীরূপে পরিণত হইয়া সাগরে পতিত হয়। এইরূপে সাগরের জল বাষ্পাকারে উঠিয়া পুনঃ সাগর গর্ভস্থ হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তন ও আবর্ত্তনে সৃষ্টিকর্ত্তার বিচিত্র সৃষ্টি সংরক্ষিত হয়।

দুই খানি চিত্রপট ।

১

কেরে সেই চিত্রকর, জান কি তাহায় ?
এ দুখানি চিত্রপটে
যাহার ক্ষমতা রটে,
জান কি সে পটু প'টো নিবসে কোথায় ?
এই দেখ, দুইখানি
(মনে হেন অনুমানি)
এর সম ছবি আর নাহি রে ধরায় ;
বাহবা সে চিত্রকরে,
যাহার বিচিত্র করে
লিখেছে এ চিত্র দুটি ;—সাবাস্ তাহায় !

২

প্রথম আলেখ্য খানি দেখি কান্না পায় !
একটি রমণী বসি ,
প্রভাতের পূর্ণশশী
যেন রে প'ড়েছে খসি মলিন বিভায় !
আলু থালু কেশগুলি
প'ড়েছে নিতম্বে ঝুলি,
চুম্বিয়া ধরণী-ধূলি চরণে লুটায় !
অবিরল অশ্রুধার
ঝরিতেছে অনিবার
কমবক্ষ ভেসে তার গড়াইয়া যায় !
বদনে বিষাদ মাখা,
রাকা বিধু যেন ঢাকা
বরষার গাঢ়তর
জলদমালায় ;
অথবা কে যেন ভুলি,
রাশি রাশি মসী গুলি,
প্রফুল্ল কমল তুলি
ডুবায়েছে তায় !
মলিন বসন পরা,
করেতে কপোল ধরা,
যেন রে জীয়ন্তে মরা!
এমনি দেখায় ;
বসি অর্দ্ধ হেলা ভাবে,
কত কি যেন রে ভাবে ;
জানিয়াছি অনুভাবে
নিরখি উহায় ।

শরীরে নাহিক ভূষা ;
নিশি শেসে যেন উষা
নক্ষত্র ভূষণ খসা
আসিয়া দাঁড়ায় ;
অথবা কুসুমগুলি
লতিকা হইতে তুলি
লইলে, লতারে, হায়,
যেমতি দেখায় !
রমণীর তিন ধারে
সফেণ তরঙ্গহারে
চিত্রিত জলধি-জল
উথলিয়া যায় ;
রমণীর দুখে যেন
(মনে অনুমানি হেন)
আকুল লহরীগুলি
সলিলে গড়ায় !
ঐ দেখ, আর পাশে,
চূড়া তুলি নীলাকাশে
দাড়ায়ে ভূধর এক,
মেঘ সম কায় ;
পড়িছে তুষার ঝরি,
কামিনীর দুখ স্মরি,
কাঁদিয়া অচল যেন
লোচন ভাসায় !
কেরে সেই চিত্রকর,
যাহার বিচিত্র কর,
আঁকিয়া এমন ছবি
মানুষে কাঁদায় ?
কি রকম রঙ্ দিয়ে,
কি রকম তুলী নিয়ে,
এ রকম নারী আঁখি,
বিষাদে ডুবায় ?

৩

দ্বিতীয় আলেখ্য খানি দেখিতে নূতন ।
এখানিতে অন্যতর,
সুসজ্জিত কলেবর,
হাসিছে হরষে এক
রমণী-রতন ?

আগেকার আলেখ্যতে
দেখিলাম নয়নেতে,—
বিরসবদনা বালা
করিছে রোদন ;
এখানিতে বিপরীত ;
চিত্রকর হয়ে প্রীত,
দিয়াছে বদনে এর
হাসি সুশোভন !
এঁকেছে যতন ক'রে,
রঙের তুলিকা ধ'রে
রঙ্গিল করেছে এরে
মনের মতন,
উজ্জল হীরার পারা
রজনীর শুকতারা
দিয়া যেন গঠিয়াছে
যুগল নয়ন।
নিটোল কপোল দুটি
কাশ্মীরী গোলাপ ফুটি
আছে যেন ভুলাইতে
অলিকুল-মন,
সঙ্কোচিত কেশগুলি
মৃদুল মৃদুল দুলি,
কপালে কপোলে খেলে
সোণার বরণ !
ফুলের মুকুট শিরে,
কলি গুলি ধীরে ধীরে
টলে যেন, পাশে অলি
করে গুঞ্জরণ,
করেতে গোলাপ ফুল,
কাণে মকুতার দুল,
গলে গজমতি-হার—
অমূল্য রতন।
গরবেতে দাঁড়াইয়ে,
নিজ রূপ নিরখিয়ে,
আপনা আপনি যেন
আনন্দে মগন !
বিরলে সে চিত্রকর
হইয়া যতন পর,
এঁকেছে এ নারী-চিত্র
বিচিত্র-নূতন !

এ নারীর চারি পাশে,
সাগরে বরফ ভাসে,
যেন রে জলধি হাসে,
সুশুভ্র দশন !
চিত্রকর তুলী ধ'রে,
এঁকেছে যতন ক'রে
ক্ষুদ্র দ্বীপ, তদুপরে
এ নারী-রতন !
"আর আর অলঙ্কার,
দিয়েছে আলেখ্যকার
এ নারীর কলেবরে ;
তেমন ভূষণ
খুঁজিলে পৃথিবীময়,
কোথাও পাবার নয় ;
এখন সে ভূষা এর
শরীর শোভন !
আগের যে নারী ছবি,
তারি এ ভূষণ সবি
খুলি চিত্রকর এরে
করেছে অর্পণ।"
একথা কে যেন মোরে,
অতীব কাতর স্বরে
বলিতেছে কাণে কাণে,
নহে রে স্বপন !
এ নারী দেখিতে বেস্,
নূতন ভূষণ বেশ,
নূতন গৌরব মাখা,
নূতন যৌবন ;
সকলি নূতন পেয়ে,
নূতন চাহনি চেয়ে,
নূতন অমৃত সরে
যেন রে মগন !

৪

কিন্তু, বড় দুঃখ হয়,
প'টো কিরে নিরদয়,
একটি ছবির খুলে
অঙ্গ-আভরণ,
অন্যটিরে সযতনে,
বিজনে অনন্য মনে

নূতন নূতন করি,
সাজায় এমন ?
প্রথম আলেখ্যটিরে
হেরি ভাসি অশ্রু-নীরে,
চিত্তেরে বিষাদ আসি
করে আক্রমণ;
দ্বিতীয় রমণী-মূর্ত্তি
হেরি কিছু হয় স্ফূর্ত্তি,
কিন্তু জ্বর বিকারীর
গণ্ডূষ জীবন !
প্রথম আলেখ্য থেকে
ভাল ভূষণ দেখে দেখে,
একে একে চিত্রকর
করিয়া মোচন,
যদিও দিয়েছে এরে,
তবুও বলিবে কেরে
প্রথম ছবির চেয়ে
এ ছবি শোভন ?

রবির কিরণ লয়ে
চন্দ্রমা উজ্জ্বল হয়ে,
রবিরে হারাতে, কহ,
পারে কি কখন ?
যে পটোর এই ছবি,
তাঁহারি চন্দ্রমা, রবি ;
তিনিই জানেন এর
নিগূঢ় কারণ।
তাঁহারি সে কর হ'তে
ভাসিছে কালের স্রোতে
এ দুখানি চিত্রপট,
জানিনু এখন ;—
ভারত প্রথম পটে,
ইংলণ্ড দ্বিতীয়ে বটে,
কাঁদে এক ! হাসে এক ! পটোর ঘটন।
আরো কি হইবে পরে, কে জানে কারণ ?

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

মাধ্যাকর্ষণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, জ্যৈষ্ঠ মাসের জ্ঞানাঙ্কুরে মাধ্যাকর্ষণের তিনটী নিয়মের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম নিয়ম এই যে, আকৃষ্ট বস্তুর স্থূলতার উপর আকর্ষণ নির্ভর করে না, কিন্তু দূরত্ব সমূহ পরস্পর সমান হইলে আকৃষ্ট দ্রব্য সকল যেরূপ স্থূলতার হউক না কেন, আকর্ষণ সমতুল্যরূপ হইয়া থাকে; দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, যদি ভিন্ন২ আকর্ষণী দ্রব্য সমদূরস্থ হয়, তাহা হইলে আকর্ষণের সহিত আকর্ষক দ্রব্য সমূহের স্থূলতার সমানুপাত হইয়া থাকে, এবং তৃতীয় নিয়ম এই যে, যদি একই দ্রব্য বিষম দূরস্থ বহু দ্রব্যকে আকর্ষণ করে, তাহা হইলে আকর্ষণের সহিত দূরত্বের বর্গসংখ্যার বিলোম বা ব্যুৎক্রম সমানুপাত (Inverse proportion.) হইয়া থাকে। এই তিনটী নিয়মের এক একটী উদাহরণও পূর্ব্বোক্ত সংখ্যায় প্রকটিত হইয়াছে। পুনশ্চ, মাধ্যাকর্ষণের দুইটী ফলের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। একটী ফল বস্তুর ভার অর্থাৎ কোন বস্তু আকৃষ্ট হইলে, তাহাকে যে পরিমাণ বল দ্বারা পাতিত হইতে দেয় না, তাহাকেই বস্তুর ভার কহে; অপর ফল বস্তুর গতি অর্থাৎ কোন বস্তু অনাশ্রিত হইলে একটী নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে সেই বস্তু যতদূর স্থান গমন করিয়া থাকে, তাহাকেই বস্তুর গতি কহে। বস্তু যত পৃথিবীর নিকটস্থ হয়, ততই এই গতি যে বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা মাধ্যাকর্ষণের তৃতীয় নিয়ম

দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। অদ্য আমরা একটী আবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে চেষ্টা করিব। এক্ষণে কথিত হইল যে, বস্তু হস্ত হইতে ছাড়িয়া দিবা মাত্রই আকর্ষণ বলে ক্রমে যত নিম্নে গমন করে, ততই তাহার গতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু যদ্যপি উহা সহজে হস্ত হইতে নিক্ষেপ না করিয়া বল-সহকারে নিম্নে প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে যে ঐ বস্তু গুরুতর বেগে ভূমে পতিত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পুনশ্চ, যদ্যপি উহা ঠিক নিম্নে প্রক্ষেপ না করিয়া আকর্ষণের বিপরীত দিকে অর্থাৎ ঊর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধগামী হইয়া অবশেষে ভূমে পতিত হইয়া থাকে; আর যদ্যপি ঊর্দ্ধে কিম্বা নিম্নে নিক্ষেপ না করিয়া পৃথিবীর প্রস্থভাগে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে ঐ বস্তু প্রথমে ঋজু রেখায় গমন করত পরিশেষে বক্র-রেখার গতিশালী হইয়া ভূমে পতিত হইয়া থাকে। কোন ইষ্টক খণ্ড যত বল সহকারে হউক না কেন, ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ কর, উহা যে অবশেষে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একটী কামানের গোলাও ঊর্দ্ধে প্রক্ষিপ্ত হইলে কিঞ্চিৎকাল পরে নিম্নে পতিত হইয়া থাকে, এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, যদ্যপি কোন দ্রব্য এত অধিক বলে ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হয়, যদ্দ্বারা উহা পৃথিবীর আকর্ষণ বহির্ভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ বস্তুর অবস্থা ও গতি কি হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহা বলিতে পারা যায় যে, কোন বস্তু এই পৃথিবীর আকর্ষণ হইতে একেবারে বিনিঃসৃত হইতে পারে না; ইহার কারণ এই যে, সকলেই জানেন যে পৃথিবী সূর্য্য হইতে ৯৫০ নয় কোটী পঞ্চাশ লক্ষ মাইল দূরে বিচরণ করিতেছে, তথাপি সূর্য্য পৃথিবীকে ও পৃথিবী সূর্য্যকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, অতএব কথিত নিক্ষিপ্ত দ্রব্য সূর্য্য যতদূরে পরিভ্রমণ করিতেছে, ততদূর পর্য্যন্ত গমন করিলেও একেবারে পৃথিবীর আকর্ষণ বহির্ভূত হইতে পারে না; আর বাস্তবিক যদ্যপি এরূপ কোন যন্ত্র নির্ম্মিত হয়, যদ্দ্বারা ঐ দ্রব্য এতদূর গমন করিতে পারে যে, যে স্থলে পৃথিবীর আকর্ষণ নিকটস্থ কোন গ্রহ কিম্বা উপগ্রহের আকর্ষণাপেক্ষা ন্যূন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ দ্রব্য নিকটস্থ গ্রহ কিম্বা উপগ্রহ কর্তৃক আকৃষ্ট হইবে, কেন না, আকর্ষণের তৃতীয় নিয়ম দ্বারা প্রামাণিত হইয়াছে যে, যত দূরত্ব বৃদ্ধি হইবে, ততই আকর্ষণ হ্রাস হইবে, অতএব পৃথিবীর আকর্ষণ কোন স্থানে এত অল্প যে, সে স্থলে কোন বস্তু কোন উপায়ে উপস্থিত হইলে পৃথিবী কর্তৃক আকৃষ্ট না হইয়া নিকটস্থ গ্রহ কিম্বা উপগ্রহ কর্তৃক আকৃষ্ট হইবে; সেই স্থানে পৃথিবীর আকর্ষণ নিকটস্থ গ্রহ কিম্বা উপগ্রহের আকর্ষণ অপেক্ষা হ্রাস হইয়াছে অনুভব করিতে হইবেক, এবং তাহা যে ঐ গ্রহ কি উপগ্রহের সন্নিকট স্থান পৃথিবী হইতে বহুদূরবর্ত্তী স্থল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন যে, সৌরজগতের অন্য গ্রহ কিম্বা উপগ্রহাপেক্ষা চন্দ্রই পৃথিবীর অদূর স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছে, অতএব যদ্যপি কোন বস্তু এত অধিক বল প্রাপ্ত হয়, যদ্দ্বারা উহা পৃথিবীর আকর্ষণ হইতে প্রায় বিনিঃসৃত

হইতে পারে, তাহা হইলে অগ্রেই চন্দ্র কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইবে। চন্দ্র পৃথিবীর সন্নিকটবর্ত্তী; পৃথিবীর আকর্ষণ প্রান্তে চন্দ্রের আকর্ষণ নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে, কোন্ বস্তুকে কি রূপ পরিমাণ বল প্রয়োগ করিলে কোন্ নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে উহা চন্দ্র কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইবে? পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের মান যত মাইল, তাহার প্রায় ষাইট গুণ বোধক মাইল পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব; পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮,০০০ মাইল; ইহার অর্দ্ধ ৪,০০০ মাইল এবং এই ৪,০০০ মাইলের ষাইট গুণ ২৪০,০০০ দুই লক্ষ চল্লিশ সহস্র মাইল; অতএব প্রতিদিবস ২,৪০০ দুই সহস্র চারিশত মাইল অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় একশত মাইল ক্রমে ভ্রমণ করিলে চন্দ্রে উপস্থিত হইতে শতাব্দ কাল আবশ্যক; কিন্তু যে বেগ প্রতি ঘন্টায় এক শত মাইল লইয়া যাইতে পারে, তাহা বাষ্পীয় শকটের বেগাপেক্ষা প্রায় চতুর্গুণ; অতএব বাষ্পীয় শকট যে বেগে ভ্রমণ করে, কোন উপায়ে সেই বেগের চতুর্গুণ বেগ উৎপাদন করিলেই চন্দ্রে উপস্থিত হইতে কি বিড়ম্বনা রহিল? সহজে উল্লাসে এই পাপময় পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া সুধাংশুর শীতল কিরণ উপভোগ করিতে অগ্রসর হইব, পৃথিবীর ক্লেশ, যন্ত্রণা ও ক্ষনিক সুখ পরিত্যাগে চিরসুখ ভোগাভিলাষে শশাঙ্কে গমন করিব, অনিবার্য্য ভীষণ ঘটনা হইতে একবারে মুক্তিলাভ করত হৃষ্ট ও প্রসারিত চিত্তে তথায় কালাতিপাত করিব, কদাপি ঘনের ভীমনাদে হৃদয় ব্যথিত বা ক্ষনিকার অনলে জ্বলিত হইব না, ধরণী স্পন্দনে বা সিন্ধুর প্লাবনে জীবনাঘাত প্রাপ্ত হইব না, দেখিব সুধাংশু পর্ব্বতমালায় শোভিত হইয়া নীহার মণ্ডিত ও জীবপূরিত না জ্বলন্ত অনলে জ্বলিত ও প্রাণীবর্জ্জিত? কিন্তু এরূপ সুখের দিন কি কখন হইবে? কথিত বেগ উৎপাদন করিলেও চন্দ্রে গমন করিতে শতাব্দ কাল আবশ্যক। কেবল মাত্র একটী সুবিধা আছে অর্থাৎ ঠিক ২৪০,০০০ দুই লক্ষ চল্লিস সহস্র মাইল গমন জন্য চেষ্টা করিতে হইবে না, তদপেক্ষা অল্প দূর গমন করিলেই চন্দ্রে উপস্থিত হইতে কোন বল অনাবশ্যক· ইহার কারণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, যদ্যপি কোন বস্তু এত দূর স্থান পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে যে, যে স্থলে চন্দ্রের আকর্ষণ পৃথিবীর আকর্ষণাপেক্ষা অধিক, তাহা হইলে উহা চন্দ্র কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হইবে, অতএব ঠিক ২৪০,০০০ দুই লক্ষ চল্লিস সহস্র মাইল গমন জন্য কোন বল সৃজন করা অনাবশ্যক, কিন্তু এ সুবিধা সুবিধা বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। যাহা হউক ইহা দ্বারা সকলেরই বোধগম্য হইবে যে, পৃথিবী হইতে কোন বস্তু চন্দ্রাকর্ষণের নিকটবর্ত্তী হইতে কি অদ্ভুৎ ও বহুল বল এবং কাল আবশ্যক হইবে।

ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে, যদ্যপি কোন বস্তু পৃথিবীর প্রস্থভাগে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই বস্তু প্রথমে ঋজু রেখায় গমন করত পরিশেষে বক্ররেখায় গতিশালী হইয়া ভূমে পতিত হইয়া থাকে। একটী ইষ্টক খণ্ড হস্ত দ্বারা পৃথিবীর প্রস্থভাগে নিক্ষেপ করিলে কোন্ নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে কোন্ স্থানে গমন করিবেক, তাহা গণিত হইতে

পারে এবং সেই গণনা যে অশুদ্ধ বা ভ্রান্তিমূলক হয় না, তাহা অনেক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। গতির দ্বিতীয় নিয়মই এই গণনার মূলীভূত ও একমাত্র উপায়। গতির তিনটী নিয়ম ; প্রথম নিয়ম এই যে, যখন জড় বিন্দু স্থির হইয়াছে, তখন তাহা স্থির হইয়াই থাকিবেক, কিন্তু একবার গতিশালী হইলে, উহা ঋজুরেখা ক্রমে চিরকাল সমভাবে চলিবে ; দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, যদি কোন সচল কি নিশ্চল জড়বিন্দুর প্রতি এক কালীন্ এক বা ততোধিক বলপ্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল বল স্বতন্ত্রং প্রদত্ত হইলেও উহারা স্বং অভিমুখে যেরূপ কার্য্য করিত, সমবেত হইয়াও ঠিক সেইরূপ কার্য্য করিবে ; এবং তৃতীয় নিয়ম এই যে, সমান বলে চালিত হইলেও সকল দ্রব্যে সমান বেগ উৎপাদিত হয় না, এমন কি আয়তন সমান হইলেও বেগের এইরূপ তারতম্য হইয়া থাকে এক্ষণে কথিত হইল যে, কোন ইষ্টক খণ্ড পৃথিবীর প্রস্থ ভাগে প্রক্ষিপ্ত হইলে কোন্ নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে কোন্ স্থানে গমন করিবে, তাহা গতির দ্বিতীয় নিয়ম দ্বারা গণিত হইয়া থাকে, যথা—ক হইতে কখ অভিমুখে একটী ইষ্টক খণ্ড নিক্ষেপ কর, যদ্যপি ইহা পৃষ্ট হয় যে,ঐ ইষ্টক খণ্ড কোন্ নির্দ্দিষ্টকাল
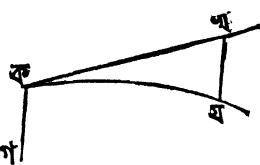
পরে, মনে কর দুই সেকেণ্ড পরে, কোন্ স্থান পর্য্যন্ত গমন করিবে, তাহা হইলে এই রূপে গণনা করিলেই নিশ্চিৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবেচনা কর ঐ ইষ্টক খণ্ড মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট না হইয়া উল্লিখিত দুই সেকেণ্ড কাল পরে খ পর্য্যন্ত গমন করে এবং পুনরপি সহজে হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্রই মাধ্যাকর্ষণ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ঐ দুই সেকেণ্ড কাল পরে গ পর্য্যন্ত গমন করে, এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় এই যে, যদ্যপি ঐ ইষ্টক খণ্ড ক হইতে খ অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং উভয় বল অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ ও নিক্ষেপনীয় বল এককালীন তৎপ্রতি প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে কথিত নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে উহা কোন্ স্থান পর্য্যন্ত গমন করিবে ? খ হইতে ক গ এর একটী খয সম সমান্তর রেখা টান, এই য স্থানেই ঐ ইষ্টক খণ্ড দুই সেকেণ্ড কাল পরে উপস্থিত হইবে। ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে গতির দ্বিতীয় নিয়ম দ্বারা এই য স্থান নির্ণীত ও গণিত হইয়া থাকে এবং ঐ নিয়মের তাৎপর্য্য এই যে, যদি কোন নিশ্চল কি সচল জড় বিন্দুর প্রতি এক বা ততোধিক বল প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল বল স্বতন্ত্রং প্রদত্ত হইলেও উহারা স্বং অভিমুখে যেরূপ কার্য্য করিত, সমবেত হইয়াও ঠিক সেই রূপ করিবে। এস্থলে প্রথমতঃ দুইটী বল স্বতন্ত্রং প্রদত্ত হইল অর্থাৎ একটী ইষ্টক খণ্ড কেবল মাত্র নিক্ষেপণীয় বল দ্বারা খ অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইল এবং মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট না হইয়া দুই সেকেণ্ড কাল পরে খ পর্য্যন্ত গমন করিল, পুনরপি ঐ ইষ্টক খণ্ড ক হইতে খ অভিমুখে বলসহকারে নিক্ষেপ না করিয়া ক হইতে গ অভিমুখে সহজে নিক্ষিপ্ত হইল এবং মাধ্যাকর্ষণ বলে ঐ দুই সেকেণ্ড কাল পরে

গ পর্য্যন্ত গমন করিল, পরিশেষে ঐ ইষ্টক খণ্ড প্রতি দুইটী বল অর্থাৎ একটী নিক্ষেপণীয় বল ও অপরটী মাধ্যাকর্ষণ স্বতন্ত্র২ প্রযুক্ত না হইয়া একত্রে এককালীন প্রযুক্ত হইল; এ স্থলে ঐ ইষ্টক খণ্ড ক হইতে গ কিম্বা খ অভিমুখে গমন না করিয়া অপর কোন অভিমুখে গমন করিবে এবং উহা যে পূর্ব্বোক্ত দুই সেকেণ্ড কাল পরে ঠিক য পর্য্যন্ত গমন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; এই খ স্থান নির্ণয় করিবার নিমিত্ত খ হইতে ক গ এর একটী সম সমান্তর রেখা টানা হইয়াছে। অপর বল অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা যে কার্য্য হইয়াছিল তাহার সমতুল্য করিবার নিমিত্ত কগ এর সমান রেখা টানা হইলে এবং ঐ অপর বলের সহিত একই দিক করিবার নিমিত্ত খ হইতে ঊর্দ্ধে, দক্ষিণে, বামে কিম্বা অন্য কোন ভাবে রেখা না টানিয়া কগ এর অভিমুখে খ য সমান্তর রেখা টানা হইল; অতএব ইহা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উভয় বল অর্থাৎ এক নিক্ষেপণীয় বল ও অপর বল মাধ্যাকর্ষণ ঐ ইষ্টকখণ্ড প্রতি এককালীন প্রযুক্ত হইলে, উহা ক য বক্র রেখায় গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত দুই সেকেণ্ড কাল পরে য স্থানে উপস্থিত হইবে।

একটী ইষ্টকখণ্ডের গমন গণনা করা অনায়াসসিদ্ধ। কেন না উহা মাধ্যাকর্ষণ কর্ত্তৃক একইরূপ বলে ও একই দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে; কিন্তু একটী গ্রহ অপর গ্রহ কিম্বা সূর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলে যে গতি উৎপন্ন হয়, তাহার অবস্থা সমূহ উল্লিখিত সহজ উপায় দ্বারা গণিত বা স্থিরীকৃত হইতে পারে না; কেননা এস্থলে আকর্ষণের বল ও দিক সকল সময়ে একই রূপ থাকে না। ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, মাধ্যাকর্ষণের তৃতীয় নিয়ম দ্বারা আকর্ষণের বল ও দিক প্রতি দণ্ডে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এস্থলে আকর্ষণের সহিত দূরত্বের বর্গের বিলোম বা ব্যুৎক্রম সমানুপাত হইয়া থাকে, সুতরাং আকর্ষণের বল ও দিক গ স্থানে যে রূপ হইয়া থাকে, এ স্থানে সে রূপ হয় না। এতদ্ধেতু আমাদের ইহা প্রতীতি হইতেছে যে, কোন ইষ্টক খণ্ড প্রস্থ ভাগে নিক্ষেপ করিলে কোন্ নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে কোন্ স্থানে গমন করিবে যে উপায়ে অনায়াসে গণিত হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা কোন গ্রহের গতি সম্বন্ধে কোন গণনা হইতে পারে না, কিন্তু যদ্যপি গণনা করিবার মধ্যগত কাল এত অল্প হয় যে, তন্মধ্যে আকর্ষণের বল ও দিক অত্যল্প পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা হইলে উল্লিখিত সহজ উপায় কর্ত্তৃক গণিত হইলে শুদ্ধ ফল উৎপন্ন হইবেক। অর্থাৎ বিবেচনা কর উপস্থিত সময় হইতে এক মাহ পরে পৃথিবী কোন্ স্থানে গমন করিবে, তাহা উক্ত উপায়ে গণনা করি, তাহা হইলে, যে সেই গণনা ভ্রমমূলক হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু যদ্যপি এক মাসের কথা ছাড়িয়া এক সপ্তাহ পরে উহা কোন্ স্থানে গমন করিবে তাহা গণনা করি, তাহা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা গণনা শুদ্ধ হইবেক, ইহার কারণ এই যে, এই অল্প কাল মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের বল ও দিক অত্যল্প পরিবর্ত্তিত হইতে পারে; পুনশ্চ, যদি প্রতিদিন গণনা করি, তাহা হইলে গণনা অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ হইবে এবং প্রতি মিনিট গণিত হইলে সেই গণনা যে সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইবে,

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু এইরূপ গণনা করা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক ও বিরক্তজনক। কোন নির্দ্দিষ্ট কাল পরে কোন্ গ্রহ বা উপগ্রহ কোন্ স্থানে গমন করিবেক, তাহা গণনা করিবার একটী সহজ উপায় বহুদিবস হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা গণনা সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইয়া থাকে এবং আকর্ষণের শক্তি ও দিক নির্ণীত হইয়া কোন্ গ্রহ বা উপগ্রহ যে সময়ে যে স্থানে গমন করিবেক তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় ; এইরূপ গণনা করিবার নিয়ম সমূহ সহজ বটে, কিন্তু তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইলে দুরূহ বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক ; অতএব তদ্‌সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া যে সকল ফল প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাই ক্রমে বলিতে যত্নশীল হইব।

ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে,যদ্যপি কোন গ্রহ ক হইতে ক খ অভিমুখে নিক্ষপ্ত হইবা মাত্রই স স্থানে স্থিত সূর্য্য তাহাকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে আকষণ করিতে আরম্ভ করে অর্থাৎ যদ্যপি আকর্ষণের সহিত স হইতে দূরত্বের বর্গের বিলোম সমানুপাত হয় এবং ঐ আকর্ষণ নিয়ত স দিকে ধাবিত থাকে এবং যদ্যপি ঐ গ্রহ প্রতি আকর্ষণ ব্যতিত অন্য কোন বল প্রযুক্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা নিম্নলিখিত চতুষ্টয় প্রকার কক্ষে Orbit বিচরণ করিতে পারে ;—বৃত্ত Circle বৃত্তাভাস বা অণ্ডাকৃতি Ellipse বৃহৎ কক্ষ Parabola বৃহত্তম কক্ষ Hyperbola এই চতুষ্টয় কক্ষের মধ্যে যে কোন কক্ষ হউক না কেন, ক খ রেখা সেই কক্ষের ক স্থানে স্পর্শিনী বা স্পর্শজ্যা Tangent হইবেক, যদ্যপি ক খ, স ক এর লম্বরেখা হয় অর্থাৎ যদ্যপি নিক্ষেপণীয় শক্তি আকর্ষণী শক্তির অতিরিক্ত বা ন্যূন না হয়, তাহা হইলে গ্রহ ঠিক বৃত্তাকার কক্ষে সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিতে থাকিবেক। কিন্তু যদ্যপি কথিত উভয় বল সমান না হয়, তাহা হইলে উহা বৃত্তাভাস রূপ কক্ষে পরিভ্রমণ করিবে আর যদ্যপি নিক্ষেপণীয় বল আকর্ষণী শক্তি অপেক্ষা বিস্তরাতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ গ্রহ বৃহৎ বা বৃহত্তম কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে থাকিবেক। যদ্যপি ক খ, স ক এর বক্ররেখা ভাবে থাকে এবং নিক্ষেপণীয় বল অল্প হয়, তাহা হইলে ঐ গ্রহ বৃত্তাভাস কক্ষে বিচরণ করিবে ; পুনশ্চ, যদি ঐ বেগ অধিক হয়, তাহা হইলে উহা বৃহৎ কিম্বা বৃহত্তম কক্ষে সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিবে, কিন্তু ঠিক বৃত্তাকার কক্ষে বিচরণ করিবে না।
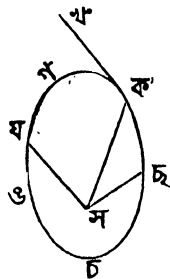
নরকে।

দেখিনু স্বপন এক অতি ভয়ঙ্কর;
স্মরিলে সে কথা এবে শিহরে শরীর
আতঙ্কে! একদা যেন গুরু পীড়া বশে
পড়িনু শয্যায় আমি; শিয়রে বসিয়া
পিতা মাতা ভার্য্যা আদি প্রিয় জন যত
করিলা শুশ্রূষা কত আমারে যতনে।
ক্রমে অবসন্ন দেহ, অস্থির অন্তর,
জ্ঞান বুদ্ধি লোপ ক্রমে. ক্রমে নাড়ী ক্ষীণ।
জীবনের আশা শেষ দেখিয়া সকলে
বহু বিলাপিলা। শেষে মুদিল নয়ন।
বাহিরিল প্রাণবায়ু দেহাগার হতে
অদৃশ্যে; হায়রে যথা নবমীর শেষে
পূজাগার হতে ত্যজি মাটীর মুরতি
চলি যান মহামায়া, গণেষজননী
দর্পণে মায়ের ছায়া বিসর্জ্জিলে পর।
ছাড়িল নশ্বর দেহ এ পরাণ যবে
লভিল অক্ষয় দেহ বিধির বিধানে।
হেরি সে দেহের কান্তি আপনি তখন
বাখাইনু কত, কত হর্ষ উপজিল।
হেন কালে দেখি দূরে, ভীষণ আকার
দূত দ্বয়; নবঘন যিনি কৃষ্ণকায়।
লোহিত বরণ আঁখি, জিহ্বা লক্ লক্।
আলু থালু কেশ রাশি, কপালে আবার
বৃহৎ যুগল শৃঙ্গ, হস্তী শুণ্ড প্রায়
সুদীর্ঘ নাশিকা, হস্ত পদাঙ্গুলীচয়ে
বিঘত প্রমাণ নখ, করেতে মুদ্গার।
কাঁপিতে লাগিল হিয়া দেখি এ দোঁহারে;
যথা দেখি দূরে, বনে, ভীষণ শার্দ্দূল
আতঙ্কে উড়িয়া যায় পথিকের প্রাণ।
আসিয়া ধরিল মোরে দোহে দুই হাতে;
অন্ধকারময় পথে লইয়া চলিল।
বিষম কর্দ্দম পথে, যায় হাটু গাড়ি,
বাবলার কাঁটা তাহে, কত জোঁক পোকা।
মাঝে মাঝে বজ্রাঘাত, কিন্তু চমৎকার
চমকে না সৌদামিনী ঘনবর কোলে
আলোকিতে এ কুপথ ক্ষণেকের তরে।
কর্দ্দম পূরিত গর্ত্ত কত যে এ পথে
ভগ্ন শম্বুকের খণ্ড কত শত, তাতে
পড়ি শত ক্ষত হলো চরণে আমার।
বাবলার কাঁটা ফুটিল চরণে কত!
মধ্যে২ বেত বন, বেতের পাতায়
রাশি২ শুয়া পোকা নানা জাতি, সেই
বন দিয়া বলে দূতে টানি নিল মোরে।
সর্ব্বাঙ্গে হইল ক্ষত, তাহাতে আবার
শুপোকার কাটা বিধি জ্বলিতে লাগিল।
বৃথায় কাঁদিনু আমি, বৃথা আর্ত্তনাদে
পূরিনু রে মেঘাবৃত অনন্ত আকাশ।
প্রহারিল ভীম গদা, নির্দয় সে দূতে
এ মম মস্তকে, ফাটি লহু বাহিরিল।
এ হেন সময়ে মেঘমালা ভেদ করি
বাহিরিল আলোপথ, ছায়াপথ যথা।
সেই আলো দিয়া ঊর্দ্ধে করি নিরীক্ষণ
বহুদূরে দেখিলাম, জ্যোতির্ম্ময় দেশ,
স্থগিত হইয়া আমি লাগিনু দেখিতে।
কহিল বিষম দূত পদাঘাত করি,
শিরে,"রে অবোধ, অই দেখিলে যে জ্যোতি,
স্বরগের প্রতিজ্যোতি পড়েছে বিমানে;
মরিলে পুণ্যাত্মাগণ যায় অই দেশে;
তুমি পাপী, যাবে তুমি অতল নরকে,
চল ত্বরা।" শুনি মোর দেহ শিহরিল।
ভাবিনু তখন আমি পাপাচারী বটে;
কখন পূজিনি দেবে, মানিনি ঈশ্বরে
করিয়াছি ব্যভিচার, জাল জুয়াচুরি
কহিয়াছি মিথ্যা কথা, নিজ স্বার্থতরে
পরের অনিষ্ট আমি করেছি সাধন।
ভাবিনি কখন কি যে হবে পরকালে।
অনুতাপানলে মন লাগিল পুড়িতে
বৃথা, মনে ভাবি দেখিনু আপনি।
নরকের যোগ্য আমি হয়েছি আপনি।
নরকের পথে যদি যাতনা এতেক,
না জানি যাতনা কত দুরন্ত নরকে।
লয়ে গেল ত্বরা মোরে দূত দুই জনে
অনন্ত নরকে শেষে; চাতে২ ধরি,
ফেলি দিল অন্ধাগারে অতল গরতে।
কত যে কাঁদিনু আমি, কহিব কাহারে,
পড়ি নিরয়ের হ্রদে, জ্বলি যাতনায়?

দেখিনু সে হ্রদে কিলি কিলি করে কীট;
তাহার দংশনে দেহ দহে নিরবধি।
দহে বহ্নি,—নহে কিন্তু নিবারিতে শীত,—
সুধু পোড়াইতে দেহ দারুণ দহনে।
পিপাসায় মরে পাপী—নাহি পায় জল;
দুর্গন্ধ কর্দ্দমে ভাসে গন্ধে দহে নাসা।

রাহা।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

ডাক্তার বাবু নাটক। জনৈক ডাক্তার প্রণীত। কলিকাতা, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক বেন্টিক ষ্ট্রীট ৭৫ নং ভবনে প্রকাশিত। সন ১২৮২ সাল ইং ১৮৭৫। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বড় সন্তোষ লাভ করিলাম। লেখক আপনার নাম দেন নাই, কিন্তু আপনার চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, কোন স্থানে গল্প মনোহর করিয়া পাঠকদিগের মন আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস পান নাই, কিন্তু সত্য আমাদের সমাজের কতকগুলি দোষ দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি স্বয়ংই বলিয়াছেন, "আমার নাটক বাস্তবিক নাটক হইল কি না আমি সে বিষয় এক বারও ভাবিয়া দেখি নাই। আমি কেবল ইহাই দেখিয়াছি যে, আমার নাটকে ঘটনা সকল প্রকৃত বর্ণিত হইয়াছে। আমার রচনার এমন কোন পারিপাট্য নাই যাহাতে পাঠক মোহিত হইতে পারেন। আমি পাঠকদিগকে চমৎকৃত করিতে চেষ্টা করি নাই, কেবল সাবধান করিবার জন্য লিখিয়াছি। আমার রচনা পড়িয়া আমোদ হইতে না পারে, কিন্তু উপকার হইতে পারিবে, ইহাতে রসোদয় হইতে না পারে জ্ঞানোদয় হইতে পারে।"

এখনকার কতকগুলি নব্য ডাক্তার নাম মাত্র ডিস্পেনসারী স্থাপন করিয়া বিনা লাইসেন্সে কি রূপে মদ্য বিক্রয় করেন; প্রতি রাত্রি সকলে বসিয়া মদ্য পান করিয়া কি রূপ পশুবৎ আচরণ করেন; "পশার করিবার জন্য কি রূপ জঘন্য উপায় অবলম্বন করেন, কখন২ ভদ্রলোকের শুদ্ধান্তঃপুরে কি রূপ অশুদ্ধ মনে প্রবেশ করিয়া পীড়িতা বিশুদ্ধা সচ্চরিত্রা রমণীদিগের প্রতি পাপাচার করিতে যত্ন পান বা লালসা করেন; সুরা ও বারঙ্গনা লইয়া জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সকল বিস্মৃত হয়েন, পিতা মাতা সহধর্ম্মিণী ও অপত্যের প্রতি ভক্তি ও স্নেহ বিস্মৃত হয়েন, চিকিৎসকের গৌরবান্বিত নাম কলঙ্কিত করেন;—এই সমুদায় পড়িলে যথার্থ মনে বেদনা হয়। আমরা সভ্য হইব, আমরা স্বাধীন হইব, আমরা বড় হইব;—বাঙ্গালীর উদ্দেশ্য গুলি বড় মহৎ, কিন্তু চেষ্টা কোথায়? আমাদের সমাজে যে সকল ভীষণ দোষ আছে পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে সে রূপ আছে কি না সন্দেহ। যেরূপ স্বার্থপরতা, যেরূপ আমোদপ্রিয়তা, যেরূপ ঈর্ষা, অভিমান, আত্মশ্লাঘা, কপটাচারিতা সে রূপ কি জগৎ সংসারে আর কোথাও আছে? স্বদেশে আমরা পদ দলিত, সুসভ্য জগতে আমাদের নাম নাই, অথবা আমাদের নাম ঘৃণার পদার্থ; আমরা দুঃখী, ও পরাধীন, এ বড় দুর্ভাগ্য, কিন্তু কে বলিবে এ দুর্ভাগ্য অ-সূচিত দণ্ড স্বরূপ হইয়াছে? কেনা বলিবে আমাদের যে রূপ দোষ আছে

তজ্জন্য আমরা ঘৃণিত, পদদলিত, ও পরাধীন হইবার উপযুক্ত? স্বীকার করি আমাদের মধ্যে মহাত্মা লোক আছেন, কিন্তু বিধির নিয়ম নীচাত্মার জন্য ভিন্ন ও মহাত্মার জন্য ভিন্ন হইতে পারে না, অনেক নীচাত্মার জন্য দুই এক জন মহাত্মা বিধির ঘর ঘরায়মান চক্রে পেষিত হইয়া যাইবেন। বরং নীচাত্মা আপন অবস্থা দেখিয়া সচ্ছন্দে আছে, যাঁহারা মহৎ তাঁহাদের মনে কষ্ট হয়, কিন্তু তাঁহাদের রোদন অশ্রুত, অলক্ষিত, অফল প্রদ।

'Tis some thing in the dearth of fame,
To feel at least a patriots shame!

আমরা সকল সময়েই বলিয়া থাকি গবর্ণমেন্ট আমাদের উদ্ধার করুন; আমরা একবার চিন্তা করি না যে, এ সকল বিপদ হইতে আমরা আপনারা ইচ্ছা করিলে উদ্ধার হইতে পারি, গবর্ণমেন্ট উদ্ধার করিতে পারেন না। যে ক্ষুধার্থ ভিখারী লোভে পড়িয়া এক পয়সার চাল চুরি করে, বিচারক তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু যে ধনাঢ্য ভ্রাতার নিরাশ্রয় বিধবা বা আপন সহোদরা ভগ্নীকে অন্নদান করিতে অস্বীকার করিয়া দ্বারেং কাঙ্গালিনী করিয়া পাঠান, বিচারক তাঁহার কিছুই করিতে পারেন না। আমি ক্রোধ পরবশ হইয়া তোমাকে প্রহার করিলাম তার দণ্ড আছে; কিন্তু, আমি অনায়াসে পত্নীর প্রতি স্নেহ মমতা বিস্মরণ করিয়া সুরা ও বারজনায় অসংখ্য অর্থ ব্যয় করিয়া জীবন "সার্থক" করিলাম, পত্নী দিনেং একাকিনী দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন বা অসহ্য যাতনা সহ্য না করিতে পারিয়া আত্মঘাতিনী হইলেন,—তাহার দণ্ড নাই। ইতর লোক প্রবঞ্চনা করিয়া তোমার নিকট দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাহার দণ্ড আছে; কিন্তু আমি জগৎকে প্রবঞ্চনা করিলাম, বিষম পাপাচারী হইয়াও রাজপুরুষের নিকট পুণ্যাত্মা বলিয়া পরিচয় দিলাম, বিষম অত্যাচারী হইয়াও প্রজাবৎসল বলিয়া পরিচয় দিলাম, একটা বক্তৃতা দিলাম, মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিতেছেন, সহস্র মুদ্রা চাঁদা দিলাম, অচিরাৎ "রায় বাহাদুর" হইলাম;—এ বিষম প্রবঞ্চনার দণ্ডের কথা দণ্ডবিধি আইনে লিখে না!

তবে এ সমুদায় দোষ কি রূপে সংশোধিত হইবে?—আমরা উত্তর করি সমাজ হইতে। পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের সমাজে কতকগুলি ভীষণ দোষ ছিল, তন্মধ্যে অপরিমিত মদ্যপায়িতা একটী প্রধান। কি রূপে সে সমুদায় দোষ ভদ্র সমাজ হইতে তিরোহিত হইয়াছে? পার্লমেন্ট হইতে ত ইহার বিরুদ্ধে একটীও বিধি হয় নাই, তবে উন্নতির কারণ কি? কারণ, সমাজ এক্ষণে সুশিক্ষিত হইয়াছে, ভদ্রলোকে আপনার দোষ আপনি সংশোধিত করিয়াছে; অভদ্রাচারী লোককে সমাজ দণ্ড দেন, ও সমাজের দণ্ড সকলেই আইনের দণ্ড অপেক্ষা অধিক ভয় করেন। আমাদের দেশেও যে সমস্ত মহদ্দোষ আছে, তাহারও দূরীকরণের অন্য উপায় নাই। যদি আমরা কখনও অভদ্রাচারী ধনাঢ্য অপেক্ষা দরিদ্র সুজনকে অধিক আদর করিতে শিখি; যদি কখনও সমৃদ্ধি-শালী "বিষয়ী" লোককে অপরিমিত মদ্যপানের জন্য সমাজচ্যুত করিতে ভরসা করি, যদি বারজনা প্রিয় "'বড়' লোক" কে "বড় লোক"

বলিয়া সমাদর না করিয়া পত্নীর প্রতি অত্যাচারী বলিয়া আমরা ঘৃণা করিতে শিখি, তবেই আমরা দেশের গৌরব বৰ্দ্ধন করিবার ভরষা করিতে পারি। সমাজের ঘৃণা সহ্য করিয়া কেহ থাকিতে পারেন না; সমাজ মন্দ কর্ম্মকে ঘৃণা করিলে ও দণ্ড দিলে সকলে অবশ্যই আপন২ দোষ সংশোধিত করিবে।

এ সমস্ত মহৎ শিক্ষা কি কখন শিখিব? জানি না ভবিষ্যতে কি আছে, বৰ্ত্তমানে ত কোন আশা নাই। কে শিখাইবেন? যাঁহারা সমাজের প্রধান সুশিক্ষিত সমৃদ্ধিশালী লোক, সকল বিষয়ে দেশের সকলেই যাঁহাদের মুখ চেয়ে থাকে, যাঁহারা সামাজিক নিয়মের নিয়ন্তা, সামাজিক পরিবর্ত্তনের প্রণেতা তাঁহারাই অধিকাংশ কুপথ দেখাইতেছেন, কুনীতি শিখাইতেছেন: তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া ধনের গৌরব বৰ্দ্ধন করিতেছেন, তাঁহারা কেবল সৌজন্যের আদর করেন না। রাজ পুরুষ দিগের নিকট কপটাচার করিয়া মান্য পাইবার পথ তাঁহারাই দেখাইতেছেন; রাজপুরুষেরা বিদেশীয়, পাত্রাপাত্র বিচারে অক্ষম;—সুতরাং কপটাচারিতার জয় কেন না হইবে? লোকে কপটাচারী হইতে কেন না শিখিবে?

তবে কি আমাদের সমাজের উন্নতি হইবে না? বলিতে পারি না, কিন্তু যদি উন্নতি না হয়, যত দিন উন্নতি না হয় তত দিন আমরা ঘৃণিত ও তিরস্কৃত হইয়া থাকিব, তাহাতে কেহ যেন ভ্রমক্রমেও দৈবের দোষ না দেন।

বীরবালা নাটক। শ্রীবেহারিলাল দত্ত কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ প্রেশে 'প্রকাশিত। সন ১২৮২ ইং ১৮৭৫। মূল্য ১ টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার আপন নাম দেন নাই; তিনি বোধ হয় পূৰ্ব্বে কখনও নাটক লিখেন নাই। নাটক খানি পড়িয়া বোধ হইল গ্রন্থকার অল্প বয়স্ক যুবা তাহা না হইলে রাজা, উজীর, সেনাপতি, যুদ্ধ, বীর বালা, প্রেম, আত্মহত্যা প্রভৃতি লইয়া এত ছড়া ছড়ি এত ঢলাঢলি করিবেন কেন? লেখকের মানস অপূৰ্ব্ব নাটক লিখিবেন; সেই মানসে কাছাড়ের রাজ কন্যাকে রণবেশে ভূষিত করিয়া, অশ্বে আরোপিত করিয়া যোদ্ধাবেশে বাহির করিয়া আনিয়াছেন; প্রকৃতি ট্রাজেডী করিবার জন্য পরিশেষে এই বীর বালাকে স্বামী বিয়োগ দুঃখে আত্মঘাতিনী করিয়াছেন। অনুষ্ঠানের ক্রটী নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছু হয় নাই; আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম, কোন স্থান অতি সুন্দর বা করুণ রস বা বীর রসোদ্দীপক বলিয়া বোধ হইল না।

হিন্দু বিবাহ সমালোচন। প্রথম খণ্ড শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রকাশিত সংবৎ ১৯৩১ মূল্য ৵০ আনা।

লেখক বাল্য বিবাহ ও অসম বিবাহ মন্দ প্রমাণ করিবার জন্য অনেক যুক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহার যুক্তি গুলী অকাট্য রচনাও উত্তম, তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয় তাহার সন্দেহ নাই, কোন ফলোদয় হইবে কি না জানি না।

যৌবন সুহৃদ। Hurinabhi: Printed at the East India Press. ১৭৯৬ শক মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

যুবকদিগের মধ্যে একটী ভীষণ দোষ লক্ষিত হয়, তাহারই সংশোধনার্থ এই পুস্তক প্রণীত হইয়াছে। ভরসা করি উদ্দেশ্য সফল হইবে।

সাহিত্য মঞ্জরী। শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত। Calcutta:—Printed at the Sucharu Press by Lall chand Biswas No 336 Chitpur Road 1873 মূল্য ৸০ আনা।

বঙ্গ বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীস্থ বালকগণের জন্য এই পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে। পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধগুলি সুন্দর হইয়াছে, ও পুস্তক খানি বিদ্যালয়ের উপযুক্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অনুবীক্ষণ। স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসা শাস্ত্র ও তৎসহযোগী অন্যান্য শাস্ত্রাদি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা সম্পাদক শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা। কলিকাতা ৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট অনুবীক্ষণ যন্ত্রে শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এই উদ্যমটী প্রশংসনীয় তাহার সন্দেহ নাই; যদি সফল হয়, যদি অনেকে আগ্রহ করিয়া এই পত্রিকার সারগর্ভ প্রবন্ধগুলী পাঠ করেন তাহা হইলে সাধারণে অনেক স্বাস্থ্যরক্ষা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কথা জানিতে পারেন, ও দেশের অনেক মঙ্গল হয়।

চিকিৎসাতত্ত্ব। চিকিৎসা বিদ্যা ও তদানুষঙ্গিক বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্র। ১২৮২ সাল।

পূর্ব্বোল্লিখিত পুস্তকের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল এই পত্রিকার সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়।

History of Sikim in Bengali by Umesha Chundra Ray Head Pandit Julpigori Sader V.R. School. কলিকাতা ২৪ বাইলেন অপর সারকিউলার রোড গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে ইং ১৭৮৫ মার্চ। মূল্য ।৵০ আনা।

শিকিমের ইতিহাস জানিতে অনেকে উৎসুক হইবেন কি না জানি না, এই পুস্তক খানিও কেবল আধুনিক সময়ের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। যিনি পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, একং খানি পুস্তক কিনিবেন।

কবিতা কুসুম। প্রথম ভাগ শ্রীরাম মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ঢাকা সুলভ যন্ত্র। এ পুস্তক খানিতে বিশেষ সৌন্দর্য্য কিছু দেখিলাম না।

রামবিলাস কাব্য। শ্রীনগেন্দ্র নারায়ণ অধিকারী প্রণীত গুপ্ত প্রেশ।

বই খানি ৫১ পৃষ্ঠা মাত্র, বড় মন্দ হয় নাই।

রণচণ্ডী।

৩৩ অধ্যায়।

পর দিন প্রাতঃকালে রাণী মন্দাকিনী শত্রুদমনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শত্রুদমন প্রাতিঃকৃত্য সমাধা করিয়া মাতার সহিত অন্তঃপুরে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাণীর অত্যন্ত শিরঃপীড়া হইয়াছিল, তিনি শয্যায় শায়িতা ছিলেন. কুমার তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মাতার মস্তকে হস্ত প্রচার করিতে২ জিজ্ঞাসিলেন, "মাতামহের সঙ্গে অপনার কথা হইয়াছিল ?"

রাণী কাতর স্বরে কহিলেন. "হইয়াছিল, তিনি আমাকে নিরাশ করিয়াছেন।"

"তিনি তবে আমাদের উপকারার্থ মণিপুরের রাজাকে আসালু প্রদেশ দিতে সম্মত হন নাই ?"

"না ; তিনি সম্মত হন নাই—বরং আমাকে স্বার্থপর বলিয়া অনেক ভর্ৎসনা করিয়াছেন। তিনি শুনিয়াছেন যে, যবনেরা আশামে প্রবেশ করিয়াছে, তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে ত্বরায় যুদ্ধযাত্রা করিবেন।"

"তিনি কি বাস্তবিকই যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন ?"

"বাস্তবিক।"

"তিনি যদি যবনদিগকে কিছুকাল আশামের সীমানায় যুদ্ধে ব্যস্ত রাখিতে পারেন, তাহাও আমাদের মঙ্গলের হইবে।"

"সেই জন্যই তিরস্কৃত হইয়াও আমি তাঁহাকে তাঁহার এই সংকল্প বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়াছি।"

"আপনি কি সুপরামর্শ দিয়াছেন, শুনিতে পারি ?"

"আমি তাঁহাকে প্রথমে সুসঙ্গ দুর্গাপুরের গারোরাজার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন ও তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিতে পরামর্শ দিয়াছি।"

"তা যেন হইবে, কেননা সুসঙ্গের রাজা হিন্দু, তিনি আশামের রাজার সাহায্য করিতে অসম্মত হইবেন না। কিন্তু আপনার পিতার সৈন্য কোথায় ?"

"তিনি নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন।"

"তাঁহাকে ভূস্থানের (ভুটানের) ধর্ম্মরাজের সাহায্যে ভূস্থানী সৈন্য সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দিন্। আশামের অর্দ্ধ সভ্য সৈন্যদিগের অপেক্ষা ভূস্থানীয়েরা অধিক বলশালী ও সাহসী। আমি পঞ্চ সহস্র ভূস্থানীয় সৈন্য পাইলে যবনদিগকে পদ্মাপারে রাখিয়া আসিতে পারি ?"

"বৎস, তুমি যথার্থ কথা বলিয়াছ, আমি পিতাকে ভূস্থানে দূত পাঠাইয়া তোমার পরামর্শানুসারে কর্ম্ম করিতে বলিব। আমিও জানি, ভূস্থানীয়েরা ধনুর্ব্বিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণ, আর তাহারা কখনও রণস্থল হইতে পলায়ন করে না।"

"মাতঃ, আপনি দেখিবেন, এ যুদ্ধও আমাদিগের মঙ্গলের কারণ হইবে।"

"তাহা বলিতে পারি না—আমাদের সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত ঘটনা হইয়াছে, সকলই আমাদের অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে ?"

"কিন্তু আমার বোধ হয়,এ সকল ঘটনা কেবল আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত হইতেছে। কেননা দেখুন, যবনেরা যদি আশামরাজের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকে, আর সেই সময়ে আমরা কাছাড়ে সৈন্য লইয়া প্রবেশ করি,তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় কাছাড় ছাড়িয়া পলাইবে।"

"কাছাড়ে কাহার সৈন্য লইয়া প্রবেশ করিবে? আসালু না পাইলে বীরকির্ত্তি কখনও সৈন্য দ্বারা আমাদের সাহায্য করিবেন না।—তবে তুমি যদি ইরাবতীর পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে কি করেন, বলিতে পারি না। ভাল সে বিষয়ে তুমি কি স্থির করিয়াছ?"

"আমি ইরাবতীর পাণিগ্রহণ করিব না—যদি আমি বীরকীর্ত্তির ন্যায় আপন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতাম, তাহা হইলে তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিতাম, আমি এখন দেশত্যাগী, বনবাসী, আমার কি রাজজামতা হওয়া সাজে?"

"তবে তিনি আমাদের সাহায্য করিবেন না। যদি আমরা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিলাম, তিনি আমাদের অনুরোধ রক্ষা করিবেন কেন?"

"তিনি যদি সাহায্য না করেন, আমি কেবল কুকি সৈন্য লইয়া কাছাড় আক্রমণ করিব।"

"রায়জীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা বিহিত বুঝ, কর; আমি নিরাশ হইয়াছি, আমি বিধবা, আমার পুত্র রাজ্যচ্যুত, আমাব পিতার ভাগ্যে কি আছে, বালতে পারি না—যদি তিনি যবনদিগের হাতে পরাজিত হয়েন, তাহা হইলে, এ বৃদ্ধ বয়সে তিনিও বনবাসী হইবেন। তবেই দেখ, আমার দাঁড়াইবার স্থান থাকিল না। বৎস, আমার আর কোন আশা ভরসা নাই—বোধ করি, আমি তোমাকে কাছাড়ের সিংহাসনে দেখিয়া মরিতে পারিব না। আমার ভাগ্যে নিরন্তর সুখভোগের পরে, নিরন্তর দুঃখ ভোগ ঘটিয়াছে, আমি এ দুঃখ আর সহিতে পারি না! কালে তুমি সুখী হইবে, কেননা নিরন্তর দুঃখ ভোগের পরে, তোমার অদৃষ্টে সুখ আছে। আমি কল্য তোমার জন্মপত্রিকা একজন দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেখাইয়াছিলাম, তিনি গণনা করিয়া বলিয়াছেন, তোমার অদৃষ্ট আকাশ শীঘ্র মেঘশূন্য হইবে, বরং হইতে আরম্ভ হইয়াছে—কিন্তু——"

"কিন্তু কি মা?"

"কিন্তু, তোমার অদৃষ্ট আকাশ দুঃখ রূপ মেঘ শূন্য হইবামাত্র এক ভয়ানক বজ্রাঘাত হইবে, সে আঘাতে তোমার বড় কষ্ট হইবে—তাহার পর তোমার আর কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না।"

"সে দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ কোথায় থাকেন? আমি তাঁহার দেখা পাইলে তাঁহাকে আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতাম।

"আমিও তাঁহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমি তাঁহাকে কাছাড়ের ভাবিরাণীর নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি সে নামের আদ্যক্ষর মাত্র বলিলেন।"

যুবরাজ ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, "সে নামের আদ্যক্ষর কি?"

"সে নামের আদ্যক্ষর 'ই'।"

"জননি, এ দৈবজ্ঞ কোথায় থাকেন? আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহি।"

"আমার সঙ্গে তাঁহার পথে সাক্ষাৎ হইয়াছিল—তাঁহার নাম ধাম আমি

জানি না ; তিনি কামিক্ষ্যা দেশের ব্রাহ্মণ ; জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ বিদ্যা ।”

“তিনি আশামী কি বাঙ্গালী ?”

“তিনি বাঙ্গালী ।”

“এ দেশে তিনি আসিয়াছেন কেন ?’

“তিনি তিব্বতের প্রধান লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন ।”

“তবে তাঁহার দেশভ্রমণের আরও কোন উদ্দেশ্য থাকিবে ।”

“আমারও সেইরূপ বোধ হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ পাছে ক্রুদ্ধ হয়েন, এজন্য অনেক কথা জিজ্ঞাসা করি নাই ।”

“আপনি তাঁহাকে মণিপুরের রাজার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি ?

“হাঁ, তিনি বলিলেন, তাঁহার পতন অতি নিকট ; তাঁহার রাজ্য এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্তগত হইবে। কিন্তু তিনি তাহা ভোগ করিবেন না ।”

রাজকুমার কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, “তাঁহার পতন যে নিকট, তাহা আমিও গণিয়া বলিতে পারি। পৃথিবী এমন অহঙ্কারী লোকের ভার অনেক দিন বহন করিতে পারেন না। কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটা কে, যাহার হাতে তাঁহার রাজ্য পড়িবে ?”

“আমিও তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই ।”

“সে যাহা হউক, তবে আমি এখন মণিপুরে কি সংবাদ লইয়া যাইব ? আমি এখানে আর অধিক দিন থাকিতে পারি না ।”

“রাজাকে সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিও যে, আসালু প্রদেশের আশা আপনি ত্যাগ করুন। আর ইরাবতীর সঙ্গে তোমার বিবাহের বিষয়ে আমি এই বলিতে পারি যে, তিনি যদি সৈন্য দ্বারা কাছাড় উদ্ধার করিয়া দেন, ইরাবতীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইলে আমি বড় সন্তুষ্ট হইব। কিন্তু এ বিষয়ে তোমার মত বলবৎ থাকিবে। কেননা কাছাড় দেশে বিবাহ বিষয়ে যুবকযুবতীরা স্বাধীন ।”

“ আমি সে স্বাধীনতার অসৎ ব্যবহার করিতে চাহি না। যে কারণে আমি বিবাহ করিতে চাহি না, তাহা আপনাকে বলিয়াছি ।”

“এ সকল বিষয়ে আমার কহিবার আর কিছু নাই, আমি এখন সকল বিষয়ে নিরাশ হইয়াছি। আমার আর কোন বিষয়ে কোন আশা নাই ।”

“তবে আপনি অনুমতি করেন ত আমি পুনরায় মণিপুরে যাই ; আমার আর বিলম্ব করা ভাল নহে ।”

“যাও, আমার আর কিছু বলিবার নাই ।”

“আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কৃতকার্য্য হই,” বলিয়া রাজকুমার জননীকে প্রণাম করিলেন, জননী তাঁহার শিরো-চুম্বন করিয়া কাঁদিতে২ পুত্রকে বিদায় দিলেন।

রাজকুমার মাতামহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না, আপনার লোক জন সঙ্গে করিয়া মণিপুরে যাত্রা করিলেন। অনেক আশা করিয়া আশামে আসিয়াছিলেন, যত আশা করিয়া আসিয়াছিলেন, তত নিরাশ হইয়া এখন মণিপুরে প্রত্যা-গমন করিতে লাগিলেন। ভদ্রপাল তাঁহার সঙ্গে চলিল, ভদ্রপাল তাঁহার বিরস বদন দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, “তুমি কি রাগ করিয়া যাইতেছ ?”

“রাগ করিয়া নয়, বড় দুঃখিত হইয়া

যাইতেছি। আমার দুঃখের কথা তুমি বুঝিবে না।

৩৪ অধ্যায়।

পথে যাইতে২ শক্রদমন সংবাদ পাইলেন যে, মণিপুরের রাজা আবার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কুকিদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি যত মণিপুরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, ততই রাজার যুদ্ধ যাত্রার বিশেষ বিবরণ শুনিতে পাইলেন। শেষে শুনিলেন যে, রাজা এক্ষণে সৈন্য-সহ ভুবনগিরিতে অবস্থিতি করিতে-ছেন। রাজকুমার বরাবর ভুবনগিরি অভিমুখে চলিলেন, "ভদ্রপাল অন্য পথে আপনার দেশে গেল। রাজকুমার ভুবনগিরিতে পঁহুছিয়া দেখেন রাজা আপন সৈন্যসহ তথায় রহিয়াছেন। আর অগুরুপর্ব্বতে কুকিসৈন্য অবস্থিতি করিতেছে, বর্ষাকাল শেষ হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। রাজকুমার শিবিরে যাইয়া রায়জীর নিকটে উপস্থিত হইলেন।

রায়জীর সঙ্গে অবকাশ সময়ে তাঁহার সমস্ত বিষয়ের কথা হইল। রায়জী সমস্ত শুনিয়া দুঃখিত হইলেন।

রাজার সঙ্গে শক্রদমনের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধ কার্য্যে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার প্রস্তাব বিষয়ে কোন কথা হইল না। রাজা শক্রদমনকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন; কেননা এবার রায়জী রাজার সপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। রাজা শক্রদমনকে একদল অশ্বারোহীর সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন। রাজকুমার ইহাতে অতিশয় উৎসাহিত ছিলেন।

ইহার কিয়দ্দিবস পরে এক জন কুকি কুলপিলালের এক পত্র লইয়া রাজার শিবিরে রায়জীর নিকটে আইল, রায়জী তাহার হস্ত হইতে পত্র লইয়া পাঠ করিলেন।

কুলপিলাল অন্যান্য কথার পরে লিখিয়াছিলেন, "আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি, আপনার সঙ্গী কনিষ্ঠ ও আমাদের রুদ্র, এই উভয়ে আমাদের রণুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী; আমাদের দেশের রীতি এই, কোন যুবতীর দুই জন প্রণ-য়াকাঙ্ক্ষী হইলে, যুবকদ্বয় মল্লযুদ্ধ করে, তাহাতে একজনের মরণ হয়। যে জীবিত থাকে, আমরা তাহার সহিত যুবতীর বিবাহ দি। অতএব কনিষ্ঠকে আমাদের শিবিরে আসিতে বলিবেন। এ বিষয় শীঘ্র নিষ্পত্তি করিতে হইবে; কেননা যুদ্ধের পূর্ব্বে আমি রণুর বিবাহ দিতে চাহি।"

রায়জী পত্র খানি পাঠ করিয়া একটু হাসিলেন। শক্রদমন নিকটে বসিয়া— তাঁহাকে পত্রখানি পড়িতে না দিয়া, অগ্রে পত্রের উত্তর লিখিলেন। শেষে উভয় পত্র শক্রদমনকে পাঠ করিতে দিলেন, শক্রদমন উত্তরে পড়িলেন, "আমরা কুকি নহি; সুতরাং কুকিদিগের রীতি পালন করিতে বাধ্য নহি। আমাদের দেশের রীতি এই, যুবতী যাহাকে মনো-নীত করে, তাহার সহিত তাহার বিবাহ হয়। আমি আপনাকে আমাদের রীতি পালন করিতে অনুরোধ করি না, আপ-নিও আমার সঙ্গীকে আপনাদের দেশের রীতি পালন করিতে অনুরোধ করিবেন না। বিশেষতঃ আপনার জানা উচিত যে, কনিষ্ঠ কাছাড় রাজসিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী; আপনার অনু-

রোধে আমি তাঁহার প্রাণ সঙ্কটাপন্ন করিতে পারি না।"

শক্রুদমনও হাসিলেন; পরে পত্রবাহককে বিদায় করা হইল; এ বিষয়ে আর কোন কথা হইল না।

ইহার কিছু দিবস পরে শক্রুদমন এক দিন প্রাতঃকালে মাতামহদত্ত আরবীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া ভূবনগিরির পশ্চিম দক্ষিণ প্রান্তে ভ্রমণ করিতেছেন। এমন সময়ে অকস্মাৎ উগ্রমূর্ত্তি রুদ্রকে তিনি সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। শক্রুদমন তাহাকে প্রথমে বন্ধুভাবে সম্ভাষণ করিলেন, রুদ্র প্রতিসম্ভাষণ করিয়া কহিল; "বন্ধু, তুমি ও আমি উভয়ে রণুর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী; এক যুবতীর দুই জন প্রণয়াকাঙ্ক্ষী থাকা ভাল নহে। এস, আমরা যুদ্ধ করি, যদি আমি মরি, তুমি রণুকে লাভ করিবে; আর যদি তুমি মর, আমি অদ্য রণুকে বিবাহ করিব। আমাদের দেশের রীতি অনুসারে তুমি জীবিত থাকিতে আমি রণুর পাণি গ্রহণ করিতে পারি না।"

শক্রুদমন অশ্ব থামাইয়া কহিলেন, "দেখ, তুমি কুকি আমি বাঙ্গালী; আমি তোমাদের দেশের নিয়ম পালন করিতে বাধ্য নহি। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি স্বচ্ছন্দে রণুর পাণি গ্রহণ কর।"

রুদ্র আরও সরল ভাবে কহিল, "তুমি আমাদের দেশের রীতি পালন করিতে বাধ্য নহ; তাহা মানি। কিন্তু আমাকে পালন করিতে হইতেছে। তোমার মস্তক রণুকে না দেখাইলে আমি তাহার পাণি গ্রহণ করিতে পারি না। অতএব আইস, আমরা যুদ্ধ করি।"

শক্রুদমন কহিলেন, "তুমি যদি রণুকে বিবাহ কর, তাহাতে আমার কোন বাধা নাই।"

রুদ্র আবার কহিল, "তুমি জীবিত থাকিতে আমি তাহাকে বিবাহ করিতে পারি না; তাহা তোমাকে বলিয়াছি। আর কেবল সেই জন্য আমি আজি যুদ্ধ প্রার্থনা করি, অতএব আর বিলম্ব করিও না।" এই বলিয়া রুদ্র আপন অশ্ব আরও অগ্রবর্ত্তী করিল।

শক্রুদমন কহিলেন, "বন্ধু, তুমি যখন যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছ, তখন ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, আইস।"

অনন্তর উভয়ে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কখনও রুদ্র জয়ী ও কখনও শক্রুদমন জয়ী হইতে লাগিলেন। এই প্রকারে অর্দ্ধ ঘন্টা অতীত হইল। তাঁহাদের যুদ্ধ রঙ্গ দেখাইবার জন্যই যেন পূর্ব্বাচলের চূড়াদেশে দিনমণি উদিত হইলেন। বীরদ্বয়ের ক্লান্তি দূর করিবার জন্যই যেন সমীরণ নানা ফুলের সৌরভ শরীরে মাখিয়া বহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যুদ্ধ রঙ্গ দেখিবার জন্যই যেন পর্ব্বতবাসী বিহঙ্গেরা নীরবে বৃক্ষ শাখায় বসিয়া রহিল। এক যুবতীর জন্য দুই বীরে যুদ্ধ করে, এই কৌতুকের কথা নদীকে বলিবার জন্যই যেন প্রস্রবণ গুলি খরতর বেগে বহিতে লাগিল।

অনন্তর অকস্মাৎ রুদ্র অশ্ব হইতে ভূতলে পতিত হইল। শক্রুদমন দেখিলেন, তাহার মস্তক দেহ হইতে পৃথক হইয়াছে। রাজকুমার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া রুদ্রের মস্তক হাতে করিয়াছেন, এমন সময়ে এক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বৌদ্ধ কুকি বাহির হইলেন। তিনি নিকটে আসিয়াই কহিলেন,

"রাজপুত্র, এ কি সর্ব্বনাশ করিলে? রুদ্রের মস্তক ছেদন করিয়া আজি তুমি কুকি জাতিকে মস্তকহীন করিলে?"

রাজকুমার কহিলেন, "এবিষয়ে আমি দোষী নহি। বোধ হয়, যখন আমার সহিত রুদ্রের কথোপকথন হইতেছিল, তখন আপনি ঐ বৃক্ষের অন্তরালে ছিলেন; আপনি তবে শুনিয়াছেন যে, আমি নিজ ইচ্ছায় উহার মস্তক ছেদন করি নাই।"

"হাঁ, আমি শুনিয়াছি। ভাল, তুমি জান আমি কে?"

"আমি আপনাকে চিনি, আপনি বৌদ্ধ ফুঙ্গি। আর আরও জানি, রাজা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন, যে আপনাকে ধরিতে পারিবে, সে পঞ্চগ্রাম পুরস্কার পাইবে। কিন্তু আমি থাকিতে আপনার কোন ভয় নাই, আমি আপনাকে রক্ষা করিব।"

"তুমি রাজার সপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, আবার আমাকে রক্ষা করিবে কি প্রকারে?"

"তাহার কারণ এই যে, আপনি এক সময়ে আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।"

"সত্য বলিয়াছ—আমি তোমার প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইয়াছি। বৎস, আরও বলি, এক্ষণে রুদ্রকে বধ করিয়া তুমি আমাকে আরও সন্তুষ্ট করিয়াছ। আরও বলি, রণু আমার কন্যা, সে তোমাকে ভাল বাসে, আমি তাহাকে তোমাকে দান করিলাম। বৎস, সে ব্রাহ্মণকন্যা; সামান্যা নহে। আশীর্ব্বাদ করি, স্বদেশে রাজা হইয়া চিরকাল সুখে থাক।"

শত্রুদমন অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, রণু আপনার কন্যা? আপনি কে? অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সকল ভাঙ্গিয়া বলুন।"

"আমি রাজগুরু; নবদ্বীপে আমার বাড়ী। কি রূপে আমার এদশা হইয়াছে, তাহা রণুর মুখে শুনিয়াছ। এ ফুঙ্গির বেশ আমার ছদ্ম বেশ, আমি অন্তরে হিন্দু। রাজা বীরকীর্ত্তি পৈতৃক হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার প্রাণবধের প্রতিজ্ঞা করি। সেই কারণে এ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছি।"

"আপনি কি প্রকারে রাজার প্রাণ বধ করিবেন।"

"প্রাণ বধ করিলে জানিতে পারিবে, এখন বলিব না। কেবল এই মাত্র বলি যে, আশ্বিনী পুর্ণিমারাত্রে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে।"

"আপনি যদি রাজাকে বধ করেন, তাহা হইলে আমাদের কাছাড় উদ্ধার করা হইবে না। আমাদের আর কে এত সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবে?"

"বৎস, বীরকীর্ত্তিকে আজিও চিন নাই, এমন স্বার্থপর আর পৃথিবীতে দুটী নাই। তুমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিও না। বরং ইহা নির্যাশ বলিতে পারি, যদি আমার প্রতিজ্ঞা সফল হয়, তাহা হইলে তোমার বাসনাও পূর্ণ হইবে।"

"আপনি সাবধান থাকিবেন, আপনাকে ধরিবার জন্য লোক নিযুক্ত হইয়াছে।"

"আমার জন্য তুমি ভয় করিও না। আমাকে কেহ ধরিতে পারিবে না। তোমাকে একটী কথা বলি, আশ্বিনী পুর্ণিমার দিন প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি

প্রভাত পর্য্যন্ত ফল মূল বিনা আর কিছু আহার করিবে না, বিশেষতঃ জল পান করিবে না, স্নান করিবে না, এবং জলে পাক করা কোন দ্রব্য আহার করিবে না। ইহার কারণ পরে বলিব। যদি প্রাণে বাঁচিতে চাহ, ইহা করিও।”

“আপনার আজ্ঞানুসারে করিব। এখন আমি রুদ্রের মস্তক লইয়া শিবিরে যাই।” অনন্তর যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া রাজকুমার অশ্বারোহণে শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। আর ফুঙ্গী কুকি শিবিরে রুদ্রের মরণ সংবাদ দিতে চলিলেন।

রাজকুমার বরাবর রাজার সাক্ষাতে রুদ্রের মস্তক স্থাপন করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিলেন, কেবল ফুঙ্গির ও রণুর প্রতি তাঁহার ভালবাসার বিষয়ে কোন কথা কহিলেন না। রাজা রুদ্রের মস্তক দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং শত্রুদমনকে আপন পার্শ্বে বসাইয়া স্বীয় গলদেশ হইতে স্বর্ণ মালা লইয়া শত্রু-দমনের গলদেশে পরাইয়া দিলেন।

৩৫ অধ্যায়।

আজি আশ্বিনী পূর্ণিমা। আজি রাত্রে বঙ্গদেশে নারায়ণকণ্ঠাভরণ ভগবতী লক্ষ্মীর আরাধনা হইবে। আজি রাত্রে কত আড়ম্বরে কাছাড় রাজ ভবনে ভগবতী লক্ষ্মীর আরাধনা হইত। তাহা রায়জীর মনে পড়িল।

রায়জী প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিবার পূর্ব্বে রাজার নিকটে গমন করিলেন। রাজা তখনও নিদ্রিত ছিলেন। রায়জী তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন; “আজি শিবিরস্থ সমস্ত লোককে উপবাস করিতে অনুমতি করুন। আজি যেন কেহ নির্ঝরের জল স্পর্শ করে না।”

রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, “ইহার কারণ কি? আপনি এবিষয়ে আরও অধিক জানেন, বোধ হইতেছে। অতএব ভাঙ্গিয়া বলুন, ব্যাপারটা কি?

রায়জী কহিলেন, “অধিক বলিব না, এই মাত্র বলিব যে, যদি বাঁচিতে চাহে, আজি যেন কেহ এই নির্ঝরের জল পান না করে, করিলে মরিবে। বোধ হয়, শত্রুপক্ষীয় লোকেরা নির্ঝরের জল বিষাক্ত করিয়া থাকিবে।”

“তবে এখন কি করা কর্ত্তব্য?

“সৈন্যগণকে উপবাস করিতে আদেশ করুন। অথবা এস্থান হইতে শিবির উঠাইয়া ভুবনগিরির আরও দক্ষিণ প্রান্তে চলুন।”

রাজা কহিলেন, “সে বরং ভাল। কিন্তু বাস্তবিক নির্ঝরের জল বিষাক্ত হইয়াছে কি না, তাহা জানা আবশ্যক।”

রায়জী কহিলেন, “সে মন্দ পরামর্শ নহে। অগ্রে নির্ঝরের জল পরীক্ষা করুন।”

রাজার আদেশক্রমে নির্ঝরের জল আনীত হইল, এবং পান করিয়া রাজার সমক্ষে একটী অশ্ব তৎক্ষণাৎ ছট ফট্ করিয়া মরিয়া গেল। রাজা তদ্দণ্ডে জলপান নিষেধ ও শিবির স্থানান্তরিত করিবার আজ্ঞা প্রচার করিলেন। তাহাতে প্রহরেকের মধ্যে রাজশিবির ভুবন গিরির দক্ষিণ প্রান্তে গেল।

আমাদের পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা বন্য জাতীয়দিগের বৃত্তান্ত জানেন, তাঁহাদের অবিদিত নাই যে,এদেশের বন্য জাতীয়েরা অনেক বৃক্ষ লতাদির গুণ জানে। তাহাঁরা এমন উদ্ভিদ বিষ জানে

যে, যাহা জলে মিশাইলে নির্ঝরের সমস্ত জল বিষাক্ত হয়। কুটীল বুদ্ধি বৌদ্ধ-ঋষি যে কোন বিষময় বৃক্ষের বা লতার দ্বারা নির্ঝরের জল বিষাক্ত করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন রাজার শিবির স্থানান্তরিত হইল, তখন তাঁহার কল্পনা বৃথা হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, রাজকুমার শত্রুদমন হইতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি শত্রুদমনের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে, এক্ষণে রাজার শিবির যে স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, সেই পর্ব্বতের অভ্যন্তরে গন্ধক আছে। দুই তিন হস্ত পরিমিত মৃত্তিকার নিম্নে গন্ধক। আর পূর্ব্বে যখন এই পর্ব্বতে রাজার শিবির ছিল, তখন তিনি পর্ব্বতের এক পার্শ্বে অনেক খনন করিয়া অগ্নি জ্বালিবার চেষ্টায় ছিলেন। এক্ষণে রাজার শিবির এস্থানে স্থাপিত হওয়াতে প্রথম কল্পনা নষ্ট হওয়া নিবন্ধন তাঁহার অধিক মনোকষ্ট হইল না। তিনি রাণীর প্রতিক্ষায় রহিলেন।

রজনী আগতা হইলে তিনি পর্ব্বতে গন্ধকের খনিতে অগ্নি দিবেন, এই স্থির করিলেন। কিন্তু তাহা করিলে শত্রুদমনেরও প্রাণ নষ্ট হইবে। এখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কি প্রকারে শত্রুদমনকে বাঁচাই। তিনি অনেক ভাবিয়া শেষে কুলপিলালের নিকটে যাইয়া কহিলেন, "দেখ, আজি আমি নির্ঝরের জল বিষাক্ত করিয়াছিলাম, কিন্তু রাজা স্থানান্তরে শিবির উঠাইয়া লইয়া যাওয়াতে আমার কল্পনা বৃথা হইয়াছে। রাজা এবারে যে সৈন্য লইয়া আসিয়াছেন, তোমরা সম্মুখ যুদ্ধে কখনও উহাঁর সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অতএব জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রমণকারীকে পত্র লিখিয়া এখানে আনাও এবং তাঁহাদের দ্বারা সন্ধির প্রস্তাব কর।"

কুলপিলাল চিরকাল নির্ব্বিরোধ-সভাব। তিনি অন্যান্য কুকি প্রধান-দিগকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিলেন। তাহাদের সম্মতি ক্রমে শেষে এক পত্র দিয়া ভদ্র পালকে রাজার শিবিরে প্রেরণ করিলেন। ভদ্রপাল পত্র লইয়া রাজ শিবিরে যাইয়া রায়জীকে পত্র দিল।

রায়জী রাজার অনুমতি বিনা একার্য্যে কুকি শিবিরে যাইতে পারেন না। তিনি রাজার নিকট গমন করিলেন। রাজার উগ্র স্বভাব ক্রমে অনেক পরিমাণে কোমল হইয়াছিল। তিনি কহিলেন, যদি উহারা আমাকে অগুরু পর্ব্বত ছাড়িয়া দেয়, আমি সন্ধি করিতে পারি। অনন্তর রায়জী রাজার অনুমতি লইয়া শত্রুদমনকে সঙ্গে করিয়া কুকি শিবিরে গমন করিলেন। তাঁহারা প্রহরেক বেলা থাকিতে তথায় উপস্থিত হইলেন।

কুকিপতি কুলপিলাল অন্যান্য প্রধান লোকদিগকে ডাকাইয়া সন্ধি বিষয়ে রায়জীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

---

৩৬ অধ্যায়।

পাঁচ জনে মিলিয়া কোন কর্ম্ম করিতে হইলেই অনেক বিলম্ব হয়। সন্ধি বিষযে অনেক তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। কোন মতেই মীমাংসা হয় না। রাত্রি অনেক হইল। এক্ষণে ইহাঁরা সন্দির প্রস্তাব লইয়া তর্ক করিতে থাকুন, আমরা দেখি, ছদ্মবেশী গোস্বামী কি করিতেছেন।

রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে রাজার

শিবিরে সকলে আহারাদি করিয়া নিদ্রা যাইতেছে, কেবল প্রহরিরা জাগিয়া আছে। বিশেষ শিবির স্থানান্তরিত করাতে লোক জনের কষ্ট হইয়াছিল, এজন্য অনেকেই শীঘ্র২ নিদ্রা গিয়াছে। সিদ্ধি পান করা অনেক মণিপুরির অভ্যাস, যাহারা সিদ্ধি পান করিয়াছিল, তাহারা নিদ্রায় অচেতন, এমন সময়ে ভয়ানক শব্দ হইয়া, যে পর্ব্বতচূড়ায় রাজার শিবির ছিল, তাহা ফাটিয়া যাইতে ও পুনঃ২ ভূমিকম্প হইতে লাগিল। পর্ব্বতের পাষাণ দেহ যেখানে২ বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেই সকল স্থান দিয়া মহা বেগে অগ্নি শিখা বাহির হইতে লাগিল। অশ্বেরা ভয়ানক চিৎকার করিতে লাগিল, সেনারা যাহারা ভয়ানক শব্দে জাগিয়াছিল, তাহারা পলায়নের চেষ্টা দেখিতে লাগিল, কিন্তু পথ পাইল না; অভ্যন্তরস্থ অগ্নির উত্তাপে পর্ব্বতের দেহ ভয়ানক ফাটিয়াছিল এবং সেই সেই ফাটা দিয়া প্রবল বেগে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল। অচিরাৎ লোকদিগের কোলাহলে ভয়ানক গণ্ড গোল উপস্থিত হইল। দুই চারি দণ্ডের মধ্যে সহস্র লোক অগ্নিতে দগ্ধ হইল।

কুকি শিবির হইতে এই অগ্নি কাণ্ড দেখিয়া রায়জী শত্রুদমনকে সঙ্গে করিয়া রাজশিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু নিকটে যাইতে পারিলেন না; অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তরে থাকিয়া সসৈন্যে বীরকীর্ত্তির নিধন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিন চারি দিনের মধ্যে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল না; তিন চারি দিনের মধ্যে কেহ সে পর্ব্বতের নিকটে যাইতে পর্য্যন্ত পারিল না। বীরকীর্ত্তি সিংহ সসৈন্যে নষ্ট হইলেন। যে সকল সৈন্য অন্যত্র শিবির স্থাপন করিয়াছিল, কেবল তাহারাই রক্ষা পাইল। তাহারা প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিয়া আপন২ দেশে গেল। সমস্ত গোলযোগ নিবারণ হইল।

রায়জী শত্রুদমনকে কুকিদিগের নিকট রাখিয়া আবার মণিপুরে গেলেন। তিনি ভাবিলেন, বীরকীর্ত্তি সিংহের পুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক; সুতরাং রাণী স্বয়ং রাজ্যের ভার গ্রহণ করিবেন, এক্ষণে তাঁহার রাজ্যে অনেক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে, এই সকল নিবারণ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিলে তাঁহার দ্বারা উপকার হইতে পারে।

মণিপুরে রাজার মৃত্যুতে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল সত্য বটে; আর এই সকল নিবারণ বিষয়ে রায়জীর ন্যায় এক জন বুদ্ধিমান লোকের পরামর্শ অতি আবশ্যক ছিল। রাণী রায়জীকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সকল বিষয়ে রায়জীর পরামর্শ লইয়া তিনি কার্য্য করিতে লাগিলেন। শেষে এমন হইল যে, রায়জী ভিন্ন কোন কার্য্য হইত না। রায়জী মণিপুরে আবার সৈন্য সংগ্রহ করিলেন; আপনার মনের মত করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রাণীর ইচ্ছা, ইরাবতীর সঙ্গে রাজকুমার শত্রুদমনের বিবাহ দেন, এক্ষণে রায়জীরও সেই ইচ্ছা। কিন্তু রাণী এ বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ করিলেন না। তিনি রাজ্যের সমস্ত শাসন ভার রায়জীর হস্তে দিলেন। রায়জী, যে কার্য্যের উপযুক্ত, তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। তিনি মুকুন্দরামকে সেনাপতি করিলেন। মুকুন্দরাম আপনার বিশ্বস্ত লোকদিগকে সৈন্য দলে গ্রহণ করিলেন।

এক্ষণে রায়জী মণিপুরে থাকিয়া সকল

বিষয়ে সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করুন। আমরা দেখি, শত্রুদমন কুকি পর্ব্বতে থাকিয়া কি করিতেছেন।

কুল্‌পিলাল শত্রুদমনের সঙ্গে রণচণ্ডীর বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। শত্রুদমন কহিলেন, "স্বরাজ্য উদ্ধার না করিলে তিনি বিবাহ করিবেন না।" সুতরাং এক্ষণে কাছাড়ে সৈন্য পাঠাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। সেনারা উত্তম২ বিষাক্ত বাণ প্রস্তুত করিতে লাগিল। মৃগ, বন্য ছাগ বধ করিয়া তাহাদের মাংস শুষ্ক করিতে লাগিল। শীঘ্র২ সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। শীতকালে কাছাড়ে সৈন্য প্রেরিত হইবে।

কুলপিলালের পরামর্শ মতে কাছাড়ে দুই জন কুকি চর প্রেরিত হইল। তাহারা গজদন্ত ও গজমুক্তা বিক্রয়ছলে কাছাড়ে গেল। আর রাধাবিনোদ গোস্বামী ছদ্মবেশী বৌদ্ধ ঋষি শিলাচলে বোপদেব ঠাকুরের ও সিদ্ধেশ্বর পর্ব্বতে পরমহংসের নিকট প্রেরিত হইলেন। শত্রুদমন তাঁহাদের নামে তাঁহার নিকট পত্র দিলেন। যবনেরা এক্ষণে কত সৈন্য লইয়া কাছাড়ে আছে, তাহাদের সৈন্য সকল কোথায় আছে, এ সকল সংবাদ জানা অতি আবশ্যক, এই জন্য চর পাঠান হইল। বিশেষ বোপদেব ঠাকুর ও পরমহংস কাছাড়ের বিষয় সমস্ত অগত ছিলেন; সৈন্য লইয়া কাছাড়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করাও আবশ্যক ছিল। রাধাবিনোদ গোস্বামী সন্ন্যাসীর বেশে ত্রিপুরার পথে যাত্রা করিলেন। কুকি দুই জন বরাবর লক্ষ্মীপুরের পথে গমন করিল।

৩৭ অধ্যায়।

এক দিন রণু আর শত্রুদমন এক বৃক্ষতলে শিলাতলে বসিয়া নানা কথা কহিতেছেন। আতঙ্গী নিকটে নাই। রণু কহিলেন, "রায়জীর নিকট হইতে কি পত্র আসিয়াছে?"

শত্রুদমন হাসিতে২ কহিলেন, "তিনি লিখিয়াছেন, মণিপুরে সকল বিষয়ে সুশৃঙ্খলা সম্পাদন হইয়াছে। সেনাপতি মুকুন্দরাম আমাদের সাহায্য জন্য দশ সহস্র সৈন্য লইয়া আসিবেন।"

"আর কি লিখিয়াছেন?"

"আর লিখিয়াছেন, রাণীর বড় ইচ্ছা, ইরাবতীর সঙ্গে আমার বিবাহ দেন।"

"সে তাঁহার অন্যায় বা অসঙ্গত ইচ্ছা নহে। তুমি ইরাবতীর উপযুক্ত পাত্রই বটে। আর তাহা হইলে তোমার পক্ষেও ভাল হয়। তুমি কি উত্তর দিয়াছ?"

"আমি এ বিষয়ে কোন উত্তর দেই নাই—রায়জী জানেন যে, আমি ইরাবতীর পাণিগ্রহণ করিতে চাহি না। রাজা জীবিত থাকিতে তিনি নিজে এ বিষয় উত্থাপন করেন। আমার মাতাকে পর্য্যন্ত অনুরোধ করা হয়, কিন্তু আমি তাঁহার সাক্ষাতেই অস্বীকার করিয়াছিলাম। এজন্য এখন এবিষয়ে আমি কিছু লিখি নাই। কেবল এখানে কি প্রকার বন্দোবস্ত হইতেছে, সেই সকল লিখিয়াছি।"

"কেবল আমাকে ভালবাস বলিয়া কি ইরাবতীকে বিবাহ করিতে চাহ নাই?"

"আর কি কারণ ছিল?"

"সেই প্রধান কারণ বটে, অন্য কারণও ছিল।"

"রাজা আমাকে তৎকালেই বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা এই, কাছাড় উদ্ধার না করিয়া বিবাহ করিব না।"

"আমাকে ভাল বাসিলে কেন ?"

"আমি বলিতে পারি না; এ সকল বিধাতার ঘটনা।"

"লোকে যাহা বুঝে না, তাহাই বিধাতার ঘটনা বলে। ভাল, কাছাড় উদ্ধার হইলে তাহার কত দিন পরে আমাদের বিবাহ হইবে ?"

"কিছু বিলম্ব হইবে। মাতাকে আসাম হইতে আনাইতে হইবে; রাজ্যের অনেক বিষয়ে সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিতে হইবে। এ সকল না হইলে বিবাহ হইতে পারে না।"

"আর যদি কাছাড় উদ্ধার-কার্য্যে আমার মরণ হয় ?"

"কেন তোমার মরণ হইবে ? আমি তোমাকে খুব সাবধানে রাখিব।"

"আমাকে যুদ্ধ করিতে দিবে না ?—সেই যে আমার জীবনের উদ্দেশ্য ? তবে তুমি আমাকে প্রতিজ্ঞাচ্যুত করিতে চাহ ?"

"তোমার হইয়া আমি যুদ্ধ করিব; তোমার হইয়া আমি সহস্র যবনের মস্তক ছেদন করিব।"

"তা হইবে না। আমি নিজে এই হাতে সহস্র যবনের মস্তক ছেদন করিব।"

"তোমার এ অতি দারুণ প্রতিজ্ঞা; স্ত্রীলোকের এরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করা অসম্ভব।"

"আমার পক্ষে অসম্ভব ? রাজকুমার তুমি আমার বিষয় ভুলিয়াছ ?"

"আমি তোমার বিষয় ভুলি নাই। তোমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইলে আমি অতি সন্তুষ্ট হইব।"

"তবে আমাকে যুদ্ধ করিতে দিবে ?"

"দিব।"

"যদি আমি এ যুদ্ধে হত হই ?"

"তাহা হইলে মর্ম্মান্তিক যাতনা হইবে, আমার রাজ্যভোগসুখ শূন্য হইবে।"

"তাহা হইলে তুমি কি করিবে ?"

"তাহা এখন বলিতে পারি না।"

"আমি বলি—যদি আমি মরি, তুমি আমার একখণ্ড অস্থি নবদ্বীপে ভাগীরথী জলে অর্পণ করিবে ?"

"অবশ্য করিব ?"

"আর এক কাজ করিও—যদি আমি —— বলিতে২ রণচণ্ডীর নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুনির্গত হইতে লাগিল। রাজকুমার আপন উত্তরীয় বস্ত্র দিয়া তাহা মুছাইয়া দিতে২ কহিলেন, "ওসব কথা আর বলিও না।"

রণু আবার বলিলেন, "যদি আমি মরি, তুমি ইরাবতীকে বিবাহ করিয়া বংশ রক্ষা করিও। দেখ, তুমি তোমার পিতার একমাত্র সন্তান; পিতৃবংশ রক্ষা করা তোমার প্রধান ধর্ম্ম। আমি যদি মরি, প্রণয়ধর্ম্ম রক্ষা করিতে গিয়া বংশ লোপ করিও না।"

"সে সকল পরের কথা। এখন ও সকল উত্থাপন করিয়া আপনি কষ্ট পাইও না, এবং আমাকেও কষ্ট দিও না। ভাল, কুলপিলাল আমাদিগকে কত সৈন্য দিতে পারিবেন।"

"তিনি বলিয়াছেন, বিংশতি সহস্র সৈন্য দিবেন।"

"তাহা হইলে আমাদের কোন ভাবনা নাই। মুকুন্দরাম দশ সহস্র

সৈন্য লইয়া আসিবেন; আর কুলপিলাল যদি বিংশতি সহস্র সৈন্য দেন, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে কাছাড় উদ্ধার করিতে পারিব।”

এই প্রকার কথোপকথনের অনেক দিন পরে, অগ্রহায়ণ মাসের শেষে রাধাবিনোদ গোস্বামী কাছাড় হইতে প্রত্যাগত হইলেন। বোপদেব গোস্বামী তাঁহার দ্বারা শক্রদমনকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এই,—

“রাজকুমার, মিরজুমলা বহু সৈন্য সামন্ত লইয়া ব্রহ্মপুত্র দিয়া আসামে গিয়াছেন। শিয়ারশা এখানে আছেন। কাছাড়ে যবনদিগের বিংশতি সহস্রের অধিক যবনসৈন্য নাই। আর দশসহস্র হিন্দু সৈন্য আছে, তাহাদের কাহার২ সঙ্গে আমার কথা হইয়া থাকে; আপনি সৈন্য লইয়া এদেশে আসিলে তাহাদের অনেকে আপনার পক্ষ হইবে। লক্ষ্মীপুরে পাঁচ সহস্র যবনসৈন্য আছে, শিলাচলে দুই সহস্র হিন্দুসৈন্য আছে। অবশিষ্ট সৈন্য রাজধানীতে আছে। দেশে যবনদিগের অত্যাচার অসহ্য হইয়াছে। অনেক মণিপুরীকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিয়াছে। আসামে শীতের আরম্ভে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। এ সময়ে আপনি আসিলে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবেন।”

পত্র পাইয়া শক্রদমন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ইহার কয়েক দিবস পরে রায়জী ও মুকুন্দরাম দশ সহস্র মণিপুরী সৈন্য লইয়া কুকিপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। কুকিরা ত্বরায় কাছাড়ে গমন জন্য প্রস্তুত হইলেন। কুলপিলালের অনুরোধ ক্রমে শক্রদমন কুকি সৈন্যদলের সেনাপতি হইলেন, রণচণ্ডী নিজে দুই সহস্র কালনাগী কুকিদিগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন, মুকুন্দরাম ত্রিপুরার পথে যাত্রা করিলেন। শক্রদমন লক্ষ্মীপুরের পথে যাত্রা করিলেন। রণচণ্ডী তাঁহাদের একপক্ষ পরে যাত্রা করা স্থির করিলেন। তাঁহাদের যাত্রার পূর্ব্বে কুকিচরদ্বয় প্রত্যাগত হইল। তাহারা ও অনেক আবশ্যকীয় সংবাদ আনিয়াছিল।

আত্মচিকিৎসা।

স্বল্প বিচ্ছেদ জ্বর।

ইংরাজিতে এ জ্বরকে রিমিটেন্ট ফিভার (Remittent Fever.) বলে। পালাজ্বর বা কম্পজ্বর যে যে কারণে উৎপত্তি হয়, এ জ্বরও সেই২ কারণে হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার সহিত ইহার প্রভেদ এই যে, পালাজ্বরে জ্বর বিচ্ছেদ হয় এবং সেই বিচ্ছেদের সময় শরীর মোটে উত্তাপ থাকে না ও অন্যান্য উপসর্গও থাকে না, কিন্তু এ জ্বরে সম্যক বিচ্ছেদ হয় না, শরীরের উত্তাপ কেবল ক্ষণকালের জন্য কম পড়িয়া থাকে, পরে আবার বাড়িয়া উঠে। উত্তাপের হ্রাসতা কখন ৬ ঘন্টা হইতে ১২ ঘন্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, কিন্তু সচরাচর এত দীর্ঘকাল ব্যাপী হয় না। উত্তাপের হ্রাসতা প্রায় প্রাতঃকালেই দৃষ্ট হয়।

এ জ্বর আরম্ভ হইবার সময় শীত

বোধ হয়, শরীর দুর্ব্বল হয়, মনের অসুখ জন্মে ও শীরঃপীড়া হয়। ক্ষণকাল পরে শরীর উত্তপ্ত হয়। কম্পজ্বর অপেক্ষা এ জ্বরের উত্তাপ অধিক, শীরঃপীড়া অধিক এবং রোগী প্রলাপ বকে। নাড়ী মোটা ও অতিশয় বেগবতী হয়, জিহ্বা শুষ্ক ও অপরিষ্কার হয়, গা বোমি২ করে এবং কখন২ বোমি হয়। ঐ বোমির সহিত প্রায় পিত্ত উঠিয়া থাকে। পেটে বেদনা, বুকে বেদনা, নিশ্বাস ছাড়িতে কষ্ট ও মুখ ঈষৎ নীলবর্ণ হয়। প্রস্রাব কমিয়া যায় ও তাহার বর্ণ লাল হয়।

উপরে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে এ জ্বর কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কখন২ ২৪ ঘন্টা প্রবল জ্বর থাকিয়া পরে একটু হ্রাস হয়, আবার ৫।৬ অথবা ১০।১২ ঘন্টা পরে পূর্ব্ববৎ প্রবল হয়; কখন২ ৩৬ ঘন্টার কমে কিঞ্চিৎ হ্রাসতা বোধ হয় না। এইরূপ ১৪।১৫ দিবস জ্বর থাকিয়া কখন২ প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর কম পড়িতে থাকে, কখন২ এরূপ না হইয়া রোগী ক্রমে২ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখন আর প্রতিকারের অধিক ভরসা থাকে না।

এ জ্বর অতিশয় ভয়ানক।

চিকিৎসা। যাহাতে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হয় ও সেই বিচ্ছেদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। এইজন্য শরবত, শীতল জল, শীতল চা, সোডাওয়াটার, লেমনেড ইত্যাদি দিবেক। সোডাওয়াটারের পরিবর্ত্তে ১০ গ্রেণ সোডা ও ৫ গ্রেণ টারটারিক অ্যাসিড অর্দ্ধ ছটাক জলে পৃথক্২ পাত্রে গুলিয়া একত্র করিয়া ঘন্টায়২ কিম্বা দু দু ঘন্টা অন্তর সেবন করিতে দিবেক। যদি মলবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ১ ড্রাম গ্রেগরিজ পাউডার (Gregory's Powder) ২০ গ্রেণ সোডা সংযুক্ত করিয়া জলের সহিত সেবন করাইবে। তাহা হইলে উদর পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যদি একবার এরূপ সেবন করায় ফল না দর্শে, তাহা হইলে পর দিবস আবার ঐরূপ সেবন করিতে দিবেক। শরীর ঘামাইবার জন্য গরম জল দিয়া গাত্র ধৌত করাইবে। গরম জলে গাত্র ধৌত করিবার নিয়ম এই; একটা হাঁড়িতে গরম জল রাখিয়া একটী সরা দিয়া হাঁড়ির মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে। ঐ সরাটীর মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র করিয়া লইবেক। একখানি গামছা ঐ গরম জলে ভিজাইয়া লইয়া হাঁড়ির মুখে সরাটী চাপা দিবেক এবং ঐ সরার উপর ঐ গামছা ঈষৎ নিংড়াইয়া লইবে। হাঁড়ীর মুখে সরা না দেওয়া থাকিলে, সমস্ত জল অল্পাক্ষণের মধ্যেই জুড়াইয়া যাইবে। সরা দেওয়া থাকিলে জুড়াইবে না। পরে ঐ আর্দ্র গামছা দ্বারা রোগীর একখানা হাত প্রথমতঃ ধোয়াইবে। ধোয়াইয়া একখানি শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা সে খানি পুঁছিয়া ফেলিবে। পরে সে হাত খানি লেপ কিম্বা কম্বল দিয়া ঢাকিয়া রাখিবেক। পরে আর এক খানি হাত ঐরূপ করিয়া ধৌত করিয়া আবৃত করিয়া রাখিবেক। ক্রমে বুক, পীট, ও পদদ্বয় ঐ রূপে ধোয়াইবে। সমস্ত শরীর একেবারে অনাবৃত করিলে অথবা সমস্ত শরীরে একেবারে জল দিলে সর্দ্দি হইয়া হিতে বিপরীত হইবার সম্ভব।

জ্বরের বেগ হ্রাস হইবামাত্রেই বয়স বুঝিয়া ২ গ্রেণ হইতে ৫ গ্রেণ কুইনাইন সেবন করাইবে, এবং যতক্ষণ জ্বরের বেগ হ্রাসাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ তিন তিন ঘন্টা অন্তর ঐ পরিমাণে কুইনাইন দিতে থাকিবেক। কিন্তু পুনরায়

শরীর উত্তপ্ত হইয়া আসিবার পূর্ব্বেই কুইনাইন বন্ধ করিবেক। জ্বর প্রবল হইলে পূর্ব্ববৎ সোডাওয়াটর, লেমনেড ইত্যাদি ব্যবহার করিবে। আবার জ্বর কম পড়িলেই কুইনাইন সেবন করিতে আরম্ভ করিবে।

যদি উদর পরিষ্কার না থাকে, তবে ঐ কুইনাইনের সহিত ৬০ গ্রেণ সলফেট অব ম্যাগনিসিয়া (Sulphate of Magnesia.) একবার কি দুবার সেবন করিতে দিবে। তাহা হইলে, হয় ক্ষণকাল পরে নতুবা পর দিবস মল পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যদি ইহাতে কোন ফল না দর্শে, তবে পুনরায় পরদিবস ঐ রূপ করিয়া ৬০ গ্রেণ সলফেট অব ম্যাগনিসিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

যদি রোগির গা বোমীং করে বা বোমী হয়, তাহা হইলে ১০ গ্রেণ সোডার সহিত কুইনাইন গুলিয়া একটা পাত্রে রাখিবে আর একটী পাত্রে ৫ গ্রেণ টারটারীক অ্যাসিড গুলিয়া লইবে পরে, ঐ উভয়কে একত্র করিয়া সেবন করিবেক।

যদি উদরাময় থাকে, তবে কুইনাইনের সহিত অর্দ্ধ ড্রাম লাইকার মরফিয়া (Liquor Morphiæ *i. e.* Solution of Morphia.) একত্র করিয়া একবার সেবন করাইবেক।

এ জ্বরে নানাবিধ উপসর্গ হয়। যদি রোগী অত্যন্ত প্রলাপ বকে, তাহা হইলে একটা জোলাপ দিবেক এবং তদ্ব্যতিত পূর্ব্বলিখিত ঔষধ সমস্ত দিবেক। যদি জোলাপে প্রলাপ বন্ধ না হয়, তবে কপালে শীতল জলের পটী দিবেক। চুল ছোটং করিয়া ছাঁটিয়া দিবেক অথবা একেবারে মুণ্ডন করিয়া দিবেক।

যদি জ্বর বিচ্ছেদ কালে রোগী বেহুঁস ও অভিভূত হয়, তাহা হইলে ঘাড়ে একটা বেলেস্তারা (Blister) দিবেক। লাইকার লিটী (Liquor Lyttæ) একটা তুলিতে করিয়া ৫।৬ বার ঘাড়ে বুলাইলেই ফোস্কা হইবেক।

যদি রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হয়, ও চুপেং অর্থাৎ অধিক শব্দ না করিয়া প্রলাপ বকে, যদি তাহার দন্তে ময়লা পড়ে ও জিহ্বা শুষ্ক ও ময়লা হয় তাহা হইলে মাংশের ঝোল, দুগ্ধ, পোর্ট ইত্যাদি দ্বারা তাহার শরীরের পুষ্টি বর্দ্ধন করিবেক। যদি যকৃতে বেদনা ও ন্যাবা হয়, তাহা হইলে উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে রাইসরিষার পটী দিবেক। ও মধ্যেং উদর পরিষ্কার রাখিবার জন্য গ্রেগরিজ পাউডার পূর্ব্ব লিখিতমত সোডা সংযুক্ত করিয়া সেবন করাইবেক।

এই সমস্ত উপসর্গের যে কোনটা উপস্থিত থাকুক না, জ্বর লাঘব কালে, কুইনাইন সেবন করাইতে ক্রুটি করিবেক না।

অবিচ্ছেদ জ্বর।

যে জ্বরে কোন রূপ বিচ্ছেদ হয় না, তাহাকে অবিচ্ছেদ জ্বর বলা যাইতে পারে। ইংরাজিতে ইহার নাম "Continued Fever।"

অবিচ্ছেদ জ্বর চারি প্রকার। ১ম সামান্য অবিচ্ছেদ জ্বর, ২য়, টাইফস (Typhus Fever) ৩য় টাইফএড (Typhoid) ৪র্থ রিল্যাপসীং (Relapsing or Famine Fever)। এই চারি প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকারই সাধারণতঃ দেখা যায়। দ্বিতীয় প্রকার এদেশে প্রায় হয় না, তৃতীয় ও চতুর্থ অতি বিরল। সুতরাং এ স্থানে সামান্য অবিচ্ছেদ জ্বরেরই মাত্র বর্ণনা করা যাইবে।

সামান্য অবিচ্ছেদ জ্বরে কোন পূর্ব্ব

লক্ষণ টের পাওয়া যায় না। হঠাৎ শরীর ক্লান্ত বোধ হয়, নড়িয়া বসিতে ইচ্ছা করে না, মনে কিছুই ভাল লাগে না, ক্ষুধা থাকে না, গা বোমীং করে, মাথা ধরে, গা, হাত, পা দবং করে, শীত বোধ হয় ও কখনং কম্প হয়। এই রূপ ঘন্টা কতক থাকিয়া শীত সারিয়া যায় ও শরীর শুষ্ক ও গরম হইয়া উঠে। নাড়ী মোটা হয় ও অতিশয় বেগবতী হয়। কখনং বা তারের মত সূক্ষ্মও হয়। শীরঃপীড়া হয়, জিহ্বা শুষ্ক ও ময়লা হয়, পিপাসা হয়, মলবদ্ধ হয় এবং প্রস্রাব কম ও লালবর্ণ হয়। রোগী শীঘ্রই কৃশ হয়, মুখ রক্তহীন দেখায়, কখনং প্রলাপ বকে। রাত্রিকালে এই সমস্ত বৃদ্ধি হয়, কিন্তু নিদ্রা হইলে, পর দিবস প্রাতে কিছু ভাল বোধ হয়। এই রূপ অবস্থায় ৩।৪ দিবস কাটিয়া যায়। চতুর্থ দিবসে, বা পঞ্চম দিবসে কিম্বা কখনং ষষ্ঠ দিবসে নীরস জিহ্বা পুনরায় রসযুক্ত হয়, চর্ম্মের শুষ্কতা ঘুচিয়া যায়, শীরঃপীড়া ও গাত্রবেদনা কম পড়ে, পরে প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া যায়। এই ঘর্ম্মের পর হইতেই নাড়ী স্বাভাবিক হইতে থাকে ও জ্বর ছাড়িয়া যায়। কাহারং ঘর্ম্ম না হইয়া পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠ দিবসে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হয়, কাহারং বা উদরাময় হয়, কিম্বা ওষ্ঠে এক প্রকার ব্রণ হয় (জ্বর ঠুঁটো)। যাহাই হউক, এই অবধি রোগীর জ্বরত্যাগ হয়, প্রস্রাব স্বাভাবিক হয় এবং শরীরে আরাম বোধ হয়। পরে ক্রমেং রোগী সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করে। এ জ্বরে বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

ইহার চিকিৎসাও সহজ। প্রথমতঃ গ্রেগরিজ পাউডর ও সোডা সেবন করাইয়া উদর পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেক। রোগীকে শয্যায় শায়িত রাখিবেক এবং দুদ সাগু বা দুদ সুজী ইত্যাদি লঘু আহার দিবেক।

জ্বরের প্রাবল্য নিবারণ জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করিতে দিবেক। যথা,

এসিটেট অব পট্যাস	৩০ গ্রেণ
ক্লরেট অব পট্যাস	ঐ
কর্পূরের জল	৬ আউন্স

ইহার ছয় অংশের এক অংশ তিন তিন ঘন্টা অন্তর সেবন করিবেক।

রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ ও মাংসের ঝোল পথ্য দিবেক।

পরে জ্বর পরিত্যাগ হইলে ৪ গ্রেণ কুইনাইন প্রতি দিবস তিনবার করিয়া সেবন করিতে দিবেক।

এ রোগ হইতে মুক্ত হইলেও রোগী দীর্ঘকাল দুর্ব্বল থাকে। এই দৌর্ব্বল্য পরিহারার্থ কোন বলকারক ঔষধ সেবন করাইবেক। যথা,

কুইনাইন	১২ গ্রেণ
ডিলিউট সলফিউরিক অ্যাসিড	অর্দ্ধ ড্রাম
টীংচার কলম্বা	৬ ড্রাম
জল	৬ আউন্স

ইহার ছয় ভাগের এক ভাগ প্রত্যহ তিন বার সেবন করিবেক। কখনং ইহাতেও দৌর্ব্বল্য ঘোঁচে না। এ রূপ অবস্থায় বায়ু পরিবর্ত্তন বিধেয়। বঙ্গবাসীদিগের পক্ষে এ অবস্থায় দারজিলিং অতি উৎকৃষ্ট স্থান, কিন্তু শীতকালে নহে। যাহারা স্থানান্তরে যাইতে না পারে, তাহারা প্রত্যহ ৩।৪ ঘন্টা নৌকারোহণে ব্যয় করিলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ উপকার পাইবে।

বসন্ত।

বসন্তের বীজ যে কোন প্রকারে হউক

শরীরে প্রবেশ করিলে বসন্ত রোগ হয়। ইহার প্রারম্ভে শরীরের গ্লানি, শীরঃপীড়া জ্বর, বোমি, ও পৃষ্ঠে বেদনা হয়। দুই দিবসের পর এ সমস্ত কম পড়ে এবং ইহাদের পরিবর্ত্তে শরীরে লাল২ বিন্দু দেখা দেয়। সাত দিবসের মধ্যে এই সমস্ত বিন্দু গুলি বড়২ হয় ও পাকে। এই রূপ গুটী কখন২ নাক ও মুখের মধ্যেও হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য গলা বেদনা হয়। পৃষ্ঠবেদনা ও বোমী যাহার যে পরিমাণে অধিক হয়, তাহার বসন্ত সেই পরিমাণে ভয়ানক হইয়া থাকে।

গুটী, প্রথমতঃ মুখে, গলায় ও হাতে হয়; পরে বুকে ও পীঠে এবং পরিশেষে পায়ে দেখা দেয়। প্রথম অবস্থায় ইহারা লাল২ বিন্দুর মতন হয়, পরে বড় হইয়া নবম দিবসে পরিপক্ক হয়। তাহার পর গলিয়া গিয়া মুখগুলি শুষ্ক পুঁজে আবৃত থাকে। ৪।৫ দিবস পরে সেগুলি ঝরিতে আরম্ভ করে।

যাহার যত গুটী হয়, তাহার পীড়া তত ভয়ানক হইয়া উঠে। অল্পগুটি হইলে সে গুলি পৃথক্২ থাকে, অধিক হইলে পরস্পর মিলিত হইয়া যায়। গুটী পৃথক্২ থাকিলে বিপদের আশঙ্কা থাকে না। গুটী পরস্পর মিলিত হইলে পীড়া অত্যন্ত কঠিন বিবেচনা করিতে হইবেক। কখন২ মুখের বসন্ত পরস্পর মিলিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু শরীরের অন্যান্য স্থানে পৃথক্ পৃথক্ থাকে এবং পাকিয়া উঠিয়া একটী২ মুক্তার মতন দেখায়।

গুটীর মধ্যে যখন পুঁজ হয়, তখন আবার পুনরায় জ্বর হয়। এই জ্বর গুটী দেখা দিবার আট দিবস পরে প্রকাশ হয়। যাহার গুটী পৃথক্২ থাকে তাহার জ্বর অতি সামান্যরূপ হইয়া থাকে. কিন্তু যাহার গুটী পরস্পর মিলিয়া যায়, তাহার জ্বর কখন২ এত ভয়ানক হয় যে, তাহাতেই অবিলম্বে প্রাণ নষ্ট হয়।

যতপ্রকার ছুতিস্পর্শ রোগ আছে, তাহার মধ্যে বসন্তের বীজই সর্ব্বাপেক্ষা অব্যর্থ। একবার শরীরে প্রবেশ করিতে পারিলেই, বসন্ত হইবেই হইবে, ইহা নিশ্চয়। কিন্তু একবার বসন্ত হইলে, সে ব্যক্তির প্রায় আর দ্বিতীয়বার হয় না। যাহাদিগের পূর্ব্বে ইংরাজি বা বাঙ্গলা টীকা হয় নাই, তাহাদিগের বসন্ত হইয়া প্রায় শতকরা ৩৩ জন মরে। বাঙ্গলা টীকার পর যে বসন্ত হয় তাহা কঠিন রোগ নহে।

চিকিৎসা। সামান্য বসন্ত রোগে যত কম ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়, ততই ভাল। রোগিকে একটী ভাল ঘরে রাখিবে, ঘরটীতে যাহাতে উত্তম রূপে বায়ু চলাচল করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিবেক। সে ঘরে অধিক পর্দ্দা বা গালিচা বা অন্যান্য বস্ত্রাদি রাখিবেক না।

ঘরে কোন দুর্গন্ধ নিবারক দ্রব্য রাখিবেক। ৩ ড্রাম আইওডাইন (Idoine) একটা পেয়ালা বা কাচের বাসনে অনাবৃত অবস্থায় ঘরের কোন স্থানে রাখিলে, দুঃর্গন্ধ দুর হয়। এবং যদি অবিলম্বে দূর করিবার আবশ্যক হয়, তবে ঐ আইওডাইন একখানা লোহার হাতার উপর রাখিয়া আগুনের উপর সেই হাতা রাখিলে অবিলম্বে দুঃর্গন্ধ দূর হইবে।

রোগীর পথ্য। এরোরুট, সাগু, সুজী, দুদ, পক্ক ফল, লেমনেড, সোডাওয়াটার ইত্যাদি।

শরীরে উত্তপ্ত জলের সেক দিবেক

এবং দিবসের মধ্যে একবার অন্তত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবেক।

মলবদ্ধ থাকিলে সিটলিজ পাউডারের (Seidlitz Powder), জোলাপ দিবেক। অথবা দুই ড্রাম সলফেট অব ম্যাগনিসিয়া, ২ড্রাম টীংচার অব ছেনা এক ছটাক শোনামুকীর জলের সহিত সেবন করিতে দিবেক। যদি বেদনায় অতিশয় কষ্ট হয়, তাহা হইলে শয়নকালে অর্দ্ধ ড্রাম লাইকর মরফিয়া এক আউন্স জলের সহিত সেবন করিতে দিবেক।

গুটীতে পুঁজ হইবার সময় যে জ্বর হয়, তাহার চিকিৎসা এই রূপ; মলবদ্ধ হইলে ১ ড্রাম গ্রেগরিস পাউডার (Gregory's powder), ২০ গ্রেণ সোডা ও এক আউন্স পেপারমিন্ট ওয়াটার (Peppermint water) দিবেক। যদি উদরাময় হয়, তাহা হইলে ১০ বিন্দু টীংচার অব ওপিয়ম (Tinchure of Opium) এক আউন্স জলের সহিত দিবসে দুই বার বা তিন বার সেবন করিতে দিবেক। অতিশয় বেদনা হইলেও ঐরূপ টিংচার অব ওপিয়ম দিবেক।

পথ্য দুদ, মাংসের ঝোল, ডিম ইত্যাদি পুষ্টিকারক খাদ্য। পীড়া কঠিন হইলে, প্রয়োজনমত পোর্টওয়াইন (Port wine), ব্রাণ্ডি (Brandy) দুদ, গাঢ় শুরুয়া ইত্যাদি দিবেক।

রূপা শস্তা।

ইউরোপে আজি কালি রূপা শস্তা বড় হইয়াছে। আমেরিকার নূতন খনি সকল হইতে বিস্তর রূপা ইউরোপের বাজারে আসিয়াছে। তাহাতে ইউরোপে এক ঔন্স রূপার মূল্য চারি সিলিং আটপেনি, তথাপি আমদানি কমিতেছে না। এ কারণ বোধ হইতেছে, অতি শীঘ্র লণ্ডন নগরে এক ঔন্স রূপার মূল্য চারি সিলিং অর্থাৎ দুই টাকা হইবে। জর্ম্মাণিতেও অনেক রূপা জন্মে, কিন্তু জর্ম্মাণের রূপা অপেক্ষা আমেরিকার রূপা উৎকৃষ্ট, একারণ জর্ম্মাণির রূপার মূল্যও অনেক কমিয়াছে।

ইউরোপে রূপার বাজার সস্তা হওয়াতে ভারতবর্ষে টাকার বাজার শস্তা হইয়াছে—ভারতবর্ষীয় টাকার মূল্য কমিয়াছে। ভারতবর্ষে আর ইউরোপে টাকার লেনা দেনা অনেক পরিমাণে হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যে সকল ইংরাজেরা কাজ কর্ম্ম করিয়া পেন্সন পাইয়া দেশে আছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে প্রতিমাসে টাকা পাইয়া থাকেন; তাহা ছাড়া ইণ্ডিয়া আফিসের ব্যয়, সৈন্য সংগ্রহের ব্যয়, আবার টাকার সুদ, রেলওয়ের অংশের সুদ বা লাভাংশ; এই সকল বাবদে ভারতবর্ষের আয় হইতে প্রতিমাসে, ও প্রতি ছয় মাসে লণ্ডনে অনেক টাকা যায়। এতদ্ব্যতীত যে সকল ইংরাজেরা এদেশে কর্ম্ম করিতেছেন, তাঁহারা প্রতিমাসে দেশে টাকা পাঠাইয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের টাকার মুল্য লণ্ডনে এক্ষণে এক সিলিং সাড়ে নয়া পেনি মাত্র। পূর্ব্বে আমাদের টাকার মুল্য দুই সিলিং ছিল। সুতরাং এক্ষণে লণ্ডনে আমাদের এক টাকার মুল্য ৮৵১০ আন মাত্র। টাকা ভাঙ্গাইতে এক পয়সা বাটা

দিতে হইলে আমরা কত কষ্ট বোধ করি, কিন্তু আমাদের গবর্ণমেন্ট ও এদেশবাসী ইংরাজেরা ইংলণ্ডে যে টাকা পাঠান, তাহার প্রতি টাকায় /১০ পয়সা বাটা দিতেছেন। সুতরাং আমাদের গবর্ণমেন্ট অনুমান করেন, আগামী বৎসর এই দরুণে আমাদের এক কোটি টাকার অধিক ক্ষতি হইবে। কারণ আমাদের গবর্ণমেন্ট প্রজাদিগের নিকট হইতে বা অন্য যে সকল বাবতে যাহা প্রাপ্ত হয়েন, সে টাকা; কিন্তু ইউরোপে আমাদিগের গবর্ণমেন্টকে প্রতিমাসে যে ব্যয় করিতে হয়, সে সোনা, কিন্তু ইউরোপে সোনা মহার্ঘ ও রূপা শস্তা হইয়াছে, সুতরাং আমাদের ক্ষতি।

আমাদের সকল জিনিষ ইংলণ্ড হইতে আইসে, কলম, কাগজ, কালি প্রভৃতি ষ্টেশনারি; ষ্ট্যাম্প, পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প, আফিসের ফিতা, এমন কি, আমাদের গবর্ণমেন্ট খড়্কে কাটি পর্য্যন্ত ইংলণ্ড হইতে আনয়ন করেন। বেহারে দুর্ভিক্ষ হইল, লণ্ডনের কামার দোকানে কোদালির ফর্ম্মাস হইল। এখন আমাদের গবর্ণমেন্ট এ ব্যাপারের লাভ টের পাইতেছেন। লর্ড নর্থব্রুক নিজে বলিয়াছেন, রূপার বাজার এই ভাবে কত দিন থাকিবে, তিনি বলিতে পারেন না। তিনি না পারুন, আমরা পারি; আমেরিকার খনি খালি না হইলে রূপার বাজার মহার্ঘ হইবে না। রূপার বাজার আরও শস্তা হইবে। সুতরাং আমাদিগকে আরও ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে, অতএব এই বেলা ইংলণ্ড হইতে যত জিনিষ কম আনান যাইবে, তত ক্ষতি কম হইবে। লণ্ডনে আমাদিগকে এক টাকার মাল ১/১০ আনায় ক্রয় করিতে হইতেছে, কিন্তু আমাদের গবর্ণমেন্ট যদি যত্ন করেন, এদেশে এক টাকার মাল ৸৶০ আনায় পাওয়া যাইতে পারে। রাজার উৎসাহ নাই, সুতরাং দেশে উৎকৃষ্ট জিনিষ উৎপন্ন হয় না। এদেশে কি উৎকৃষ্ট কাগজ হইতে পারে না? এদেশে কি ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত হইতে পারে না?

লণ্ডনে রূপা শস্তা হওয়াতে, সিবিলিয়ান, সৈনিক, রেলওয়ের ইউরোপীয় কর্ম্মচারী প্রভৃতির অনেক ক্ষতি হইতেছে। যে সৈনিক ৩০ টাকা বেতন পায়, সে দশ টাকার অধিক মাসে তাহার বৃদ্ধা মাতার জন্য দেশে পাঠাইতে পারে না, কিন্তু ১০ টাকা পাঠাইলে তাহার মাতা ৯/০ আনা মাত্র পাইয়া থাকে। সিবিলিয়ানদিগেরও এই রূপ। অনেকের পরিবার দেশে, সন্তানসন্ততি দেশে, তাহাদের জন্য প্রতিমাসে টাকা পাঠাইতে হয়, আর প্রতিমাসে তাঁহাদের ক্ষতি। আমরা এজন্য তাঁহাদের সহিত সমদুঃখতা প্রকাশ করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের গবর্ণমেন্ট ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারেন না। লণ্ডনের বাণিজ্য ব্যবসায়ে আমাদের গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। লণ্ডনের বাজারে আমেরিকা হইতে আবশ্যকের অধিক রূপা আসিতেছে, সুতরাং রূপা শস্তা হইতেছে। কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট রূপার বাজারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। আর আমেরিকার খনিতে অনেক রূপা জন্মিতেছে বলিয়া ভারতবর্ষের ক্ষতি হওয়াতে আমেরিকা রূপা তুলিতে ক্ষান্ত হইতে পারেন না। স্বাধীন বাণিজ্যে গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ

করিলে ক্ষতি হয়, উপকার হয় না। আর কতকগুলি রাজকর্ম্মচারির কতক টাকা ইংলণ্ডে পাঠাইতে ক্ষতি হইতেছে বলিয়া গবর্ণমেন্ট এদেশের টাকা ওজনে দেড় ভরি করিতে পারেন না। এজন্য ইউরোপীয়েরা বড় গোল করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, পাঁচ বৎসরের মধ্যে টাকাতে চারি আনা ক্ষতি হইবে, মতলব এই, এ ক্ষতি তাঁহাদের হইয়া গবর্ণমেন্ট সহ্য করেন।

ইউরোপে রূপা শস্তা হওয়াতে কি কাহারও ক্ষতি বই লাভ হইতেছে না? আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি, যাঁহারা লণ্ডন বা অন্যান্য স্থান হইতে এদেশে টাকা প্রেরণ করেন, তাঁহাদের লাভ হইতেছে। লণ্ডনের এক সিলিং নয় পেনি কলিকাতায় এক টাকা সুতরাং তাঁহাদের টাকাতে দেড় আনা লাভ হইতেছে।

মিসনারি সোসাইটীরা এদেশে টাকা পাঠাইয়া থাকেন, তাহাদের লাভ হইতেছে। যে সকল বণিকেরা এদেশে জিনিষ ক্রয় করিবার জন্য টাকা পাঠাইয়া থাকেন, তাঁহাদের লাভ হইতেছে। আমাদের গবর্ণমেন্টেরও কিছু লাভ হইতেছে, ইউরোপের রূপাতে আমাদের টাকা প্রস্তুত হয়, আমরা এখন রূপা শস্তা পাইতেছি, কিন্তু সে লাভ লাভের মধ্যে গণ্য নয়, আমাদের টাকার মূল্য কমিয়া যাওয়াতে সে লাভ খাইয়া গিয়াছে।

টাকার মূল্য কমিলে বা বাড়িলে দেশের এক শ্রেণীর লোকের লাভ আর এক শ্রেণীর ক্ষতি হইয়া থাকে। টাকার মূল্য কমিলে খাতকের লাভ, কিন্তু মহাজনের ক্ষতি। যখন টাকার মূল্য ১৬ আনা ছিল, তখন তুমি টাকা কর্জ্জ করিয়াছ, কিন্তু যখন টাকার মূল্য ৸৵ আনা, তখন তুমি শোধ করিলে; সুতরাং খাতকের লাভ, কিন্তু মহাজনের ক্ষতি। টাকার মূল্য কমিলে টাকার ক্রয় করিবার ক্ষমতা কমে। সুতরাং বেতনগ্রাহিদের ক্ষতি। টাকার মূল্য কমিলে প্রজার লাভ, কিন্তু জমিদারের ক্ষতি। যাহারা জমিদারী বাঁধা রাখিয়া টাকা ধার দিয়াছে, তাহাদের ক্ষতি। জমিদারির আয় ধরিয়া হিসাব করিয়া টাকা ধার দেওয়া হয়, কিন্তু জমিদারির আয় শতকরা ১০৲ টাকা কমিলে মহাজনের ক্ষতি হইল। কিন্তু আমাদের টাকার মূল্য বিলাতে কম হওয়াতে আমাদের গবর্ণমেন্টেরই যে ক্ষতি হইতেছে, দেশের বিদেশী বেতনগ্রাহিদেরই যে ক্ষতি হইতেছে, কিন্তু জনসাধারণের কোন ক্ষতি হয় নাই, হইবেও না। ইউরোপে টাকার মূল্য কমিলে দেশের শ্রমজীবী লোকদিগের বড় কষ্ট হয়। মনে কর, যখন টাকার মূল্য ১৬ আনা ছিল, তখন এক টাকায় চারি সের মাংস পাওয়া যাইত, এক জন দৈনিক শ্রমজীবীর সাপ্তাহিক বেতন ৫৲ টাকা ছিল; কিন্তু এখন টাকার মূল্য ৸৵ আনা। এখন এক টাকায় সাড়ে তিন সের মাংস পাওয়া যায়, সুতরাং তাহার ক্ষতি হইল। কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ শ্রমজীবী লোক অতি অল্প। যাহারা কৃষক, তাহাদের শ্রমের ফলের উচিত অংশ তাহারা ভোগ করে; তাহারা ইউরোপের কৃষকের মত জন খেটে খায় না। সুতরাং টাকার মূল্য কমিলে তাহার শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বাড়ে, আর সেই বৃদ্ধি তাহারই লাভ। জমিদারকে যে প্রতি বিঘা তিন টাকা দেওয়া হইত, টাকার মূল্য ১৷৵ আনা

হইলেও সেই তিন টাকা, আবার টাকার মূল্য ৸৵ আনা হইলেও সেই তিন টাকা। আর জমিদার কালেক্টরিতে যে রাজস্ব দিয়া থাকেন, তাহা টাকার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধিতে কমে বাড়ে না।

এখন, আমাদের টাকা লণ্ডনে যে শস্তা হইয়াছে, আর তাহাতে যে আমাদের ক্ষতি হইতেছে, এ ক্ষতি নিবারণের উপায় কি? কেহ২ গবর্ণমেন্টকে একেবারে দশ কোটী টাকা ক্ষতি স্বীকার করিয়া দুই কোটী সবরেণ প্রস্তুত করিতে পরামর্শ দিতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে লাভ কি? আমাদের টাকা ত বন্ধ করিবার জো নাই? ভারতবর্ষে কম হইলেও দুই সহস্র কোটি টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি প্রচলিত আছে। আমাদের টাকা দিয়া ত সোনা কিনিতে হইবে? দশ টাকার সোনা এগার টাকা চারি আনাতে কিনিয়া টাকসালে সবরেণ প্রস্তুত করিয়া দশ টাকায় বিক্রয় করিলে লাভ কি? মূল কথা এই, পৃথিবীতে রূপা অধিক হইয়াছে, তাহার উপর আবার আমেরিকা হইতে বিস্তর রূপা আসিতেছে, সুতরাং রূপা শস্তা হইয়াছে। কিন্তু রূপার প্রধান ক্রেতা কে? আমরা যদি আজি রূপা ক্রয় করা বন্ধ করি, কল্য কি লণ্ডনে আমেরিকার রূপা প্রতি ঔন্স দুই সিলিঙ্গে বিক্রয় হয় না? উত্তম পরামর্শ এই, রূপা ক্রয় রহিত করা, ইউরোপে যখন রূপা শস্তা হইয়াছে, তখন এদেশেও রূপা শস্তা হইবে, তাহা হইলে আর এদেশের লোকে টাকা গলাইয়া গহনা প্রস্তুত করিবে না। আর পাঁচ টাকার নোট হওয়াতে টাকার আবশ্যকতা অনেক কমিয়াছে। অতএব রূপা ক্রয় রহিত করিয়া পাঁচ টাকার নোট অধিক করিলে লণ্ডনে রূপার বাজার আরও শস্তা হইবে। যখন খুব শস্তা হইয়া বাজার দাঁড়াইয়া যাইবে, তখন সেই অনুসারে আমাদের টাকার মূল্য স্থির করিলে ভাল হইবে।

বাঙ্গালি চটি ও ইংরাজি বুট।

চাঁদনির চকে মুসলমানদিগের জুতার দোকান গুলি শুক্রবারে একটা পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। শুক্রবার জুম্বাবার, মুসলমানেরা জুম্বাবারে কোন কাজ করে না। এক মুসলমানের জুতার দোকানের পাশে আমার দোকান; বড় বৃষ্টি হইতেছে, দোকানে বেচা কেনা বন্ধ; আমি নীরবে বসিয়া সর ডগলাস্ ফর্সিথের আবার রাজ সভায় পাদুকা খোলার বিষয় ভাবিতেছি। এমন সময়ে পাশের জুতার দোকানে জুতাদের কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। যাহা শুনিলাম, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

বাঙ্গালী চটি ইংরাজী বুটকে জিজ্ঞাসিল, "ভাই বুট, আজি কেমন আছ?"

ইংরাজী বুট রাগত হইয়া কহিল, "অরে, নিগার, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা যে আমাকে ভাই বলিস্? বামণ হইয়া চাঁদে হাত? আমাকে সর্ বলিবি।"

বাঙ্গালি চটি বাঙ্গালির মতন নম্রভাবে কহিল, "সর্, আপনাকে ভাই বলিব না কেন? এক দোকানে, এক

স্থানে বাস করি; আপনি আমার প্রতিবাসী; এজন্য আপনাকে ভাই বলিয়াছি।”

ইংরাজী বুট ইংরাজের মত পঞ্চমে উঠিয়া কহিল, “তোরা ছোট, আমরা বড়। তোরা জিত, আমরা জেতা। তোরা পরাধীন, আমরা স্বাধীন। তোদের সঙ্গে আমাদের আবার বন্ধুতা কিরে? দেখ্, হিন্দুরা যখন এদেশে আইসে, তখন এদেশের আদিম বাসিদিগকে পরাজয় করিয়া এদেশে বাস করে! আজিও সেই কারণে হিন্দুরা আদিম বাসিদিগকে ঘৃণা করে।”

“এখন বুঝিলাম, আমরা পরাধীন; আপনারা স্বাধীন; এজন্য আমাদের সঙ্গে আপনাদের বন্ধুতা হয় না। কিন্তু আপনাকে ‘সর্’ বলিব কেন?”

“তোরা আমাদের ভৃত্য, আমরা তোদের প্রভু, এজন্য আমাদের তোরা সর্ বল্‌বি, আর আমরা তোদের নাম ধরিয়া ডাকিব। তার সাক্ষী গবর্ণমেন্ট আফিস্। সেখানে আমরা রামধন, গোপাল বলিয়া ডাকি, আর তোরা আমাদের সর্ বলে।”

“ইহাও বুঝিলাম। কিন্তু যারা আসল ইংরাজ, তারাই যেন আমাদের নাম ধরিয়া ডাকিবে, নকল ইংরাজ অর্থাৎ যাহাদের শরীরের সেদবিন্দু একত্রিত করিয়া ইংরাজী কালি প্রস্তুত হইতে পারে, এখন যে চুনাগলির ফিরিঙ্গী, তারা কেন বাবুদের নাম ধরিয়া ডাকে? আমি শুনিয়াছি, যে ফিরিঙ্গী ৫০৲টাকা বেতন পায়, সে সহস্র মুদ্রা বেতনভোগী বাঙ্গালীকে “শ্যামাচরণ” বলিয়া ডাকে। ইহার কারণ কি?”

“ইহার কারণ জান না? ঐ ফিরিঙ্গী-যাদের আমরা স্নেহবশতঃ ইষ্টইণ্ডিয়ান বলি, উহারা এদেশে আমাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ। আমাদের রাজত্ব যাইতে পারে, আমাদের নাম পর্য্যন্ত লোপ হইতে পারে, কিন্তু উহারা এদেশে আমাদের পিরামিড, উহারা আমাদের তাজমহল। যদি আমরা হিন্দু হইতাম, উহারা গয়াতে আমাদের পিণ্ড দান করিত।”

“ফিরিঙ্গীরা এদেশে আপনাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ, তাহা বুঝিলাম। আর সেই জন্য উহারা বড়২ চাকরি পায়। কিন্তু এদেশের যে বাঙ্গালীরা আপনাদের মত পোশাক পরে, তাহারা আপনাদের কে?”

“তাহারাও এক প্রকার আমাদের কীর্ত্তিস্তম্ভ; কিন্তু তাহাদের সঙ্গে আমাদের শারীরিক সম্পর্ক নাই; তাই আমরা তাহাদের ভাল বাসি না। উহাদের বড় বিপদ, উহারা ময়ূরপুচ্ছ পরিয়া ময়ূরের দলে মিলিতে চাহে; কিন্তু আমরা উহাদের ঘৃণা করি। উহাদের তাঁতিকুলও নাই, বৈষ্ণব কুলও নাই।”

“ভাই, শ্রীবিষ্ণু, সর্, কিন্তু ইংরাজে আপনার বুটকে ভাল বাসে না; জল হউক, বৃষ্টি হউক, পায়ে দিয়াই চলে। আর বাঙ্গালীরা আমাদের কেমন ভাল বাসে দেখুন দেখি? রাস্তায় একটু জল হইলে, অমনি আফিসের কাগজে জড়াইয়া বগোলে করে।”

“তুমি মুর্খ, বুঝ না। ইংরাজে আমাদের এত ভালবাসে যে বিপদ আপদ সকল সময়ে পায়ে রাখে; তিলেকমাত্র বিচ্ছেদ নাই।”

“কিন্তু এবার ব্রহ্মদেশের রাজদরবারে অনেকক্ষণের জন্য বিচ্ছেদ হইয়াছিল।”

“সর্ ডগলাস্ ফর্‌সিথের দোষে

বিচ্ছেদ হইয়াছিল। পারস্য রাজদরবারে বিচ্ছেদ হয় নাই—আর ভারতবর্ষের রাজাদের ত কথাই নাই, তাহারা আমাদের করতলস্থ—আমরা ওঠ্, বলিলে ওঠে, বোস্ বলিলে বসে।'

"তবে ব্রহ্মদেশে বিচ্ছেদ হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে।"

"স্বীকার করি, কিন্তু দেখিবে, এ পাপে ব্রহ্মরাজের কি দশা হয়।"

"তাঁহার এ পাপের কি দণ্ড দিবেন, স্থির করিয়াছেন?"

"এ পাপে তাঁহাকে আমাদের করদ করিব। কিন্তু তিনি জীবিত থাকিতে হবে না। তিনি মরিলে তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী যিনি হইবেন, তিনি এক্ষণে আমাদের হাতে চুনারের দুর্গে আছেন। তাঁহাকে ব্রহ্মদেশে আমাদের করদ রাজা করিব। সুতরাং রাজার পাপে রাজ্য পরাধীন হইবে।"

"উচিত শাস্তি বটে। ভাল আমি শুনিয়াছি, গবর্ণমেন্ট আদেশ করিয়াছেন, দরবার কালে যে রাজারা ইংরাজী বুট পরিবেন, তাঁহারা জুতা শুদ্ধ দরবারে যাইতে পারিবেন, কিন্তু যাঁহারা দেশী জুতা পরিবেন, তাঁহারা তাহা খুলিয়া দরবারে যাইবেন। ইহার কারণ কি? দেশীয় জুতার প্রতি এত অকৃপা কেন?"

"কারণ বিলাতি বুট পবিত্র, দেশী জুতা অপবিত্র। ইংরাজি বুট এত পবিত্র যে ইংরাজেরা জুতা শুদ্ধ বাঙ্গালীদের ঠাকুর দালানে পর্য্যন্ত যায়, আর বাঙ্গালি চটি এত অপবিত্র যে তাহা পায় দিয়া তোমাদের বিদ্যাসাগর পর্য্যন্ত কলিকাতার চিত্রশালিকায় যাইতে পায় নাই। বিদ্যাসাগর এমন নির্লজ্জ যে তথাপি চটি ত্যাগ করিয়া বিলাতি বুটের শরণ লয় নাই।"

"বিদ্যাসাগর এমনি নির্লজ্জই বটে। যাহা হউক, বুট মহাশয়, আপনার কৃপায় নিজের অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। এখন বুঝিতে পারিলাম যে এ সংসারে আপনাদের সেবা করিবার জন্য ভারতবর্ষীয়দিগের জন্ম হইয়াছে, আমরা আপনাদের সুখ ভোগের উপকরণ মাত্র। হে, বুট, আপনি সামান্য পাত্র নহেন, এই বুট শুদ্ধ পায়ের আঘাতে নীল অঞ্চলে কত প্রজা নীলের দাদন লইয়াছে, কলিকাতা সহরে কত ভৃত্য প্রতিদিন এই বুট শুদ্ধ পায়ের আঘাত খাইতেছে। বুট, তুমি বেঁচে থাক; তোমাকে গড় করি।"

কমলা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিরহ-বিকার।

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখিয়িতে কালি ভিত ভরি গেল।
বিদ্যাপতি।

কমলার কাছে বলিয়া আসিয়াছেন, চারি পাঁচ দিন বিলম্ব হইবে; কিন্তু কত পাঁচ দিন হইয়া গিয়াছে, আরও কত পাঁচ দিন যে হইবে, তাহারও ঠিকানা নাই। যে কাজে আসিয়াছেন, তাহার একরূপ সারোদ্ধার না করিয়াও যাইতে পারেন না—কখন্ কি কাজ পড়ে।

নবীনমাধব জানিতেন যে, নিজের কাজ নিজে না দেখিলে, প্রায়ই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না; সুতরাং কেবল উকিল মোক্তারের উপর নির্ভর করিয়া, বাটী যাইতে পারিতেছিলেন না। এদিকে আবার কমলার কাছে মিথ্যাবাদী হইতেছেন, আপন হৃদয়ের কাছে নিষ্ঠুর হইতেছেন। "মার্গাচল ব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ" নবীন যাইতেও পারেন না, থাকিতেও পারেন না। যে সময় মকদ্দমা সম্বন্ধীয় কার্য্যে লিপ্ত না থাকেন, সে সময় নির্জ্জনে, আকাশ পাতাল কত কি ভাবেন।

আজ কাছারি হইতে আসিয়া অবধি মনটা আরও যেন উদাস হইয়া গিয়াছে —সংসার কেমন শূন্যময় লাগিতেছে, যেন কোন প্রিয়বস্তু হারাইয়া গিয়াছে। গৃহের ছাদে, সন্ধ্যার কোমল নীলাকাশতলে, নবীন চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন। মনে হইতেছিল—"যেরূপ অবস্থা তাহাতে এ গোল শীঘ্র মিটিবে, এরূপ বোধ হয় না। তবে না হয় একবার যাই; গিয়া দেখে আসি। কমলা না জানি কি মনে করিতেছে, না জানি কত কি ভাবিতেছে, না জানি কেমন বা আছে"—নবীন শিহরিয়া উঠিলেন। যে কমলার মাথা ধরিলে হৃদয়ে শক্তিশেল বাজিয়াছে, তাহার পীড়ার সম্ভাবনা মনে আনিতে নবীনের সাহস হইল না। কিন্তু দুশ্চিন্তা রাক্ষস ত কাহারও মুখ তাকায় না। আবার চিন্তা আসিল,—"কমলা আমার কেমন আছে? যদি কমলা—যা থাকে অদৃষ্টে, যাইব—নিশ্চয় যাইব—অন্ততঃ দুই চারি দিনের জন্য গিয়া একবার দেখিয়া আসিব। অদৃষ্টে যাহা আছে, হইবে; তা বলিয়া কি করিব? কিন্তু কমলা আমার ভাল আছে ত? যদি পীড়িত হইয়া থাকে, তাহা হইলে রুগ্নশয্যায়—দূর হউক! অনর্থক আশঙ্কা কেন করি? আর ও কথা ভাবিব না।"

নবীন মনে করিলেন, আর ওকথা ভাবিবেন না, কিন্তু বসিয়া২ কেবল ঐ ভাবনাই ভাবিলেন। কত দিকে মনকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন,—কিন্তু বৃথা চেষ্টা! কেবল কমলার কথাই মনে আসিতে লাগিল।

নবীন কৃতবিদ্য লোক; সুতরাং হিন্দু ধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ডে বড় একটা আস্থা ছিল না। এই জন্য কমলা মধ্যে২ তর্ক করিতে বসিত—সন্ধ্যা আহ্নিকে যদি কোন ফল নাই, তবে লোকে করে কেন? এই মধুর যুক্তি বার২ প্রদর্শন করিত। নবীন বিনা বাক্যব্যয়ে, অতৃপ্তনয়নে, চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই মুখপানে চাহিয়া লাবণ্যলীলা এবং ভাবোচ্ছ্বাস দেখিতেন। স্বামীকে নিরুত্তর দেখিয়া কমলা মনে করিতেন, তাঁহার যুক্তি অকাট্য, সুতরাং আবার অধিকতর উৎসাহে, অধিকতর সরলতার সহিত সেই অকাট্য যুক্তি—অমন মধুর হাসি টুকু থাকিলে সকল তর্কই অকাট্য —সেই অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করিতেন। তর্ক শেষ হইলে নবীনমাধব, কমলাকে আদরে বুকে টানিয়া লইয়া, বিম্বাধরে শীতল চুম্বন বিন্যস্ত করিতেন। তাহা মনে পড়িল। আরও কত কি মনে পড়িল। হেনকালে তাঁহার চাকর আসিয়া এক খানি পত্র তাঁহার হস্তে দিল। পত্র হস্তে করিয়া অন্যমনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে পত্র দিল?

"বাটী হইতে লোক আসিয়াছে।"

পত্র খুলিয়া পড়িলেন,—

ভাই নবীন,

কমলা অত্যন্ত পীড়িতা। রোগ কঠিন—জীবন সংশয়—চিকিৎসক ভরসা বাঁধিতে পারিতেছেন না। প্রলাপে কেবল বলেন 'আজ তিন দিন, আরও দুই দিন।' তোমাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত লালায়িত। শীঘ্র একবার আসিতে পারিলে ভাল হয়। বিলম্ব হইলে,—যত শীঘ্র পার ততই ভাল। ইতি।

নবীনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

—:—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সংসার অসার।

নবীনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। মকদ্দমা মামলা সব ভুলিয়া গেলেন। অনাবৃত শরীরে, পরিধেয় মাত্র লইয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া বাটীর বাহির হইয়া ছুটিলেন। দৌড়াইতে২ একেবারে গিয়া গঙ্গাতীরে উঠিলেন। তখন রাত্রি প্রায় আটটা হইয়াছে। নবীন ভগ্নকণ্ঠে ডাকিলেন,—মাঝিং, দণ্ডীগ্রাম যাবি।

'কত দেবেন'? 'কত দেবেন ? বলিয়া দশ বার জন আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল।

নবীন বলিলেন "কতক্ষণে পৌঁছিতে পারিবি ?"

কেহ এক রূপ, কেহ অন্যরূপ—একং জনে একং কথা বলিল। যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পক্ষণের কথা বলিল, নবীন গিয়া তাহারই নৌকায় উঠিয়া বসিলেন। মাঝি জিজ্ঞাসা করিল—"ভাড়ার কথাটা কিছু বলিলেন না ?"

নবীন গর্জ্জিলেন, "শীঘ্র নৌকা খুলিয়া দাও।"

মাঝি আবার বলিল, "আজ্ঞে ভাড়ার কথাটা না হইলে কি রূপে——"

বাক্য শেষ হইতে না হইতে, নবীনমাধব দন্তে দন্তে চাপিয়া, দন্তমধ্য দিয়া বলিলেন "devil !" পরক্ষণে আবার বলিলেন,—"শীঘ্র খুলিয়া দাও—প্রাণপণে চল—যাহা চাহ তাহাই দিব।" মাঝি আহ্লাদে দশ বার খানা হইয়া তাড়াতাড়ি নৌকা খুলিয়া দিল। বাটী হইতে যে লোক পত্র লইয়া আসিয়াছিল, নবীনকে একা ছুটিতে দেখিয়া,সে সঙ্গে২ আসিয়াছিল, সেও নৌকায় উঠিল। নবীন তাহাকে দেখিতে পান নাই।

নৌকা চলিল। রাত্রি তখন আট্টা হইয়া গিয়াছে। আকাশে চাঁদ আছে। চন্দ্রের শুভ্র রশ্মি জাহ্নবীজলের স্তরে২ প্রবেশ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। শ্রেণীবদ্ধ নৌকা সকলের ভিতর দীপালোক মানিকের ন্যায় জ্বলিতেছে। কিন্তু এ সকল এখন কে দেখে ? হৃদয়ের ভিতর যে কালানল জ্বলিতেছিল, নবীন তাহাতেই উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার ভবিষ্যতের উপর যে গাঢ়তর, গাঢ়তম অন্ধকার আসিয়া সংস্থিত হইতেছিল, তিনি কেবল তাহাই দেখিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন—"হায় ! এত দিনে বুঝি সংসার অন্ধকার হইল। কমলা আমার, আমার জীবনসর্ব্বস্ব কমলা বুঝি আমায় ছাড়িয়া চলিল। কেন আসিয়াছিলাম—কেন তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসি নাই—সকল ছাড়িয়া তাহাকে লইয়া কেন সংসারত্যাগী হইলাম না ? পীড়িতা—সংশয়াপন্না—ভরসা নাই—আমি যাইবার পূর্ব্বেই যদি——"। নবীন কট মট দৃষ্টিতে আকাশ দেখিলেন। আবার

ভাবিলেন,—"এমন হইবে কি? হয়ত গিয়া দেখিতে পাইব,—হয়ত আরোগ্য লাভ করিবে।" সেই পত্রখানি আর একবার ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ইতস্ততঃ খুঁজিলেন, পাইলেন না—কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। পত্র অন্বেষণ করিতে২ পত্রবাহককে দেখিতে পাইয়া, তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুই কি দেখিয়া আসিয়াছিস্?"

উ। আজ্ঞে, মা ঠাকুরাণী বড় ব্যারাম।

প্র। কি ব্যারাম?

উ। আজ্ঞে বড় শক্ত ব্যারাম।

প্র। কেমন আছে?

আবার ঐ উত্তর—বড় শক্ত ব্যারাম। নবীন বুঝিলেন যে ইহার নিকট কোন কথা পাওয়া যাইবে না,—সুতরাং আর প্রশ্নের দ্বারা তাহাকে বিব্রত করিলেন না। নীরবে বসিয়া আবার চিন্তাপ্রবাহে ডুবিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল যে, তিনি যদি একা ফেলিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে ত কমলা পীড়িতা হইত না।

কমলার যে পীড়া হইয়াছে, তাহা তাঁহারই দোষে। যদি ভাল মন্দ কিছু হয়, তাহার দায়ী কে? যদি সংসার হইতেও নাম মুছিয়া যায়, তবে সে কার্ দোষ? আর কার দোষ?—নবীন চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

অকস্মাৎ অন্ধকারের ভিতর দীপ জ্বলিল। এক দিন রহস্যভাবে কমলা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আচ্ছা, আমি যদি মরি, তুমি কি কর?"। নবীন হাসিতে২ বলিয়াছিলেন,—"তুমি স্ত্রীলোক—একা ছাড়িয়া দিতে পারি না, সঙ্গে যাই।" আজ অকস্মাৎ এই দারুন কথা, বিদ্যুৎবৎ মনে চমকিত হইল। নবীন শিহরিয়া উঠিলেন। বিস্ফারিত নেত্রে একবার দশ দিক চাহিয়া দেখিলেন। তার পর স্থির হইলেন। আর তাঁহাতে কোন রূপ চাঞ্চল্য, কোন রূপ বিহ্বলতা লক্ষিত হইল না—কেবল মধ্যে২ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—'মাঝি, আর কত দূর?'—'মাঝি, এক ঘন্টায় নৌকা কত দূর যায়?'—'আমরা কত ক্ষণের সময় গিয়া পৌঁছিব?'। ইহার অধিক আর কিছুই না।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল। সূর্য্যদেব ক্রমে উপরে উঠিতে লাগিলেন। কালের স্রোতঃ কাহারও জন্য দাঁড়ায় না। এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইলে, সেই মুহূর্ত্তের জন্য কত লোক সুখী হইতে পারে——তবু কালের স্রোতঃ দাঁড়ায় না।

কালের স্রোতঃ দাঁড়াইল না। বেলা প্রায় এগারটা হইয়াছে, এমন সময় নবীনের নৌকা আসিয়া তাঁহাদের গ্রামের স্নানের ঘাটে লাগিল। নবীন নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। এখন আর তত দৌড়াদৌড়ি নাই—যাহা মনে আনিতে সাহস পাইতেছেন না, গৃহে গিয়া পাছে তাহাই প্রত্যক্ষ করিতে হয়। দৌড়িয়া গিয়া আর কি হইবে?—যতক্ষণ আশার কুহকে মনকে বুঝাইয়া রাখিতে পারেন, প্রিয়জনের অমঙ্গল এবং নিজের সর্ব্বনাশ দেখিতে যতটুকু বিলম্ব হয়, তাহাই লাভ। নৌকা হইতে নামিয়া কোন দিকে চাহিতেও সাহস হইল না—পাছে কোন বন্ধু বান্ধবের বিষণ্ণ মুখ দেখিতে হয়। আবার না চাহিয়া চলিয়া যাইতেও মন সরিল না—

অদৃষ্টের কথা কে বলিতে পারে, যদি কাহারও প্রফুল্ল মুখই দেখিতে পান। ভিতর হইতে কে যেন জোর করিয়া চক্ষু ফিরাইয়া দিল——আশার কুহকে বলিহারি! চক্ষু যেন আপনা হইতেই ফিরিল। দেখিলেন, তাঁহার বাটীর এক জন দাসী স্নান করিতে আসিয়া ঘাটে বসিয়া আর এক জনকে কি বুঝাইতেছে। তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবং মনে করিলেন, কিন্তু সাহস হইল না—ঐ ভয়; পাছে সেই নিদারুণ কথা শুনিতে হয়। দাসী তখন ভারতের পুরাবৃত্ত সমালোচন করিতেছিল। ভগীরথের জন্ম বৃত্তান্ত এবং তৎকর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়ন শেষ করিয়া, কেবল জয়দ্রথ বধ আরম্ভ করিয়াছে; সুতরাং হয় নবীনকে দেখিতেই পাইল না অথবা দেখিয়াও দেখিল না। নবীন চলিলেন—মন্দং পাদক্ষেপে, সশঙ্কচিত্তে, উদ্বেলিত হৃদয়ে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কিসের জন্য প্রাণ?

কমলার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে নবীন দাঁড়াইয়া আছেন। ব্যাধিক্লিষ্ট দেহা, মলিন মুখী, মুকুলিত নয়না, বিবর্ণীকৃত কান্তিমতী কমলা শয়ন করিয়া আছেন; তাহার পার্শ্বে নবীন, স্থির দৃষ্টিতে সেই মুখ পানে চাহিয়া আছেন। পার্শ্বে বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী, নয়নাসারে বক্ষ ভিজাইতেছে।

বৃদ্ধা বলিল,—"মা, নবীন আসিয়াছেন।"

উত্তর নাই—বুঝি শব্দ কর্ণে বাজিল না।

বৃদ্ধা আবার কাণের গোড়ায় মুখ লইয়া গিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর স্বরে বলিলেন,—"মা, ও মা, নবীন আসিয়াছেন যে।"

কমলা অত্যন্ত আয়াসে, ভগ্ন এবং রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—'কই, কই?' মস্তক তুলিবার চেষ্টা করিলেন—ভগ্ন গ্রীবা উঠিল না; মস্তক গড়াইয়া পড়িল। নবীন দেখিতেছেন—চাঞ্চল্য নাই, ব্যাকুলতা নাই, চক্ষে জল নাই; কেবল স্থির দৃষ্টিতে দেখিতেছেন।

বৃদ্ধা আবার বলিল,—"মা, একবার দেখ মা, একবার চক্ষু মিলিয়া দেখ মা, নবীন আসিয়াছেন"। কমলা কি বলিবার চেষ্টা করিলেন; বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না—কেবল কণ্ঠ মধ্যে ঘর্ঘর শব্দ হইল। একটা ঈষদুচ্চারিত কথা যেন তাহার মধ্যে ডুবিয়া গেল। নবীন দেখিতেছেন—ব্যাকুলতা নাই, চাঞ্চল্য নাই, চক্ষে জল নাই; কেবল স্থির দৃষ্টিতে দেখিতেছেন।

ক্রমে ঊর্দ্ধশ্বাস হইল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, চক্ষু খুলিয়া গেল, তন্মধ্যস্থিত তারকা নিস্পন্দ হইয়া ঊর্দ্ধবিনস্ত হইল, যা হইবার নয় তাহাও হইল। নবীন কাঁদিলেন না, চীৎকার করিলেন না; কেবল দেখিলেন।

বাটীর মধ্যে ক্রন্দনের গোল পড়িয়া গেল। আত্মীয়া কাঁদিল, পরিবারস্থা কুটুম্বিনী কাঁদিল, দাসিগণ কাঁদিল, প্রতিবেশিনী কাঁদিল—কেবল নবীন কাঁদিলেন না। অপরুদ্ধ পাষাণে বুক বাঁধিয়া, সকলকে স্থির করাইবার চেষ্টা করিলেন। পরে লোক জন ডাকিলেন। কমলাকে নিম্ন তালায় আনয়ন করা হইল। নবীন স্বহস্তে তাঁহাকে আবার সাজাইতে

বসিলেন। যে বসন খানি কমলা পরিতে ভালবাসিত, তাহা পরাইয়া দিলেন। যে অলঙ্কারগুলি কমলার বিশেষ প্রিয়, তাহা পরাইয়া দিলেন। তার পর, যে খাটে শয়ন করিতেন,সেই খাট নামাইয়া তদুপরি কমলাকে শয়ন করাইলেন।

মৃতদেহ তীরস্থ হইল। অন্ত্যেষ্ঠী ক্রীয়ার দ্রব্যাদি আহৃত হইতে লাগিল। লোক জন সকলে বালুকাসনে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিত বলিতেছিলেন—"তা বৈ কি, নবীন কাল্‌কের ছেলে; আবার বিবাহ দেওয়া যাইবে। আমরা সকলে আমোদ করিয়া বরযাত্র যাব।"

অন্য এক জন বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন—"বিবাহ অবশ্য যত ইচ্ছা হইতে পারে, কিন্তু যেমন যায়, তেমন আর হয় না।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"হবে বৈ কি, যেমন সোনার সংসার তেমনই হবে।"

নবীন বিকৃত হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"হবে, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যেন ভাইঝি২ লাগে।"

বৃদ্ধেরা হাসিলেন। যুবকেরা বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন, "এ পিশাচ না কি? অমন স্ত্রীর মৃতদেহ সম্মুখে করিয়া রহস্য করিতেছে!"

চিতা সজ্জিত হইল। মৃতদেহ তদুপরি সংস্থিত হইল। চিতা পার্শ্বে নবীনমাধব দাঁড়াইলেন। পুরোহিতে মন্ত্র পাঠ করিল—মন্ত্রপূত জ্বলন্ত বহ্নি কমলার মুখে দিতে থর২ করিয়া হাত কাঁপিয়া পড়িয়া গেল।

চিতায় অগ্নি সংযুক্ত হইল। অল্পক্ষণের মধ্যে নৈশগগন বিদীর্ণ করিয়া চিতানল জ্বলিয়া উঠিল। বায়ু, সৈকতোপরি 'হায়২' করিয়া ফিরিতেছিল। নবীনমাধব চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিলেন—সব অন্ধকার! কোথাও দাঁড়াইবার স্থান নাই। আকাশে চাহিলেন—চন্দ্র আছে; কিন্তু সে আঁধার চাঁদ। হৃদয়ের দিকে চাহিলেন—চিতানল গর্জ্জিতেছে; তাহার ভিতর কমলা পুড়িতেছে।

আর সহ্য করিতে পারিলেন না। উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কমলা, প্রাণের কমলা, আমার জীবন সর্ব্বস্য কমলা, বিচ্ছেদ বড় যন্ত্রণা—চল সঙ্গে যাই।" এই বলিয়া, লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক সেই জ্বলন্ত চিতায় পড়িলেন। বায়ু অপেক্ষাকৃত কিছু প্রবল বহিল। চিতানল গর্জ্জিয়া উঠিল। সে জ্বলন্ত মৃত্যু মুখে তখন কে যায়? সকলে স্তম্ভিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে সকলে হাহাকার করিল। নবীন, কমলার পার্শ্বে শান্তি শয়নে শয়িত হইলেন। সংসারের অত্যাচার ফুরাইল।

বহুদিন পর্য্যন্ত সেই গ্রামের লোকে বলিত, স্ত্রীলোকেরা এখনও উপমাস্বরূপ বলে,—নবীন কমলার মতন ভালবাসা।

ভারতবর্ষের প্রাচীন নগর ও তাহার স্থাপয়িতাগণ।

সূর্য্য বংশীয়দিগের দ্বারা সর্ব্বাগ্রে অযোধ্যা নগর স্থাপিত হয়। বাল্মীকির মতে মনু কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হইয়াছিল ও ইহার বিস্তৃতি চতুর্ব্বিংশ ক্রোশ। এ কবির কথা, আবার প্রাচীন কালের কবির কথা; এ কথা থাকুক। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, রামের জন্মের পূর্ব্বেই এই নগর অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। এই নগরের নামানুসারে দেশও অযোধ্যা বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। বর্ত্তমান লক্ষ্ণৌ নগর প্রাচীন অযোধ্যার উপনগর মাত্র; লক্ষ্মণের নামানুসারে এই নগরের নাম লক্ষ্মণা হইয়াছিল।

এই সময়ে মিথিলা নগরও স্থাপিত হয়। ইক্ষাকু বংশীয় মিথিল নামক রাজার দ্বারা এ নগর স্থাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে এ দেশের নাম ত্রিহুত।

পূর্ব্বকালে সূর্য্য বংশীয়দিগের দ্বারা এই দুই প্রধান নগর স্থাপিত হয়, এতদ্ভিন্ন রোতা, চাম্পাপুর প্রভৃতি কয়েকটী ক্ষুদ্র নগর ছিল।

চন্দ্রবংশের নানা রাজা কর্ত্তৃক অনেক নগর স্থাপিত হয়। প্রয়াগ অতি প্রাচীন নগর বটে, কিন্তু সহস্রবাহু বা সহস্র অর্জ্জুনের দ্বারা সর্ব্ব প্রথমে নর্ম্মদাতীরে মহেস্বতী নামে নগর স্থাপিত হয়। এক্ষণে এ নগরকে মহেশ্বর বলে। সে দেশের লোকেরা এখন এ নগরকে সহস্র বাহুর বস্তি বলে। চন্দ্রবংশীয় এবং অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয়দিগের মধ্যে চিরকাল প্রতিযোগিতা ছিল।

কৃষ্ণের রাজধানী কুশস্থলী, দ্বারকা, প্রয়াগ, সুরপুর বা মথুরার পূর্ব্বে স্থাপিত হয়। ভাগবত মতে ইক্ষাকুর ভ্রাতা অনৃত কর্ত্তৃক এ নগরের সূত্রপাত হয়, কিন্তু যদুবংশীয়েরা কি প্রকারে ও কখন্ এই নগর অধিকার করেন, ভাগবত এ বিষয়ে নীরব।

যশলমীরের যদুবংশীয় রাজাদের বাটীতে যে সকল পুস্তকাদি আছে, তাহাতে জানা যায় যে, প্রয়াগ নগর, মথুরা ও দ্বারকা নগর নির্ম্মাণ হইবার পরে, স্থাপিত হয়। এ সকল নগরের বিষয় আমরা এত জানি যে, ইহাদের বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক নাই। গঙ্গা ও যমুনার মিলন স্থানে প্রয়াগ নগর স্থাপিত, আমাদের দেশের কত লোকে তথায় যাইয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া থাকেন।

আলেকজাণ্ডারের সময়ের ইতিহাস লেখকেরা বলেন যে, তাঁহার এ দেশ আক্রমণের সময়ে মথুরার ইতস্ততস্থিত লোকদিগকে সুরসেনী বলা যাইত। কৃষ্ণের (বৃন্দাবনের কৃষ্ণ নয়, ভাগবতের কৃষ্ণ) পূর্ব্ব পুরুষদিগের মধ্যে সুরসেন নামে আমরা দুই জন রাজা পাই। এক সুরসেন তাঁহার পিতামহ, আর এক জন অষ্ট পুরুষ পূর্ব্বের। ইহাঁদের কোন্ সুরসেন সুরপুর নগর স্থাপন করেন, ও কাহার্ নামানুসারে দেশের লোকেরা সুরসেনী বলিয়া বিখ্যাত হয়, আমরা তাহা বলিতে পারি না। মথুরা ও ক্লিশোবরা সুরসেনীদিগের প্রধান নগরদ্বয় ছিল, আলেকজাণ্ডারের সময়কার ইতিহাস লেখকেরা এরূপ বলেন। গ্রীকেরা আমাদের দেশের নামের অনেক বিকৃতি করিয়াছেন, তথাপি ক্লিশোবরা ও সুরপুরের কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাই না।

চন্দ্রবংশীয় হস্তী নামক রাজার দ্বারা হস্তিনাপুর নগর স্থাপিত হয়। হরিদ্বারের বিংশতি ক্রোশ দক্ষিণে এই নগরের চিহ্ন আছে। এইস্থানে গঙ্গাস্রোতঃ শিবালোক পর্ব্বত ভেদ করিয়া ভারতের সমভূমিতে পড়িয়াছে। এই মহাস্রোতঃ হিমালয়ের চিরনিহার গলিয়া জন্মে ও অন্যান্য শাখা স্রোতের সঙ্গে মিলিয়া এমন প্রবল বেগে পড়ে যে, ইহার বেগবলে কত পর্ব্বত চূর্ণ ও কত নগর ধ্বংশ হইয়াছে। লোকে জনরব, এমন কি, বিশ্বাস এই যে, এই স্রোতবেগে সুবিখ্যাত হস্তিনানগর নষ্ট হইয়াছে। উইলফোর্ড সাহেব পুরাণে ইহার উল্লেখ দেখিয়াছেন।

সম্ভবতঃ মহাভারতের ঘোরতর যুদ্ধের আট শত বৎসর পরে আলেকজাণ্ডর ভারতবর্ষ জয় করেন, কিন্তু তাঁহার সময়কার ইতিবৃত্তারা এ নগরের কোন উল্লেখ করেন না। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক পরেও যে এ নগর ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

হস্তি হইতে তিন শাখা নির্গত হয়; অজামির, দেবমির, পুরমির। অজামিরের বংশ পঞ্জাব ও সিন্ধুর অপর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, কিন্তু দুই জনের নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে। খ্রীষ্টের জন্মের ১৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এ ঘটনা হয়। অজামিরের বংশে চারি পুরুষ পরে বাজাশ্ব নামে এক রাজা জন্মেন। তাঁহার পঞ্চ পুত্র হয়; তাঁহারা পঞ্জাবের নাম পঞ্চাল রাখেন। ইহাঁদের সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম কম্পিল; তিনি যে নগর স্থাপন করেন, তাহার নাম কম্পিল নগর।

অজামিরের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরা আর এক রাজ্য স্থাপন করেন। উত্তর ভারতবর্ষ তাঁহাদের রাজ্য ছিল।

কুশের চারিপুত্র। তাঁহাদের মধ্যে কুশনাভ ও কুশম্বের নাম অনেকেই জানেন। গঙ্গার তীরে মহাদয়া নামে এক নগর কুশনাভ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। এই নগর শেষে কান্যকুব্জ নামে বিখ্যাত হয়, এবং ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে সাহাবুদ্দীন কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ নগর ধ্বংস হয়। এই নগর পূর্ব্বকালে অনেক সময়ে গাধিপুর নামে খ্যাত হইত। আবুলফজল্ এবং চাঁদ উভয়ে এ নগরের বিষয়ে অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। ফেরিস্তা বলেন, প্রাচীন কালে এই নগরের ব্যাস ৩৫ ক্রোশ ও নগরের মধ্যে তাম্বুল বিক্রয়ের বিপনী ত্রিশ সহস্র ছিল। ফেরিস্তা এস্থলে ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা বলেন। রাথোর বংশ পঞ্চমশতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত কান্যকুব্জে আধিপত্য করেন। এই দেশ হইতে আমাদের আদিসূর রাজা পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

কুশম্ব কৌশম্বী নামে এক নগর স্থাপন করেন। গঙ্গার তীরবর্ত্তী করা নগরে এক খানি ফলক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে যশপাল নামে এক রাজা কৌশম্বী রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, এমত লিখিত আছে, উইলফোর্ড সাহেব তাঁহার পৌরাণিক ভূগোলে বলেন, কৌশম্বী আলাহাবাদের নিকটে।

একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই নগরের নাম প্রচলিত ছিল। কান্যকুব্জ হইতে গঙ্গার তীরে দক্ষিণ দিকে কিয়দ্দূর অন্বেষণ করিলে এ নগরের ভগ্নাবশেষ এখনও পাওয়া যাইতে পারে। কুশের দুই পুত্র আর দুই নগর স্থাপন করেন,

কিন্তু আমরা কোন পুস্তকে তদ্বিষয়ে লিখিত তত্ত্ব পাই নাই।

কুরুর দুই পুত্র সুদীন ও পরীক্ষিত। সুদীনের বংশ জরাসন্ধ গঙ্গাতীরে রাজগড় (রাজমহল) নগর স্থাপন করেন। কিন্তু জরাসন্ধ অবধি সুদীনের বংশ লোপ। পরিক্ষীত হইতে সান্তনু ও বাহ্লীক জন্মেন। সান্তনু হইতে দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরদিগের উৎপত্তি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের বংশ লোপ। বাহ্লীক হইতে বাহ্লীক পুত্রদিগের উৎপত্তি।

দুর্য্যোধন প্রাচীন রাজধানী হস্তিনাপুরে বাস করিতেন। আর পাণ্ডুপুত্রদিগের জন্য যমুনাতীরে ময়দানব কর্ত্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থ নগর নির্ম্মিত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে এই নগরের নাম দিল্লী হয়।

বাহ্লীকপুত্রেরা গঙ্গার ভাটিতে পালিবর্ত্ত ও সিন্ধু নদের পূর্ব্বতীরে আবোর বা আলোক নগর স্থাপন করেন।

যজাতির আর এক শাখার বিষয় কিছু বলা হয় নাই। তাহাদের নাম উরু। এই বংশে বীরত্ব নামে এক রাজা জন্মেন, তাঁহার এক পুত্রের নাম দুহ্য ও অপরের নাম বত্রু। এই বংশের খান্দর এক রাজ্য স্থাপন করেন। আর এক জন ম্লেচ্ছদেশের রাজা হয়েন।

উরুর বংশে শকুন্তলারঞ্জন দুষ্মন্তের জন্ম হয়। তাঁহার পুত্রের নাম ভরত; বোধ হয়, ইহাঁরই নাম হইতে এদেশের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। দুষ্মন্তের চারি পৌত্র কালীঞ্জর, কিরাল, পাণ্ডু এবং চোমান। বুন্দেলখণ্ডে কালীঞ্জর নামে এক বিখ্যাত প্রাচীন দুর্গ আছে, তাহা কালীঞ্জরের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। কিরালের রাজধানী কোথায় ছিল, তাহা জানি না; কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে যে রাজাদিগের নামাবলী প্রকাশিত হয়, তাহাতে তাঁহার নাম পাওয়া যায়।

পাণ্ডু কর্ত্তৃক মালবের উপকূলে পাণ্ডুমণ্ডল নামে রাজ্য স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান তাঞ্জোর, বোধ হয়, তাঁহার রাজধানী।

সৌরাষ্ট্রের উপকূলে জগৎকুণ্ঠের নিকটে চোয়াল নগর। চোয়াল হইতে জোনাগড়ে যাইতে সমুদ্র তীরে এক প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে।

বত্রুর বংশজ অঙ্গ নামে রাজা অঙ্গদেশের অধিপতি। তাঁহার রাজধানীর নাম চাম্পামালিনী। যে সময়ে কান্যকুব্জ নগর স্থাপিত হয়, সেই সময়ে এই নগরও স্থাপিত হইয়াছিল। খ্রীষ্ট জন্মের পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বে কান্যকুব্জ নগর স্থাপিত হয়। কর্ণেল ফ্রাঙ্কলিন অনুমান করেন, চাম্পামালিনী নগর বেহারের কোন স্থলে ছিল, আর অঙ্গদেশ হইতেই বঙ্গদেশের নাম বঙ্গদেশ হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, তিব্বত প্রভৃতি দেশকে অঙ্গদেশ বলা যাইত। আমাদের দেশে সামান্য কথায় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ বলে। অতএব অঙ্গ আর বঙ্গ যে ভিন্ন দুই দেশ তাহার সন্দেহ নাই। আর তিব্বত ও চীনতাতার যদি অঙ্গ দেশ হয়, তাহা হইলে এই দুই দেশের রাজারা আমাদের দেশের রাজবংশোদ্ভব।

প্রাচীন ভারতে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় রাজসন্তানেরা যে সকল রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতেরা অনেক পাইয়াছেন। এখন

তত্ত্ব করিলে আরও পাওয়া যাইতে পারে। ইক্ষাকু ও রামের রাজধানী অযোধ্যা সরযু তীরে; ইন্দ্রপ্রস্থ, মথুরা, সুরপুর, প্রয়াগ যমুনা তীরে; হস্তিনাপুর, কান্যকুব্জ, রাজগড়,গঙ্গাতীরে; মহেশ্বর নর্ম্মদা তীরে; আবার সিন্ধু নদের তীরে; কুশস্থলি দ্বারকা ভারত সাগরের তীরে।

পুরাণে এই সকল নগরের সমৃদ্ধি ও এই সকল নগর স্থাপয়িতাদিগের বীরত্বের বর্ণন আছে। পুরাকালে এই রাজসন্তানেরা এমন ক্ষমতাবান্ ছিলেন যে, এক এক জনে এক এক রাজ্য ও নগর স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে অনেক রাজবংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা না হইলে আমরা আরো অনেক রাজা ও রাজধানী, রাজ্য, ও রাজবংশের নাম পাইতাম। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত অনেকে নির্ব্বংশ হইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধ আর্য্যদিগের হীনবলতার একটী প্রধান কারণ হইয়াছিল। অনেকে এই যুদ্ধ ও রামায়ণের ঘটনা কবির কল্পনাসম্ভূত বোধ করেন, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের নায়কদিগের রাজধানী এখনও ধ্বংসাবশেষ হইয়া আছে, তাঁহাদের সময়কার মুদ্রা এখনও পাওয়া যায়।

এই সকল হইতে দেখা যায় যে, প্রাচীনভারতে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, দক্ষিণে, ও পঞ্জাবে আর্য্যদিগের গতায়াত ও প্রভুত্ব ছিল। আর যদি বিরাট রাজ্য মেদিনীপুর. হয়, তাহা হইলে তথায়ও তাঁহাদিগের আগমন হইত। কিন্তু বিরাট যে মেদিনীপুর, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গদেশে তৎকালে আর্য্যদিগের গতিবিধি ছিল না। যখন পঞ্চভ্রাতা বনবাসে গমন করেন, তখন তাঁহারা পর্ব্বতে২ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যতু গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া তাঁহারা পঞ্জাবের দিকে গিয়াছিলেন। বোধ হয়, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কালে তাঁহারা পঞ্জাবের নিকটেই ছিলেন। মণিপুর পর্য্যন্ত তাঁহাদের পদার্পণ হইয়াছিল। কিন্তু স্পষ্ট বোধ হয়, তাঁহারা হিমালয়ের পর্ব্বতমালা অবলম্বন করিয়া পার্ব্বতীয় পথে মণিপুরে গিয়াছিলেন। তৎকালে যে পর্ব্বতমালা দিয়া সুগম পথ ছিল না, এ বিষয় নিশ্চিত; তথাপি তাঁহারা সেই পর্ব্বতমালা দিয়া মণিপুরে গিয়াছিলেন। হিড়িম্বা রাক্ষসীর সঙ্গে ভীমের সাক্ষাৎ কাছাড়ের কোন পর্ব্বতে হইয়াছিল, এমত বোধ হয়। কাছাড়ে হিড়িম্বার সন্তানেরা ১৮৩০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছেন। এখনও সে দেশকে হেড়ম্ব দেশ বলে। তাহারা আমাদের ন্যায় মনুষ্য; কিন্তু কিঞ্চিৎ কদাকার। বোধ হয়, আর্য্যেরা এদেশের আদিমবাসি কৃষ্ণকায় মনুষ্যদিগকেই রাক্ষস বলিতেন।

আদিসুর হইতে আমরা বঙ্গদেশে রাজার নাম পাই। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে কে রাজা ছিল, তাহার নিশ্চয় প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই; যাইবে যে, তাহারও সম্ভাবনা নাই। আমাদের বোধ হয়, মহাভারতের ঘটনার সময়ে বঙ্গদেশে কোন আর্য্যের পদার্পণ হয় নাই। আর্য্য রাজাদিগের যত বংশ বৃদ্ধি হইয়াছে, ততই তাঁহারা নানা দেশে বিস্তৃত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা মৃগয়া-প্রিয় ছিলেন, এজন্য পার্ব্বতীয় দেশেই বাস করিতে ভাল বাসিতেন। বঙ্গদেশ তৎকালে জলময় ছিল [এখনই

বা কি?] এজন্য এদেশে কেহ আসিতে চাহিতেন না। কিন্তু মনিপুর, ত্রিপুরা, জয়ন্তী ও আশামের রাজারা ক্ষত্রিয়, আর মনিপুরের ও ত্রিপুরার রাজারাও চন্দ্রবংশীয়। আবার বোধ হয়, চন্দ্রবংশীয় রাজারা পার্ব্বতীয় পথে এই সকল দেশে যাইয়া রাজ্য স্থাপন করেন। মনিপুর, ও ত্রিপুরা সমৃদ্ধিশালী রাজ্য নহে; এজন্য বহিঃশক্রুরা এ সকল রাজ্য নষ্ট করে নাই। কিন্তু আশাম যবনদিগের সময়ে ও জয়ন্তী ইংরাজদিগের সময়ে নষ্ট হইয়াছে।

আর্য্যদিগের আর এক গুণ ছিল, তাঁহারা প্রায়ই আপন২ নামানুসারে আপন২ রাজ্যের ও রাজধানীর নাম রাখিতেন। সুতরাং কোন প্রধান ব্যক্তির নামানুসারে যে বঙ্গদেশের নাম বঙ্গদেশ হইয়াছে, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি, কিন্তু সেই প্রধান ব্যক্তি কে তাহা আজিও জানিতে পারি নাই।

সমাজতত্ত্ব।

জাতি সমূহের পরস্পর সংশ্রব ও পরিচয়।

৫৬। প্রত্যেক রাজ্য বা জাতির অধীনস্থ রাজ্য থাকিলে সমবেত হইয়া অধিক পরিমাণে স্বীয় শক্তি পরিচালন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। শান্তির সময় এক জাতীয় লোকেরা অপর জাতীয় লোকদিগকে উপদ্রব করণার্থে প্রায় কোন চেষ্টা করে না, কিন্তু যুদ্ধের সময় পরস্পর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। অসভ্য দেশে এক জাতি অন্য জাতির প্রতি কোন অত্যাচার করিলে ব্যবস্থা দ্বারা প্রায় কোন প্রতিকার হয় না। কোন জাতি প্রতিবাসি দ্বারা উপক্রুত হইলে তৎপ্রতিশোধার্থে তদীয় বন্ধু বান্ধবগণের সহিত সমবেত হয় এবং যাহারা বলবান তাহারা জয়ী হয় এবং যাহারা দুর্ব্বল তাহারা চিরকাল দুঃখ ভোগ করণার্থে বাধ্য হয়। অন্য স্থলে বলা হইয়াছে যে, সভ্যতার সহিত জাতীয় ব্যবস্থা ও ন্যায় বিচারাদি ও উন্নতি লাভ করত নানা প্রকার উপদ্রব তিরোহিত হইয়া বলবান ও দুর্ব্বল সম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত সভ্যতা যে পরিমাণে উন্নত হওয়া উচিত তাহা না হওয়াতে বর্ত্তমান কালে যাহারা সভ্যতম জাতি বলিয়া বাচ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও পরস্পর অন্যায় ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এবং তাঁহারা সময়ে২ ভয়ঙ্কর যুদ্ধাদিতে নিযুক্ত হইয়া দেশের শান্তি বিনাশকারী বলিয়া পরিগণিত হন।

৫৭। যে দেশের লোকেরা সভ্যতায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা দেশীয় শাসন প্রণালীর বশীভূত হওয়া উপকার ও আবশ্যক বোধ করেন। শাসন প্রণালীর পোষকতা রাজ্যের সমুদয় লোক করিয়া থাকে এবং ইহা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষমতা হইতে বলবান এবং সকলের নিকট ইহার আদেশ পালনীয়। স্বাধীন জাতিরা অপর জাতির কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিতে ভাল বাসেন না, কিন্তু যখন তাঁহারা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, তখন বলবান জাতিদিগের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে ভীরুতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। আবার পাছে দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র২ জাতি সমবেত হইয়া প্রতিরোধ করে

তন্নিমিত্ত বৃহৎ ও বলবান জাতিরা উদ্ধত হইয়া অপর দুর্ব্বল জাতিদিগের প্রতি উপদ্রব ও অন্যায় ব্যবহার করিতে শঙ্কোচিত হইয়া থাকেন। যাহা হউক, পৃথিবীস্থ সমুদয় জাতির মধ্যে যাহাতে যুদ্ধ বিগ্রহ একেবারে তিরোহিত বা নিবারিত হয়, এমন কোন নিয়ম বা কর্ত্তৃত্ব এ পর্য্যন্ত সংস্থাপিক হয় নাই।

৫৮। সভ্যতার উন্নতি সহকারে ইউরোপীয় স্বাধীন জাতিরা আপনাদিগকে কতক পরিমাণে শাসনে রাখিবার নিমিত্ত কতকগুলিন নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। যদি উক্ত নিয়ম প্রতিপালন করাইতে এক জাতির উপর অন্য জাতির কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, তথাচ কোন জাতীয় লোক উক্ত নিয়মাদি লঙ্ঘন বা অমান্য করিলে অন্যান্য জাতি তাহার বিপক্ষ হইয়া উঠে। এই নিয়মাবলী পরস্পরের স্মরণার্থে প্রত্যেক স্বাধীন জাতি অপর স্বাধীন রাজাদিগের নিকট আপনাদিগের রাজ উকীল প্রেরণ করিয়া থাকেন। যদিচ কোন দুই জাতির প্রতি পরস্পর ঘৃণা ও দ্বেষ থাকে এবং পরস্পর অনিষ্ঠ করিতে কল্পনা করে তথাচ যে পর্য্যন্ত যুদ্ধ উপস্থিত না হয়, সে পর্য্যন্ত রাজ উকীল স্বদেশে যেমন, তদ্রূপ বিপক্ষের দেশেও নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করেন। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে রাজ উকীল স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। এই রূপ নিয়মে আবদ্ধ হইতে প্রথমতঃ অনেকানেক ইউরোপীয় জাতি অসম্মত ছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমান কালে উক্ত সকল নিয়মে ইউরোপীয় রাজারা কতক পরিমাণে আবদ্ধ হওয়াতে সভ্যতার উন্নতি সহকারে ইহা ঘটিয়াছে তাহা স্বীকার করা উচিত। পূর্ব্বে তুর্কিদিগের মধ্যে প্রথা ছিল যে অপর জাতির সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে তাহারা বিপক্ষ রাজ্যের রাজ উকিলকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিত।

৫৯। ইউরোপীয় প্রধান রাজ্য সমূহের মধ্যে স্বীয়২ পরাক্রমের সমতা রক্ষার্থে এই একটি বিষয় স্থির হইয়াছে যে, তাহারা কাহাকে অন্যায় ও অপরিমিত রূপে বৃদ্ধি পাইতে দিবে না। এই নিয়ম সংস্থাপন হওয়াতে শান্তির বৃদ্ধি পাইবে অনেকের এই রূপ বিবেচনা। ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রেন্স, প্রুসিয়া, আষ্ট্রিয়া ও রুশিয়াই প্রধান রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত। এই সকল জাতির মধ্যে পরস্পর এক প্রকার ঈর্ষা আছে বলিয়া উক্ত পরাক্রমের সমতা রক্ষক নিয়ম কার্য্যকারি হইয়া থাকে। যদি কোন ঘটনাক্রমে উক্ত কোন রাজ্য ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের ন্যায় অপর রাজ্যের সহিত একত্র হইবার উপক্রম হয়, তবে নূতন রাজ্য পাছে পরাক্রমী হইয়া উঠে তন্নিমিত্ত অপর২ রাজ্য ব্যাকুলিত হইয়া উক্ত উভয় রাজ্যের সমবেত হওয়ার প্রতিবন্ধকতা করিবে, পাছে স্পেইন ও ফ্রেন্স সমবেত হইয়া এক রাজার অধীন হয় এই আশঙ্কায় খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথমে স্পেনিস্ দায়াধিকার সম্বন্ধে একটি যুদ্ধ হয়। পরাক্রমী প্রুসিয়া রাজ্যের প্রতি লুই নেপোলিয়ান ও ফ্রেন্সের ঈর্ষাই বিগত ফ্রাঙ্ক প্রুশিয়া যুদ্ধের মূল কারণ। প্রধান রাজ্যের পরস্পর ঈর্ষা থাকাতে ক্ষুদ্র রাজ্য উপকৃত হয়। যদি আষ্ট্রিয়া ও রুশীয়াকে সমবেত যত্ন দ্বারা প্রতিরোধ না করা যাইত, তবে তাহারা ক্ষুদ্র২ রাজ্যসমূহকে ক্রমে গ্রাস করিয়া ফেলিত। যখন কোন প্রধান জাতিয় লোকেরা

স্বীয় রাজ্য বিস্তার করণার্থে ক্ষুদ্র২ রাজ্যের প্রতি আক্রমণ করেন, তখন পরাক্রম বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখিয়া সমকক্ষ অপর জাতীয় লোকেরা শান্তিসূচক উপদেশ প্রদান করেন বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। এই রূপ প্রধান রাজ্যসমূহের পরাক্রমের সমতা রক্ষার্থক কার্য্যে কখন২ ক্ষুদ্র২ রাজ্যের উপকার সাধিত হয় কিন্তু সর্ব্বদা এই রূপ ঘটে না এক সময়ে রূশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রুসীয়া এই তিন ইউরোপীয় পরাক্রমী রাজ্য পোলেণ্ড দেশ বিভাগ আপনারা গ্রাস করেন এবং অষ্ট্রিয়া আপনার ক্ষুদ্র ইটালিয় রাজ্যের অধিকার রক্ষার্থে নিযুক্ত থাকেন।

৬০। যাহা বলা হইল তাহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইবে যে, যদি এক রাজ্য অন্য রাজ্যের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে,তবে তাহা দমনার্থে যে উপায় আছে, তাহা অতি অসম্পূর্ণ সুতরাং ভয়ঙ্কর সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইলে তাহা নির্ব্বাণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া উঠে। সভ্যতম দেশে যদি কোন দুই ভূম্যাধিকারী কোন ভূমি খণ্ডের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তবে রাজ শাসন দ্বারা তাহা নিবারিত হয় এবং বিবাদ ভঞ্জন হইয়া যায়। পরস্পর যুদ্ধ দ্বারা যে ভয়ঙ্কর বিষাক্ত ফলোৎপত্তি হয়, সভ্যতম জাতিরা তাহা বিলক্ষণরূপে অবগত হওয়াতে অনেক সময়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া ও আপনাদিগকে দমন করত সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিতে বিরত হন। তথাচ কখন২ অধীর ও সার্থপর ব্যক্তিদিগের দ্বারা তাহাদের প্রতিহিংসা বৃত্তি প্রধান রূপে উত্তেজিত হইয়া কখন বা রাজ পুরুষরা স্বীয় উচ্চাভিলাষ পরিতৃপ্ত করণার্থে ভীষণ সংগ্রামে আপনাদিগকে নিযুক্ত করেন। এই উনবিংশতি শতাব্দে ইউরোপ খণ্ডের অবস্থা এইরূপে যে ক্ষণকালের মধ্যে সমরাগ্নী প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমুদয় জাতি পরস্পর হিংসা করণে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

৬১। যাহা হউক সভ্যতা দ্বারা সংগ্রাম সম্বন্ধীয় অনেক ভয়াবহ ব্যাপারের হ্রাসতা হইয়াছে। আমেরিকাস্থ তাম্রবর্ণ ইণ্ডিয়ানেরা তাহাদের বিপক্ষদিগের প্রতি এমন ভয়ানক বিদ্বেষ প্রকাশ করে যে, তাহাদের স্ত্রী পুত্রদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে পারিলে আপনাদিগকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। সভ্যতম জাতিদিগের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ হইলে স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা ইত্যাদি যাহারা আত্মরক্ষার্থে সক্ষম নহে, এমন ব্যক্তিদিগকে নষ্ট করা—অতি ঘৃণিত ও কাপুরুষত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রজাদিগকে দুঃখ দিবার নিমিত্ত নহে, কিন্তু রাজ্যের পরাক্রম হ্রাস করার নিমিত্তই সভ্যতম জাতিদিগের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটন হয়, সুতরাং তাহারা দুর্গ ও সৈন্যদিগের প্রতি আক্রমণ করিয়া থাকেন। সভ্যতম জাতিরা পল্লীগ্রাম সমূহ আক্রমণ পূর্ব্বক বিলুণ্ঠন করা ইত্যাদি নিষ্ঠুর কার্য্য, যাহাতে প্রজাদিগের ক্লেশ জন্মে, তাহা অতি অপমানজনক কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করেন এবং তদ্দ্বারা আক্রমণকারীদিগেরও কিছু মাত্র লাভ হয় না। কেবল কখন২ শত্রুদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজয় করণার্থে নির্দ্দোষ গ্রাম্য প্রজাদিগকে ক্লেশ না দিয়া রাজধানী আক্রমণ করিতে যত্ন করেন।

৬২। পূর্ব্বাপেক্ষা ইদানিন্তন অনেকানেক জাতীয় লোকদিগকে নানাবিষয়ে

পরস্পর সাহায্য করিয়া উপকার করিতে যত্নবান দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে কোন জাতির মধ্যে শাসন প্রণালীর কোন ব্যাঘাত জন্মিলে প্রতিবাসি অপর জাতিরা তাহার সহায়তা করিত এবং এক রাজ্য অন্য রাজ্যের শাসন সম্বন্ধে বাধা জন্মাইয়া আপনাদিগকে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিত। এই জন্যই এক রাজ্যস্থ লোকেরা অপর রাজ্যের অপরাধি ও দুষ্কর্ম্মান্বিত লোকদিগকে সাহায্য করিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক স্বদেশে স্থান দান করিত। স্বদেশে কোন ব্যক্তি কোন প্রকার অনিষ্টজনক গোলযোগ কিম্বা বিদ্রোহিভাব জন্মাইতে সচেষ্ট হইলে অপর জাতিয় লোক হইতে নিশ্চয়ই সাহায্য প্রাপ্ত হইত। পূর্ব্বে ফরাসিস্ রাজ্য ষ্টুয়ার্ট বংশীয়দিগকে সাহায্য করাতে ইংলণ্ডে নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান কালে ইউরোপীয় সমুদয় জাতি নানা বিষয়ে পরস্পর সাহায্য করাতে পরস্পর অধিনতার ভিত্তিমূল সংস্থাপিত হইয়াছে।

৬৩। স্বাধীন বাণিজ্যের নিয়ম প্রচলিত করাতে ইংরাজেরা অনেকানেক জাতির সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। ইংলণ্ডের বাণিজ্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, ইহা দ্বারা অনেক২ জাতীয় লোকেরা উপকৃত হইতেছে। ইংলণ্ডের সহিত যে সকল জাতির বাণিজ্য বিষয়ক সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহারা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সমরাণল প্রজ্জ্বলিত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে, কেননা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে উক্ত জাতিসমূহের বাণিজ্য সম্বন্ধে ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে। ইহাতে স্পষ্টই দৃষ্ট হয় যে, পৃথিবীস্থ সমুদয় জাতির মধ্যে বাণিজ্য যত বৃদ্ধি হইবে, তত অন্যায় যুদ্ধাদি অনেক পরিমাণে নিরত্ত হইবে। বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নিয়মাদি যত উদার ও উৎকৃষ্ট হইবে, ততই স্বদেশের উন্নতি সাধিত হইয়া অপরাপর দেশের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইবে। অতএব পৃথিবীস্থ জাতিসমূহের মধ্যে প্রকৃত সভ্যতার যত বৃদ্ধি হইবে, ততই সদ্ভাব সংস্থাপিত হইয়া শান্তির বৃদ্ধি হইবে, এমন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।

বিপিন মাঝার।

এস সখা দেখ মনের মতন
চাঁদের কিরণ সোণার বরণ
অতি মনোহর, নয়ন রঞ্জন
পৃথিবী মাঝারে নাহিক হেন।

২

সুশীতল সুধা সেবিব দুজনে
এস২ সখা বস মম সনে,
বিপিন মাঝারে, স্নিগ্ধ সমীরণে
শীতল করিব তাপিত প্রাণ।

এস২ সখা এস ত্বরা করি
আসিয়াছে চাঁদ মাথার উপরি,
ধীরে২ মহা প্রফুল্ল অন্তরে
মৃদু২ যেন সুহাস্য অধরে
দেখিছে ধরণী প্রাণের মণি।

৪

অপরূপ রূপ হেরিয়াছি কত
কত দেবযোনি অপ্সরা সহিত ;

এমন সুন্দর চাঁদের মতন
দেখিব না কভু; দেখি নাই হেন
ঘুরেছি আকাশ পাতাল ভূমি।

৫

আমার অগম্য ত্রিভুবন স্থিত
কানন গভীর সমুদ্র পর্ব্বত,
কিছুই নাহিক মম অজানিত,
সকলি আমার নয়ন মাঝে।

৬

এসে দেখ; কর সার্থক জীবন,
পাবে না এমন পুনঃ দরশন,
দেখ ২ ঐ তুলিয়া বদন
কাহার এরূপ সুন্দর সাজে।

৭

পৃথিবীর মাঝে এমন সুন্দর,
সু-ধার, সু-তার, সুধার আকর
কোন্ মহাজন অতুল বিক্রম
রূপ গুণ ধাম সাধুর আশ্রম
আছেন লুকায়ে সুধীর ভাবে
যাহার সহিত মিলন হবে?

৮

ঐ দেখ কত হীরকমণ্ডিত
বিনা সূত্রে হার; দেখে চমকিত
মানব মণ্ডলী; দেবযোনি কত
দেখিতেছে দেখ সমান ভাবে।

৯

কত কোটি হার রহিয়াছে দেখ;
দেখিছ না কেন? হতেছ বিমুখ,
চেয়ে দেখ মনে উপজিবে সুখ
এ সুখে বঞ্চিৎ হতেছ কেন?

১০

একি মনোহর হার কি সুন্দর!
কভু স্থিরভাবে. কভু নিরন্তর
কাঁপিতেছে দেখ; চক্ষু প্রীতিকর?
কোথায় পাইবে দেখিতে হেন?

১১

সারি২ সব কেমন শোভায়
হয়েছে সুন্দর মরি হায়২
এত মনোহর দেখিতে কোথায়
পাইবে বলনা পৃথিবী তলে,

১২

কে হেন সুন্দর সাজায়ে রাখিল;
ধন্য নিপুণতা ধন্য তার বল
ধন্য২ সেই জনের কৌশল
শত ধন্য তাঁর সুবুদ্ধি বলে।

১৩

এত যে সুন্দর নব২ হার
রহেছে পড়িয়া চাঁদ চারিধার,
ঝক্ মক্ কিবা শোভা মনোহর!
শোভিতেছে চারু পৃথিবী ভিতর।
যদিহে থাকিত চাঁদের গলায়
না জানি কি শোভা হত হায়২
কে বলিতে পারে এমন কেবা?

১৪

ঐ দেখ সখা বিবিধ বরণ
পক্ষি শত২ করিতেছে গান
গাছের উপরে যেখানে পবন
সন্২ করে দিতেছে তাল,

১৫

ঐ দেখ সখা কোকিল কুজন
কুহু২ রবে মধু বরিষণ
করিয়া আমার আকুলিত মন
করিছে কেমন মরি শীতল।

১৬

মধু বরিষণ কর পক্ষিবর
তোমার সুস্বরে আমার অন্তর,
হয়েছে শীতল, যেমন তুষার,
তাই বলি পুনঃ শুনাও মোরে।

১৭

তোমার সুস্বর শ্রবণে আমার
লাগিয়াছে ভাল তাই পুনর্ব্বার
বলিতেছি আমি ওহে সুধাধার,
পুরাও এ সাধ মধুর স্বরে।

১৮

এবার শুনাও আর না শুনিব,
যাবা তুমি চাবে তাই আমি দিব;
কিন্তু এ যে তব অতুল বিভব,
কুবের ভাণ্ডার এ ধনে হারা।

১৯

তুমি যে বিভবে মেদিনী বিখ্যাত,
ও ধন নিকটে সবে অবনত

তুমি যে উন্নত সবে অবগত
সকলেই তাই শ্রবণে সারা।

২০

মধু বরিষণ কর পক্ষিবর,
একবার মম জুড়াও অন্তর,
জুড়াও মানব, জুড়াও ভূধর,
জুড়াও বিপিন, জুড়াও সাগর,
প্রকাশিয়া তব মধুর গান।

২১

ঐ দেখ সখা, মাত সুরধুনী,
এনেছেন যাকে ভগিরথমুনি,
যাই চল তথা; দেখিব দুজনে
প্রবাহিত নদী আনন্দিত মনে,
তাহলে সার্থক হবে জীবন,

২২

এস২ সখা, বস গঙ্গাতীরে,
দেখ জলযান কাতারে২
যাইতেছে সব কল২ স্বরে
ধরিয়াছে দেখ কেমন শোভা!

২৩

ঘাটের উপরে মলয় পবন
বহিতেছে কিবা দেখ রাত্রি দিন
হেরিয়ে দুজনে করে সান্ত মন
দেখি এস আহা চাঁদের প্রভা;

২৪

কিম্বা সখা, এস দেখি গঙ্গাজল
বহিতেছে করি কল কল কল,
ধরিয়াছে কিবা শোভা সু-বিমল,
দেখে তৃপ্তিকর নয়ন মণি।

২৫

এদিকেতে দেখ চাদের কিরণ
বারিধারা রূপ হইয়া পতন
জলেতে মিশিয়া বিবিধ বরণ
হয়েছে কেমন নয়ন রঞ্জন।
এস২ দেখ কর সান্ত মন!
কাপিতেছে কভু, ঘনও,
আছে এক ভাবে; কর দরশন
ঝল মল যেন করিছে মণি।

২৬

হোথা চল সখা, ভূধর হিল্লোলে
চল২ গিয়ে বসি তরু মূলে,
দেখিব কেমন শিখী তালে২
নাচিছে বিপিনে, করিছে আলো।

২৭

চেয়ে দেখ সখা সুখী শিখী গণে
কেমন নাচিছে আনন্দিত মনে,
শোভিতেছে চারু এ গহন বনে,
হেরিয়ে ঘুচিবে নয়ন জল;

২৮

একবার দেখ মনেতে তোমার
হইবে কখন যাবনাক আর,
অনশন ব্রত ধরিয়া বিহার
করিব ভূধর হিল্লোলপাস;

২৯

দেখিব কখন স্বাভাবিক মেলা;
নব২ রূপ রূপে শশীকলা
চপলার ন্যায় সুনৃত্যকি বালা
দেখিব কেমন পুরাব আস;

৩০

দেখিব কখন বৃক্ষ শারি২,
পক্ষিগণ তান যাহার উপরি
লইতেছে কিবা যাই বলিহারি!
মনে হবে যেন যাবনা আর;

৩১

দেখিব কখন অপসর কিন্নর
এসেছে ভূধর বিপিণ মাঝার;
ধরিতেছে কভু তাল মনোহর,
যাহার নিনাদে কাপিছে ভূধর
অথচ সুস্বর শ্রবণে যার;

৩২

কখন দেখিব চাতক কেমন
উড়ে২ খেলে সহ সমীরণ,
যায় বা নয়ন বাহির কখন
কখন বা ডাকে ফটিক জল;

৩৩

কখন দেখিব সদর্পে কেশরী
আসিতেছে যেন রণবেশধারী
কখন দেখিব সুমহান করি
খাইছে সুধীর মৃণাল দল;

৩৪

কখন দেখিব মৃগ ব্যাধ ভয়ে
আসিতেছে এই ভূধর আশ্রয়ে,

কখন দেখিব শৃগালের দল
করিতেছে বনে মহা কোলাহল,
কখন দেখিব কমল প্রভা ;

৩৫

কখন দেখিব ভ্রমর ভ্রমরী
লইতেছি তান গুণ২ করি ;
পুন বা দেখিব কমল মাঝারে
যাইয়া বঞ্চক তুষিয়া তাহারে
লইতেছে মধু ভাঙ্গিছে শোভা ;

৩৬

কখন দেখিব মল্লিকা মালতী,
যাহার হয়েছে অপরূপ ভাতি
গন্ধে আমোদিত করিয়াছে রাতি
ঘ্রাণ লয়ে মম তুষিব প্রাণ ;

৩৭

কখন দেখিব ভূধর শিখরে
মেঘমালা সব বিচরণ করে ;
কভু বা দেখিব বিবিধ আকারে
গাছের পল্লবে মিশিয়া সু-ধারে
বরষিয়া বারি ভিজাছে বন।

৩৮

অতএব সখা, এস এ বিপিনে
দেখ২ চেয়ে সুখী শিখীগণে,
জুড়াও তোমার সুতাপিত প্রাণে
হেরিলে ঘুচিবে নয়ন জল ;

৩৯

কিম্বা সখা, চল আপন কুটীর
দেখিতে২ ভাগিরথি তীরে,
তবুও থাকিবে মানস সুধীর।
তবুও ঘুচিবে নয়ন জল।

শ্রীজ, চ, চৌ।

প্রাচীন ভারতে ভৌগোলিক জ্ঞান।

পুরাণ সকলে ভুবনকোষ নামে এক খানি ভৌগোলিক পুস্তক আছে। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার ভৌগোলিক জ্ঞান অতি সামান্যই প্রকাশিত হইয়াছে। ক্ষেত্রকোষ নামে আর এক খানি ভৌগোলিক পুস্তকের জৈনেরা অতিশয় মান্য করিয়া থাকে। এখানিতে প্রাচীন হিন্দুদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান বিশেষ প্রকাশিত হইয়াছে। ত্রৈলোক্যদর্পণ নামে আর এক খানি পুস্তক আছে, কিন্তু এ পুস্তকে অনেক অসার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, আর এ পুস্তক খানি মথুরা অঞ্চলের প্রচলিত ভাষায় লিখিত।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে, বিশেষ দক্ষিণাঞ্চলে প্রাচীন কালের লিখিত ভৌগোলিক অনেক পুস্তক আছে। কিন্তু সে সকল যাঁহাদের নিকট আছে, তাঁহারা তাহা কোন মতে অন্যকে দেন না ; এবং তাহার প্রতিলিপি করিতে এপর্য্যন্ত আপত্তি করেন। তথাপি ইংরাজ পণ্ডিতেরা অনেক পাইয়াছেন। প্রতিদেশব্যবস্থা নামে এক খানি পুস্তক নবম শতাব্দীতে রাজা মুঞ্জ কর্ত্তৃক লিখিত হয়। মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র ভোজরাজা এই পুস্তক খানি দশম শতাব্দীতে সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত করেন। এই জন্য উহার নাম ভোজপ্রতিদেশ ব্যবস্থা হয়। এই পুস্তকের অনেক খণ্ড গুজরাট দেশের পণ্ডিতদিগের নিকট আছে। বম্বের গবর্ণর (তখন ডন্‌কান্ সাহেব বম্বের গবর্ণর ছিলেন।) এই পুস্তক সংগ্রহ করণার্থ অনেক যত্ন করেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা কোন মতে তাহা দেন নাই। তাহার পরে উক্ত পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে কি না, আমরা বলিতে পারি

না। ভুবনসাগর নামে আর এক খানি পুস্তক ১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, বল্লুসিংহ রাজার অনুমতি ক্রমে পণ্ডিতদিগের দ্বারা লিখিত হয়। ঐ পুস্তকে কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত নহুষপুর নগরের উল্লেখ দেখিয়াছেন। নহুষ নামে চন্দ্রবংশীয় এক রাজা ছিলেন; তিনি কাবুলের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে রাজত্ব করেন।

মহাভারতের ভূগোলের টীকা নামে আর এক খানি পুস্তক লিখিত হয়। দাক্ষিণাত্যের রাজা পৌলস্ত্যের আদেশ ক্রমে বঙ্গদেশের এক জন পণ্ডিত ঐ পুস্তক সঙ্কলন করেন। তৎকালে হোসেন সা বঙ্গদেশের সুবাদার (১৮০৯)। এই পুস্তকে পাটলিপুত্রের নাম উল্লেখ আছে।

বিক্রমসাগর নামে আর এক খানি ভৌগোলিক পুস্তক আছে। ইহার গ্রন্থকারের নাম জানা যায় নাই। এই পুস্তক দেখিয়াই ক্ষেত্রসমাস নামক পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে এ পুস্তক বঙ্গদেশের পণ্ডিতদিগের নিকট ছিল। তাঁহাদের এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। ক্ষেত্রসমাসের গ্রন্থকার বলেন, এপুস্তক অতি বহুমূল্য এবং ইহাতে পাটলিপুত্র নগরের নাম বিশেষ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভুবনকোষ নামে যে এক খানি পুস্তকের উল্লেখ হইয়াছে, অনেকের মতে ভবিষ্য পুরাণের এক অংশ মাত্র। যদি বাস্তবিক তাহা হয়, তবে উহা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। কেননা ইহাতে যবন সম্রাট সেলিমসার নাম পাওয়া যায়; ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে সেলিমসার মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষে প্রায় সকল পুস্তকেই কালক্রমে কিছু২ যোগ করা হইয়াছে। মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতিতে কালক্রমে অনেক যোগ হইয়াছে। ভুবনকোষেও কালক্রমে অনেক যোগ হইয়াছে। তাহাতে পুস্তকের ক্ষতি হয় নাই। এ পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে গাঙ্গ্য প্রদেশের বিবরণ আছে।

ক্ষেত্রসমাস নামে যে আর এক খানি পুস্তক আছে, আমরা তাহারও উল্লেখ করিয়াছি। পাটনার শেষ রাজার (১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়) আদেশ ক্রমে এ পুস্তক লিখিত হয়। এপুস্তক যদিও আধুনিক, তথাপি বহুমূল্য। ইহাতে গাঙ্গ্য প্রদেশের বিশেষ বিবরণ ও দাক্ষিণাত্যের সামান্য বিবরণ আছে। রাজার মৃত্যু হওয়াতে পণ্ডিত জগমোহন এ পুস্তক শেষ করিতে পারেন নাই। রাজপুত্রদিগের শিক্ষার জন্য এ পুস্তক লিখিত হইতেছিল।

এতদ্ব্যতীত দেশাবলী, ক্ষীতধরাবলী ছাপ্পান্নদেশ ইত্যাদি আরও ভৌগোলিক পুস্তক ছিল। সে সকল বোধ করি, আর পাওয়া যাইবে না। আলেকজাণ্ডরের পুস্তকালয় যদি যবনেরা নষ্ট না করিত, সেখানে আমাদের দেশের অনেক পুস্তক পাওয়া যাইত।

অনুগঙ্গাদেশ।

গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী দেশকে অনুগঙ্গা দেশ বলা যায়। গাঙ্গ্য প্রদেশকে তিব্বতে অনজেক, তাতারে ইনকক্ বলে। এক্ষণে তাহারা সমস্ত ভারতবর্ষকে ঐ নামে উল্লেখ করিয়া থাকে। গঙ্গাকে তিব্বতে কাম্ব ও চীনদেশে হিঙ্গু বলে।

অনুগঙ্গা দেশের উত্তর সীমানা হিমালয় পর্ব্বত। দক্ষিণ সীমানা বিন্ধ্য-

গিরি ও বঙ্গোপসাগর; ইহার পশ্চিমে ত্রিশদ্বতী (কাগার) নদী। দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমানা আরাকানের পূর্ব্ববর্ত্তী রঘুনন্দন পর্ব্বত, ও মইরাম। এ স্থান মণিপুরের পশ্চিমে, ব্রহ্মোত্তরী নদী তীরে। এ স্থানের সংস্কৃত নাম মায়ারাম, ব্রহ্মদেশাভিমুখে প্রবাহিতা সুভদ্রা নদীর তীরে (ক্ষেত্রসমাস)। সুভদ্রা নদী ইরাবতীতে পতিতা হইয়াছে। মায়ারাম হইতে প্রভুকুঠার পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী মানতারা নামক স্থান পর্য্যন্ত অনুগঙ্গা দেশের সীমানা। প্রভুপর্ব্বতমালা আসামের পূর্ব্ব সীমানা। পরশুরাম স্বীয় কুঠার দ্বারা এই প্রভু পর্ব্বতের এক স্থানে এক পথ করেন, এবং সেই পথে ব্রহ্মপুত্র নদ ভারতে আসিয়াছে। উদয় পর্ব্বতও অনুগঙ্গা দেশের সীমা স্থলে আছে বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিন্ধ্যাগিরি বঙ্গোপ হইতে কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এবং তিন অংশে বিভক্ত; প্রথম, অর্থাৎ পূর্ব্বভাগ বঙ্গোপসাগর হইতে নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই অংশে ঋক্ষ পর্ব্বত আছে। এই স্থান হইতে কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভাগ অথবা পশ্চিম ভাগ। দক্ষিণাংশের নাম পরিপাত্র, ও উত্তরাংশের নাম রৈবত; এই অংশ দিল্লী হইতে কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

তৃতীয় বা দক্ষিণাংশের গিরিগুলি বিন্ধ্য নামে খ্যাত। তাপ্তি, ও বৈতরণী নদী বিন্ধ্যাগিরি হইতে উদ্ভব হইয়াছে।

এই বৃহৎ দেশের মধ্যে যে সকল নিম্ন শ্রেণীর গিরি আছে, তন্মধ্যে রাজমহাল (সুম্বনি) পর্ব্বত প্রধান। এই পর্ব্বতে কাশ্যব গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা এক সময়ে বাস করিতেন। পুরাণে এ পর্ব্বতের উল্লেখ আছে। বিশেষ মহাভারতের টীকাতে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

তৎপরে খড়্গাদ্রি। গোরক্ষপুর ও করকদিয়া জিলার নামে খড়্গাদ্রির কিছু অপভ্রংশ আছে। এই পর্ব্বতের দক্ষিণ পশ্চিমে গৃধ্রকূট। মানচিত্রে ইহার নাম গিদোর। এই দুই পর্ব্বতের মধ্যে বিখ্যাত রাজগৃহ পর্ব্বত; এই স্থানে জরাসন্ধের রাজবাটী ছিল। ইহাকে গিরিব্রজ বলে। এই পর্ব্বত ও সোণ নদী এবং কাশীতে গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী স্থানে রোহিত পর্ব্বত নামানুসারে রোটাস দুর্গের নাম হইয়াছে।

সোণ ও তমসা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অতি দীর্ঘ কিম্মৃত্যু পর্ব্বতমালা। কালীঞ্জর, বুন্দেলখণ্ড স্থিত চিত্রকূট পর্ব্বত পুরাণে সর্ব্বদা উল্লেখিত হইয়াছে। চম্বল নদীর অপর পারে বিখ্যাত রৈবত পর্ব্বত; এই পর্ব্বতমালা যমুনা হইয়া গুজরাট পর্য্যন্ত এবং উত্তর পূর্ব্বদিকে যমুনার তীর দিয়া দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্ব্বতের যে অংশ মথুরার পশ্চিমদিকে দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহাকে স্কন্দপুরাণে দেবগিরি, এবং ভাগবতে ময়গিরি কহে। এই পর্ব্বতে দানবপতি ময় বাস করিতেন। এই পর্ব্বতের নিবাসিরা আপনাদিগকে অদ্যাপি ময় বলে; এবং অন্য লোকেরা তাহাদিগকে মায়াবতী বা মেবাতি বলে।

ব্রহ্মপুত্র নদ ও শ্রীহট্ট জিলার মধ্যে আসামের দক্ষিণ সীমানা দিয়া এক পর্ব্বত শ্রেণী আছে, তাহাকে গারো পর্ব্বত বলা যায়। এই পর্ব্বতের পশ্চিমাংশকে দেশের নামানুসারে দ্বিরজগিরি

ও পূর্ব্বাংশকে নামরূপগিরি কহে। গারগাঙ্গের দক্ষিণে শারদা পর্ব্বত; কল্কিপুরাণে এই পর্ব্বতের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এই স্থানে আসামের রাজাদিগের সমাধিমন্দির আছে।

ত্রিপুরার পূর্ব্বদিকে আর এক পর্ব্বত শ্রেণী আছে; ইহা বক্রভাবে উত্তর পূর্ব্ব দিকে হেড়ম্বদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এ দেশের রাজধানীর নাম খাসপুর। এক্ষণে এ দেশকে কাছাড় ও ইহার প্রধান নগরকে সিলচার (শিলাচল) বলে। ক্ষেত্র সমাসে এ গিরিশ্রেণীকে তিলাদ্রি বলে। কিন্তু এদেশের লোকেরা হিলকে (Hill) টিলা ও মাউন্টেনকে (Mountain) পাহাড় বলিয়াথাকে। ক্ষেত্র সমাস কারক বলেন, কাছাড়েরপূর্ব্ব দিকে তিলাদ্রি মালা গ্রাম নামে এক দেশ আছে, আর সে দেশ অতি উৎকৃষ্ট। আমরা কাছাড়ের অনেক পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু উক্ত নামে কোন স্থান পাই নাই। ভারতবর্ষের উত্তরে তিন পর্ব্বত শ্রেণী আছে;—ন্যায়পালের (নেপালের) উত্তরে হীমপর্ব্বত; তিব্বতের অপর দিকে হেমগিরি, এবং নিষাধ পর্ব্বত তাহারও উত্তরে। ন্যায়পাল দেশ ভীমপদের (পর্ব্বতের মূল দেশের) ও হিম গিরির মধ্যবর্ত্তী দেশ। গ্রিক ভৌগোলিকেরা কেবল হীম ও হেম ও দুই পর্ব্বত শ্রেণীর বিষয় জানিতেন। তাঁহারা হীমগিরিকে (Imans)এবং হেমগিরিকে (Hemoda) অথবা (Emoda) কহিতেন, টলেমির মানচিত্র যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই সকল পর্ব্বতমালার বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান অতি অল্প ছিল। ক্ষেত্র সমাসে লিখিত আছে যে, যৎকালে পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগকে নিধন করিতে আরম্ভ করেন, তৎকালে সমভূমিনিবাসি লোকেরা পলায়ন করিয়া ভীমপদ পর্ব্বতে ও আশামের পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সকল অসভ্য জাতি আজি পর্য্যন্ত পরশুরামের নাম শুনিলে ভয় পায় ও বিরক্ত হয়। এই ভীমপাদপ বা ভীমপদ পর্ব্বতকে টলেমি বেপারস (Bepyrrhus) বলিয়াছেন।

আসাম দেশের এক নাম গাদ, বা গড়গাঁ, তদনুসারে টলেমি এদেশকে কড়া (Corrha) বলিয়াছেন। এক্ষণে এদেশের আসাম ভিন্ন অন্য নাম দেখি না। এদেশ প্রাচীন কালে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, উত্তরগড় ও দক্ষিণ গড়।

টলেমি যাহাকে দামাসি (Damasi) পর্ব্বত বলিয়াছেন, সে আমাদের প্রাচীনদিগের যাম্যপর্ব্বত; গ্রিকেরা য স্থানে ড করিয়া থাকেন; যথা যমুনা (Diamuna) যাম্য পর্ব্বতকে আবার কোন২ প্রাচীন ভূগোলে যমদ্বার বলা হইয়াছে। এক্ষণে দেশের লোকেরা এ পর্ব্বতকে যামধেরা কহে। তদনুসারে বার্ণীর সাহেব (Mr. Bernier) উক্ত পর্ব্বতকে চামদ্বার (Chamdra) * কহিয়াছেন।

আসামের পর প্রভুকুঠার পর্ব্বত, তাহার পরে উদয়াচল। আমাদিগের প্রাচীনদিগের বিশ্বাস ছিল যে, উদয়াচল হইতে ভগবান বিভাবসু উদয় হইয়া থাকেন।

টলেমির মতে আশামের পরেই সীমন্তিনী পর্ব্বত (Semanthem) তিনি উদয়াচলকেই সীমন্তিনী বলিয়াছেন, কেননা কোন২ পুরাণে আমাদের পরবর্ত্তী পর্ব্বত মালাকে সীমান্ত পর্ব্বতমালা বলিয়াছে।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ও ত্রিপুরার মধ্যস্থলে এক

* Account of Assam *As Res* vol 2 nd 1775

গিরি শ্রেণী আছে, এবং ইহা কমিল্লা দিয়া চট্টগ্রামে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে। এই গিরিমালাকে ক্ষেত্রসমাসে রঘুনন্দন পর্ব্বতমালা বলে। চট্টগ্রামের লোকেরা এই গিরিশ্রেণীর এক অংশকে চন্দ্রশিখর ও অপর অংশকে বিরূপাক্ষ বলে। চন্দ্রশিখর পর্ব্বতে সীতাকুণ্ডও উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। চন্দ্রশিখর এক তীর্থ স্থান। তথায় চন্দ্রশিখর নামে এক মহাদেব স্থাপিত আছেন।

ক্ষেত্র সমাস অনুসারে চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদী বিজাদ্রি হইতে ও নাভীনদ সুবর্ণপর্ব্বত হইতে উদ্গত হইয়াছে। বিজয়াদ্রি ও সুবর্ণ পর্ব্বত রঘুনন্দনের অংশবিশেষের নাম মাত্র। ত্রিপুরার অব্যবহিত পূর্ব্বদিকে পর্ব্বত ও দেশকে তদ্দেশের লোকেরা রিয়াং বলে।

টলেমির ময়ূরাদ্রি কোথায়? চট্টগ্রাম ও আরাকানের মধ্যবর্ত্তী দেশে যে জাতি বাস করে, তাহাদিগকে ময়ুন * বলে। তদনুসারে তদ্দেশীয় পর্ব্বতের নাম ময়ুনাদ্রি হইয়াছিল, এরূপ বোধ হয়। কিন্তু টলেমির মাণচিত্রে ময়ুনাদ্রি পর্ব্বত ত্রিপুরা হইতে ঢাকার উত্তর পশ্চিমস্থ এলাসিংহ গ্রাম (তৎকালে নগর) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, এ একটী ভুল। যাহা হউক, যখন টলেমির মাণচিত্রে এলাসিংহ গ্রামের নাম আছে, তখন যে এ গ্রাম বহুকালের, তাহার সন্দেহ নাই। ত্রিপুরা কাছাড় ও মণিপুরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত মালাতে যে অসভ্য জাতি বাস করে. টলেমি তাহাদিগকে নাগা বলিয়াছেন, ও নাগা শব্দের অর্থ উলঙ্গ দিয়াছেন। ক্ষেত্রসমাসে এ জাতিকে কুকি বলে। পর্ত্তুগিজ লেখকেরা ইহাদিগকে কু বলিয়াছেন।

বিন্ধ্যপর্ব্বতের অধিকাংশ স্থল অরণ্যময়। পুরাণে বিন্ধ্যাটবী বিখ্যাত। এতন্মধ্যে দশটী অরণ্য প্রধান। ইহাকে দশারণ্য বলে। ইহার প্রত্যেক অরণ্যে এক একটী দুর্গ আছে। বোধ হয়, এই দশারণ্যই পৌরাণিক দশপুর। এই দশারণ্যে দশ জন রাজা বাস করিতেন, দস্যুবৃত্তি তাঁহাদের জীবিকা ছিল। রাজমহল পর্ব্বতেও এই প্রকার এক জাতি বাস করিত। দক্ষিণ বেহারের সমস্ত উপপর্ব্বত ও সুরগঙ্গা এবং গঙ্গাপুর জিলা এই দশারণ্যের অন্তর্গত। কোন২ পুরাণে দ্বাদশারণ্যের উল্লেখ আছে; তাহা হইলে উপরুক্ত দশারণ্য ও বন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ড দ্বাদশারণ্যের অন্তর্গত। তৃতীয় ফিরোজ সা যখন ১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ হইতে প্রত্যাগমন করেন, তৎকালে তিনি পদ্মাবতী নামক অরণ্য দিয়া গিয়াছিলেন। পদ্মাবতী পাটনার নামান্তর মাত্র; এক সময়ে পাটনা বেহার দেশের রাজধানী ছিল। এই অরণ্যে অনেক হস্তী থাকিত, ফিরোজ সা অনেক হস্তী ধৃত করেন।

নদী।

হরিদ্বারের নিম্নে বিখ্যাত নদী কালিন্দী; কালিন্দী কনোগের নিকটে গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। কালিন্দী যমুনার কনিষ্ঠা ভগিনী; ইহাকে আবার শালিনীও বলা হইয়া থাকে।

যমুনা নদী সূর্য্যের কন্যা এবং শেষমনুর ভগিনী। ক্ষুদ্র কালিন্দীর সঙ্গে যে যমুনার কি সম্পর্ক, তাহা পৌরাণিকেরা উল্লেখ করেন নাই। যমুনাকে বঙ্গ দেশে যবুনা বলা হয়, টলেমি ইহাকে ডায়মুনা

* Dr. Buchanan, *An Rus* Vol 6th P. 228

(Diamuna) বলেন। ইহাকেও কালিন্দী বলা হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই, কালিন্দা দেশ হইতে ইহার উদ্গমন হইয়াছে। মহাভারতের টীকাতে এই কালিন্দা দেশকে কুলিন্দা বলে। টলেমি আবার কুলিন্দাকে কুলিণ্ডাইন (Culindrine) বলেন।

প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার সংমিলনকে পৌরাণিকেরা ত্রিবেণী আখ্যা প্রদান করেন। প্রাচীন কালে বোধ হয়, এই স্থানে তিন নদীর সংযোগ হইয়াছিল, এক্ষণে গঙ্গা ও যমুনা বিদ্যমান, তৃতীয় নদীর কোন চিহ্ন দেখা যায় না। বোধ হয়, তৃতীয় নদী স্বরস্বতী। বঙ্গদেশে আর একটী ত্রিবেণী আছে।

আর একটী নদীর নাম তমসা। উত্তর-চরিত নাটকে ভবভূতি তমসার উল্লেখ করিয়াছেন।

সোণ ও তমসা দুটী পৃথক নদী। তমসা টলেমির মতে মির্জাপুরের নিকটে গঙ্গায় পড়িয়াছে। বায়ু ও মৎস্য পুরাণে ইহাকে পর্ণসা বলে।

কর্ম্মনাশা অতি ঘৃণিত নদী। ইহার বারিস্পর্শে আমাদের যাবজ্জীবন সঞ্চিত সৎকর্ম্ম নষ্ট হয়। পুরাণে বিন্ধ্যাপর্ব্বতের যে অংশকে বিন্ধ্যমালিকা বলে, কর্ম্মনাশা সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়াছে।

সোণ নদীর আর এক নাম হিরণ্যবাহু। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে এক জন ইংরাজ সোণ নদীর উৎপত্তি স্থান দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থানে অনেক ব্রাহ্মণের বাটী দেখিয়াছিলেন।

পৌনঃপুনঃ নামে আর এক পবিত্রা নদী আছে। এ নদী পুনঃপুনঃ মানুষের পাপ ক্ষালন করে, এজন্যই বোধ হয়, ইহার নাম পৌনঃপুনঃ হইয়াছে। তৎপরে ফল্গু নদী, ইহাও একটী পবিত্রা নদী। টলেমি এ উভয় নদীর উল্লেখ করিয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষা।

বিষয়টী পুরাতন বটে, কিন্তু তাই বলে, ঘুণদষ্ট জর্জ্জর বংশখণ্ডের ন্যায় নহে। আমরা যখন স্কুলে, তখন অবধি এই বিষয় আলোচনা করিতেছি, তখনও এই বিষয়ের পোষকতা করিয়াছি, কখনই স্বার্থপরতা দেখাই নাই। স্কুল ছাড়িবার পূর্ব্বেও এ বিষয়ে দুই একটী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছি; তখন যেরূপ ভাবিতাম তাহাই লিখিয়াছি, এখন আবার যেরূপ ভাবি তাহাই লিখিতেছি। তখন কল্পনার সাহায্যে এই বিষয়ে লিখিয়াছি, এখন চক্ষে যাহা দেখি, কর্ণে যাহা শুনি, ঠেকে যাহা শিখি, তাহাই লিখিতে ভাল বাসি। পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যত আপত্তি শুনিতাম, এখন আর তত আপত্তি শুনিতে পাই না। পূর্ব্বে বর্ষীয়ান্ লোকেরাই স্ত্রীশিক্ষার কথা শুনিলে জ্বলিয়া উঠিতেন। এখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ হইয়াছেন, কাহার কাহার এক প্রকার অনুরাগও জন্মিয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হই, যে অভিপ্রায়েই তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষায় অনুমোদন করুন্, স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা দৃষ্টেই হউক,

অথবা কেবল যুবকদিগের দলে মিসিবার ইচ্ছাতেই হউক, তাঁহাদের অনুমোদনে আমরা আনন্দিত হই। নব্য সম্প্রদায়ের ত কথাই নাই। তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার গোঁড়া। যদিও অন্য সময়ে না হউক, বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে যেরূপ কোট করেন, তাহাতেই তাঁহাদের বিলক্ষণ গোঁড়ামি প্রকাশ পায়।

শিক্ষা ও সভ্যতা প্রায় এক সঙ্গেই চলে। সমাজ যতই শিক্ষিত হয়, তাহার সভ্যতা ততই অধিক বাড়িতে থাকে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের যেরূপ শিক্ষা ছিল, তাঁহাদের সভ্যতাও তদ্রূপ; আমরা যেরূপ শিক্ষা পাইতেছি আমাদের সভ্যতাও তদনুরূপ হইবে। শিক্ষা ও সভ্যতা সংক্রামক জ্বরের ন্যায়। সংক্রামক জ্বরের ন্যায় উহারাও এক জন হইতে অন্য জনে চলিয়া যায়, এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে গমন করে। আমাদের দেশে পূর্ব্বে যেরূপ শিক্ষা ছিল সভ্যতাও তদ্রূপ ছিল, এখন বিদেশীয় শিক্ষা চলিতেছে, বিদেশীয় সভ্যতাও হাঁমা টানিতেছে। পুরুষেরা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, হাঁমাও টানিতেছেন। কেহ কেহ বা চুরোট্‌রূপ চুসিও টানিতেছেন, কেহ কেহ বা সুরাষষ্টীর কল্যাণে একটু একটু হেলে দুলে চলিতেও শিখিতেছেন, পুরুষেরা আপনারা সভ্য হইতেছেন, স্ত্রীদিগকেও সভ্য করিতে চেষ্টা করিতেছেন। স্ত্রীজাতি মনুষ্যসমাজে এক অঙ্গ। এক অঙ্গ সভ্য ও শিক্ষিত, আর এক অঙ্গ অসভ্য ও অশিক্ষিত হইলে, যাত্রার দলের, এক প্যায়ে পাজামা পরা, এবং অন্য পা উলঙ্গ, এমন সঙের ন্যায় হাস্যজনক হয়। যে সমাজে স্ত্রীশিক্ষা নাই, কেবল পুরুষেরাই বিদ্যাশিক্ষা করেন, সেই সমাজ ঠিক উল্লিখিত সঙের মতন। যে দেশে স্ত্রীশিক্ষা নাই, সেই দেশে শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে এই একটী প্রধান অভাব। সভ্যতার সঙ্গে২ স্ত্রীশিক্ষা। আমাদের দেশে অনেক দিন হইল সভ্যতা আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালিরা যে কোন্ কালে অসভ্য ছিল তাহা বলিতে পারি না। সভ্যতা অনেক দিন অবধি এদেশে আছে, কিন্তু বড় শীঘ্র বৃদ্ধি হয় নাই, অনেক কালেই প্রায় মর্কট জাতীয় বানরের ন্যায় হইয়াছিল। ইউরোপ, ভারতবর্ষের অনেক পর সভ্য হইতে আরম্ভ করে, কিন্তু উহার সভ্যতা বন্যার জলের ন্যায় হু হু করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইউরোপ অপেক্ষা আমেরিকা এ বিষয়ে আরো অধিক উর্ব্বরা। ভারতবর্ষ শস্যোৎপাদনে উর্ব্বরা হইলেও, সভ্যতা সম্বন্ধে ইউরোপ ও আমেরিকা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালিদের সভ্যতা বৃদ্ধি হয় নাই বলিয়া, আমরা, আদর করেও বটে পরিহাস করেও বটে, উহাকে মর্কট সভ্যতা বলিয়াছি; কিন্তু মর্কট জাতির যে অনুকরণ পটুতাগুণ আছে, আধুনিক বঙ্গীয় সভ্যতায় তাহা বিলক্ষণ লক্ষ্য হইতেছে। সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক জাতিই অনেক জাতির নিকট ঋণগ্রস্ত। আমরাও যে ঋণগ্রস্ত নহি তাহা বলিতে পারি না। জাতি সকল যতই পরস্পরের সহিত অধিক পরিমাণে মিসিবে ততই মনুষ্যসমাজ অধিক পরিমাণে সভ্য হইতে থাকিবে। স্ত্রীশিক্ষা সভ্য সমাজের একটী প্রধান লক্ষণ বলিয়া আমরা সভ্য সম্বন্ধে মোটমাট্ এই কয়েকটী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

অতি পূর্ব্বকালের লোকেরা যে কোন্ কারণে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতেন না, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। আমাদের অবস্থা ও তাঁহাদের অবস্থার মধ্যে অবশ্যই অনেক প্রভেদ আছে, সন্দেহ নাই। বোধ হয় তৎকালে বিদ্যা, এখনকার ন্যায় অল্পায়াসলভ্য ছিল না। এখন যেমন ঘরে বসে, অন্তঃপুরে বসে, স্কুলে বসে, বেঞ্চির পার্শ্বে পা দোলাইতে দোলাইতে বিদ্যা পাওয়া যায়, তখন সেরূপ ছিল না। পূর্ব্বকালে যাঁহারা বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া, অনেক দিন ধরিয়া অপরিসীম অধ্যবসায় সহকারে উহা উপার্জ্জন করিতে হইয়াছিল। স্ত্রীলোকেরা অধিক ভ্রমণে অপটু, স্বভাবতঃ কোমলা, সুতরাং বিদ্যালাভ করিতে গেলে যেরূপ ক্লেশ সহ্য করা আবশ্যক, সেরূপ ক্লেশ সহ্য করা দুষ্কর দেখিয়া, তাঁহারা আপনারাই বিদ্যোপার্জ্জনে বড় একটা প্রয়াস পান নাই। পূর্ব্বকালে কোন কোন স্থানে কোন কোন স্ত্রীলোক স্বাভাবিক বুদ্ধির আধিক্য নিবন্ধন বিদ্যালাভেচ্ছা চরিতার্থ করিয়া বিদুষী বলিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত, শত২ বর্ষে ও সহস্র২ স্ত্রীলোকের মধ্যে, কয়টী পাওয়া যায়? এখন আর সেকাল নাই। এখন বিদ্যাশিক্ষার পথ সহজ হইয়াছে। বিদ্যালাভ করা পূর্ব্বে বিষম কঠিন বিষয় বলিয়া বোধ ছিল, এখন আর সেরূপ বোধ হয় না। পূর্ব্বে, যখন অর্ণবযান প্রস্তুত হয় নাই, তখন লোকেরা সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিত এবং সমুদ্রে গমন করা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বিবেচনা করিত। উচ্চ উচ্চ তরঙ্গ দেখিয়া তাহাদের বুক্ গুর২ করিয়া উঠিত। ক্রমে ক্রমে জেলে ডিঙি, পান্‌সি, বজরা, গাধাবোট, জাহাজ, ষ্টিমার প্রভৃতি হইয়া, লোকে নির্ভয়ে সমুদ্রে গমন করিতেছে। বিদ্যা চিরকালই সমুদ্রের মতন, পূর্ব্বেও উহা সমুদ্র ছিল, এখনও সমুদ্র আছে। পূর্ব্বকালে যেমন অনেকে সমুদ্রে গমন করিত না, তদ্রূপ অনেকেও বিদ্যাশিক্ষা করিত না। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, সুতরাং অধিক ভীরু। পূর্ব্বকালে তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষার্থে তত অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই। এখন যেমন সভ্যজনপদ সমূহে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারার্থে ভূরি২ উপায় হইতেছে, তখন সেরূপ ছিল না। স্ত্রী জাতিকে বিদ্যারূপ সমুদ্রের স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবন করাইবার নিমিত্ত, সভ্যদেশ সমূহে অধুনা স্ত্রীবিদ্যালয়রূপ অনেক ডিঙি, পান্‌সি, জাহাজ প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়, পূর্ব্বতন কালে এরূপ ছিল না। ঘাটে অনেক ডিঙি থাকিলে মাজিরা যেমন পরস্পরের সহিত আড়া আড়ি করিয়া আরোহীদিগকে সযত্নে আপন আপন নৌকায় উঠাইয়া লয়, তদ্রূপ কোন কোন দেশে অনেক স্ত্রীবিদ্যালয় থাকাতে ছাত্রীদিগের আদর বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদিগের দেশেও যেন স্ত্রীবিদ্যালয়ের সংখ্যা, স্ত্রীলোকের আদর ও স্ত্রীজাতির প্রতি সমাদার ও যত্ন বৃদ্ধি হয়, আমাদের এই রূপ ইচ্ছা।

এক্ষনকার বাঙ্গালি সমাজ যেরূপ, এবং ভবিষ্যতে উহা যেরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিবে, তাহাতে যে স্ত্রীশিক্ষা এখন অবশ্যই বিলক্ষণ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কে সন্দেহ করিতে পারেন? এক্ষনকার উত্তিষ্ঠমান বংশ

প্রায় অধিকাংশই কালেজের পড়ো। তাঁহারা ইংরাজি ভাষায় কৃতবিদ্য হইতেছেন। ইংরাজিই প্রায় তাঁহাদের মাতৃভাষা হইয়া উঠিয়াছে। ভাষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা ইংরাজি সভ্যতাও শিক্ষা করিতেছেন; ইংরাজি সভ্যতা, অসন বসন চলন কথন লিখন ও ভজনাদিতেও প্রকাশ করিতেছেন। "প্রাতঃপ্রণাম;' ও "নমস্কার" মৃতভাষা হইয়া পড়িয়াছে। গুড্ মর্ণিঙ্ ও করকম্পন উহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। উদ্বহন বিষয়েও যুবকেরা ইংরাজি পদ্ধতি সকল অনুকরণ করিতেছেন। এক্ষণকার যুবকেরা শিক্ষিত স্ত্রী চাহেন; কেনই বা না চাহিবেন? যুবকদিগকে লেখা পড়া শিখাইলে স্ত্রীদিগকেও অবশ্য লেখা পড়া শিখাইতে হইবে। যুবকদিগকে মূর্খ করিয়া রাখ, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার অভাব বোধ হইবে না; কিন্তু যদি কেবল যুবকদিগেরই মাথায় বিদ্যা পূরিয়া দেও এবং স্ত্রীলোকদিগকে কিছুই না দেও, তাহা হইলে পাষাণ ঠিক থাকিবে না আরো কিছু দিন পরে, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজে অশিক্ষিত স্ত্রিলোকদিগের বিবাহ হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। কন্যা দাতগণ কালেজের পড়ো চাহেন, কালেজের পড়োরা স্কুলের ছাত্রী চাহেন। পূর্ব্বে বরকন্যার শরীরের দ্রাঘিমা বিবেচনা করিয়াই মানান অমানান স্থির করা হইত, এক্ষণ যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে উভয়ের বিদ্যার দ্রাঘিমাও প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষিত পুরুষের সহিত অশিক্ষিত স্ত্রীর বিবাহ হইলে, সর্ব্বদিকে সুখ জনক হয় না; বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যেরূপ অন্তর, তাহাই কত সময়ে অমিলের কারণ হইয়া উঠে। মূর্খ স্ত্রী, স্বীয় স্বামীকে সাতিশয় বিদ্যানুরক্ত দেখিয়া, চাই কি বিদ্যাকেই সপত্নী জ্ঞান করিতে পারেন। এমন স্ত্রীলোক স্বামীকে, উট্‌তে বই, বস্‌তে বই, দাঁড়াতে বই, শুতে বই, সকল সময়েই বয়ের গোলাম দেখিয়া, জ্বলিয়া পুড়িয়া মরেন। স্বামী পুস্তক খুলিয়া পড়িতে বসিলেন গিন্নি অমনি এর হাঁড়ি, ওর জালা, আর কিছুর মাল্‌সা, খুলিয়া বসিলেন। উভয়ের মধ্যে যিনি যে শাস্ত্রে পণ্ডিত তিনি তচ্ছাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ খুলিয়া বসিলেন। গ্রন্থকারেরা যেমন পরস্পরের দোষানুসন্ধান করেন তদ্রূপ তাঁহাদের রচিত শাস্ত্রানুসন্ধান করিয়াও পরস্পরের দোষ ধরিতে ছাড়েন না। স্বামী যে শাস্ত্র অনুসন্ধান করিতেছেন গৃহিণীর শাস্ত্র সেরূপ না হওয়াতে, উভয়ের মধ্যে হয়ত কিছু বকাবকি হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিলে এরূপ হইবে না, তখন তাঁহারাও বিদ্যার আদর করিতে শিক্ষা করিবেন। ভরসা করি কালক্রমে এরূপ স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া শিক্ষা করিলে সমাজের অনেক উন্নতি হইবে। মাতা লেখা পড়া জানিলে সন্তানেরা তাঁহার নিকট মিষ্ট কথায় অনেক শিক্ষা করিতে পারিবে। নিতান্ত বালককে কড়া গুরুমহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করা উচিত নহে। এরূপ গুরুমহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিলে বালকেরা যেমন গুরুমহাশয়কে দেখিতে পারে না তদ্রূপ বিদ্যাকেও দেখিতে পারিবে না। স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া জানিলে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে। কত স্ত্রীলোক স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাদি না জানাতে স্বামী ও পুত্রগণের কায়িক ও মানসিক দুঃখের নিদান হই-

য়াছেন। তাঁহারা যদি লেখা পড়া জানিতেন, তাহা হইলে কোন্ কালে বঙ্গীয় সমাজ সবল হইত।(স্ত্রী লেখা পড়া জানিলে স্বামীর কতকগুলি ঝনঝট কমিয়া যায়। গৃহ কার্য্যে যে সকল সামান্য সামান্য লেখা পড়ার প্রয়োজন, স্ত্রী অনায়াসেই সেই সমস্ত করিতে পারিবেন। শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করিলে স্ত্রীলোকেরা অনায়াসেই স্ব স্ব গৃহ অধিক মনোরম্য করিতে পারিবেন। কেবল বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পুস্তকের কীট হইলে তাদৃশ উপকার নাই। বিদ্যার দ্বারা যদি তাঁহারা গৃহ-সুখ ও গৃহ-সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে না পারেন, তাহা হইলে এমন বিদ্যাশিক্ষা না করাই ভাল। স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে প্রাচীনেরা যে কয়েকটী আপত্তি করেন, তাহার মধ্যে একটী আপত্তি এই যে, স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিলে গৃহকার্য্যে তত মনোযোগী হইবেন না। একথা নিতান্ত অগ্রাহ্য নহে। কথাটী সম্পূর্ণ সত্যও নহে, সম্পূর্ণ মিথ্যাও নহে। অনেক শিক্ষিত স্ত্রীলোক গৃহকর্ম্মকে দাসীবৃত্ত জ্ঞান করেন। তাঁহারা মনে করেন, রন্ধনাদি প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম না জানাই গৌরবের বিষয়। এরূপ মনে করিয়া যদি তাঁহারা সমস্ত গৃহকর্ম্মই দাস-দাসীর উপর ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের গৃহ ত্বরাই বিষম দুঃখের স্থান হইয়া উঠিবে।) পশুপালক যে পশু তিন বৎসর ধরিয়া বিস্তর যত্নে পুষ্টাঙ্গ করিবে, দাসদাসীর হাতে পড়িয়া উহা অল্পক্ষণের মধ্যেই অখাদ্য হইয়া উঠিবে। বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বঙ্গীয় নারীগণ যদি দৈনন্দিন ও অতিশয় প্রয়োজনীয় গৃহকর্ম্ম সকল অবহেলা করিতে শিক্ষা করেন, তাহা হইলে যে সমস্ত স্ত্রীলোক এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পুঁথি ছাড়িয়া পুনরায় হাঁড়ি ধরুন, অথবা অন্য কোন প্রকারে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হউন। পুরুষেরা গৃহকার্য্যে উদাসীন হইলে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু যাঁহারাই গৃহ, যাঁহারাই গৃহদেবী এবং যাঁহাদের জন্যই এতাদৃশ আড়ম্বর গৃহব্যাপর, তাঁহারাই যদি গৃহের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন, তবে আর কি বলিব, যাহা হওয়া উচিত নহে, তাহাই হইল। নারীগণ বিদ্যা শিক্ষা করুন, তাহাতে কাহার আপত্তি হইবে না ; কিন্তু যদি গৃহকার্য্যে অনাস্থা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে এমন লেখা পড়ায় তাঁহাদের প্রয়োজন কি? তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষা করুন, বিদ্যা বলে গৃহসুখের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করুন, এবং রন্ধনাদি বিষয়ে যদি নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারেন, তাহা হইলে আরো উত্তম। এক্ষণে আমরা(স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের আর একটি আপত্তি বিবেচনা করিব। প্রাচীনেরা বলেন, স্ত্রীলোকে বিদ্যাশিক্ষা করিলে তাহাদিগের নীতি নষ্ট হইয়া যায়। এই আশঙ্কায় তাঁহারা স্ব স্ব কন্যাগণকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে অনুমতি দেন না। নষ্ট নীতি লেখকেরা যে সকল পুস্তক লিখিয়া দেন সেই সকল পুস্তক স্ত্রীলোকদিগকে পাঠ করিতে দেওয়া উচিত নহে। স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া শিখিলে তাঁহাদের হস্তে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমর্পণ করা বিধেয়। স্ত্রীশিক্ষার গোঁড়া মহোদয়েরা আমাদের এই কথাটিতে একটু অধিক মনোযোগী হউন।)

(স্ত্রীলোকদিগের অধিকার সম্বন্ধে, মধ্যে মধ্যে বিষমবিবাদ ও বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। পুরুষেরা যে কোন কর্ম্ম করিবেন, স্ত্রীলোকেরাও কি সেই সেই কর্ম্ম করিতে পারিবেন, না, উভয়ের কার্য্য ও ক্ষমতা, সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রভেদ বা প্রাধান্য থাকিবে? নিতান্ত অসভ্য জাতির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের প্রায় সমান অধিকার, উভয়েই মূর্খ ও অসভ্য। উভয়েই আহার অন্বেষণে বনে বাদাড়ে গমন করে। উভয়েরই এক চেষ্টা, এক রূপ কার্য্য।) পুরুষও আহারীয় সংগ্রহ করিতেছে, স্ত্রীও আহারীয় সংগ্রহ করিতেছে। পুরুষও মৎস্য ধরিতেছে, স্ত্রীও তদ্রূপ করিতেছে। পুরুষও মাথায় মোট করিয়া গৃহে আসিতেছে স্ত্রীও তদ্রূপ করিতেছে। কোন দিন পুরুষও রন্ধন করিতেছে, কোন দিন স্ত্রীও রন্ধন করিতেছে। অসভ্য সমাজে স্ত্রীপুরুষে এই রূপে দিন যাপন করে। (নিতান্ত সভ্য দেশেও স্ত্রীলোকের ও পুরুষের অধিকার প্রায় সমান হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকানেরা বিলক্ষণ শিরঃ পুরঃসর লোক। উন্নতি লাভার্থে তাঁহারা প্রায় সকল বিষয়েই আপনাদের মস্তক বাড়াইয়া দেন। তাঁহাদের দেশে স্ত্রীলোকেরা বারিষ্টার, ডাক্তার, অধ্যাপক, সেনাপতি ও ধর্ম্মোপদেশক প্রভৃতির কার্য্য করিতে পারেন। আমেরিকার স্ত্রীলোকেরা যে অধিকার চাহেন, তাহাই প্রাপ্ত হন। তাঁহারা বিদ্যা প্রভাবে পুরুষের সহিত সমাধিকার ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা জাতিতে নারী, কিন্তু বিদ্যা ও বুদ্ধিতে পুরুষ বলিলেই হয়। গর্ভধারণ ও শিশু সন্তানকে লালন পালন করা যদি পুরুষের সহিত বিভাগ করিতে পারিতেন বোধ হয়, তাহাও তাঁহারা করিতে ছাড়িতেন না। আমাদের সমাজ না অসভ্য, না আমেরিকানদের সমাজের ন্যায় সভ্য। আমাদের স্ত্রীলোকদিগের বারিষ্টার, সেনাপতি, অধ্যাপক ও ধর্ম্মোপদেশক হইবার সময়ও নহে, প্রয়োজন নাই। ইহাঁরা যদি কিছু ডাক্তারি শিখেন তাহা হইলে কাজে দেখে।

অতি প্রাচীন সময় হইতে আমাদের স্ত্রীলোকেরা চিকিৎসা বিদ্যা শিখিয়া আসিতেছেন। আমাদের পিতামহী ও মাতামহীরা আজি পর্য্যন্ত আবশ্যক হইলে আমাদিগকে ঔষধ পত্র দেন। এখনকার স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পূর্ব্বকালীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় গৃহিণীর হউন, এই আমাদে প্রার্থনা।)

অশুদ্ধ-শোধন।

গতবারের পত্রিকায় ৪৪৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে ১৮ হইতে ২০ পংক্তি পর্য্যন্ত যে ঔষধ লিখিত হইয়াছে, তাহা বালকদিগের প্রতি ব্যবহৃত না হইয়া, বয়ঃপ্রাপ্ত দিগের প্রতি ব্যবহৃত হইবে।

রণচণ্ডী।

৩৮ অধ্যায়।

শত্রুদমন বিংশতি সহস্র কুকি সৈন্য লইয়া কাছাড় দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রায়জী এ যুদ্ধ যাত্রার প্রধান সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন, কুলপিলাল তাঁহার সহকারী হইলেন; শত্রুদমন সেনাপতি হইলেন। রায় রামজীবন রায় শুনিয়াছিলেন যে, লক্ষ্মীপুরে পঞ্চ সহস্র যবন সৈন্য আছে। এজন্য দুই দিবসের পথ অগ্রসর হইয়া তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আমাদিগের সেনাগণ তিন দলে বিভক্ত হইবে। প্রথম দলে পঞ্চ সহস্র থাকিবে; রাজকুমার শত্রুদমন তাহাদের সেনাপতি হইয়া অগ্রে গমন ও যবন শিবির আক্রমণ করিবেন। দ্বিতীয় দলেও পঞ্চ সহস্র সৈন্য থাকিবে, ভদ্রপাল তাহাদের সেনাপতি হইয়া শত্রুদমনের পশ্চাৎ গমন করিবেন। তৃতীয় দলে অবশিষ্ট সৈন্য থাকিবে, এবং আমি স্বয়ং তাহাদের সেনাপতি। শত্রুদমন এক দিবস অগ্রে যাত্রা করিবেন, তাঁহার এক দিবস পরে ভদ্রপাল যাত্রা করিবেন, আর আমরা তাহার এক দিবস পরে যাত্রা করিব, রায়জী আরও আদেশ করিলেন যে, কোন সৈনিক কোন গৃহস্থের বাটী লুণ্ঠন করিতে বা কোন প্রজার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিতে পারিবে না।

রাজকুমার শত্রুদমন অগ্রে যাত্রা করিলেন। কিরূপে লক্ষ্মীপুরে যবন শিবির আক্রমণ করিবেন, কিরূপে লক্ষ্মীপুরের শিবির অধিকার করিয়া শিলাচলে যাইবেন, এই সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শিলাচলের হিন্দু সেনারা তাঁহার সঙ্গে যোগ দিবে। আর তাহারা যবনদিগের দ্বারা আগ্নেয় যন্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল। তিনি ভাবিলেন, আমাদের নিকট একটী আগ্নেয়াস্ত্র নাই, তাহাদিগকে পাইলে অনেক বন্দুক পাইব। তাহারা আমাদের বিলক্ষণ উপকার করিতে পারিবে। তিনি স্থির করিলেন, লক্ষ্মীপুরে গিয়া শিলাচলে বোপদেব গোস্বামীর নিকট এক জন গুপ্ত চর পাঠাইব। সে যাইয়া সংবাদ দিলে, তাঁহার পরামর্শ মতে শিলাচলের হিন্দু সেনারা আমাদের সাহায্য করণার্থ প্রস্তুত থাকিতে পারিবে। কাছাড়ের সমস্ত পার্ব্বতীয় পথ, ও অন্যান্য স্থান তাঁহার জানা ছিল। লক্ষ্মীপুরের শিবিরও তাঁহার দেখা ছিল। এজন্য তিনি কোন্ পথে লক্ষ্মীপুরের শিবির আক্রমণ করিবেন, তাহা মনে২ স্থির করিলেন। এক্ষণকার সভ্য জাতিরা সকল দেশের মাণচিত্র করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা যে দেশে যুদ্ধ করিতে গমন করেন, সে দেশের পথ ঘাটের অনেক আভাস মাণচিত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে মাণচিত্র ছিল না। এ কারন তৎকালে যুদ্ধ কার্য্য অপেক্ষাকৃত কঠিন ছিল। কিন্তু আমাদিগের শত্রুদমন পিতৃবিয়োগের পর অবধি ছদ্ম বেশে কাছাড়ের নানা স্থানে বেড়াইয়াছিলেন, সকল প্রকার পথ তাঁহার জ্ঞাত ছিল। মুকুন্দলাল তিলাদ্রিমালা দিয়া ত্রিপুরার পথে যে দিক দিয়া কাছাড়ের আসিবার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, শত্রুদমন সে পর্ব্বত জানিতেন। তাঁহাদের যুদ্ধ যাত্রার যে

প্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহাতে শক্রদমনের মনে জয় লাভের দৃঢ় আশা ছিল। কিন্তু রণচণ্ডী কোন্ পথে কালনাগী সৈন্য লইয়া কাছাড়ে আসিবেন, তাহা কিন্তু বলিয়া যান নাই। শক্রদমন কখন মনে করিতেন, তিনি লক্ষ্মীপুরের পথে তাঁহার পশ্চাৎ২ কিম্বা আসালুর পথে আসিবেন।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে, শক্রদমন এক শনিবার রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে লক্ষ্মীপুরের অনতিদূরে অরণ্যমধ্যে আসিলেন। তিনি আপনার সেনাদল লইয়া সেই অরণ্যে অবস্থিতি করিলেন। এরূপ নীরবে রহিলেন যে, অরণ্যের বহিঃস্থ লোকে তাহার সন্ধান পাইল না। সে রাত্রি তথায় অতিবাহন করিলেন, তাহার পর দিবস সমস্ত দিনও তথায় রহিলেন। পরে রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে তাঁহারা যাত্রা করিলেন। শক্রদমনের পরামর্শ মতে সেনারা নদীতীর দিয়া বরাবর যাইতে লাগিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া তাহারা নদীর ভাঙ্গুনি পাড়ের নিম্ন দিয়া গমন করিল। শক্রদমন মনে করিলেন, ভাঙ্গুনি পাড়ের নিম্ন দিয়া গেলে, শক্রপক্ষের বন্দুকের গুলি বা তীর তাঁহাদিগকে লাগিবে না, অথচ তাঁহারা অনায়াসে শক্রপক্ষের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে পারিবেন। এক্ষণে তাঁহারা লক্ষ্মীপুরের থানার নিকটবর্ত্তী হইলেন।

থানা বা শিবিরের নিকটবর্ত্তী হইলে, যবনশিবিরে তাঁহাদের আগমন জানিতে পারিয়া তোপধ্বনি করিল। মুহূর্ত্তেক মধ্যে যবন সেনারা শক্রদিগকে আক্রমণ করণার্থ প্রস্তুত হইল। যবন সেনারা সুশিক্ষিত, এজন্য তাহাদের যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে অধিক সময় ব্যয় হইল না। তাহারা বন্দুক, কামান, ধনুক প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল; যাহারা অশ্বারোহী, তাহারা অবিলম্বে অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া তাহাতে আরোহণ করিল। যবন সেনারা নদীতীরদিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বন্দুকের গোলা ও বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিল। কুকি সেনারা তাহার প্রত্যুত্তরে শর নিক্ষেপ করিল না। যবন সেনারা আরও অগ্রসর হইল। আরও বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। তথাপি কুকিরা একটীও বাণ নিক্ষেপ করিল না; তাহারা নীরবে নদীর ভাঙ্গুনি পাড়ে উবুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহাতে অধিক সাহসী হইয়া যবন সেনারা আরও অগ্রসর হইল, আরও গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন শক্রদমন স্বীয় সেনাদিগকে ধনুকে বাণ যোজনা করিতে আদেশ করিলেন। বাণ যোজনা হইলে শক্রদমন নিজে এক বার ভাঙ্গুনি পাড়ের উপরে উঠিয়া দেখিলেন, শক্ররা কোন্ দিকে আছে, তৎপরে সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন। কুকিরা যবনদিগের অপেক্ষা শর নিক্ষেপে অধিক পটু। তাহারা একেবারে এক ধনুকে দ্বাদশটী শর যোজনা ও নিক্ষেপ করিতে পারে। আর তাহাদের তীরের ফলকে বিষ থাকে; সে বিষাক্ত শর মনুষ্যশরীরে ঈষণ্মাত্র বিদ্ধ হইলেই জীবন নষ্ট হয়। এক্ষণে তাহারা সেই শর আষাঢ় মাসের বারিধারার ন্যায় অনবরত নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কুকিরা ধনুঃ যুদ্ধ অপেক্ষা সম্মুখ যুদ্ধ অধিক ভাল বাসে। তাহাদের হাতে দ্বিহস্ত খড়্গ ও বড়শা থাকে, তাহারা অতি সহজে ও ক্ষিপ্রকারিতাসহকারে তাহা চালাইতে পারে। তাহাদের মধ্যে অনে-

কে শক্রদমনকে নদীপাড়ের উপরে উঠিয়া সম্মুখযুদ্ধে রত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু শক্রদমন তাহাতে সম্মত হইলেন না; তিনি জানিতেন যে, যবনদিগের আগ্নেয়াস্ত্র অতি মারাত্মক, তাহার সাক্ষাতে কুকিদিগের বিষাক্ত শর কিছুই নহে। আর কুকিরা আগ্নেয়াস্ত্রকে অতিশয় ভয় করে; আজি পর্য্যন্ত উহারা বন্দুককে ভূতের অস্ত্র বলে। লুসাই পর্ব্বতের কুকিরা এক্ষণে অনেক বন্দুক সংগ্রহ করিয়াছে, ইংরাজদিগের সঙ্গে সে বৎসর যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে লুসাই কুকিরা বন্দুক ব্যবহার করিয়াছিল।

রাত্রি প্রভাত হইল, তথাপি যুদ্ধ নিবৃত্ত হয় না। যবন সেনারা অনবরত গোলা গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল—কুকিরাও অনবরত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন পক্ষের জয় বা পরাজয় নির্ণয় হয় না। অবশেষে যবনেরা একেবারে অগ্রসর হইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল। শক্রদমনের আদেশ ক্রমে কুকিরা যে যে স্থানে ছিল, সে সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এতক্ষণ বৃথায় যবনেরা গোলা গুলি নিক্ষেপ করিতেছিল, কেননা ভাঙ্গুনি পাড়ের নিম্নে থাকাতে তাহাদের গোলা গুলি দ্বারা এক জনও কুকির প্রাণ বধ হয় নাই। এক্ষণে তাহাদের বন্দুকের গোলা গুলির আঘাতে অনেক কুকি মরিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া শক্রদমন কুকিদিগকে ভাঙ্গুনি পাড়ের উপরে উঠিয়া বড়শা চালাইতে আদেশ করিলেন। এইবার কুকিরা অপমানিত সিংহের ন্যায় যবনদিগকে আক্রমণ করিল। যবনদিগের প্রায় দুই শত অশ্বারোহী কুকিদিগকে আক্রমণ করিল। যবনদিগের বন্দুকে এখন আর কোন কাজ হইল না। কিন্তু অশ্বারোহীরা অনেক কুকির প্রাণ বধ করিতে লাগিল। অন্য কোন জাতি হইলে এই সময়ে পলায়ন করিত বা পরাজয় স্বীকার করিত। কিন্তু কুকিরা পলাইবার লোক নহে। তাহারা অশ্বারোহীদিগের অশ্ব নষ্ট করিতে লাগিল। তাহাদের বড়শার এক২ আঘাতে এক একটী সৈন্য ভূমিতলে পড়িতে লাগিল। জয় লাভের সম্ভাবনা দেখিয়া যবনেরা এক২ বার আল্লা২ বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু কুকিরা নিঃশব্দে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

এমন সময়ে ভদ্রপালের সেনাদল যুদ্ধ স্থলে উপস্থিত হইয়া বড়শা চালাইতে লাগিল। তাহাদের আগমন দেখিয়া যবনেরা ভীত হইল বটে, কিন্তু তথাপি যুদ্ধ করিতে নিবৃত্ত হইল না। তাহাদের কামান ও বন্দুক এক্ষণে ব্যর্থ হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করিতেছিল। বেলা দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ হইল। শেষে যবনেরা হীনবল হইয়া পরাভূত হইল। তাহাদের পঞ্চ সহস্র সেনার মধ্যে সহস্রেক লোক জীবিত ছিল; তাহারাও যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। কুকিদিগের প্রায় দ্বি সহস্র লোক হত হইয়াছিল। যবনদিগের যুদ্ধ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে লক্ষ্মীপুরের থানাদার পলায়ন করিয়া শিলাচলের দুর্গে গমন করিয়াছিল। শক্রদমন থানায় যাইয়া নগদ টাকা কিছুই পাইলেন না। বহুমূল্য কোন দ্রব্যও পাইলেন না। কেবল থানায় অনেক পরিমাণে বারুদ গোলা পাইলেন। আর যে সকল যবন সেনা

যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইয়াছিল, তাহাদের বন্দুক সকল সংগ্রহ করিয়া শক্রদমন থানায় লইয়া গেলেন। থানায় যবন সেনাদিগের আবাসে কুকি সেনারা আশ্রয় লইল। শক্রদমনের আদেশে কেহ কোন গৃহস্থের প্রতি অত্যাচার করিল না।

৩৯ অধ্যায়।

লক্ষ্মীপুর হস্তগত করিয়া শক্রদমনের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি কাছাড় অধিকার করিবার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, লক্ষ্মীপুর হস্তগত করাতে তাঁহার আশা সফল ও যত্নে কৃতকার্য্য হইবার অনেক ভরসা হইল। তিনি অবিলম্বে এক জন লোককে রায়জীর নিকট সংবাদ দিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কুকি সেনা ও সেনাপতিদিগের নিকট আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তাহাদিগের আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। গ্রামস্থ লোকেরা যুবরাজকে দেখিবার জন্য দলে২ আসিতে লাগিল। তাহারা সেনাদিগের জন্য আহার্য্য সামগ্রী সকল আনিতে লাগিল। আবার প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা যবনদিগের অত্যাচারে যবনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা আসিয়া রাজপুত্রের নিকট আপনাদের দুঃখের কাহিনী কহিতে লাগিল। গ্রামস্থ যুবকেরা আসিয়া রাজপুত্রের নিকট সেনাদলে ভুক্ত হইবার প্রার্থনা করিল। সেই দিনে এক সহস্র বাঙ্গালী ও মণিপুরী যুবক যুবরাজের সঙ্গে যোগ দিল। যুবরাজ তাহাদিগকে বন্দুক ব্যবহার শিখাইতে লাগিলেন। তাহাদের অনেকে বন্দুক ব্যবহার করিতে জানিত।

গ্রামস্থ প্রাচীনেরা আসিয়া যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাদের নিকট যুবরাজ অনেক সৎপরামর্শ গ্রহণ করিলেন।

যে রাজা প্রজাদিগকে কেবল বাহুবল দ্বারা বশীভূত রাখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার ন্যায় নির্ব্বোধ আর জগতে নাই। বাহুবল দ্বারা লোকে বাহ্যে বশীভূত থাকে, প্রজাদিগের উপকার করিলে, কেবল প্রজাদিগের সুখসচ্ছন্দতার জন্য রাজ্য শাসন করিলে, প্রজারা আন্তরিক সন্তুষ্ট থাকে। যে রাজা বাহুবল দ্বারা প্রজাদিগকে বশে রাখেন, বিপদকালে প্রজারা তাঁহার উপকার করে না; কিন্তু যে রাজার প্রতি প্রজারা আন্তরিক সন্তুষ্ট, সে রাজার বিপদকালে প্রজারা তাঁহার জন্য প্রাণ দিয়া থাকে। দুই কারণে যবনদিগের প্রতি এদেশের লোকেরা অসন্তুষ্ট ছিল;—প্রথম ধর্ম্মজনিত, দ্বিতীয় অত্যাচার জনিত। যবনদিগের ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ; যবনদিগের আচার ব্যবহার হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারের নিতান্ত বিরুদ্ধ। হিন্দুরা পৌত্তলিক, প্রতিমা পূজা করা যবনদিগের প্রধান পাপ। এদেশে যবনেরা কেবল রাজ্যভোগ সুখ সম্ভোগার্থ রাজ্য বৃদ্ধি করিত না। ধর্ম্ম বৃদ্ধি করা রাজ্য বৃদ্ধির আর একটী উদ্দেশ্য ছিল। যবনেরা এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে কোরাণ লইয়া এদেশে মহম্মদের ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিয়াছেন। ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিলে লোকেরা যেমন বিরক্ত হইয়া থাকে, এমন আর কিছুতে হয় না। যবনেরা এদেশে অগ্রে তাহাই করিতেন। তাঁহারা কাছাড়েও তাহাই করিয়াছি-

লেন। যবনদিগের ভয়ে সন্ন্যাসীরা পর্ব্বতের নিভৃত স্থান সকলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। দেশের সমস্ত প্রজা যবনদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এক্ষণে তাঁহারা তাহাদের প্রকৃত রাজাকে দেখিয়া সকলে তাঁহার শরণাগত হইল, ও তাঁহার সহিত যোগ দিয়া যবন দমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

শক্রদমন কিছু দিন লক্ষ্মীপুরে অবস্থিতি করিলেন। রায়জী স্বীয় সেনাদলসহ লক্ষ্মীপুরে আসিয়া পঁহুছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা লক্ষ্মীপুরে প্রধান শিবির করিয়া তথা হইতে শিলাচলে সৈন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন।

যে দিন শক্রদমন থানাদারের বাটীর প্রত্যেক গৃহ তল্লাস করেন, সেই দিন দেখিলেন, থানাদারের অন্তঃপুরে একটী কুঠরীর প্রবেশ দ্বারে লিখিত আছে, "এমন সতী সাধ্বী স্ত্রীলোক হিন্দুকুলে আর দেখি নাই।" পারস্য ভাষায় ইহা লিখিতছিল। সে গৃহের দ্বার ভিতরে বন্ধ ছিল, শক্রদমন দ্বার খুলিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বাহির হইতে কোন মতে খুলিতে পারিলেন না। শেষে ডাকিয়া কহিলেন, "এ গৃহে কে আছে, দ্বারখুলিয়া দেও।" দুই তিন বার ডাকিলেন, কেহ দ্বার খুলিল না; বা কোন উত্তর দিল না। আবার উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, কহিলেন, "আমি হিন্দু, কোন ভয় নাই, দ্বার খোল।" ইহার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দ্বার মুক্ত হইল। শক্রদমন দেখিলেন, গৃহমধ্যে একটী কৃশাঙ্গী যুবতী। যুবরাজ তাঁহার সম্মুখে যাইয়া বলিলেন, "সতি, বাহিরে আইস, ভয় নাই; আমি হিন্দু; আমি এদেশের রাজার পুত্র। স্বদেশ অধিকার করিতে আসিয়াছি। তুমি হিন্দু হও, মুসলমান হও, আমা হইতে তোমার উপকার বই অপকার হইবে না।" শক্রদমনের আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া যুবতী অতি কষ্টে কহিলেন, "আমি হিন্দু; আমি ব্রাহ্মণের কন্যা। আমি পাঁচ দিন অনাহারে আছি; আগে কিছু আহার দিন, পরে আমার বিষয় বলিব।"

যুবরাজের আদেশ ক্রমে গ্রামস্থ এক ব্রাহ্মণ প্রাচীনা আসিয়া যুবতীর জন্য আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রাচীনা যুবতীকে স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র পরাইলেন, শেষে আপনি নিকটে বসিয়া আহার করাইলেন। যুবতী আহার করিয়া তৃপ্ত হইলেন, এবং আলস্য অনুভব করাতে নিদ্রা যাইবার বাসনা করিলেন।

পর দিন যুবতী আপনাকে অনেক সবল বোধ করিলেন। যুবরাজ তাঁহার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করিলেন। রায়জী আসিয়াও যুবতীকে দেখিলেন। শরীর সবল হওয়াতে যুবতীর রূপ লাবণ্য পুনরায় পূর্ব্ব গৌরব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। শক্রদমন মনে২ ভাবিলেন, এ সময়ে রণচণ্ডী থাকিলে ইহার বড় উপকার করিতেন।

---

৪০ অধ্যায়।

একদিন যুবতী আত্মবিবরণ কহিলেন, "বঙ্গদেশে ঢাকার অনতিদূরে এলাসিন্ নামে এক নগর আছে, সেই নগরে আমার পিতার নিবাস। আমার পিতার নাম আত্মারাম চক্রবর্ত্তী; আমার নাম অন্নদা। আমার পিতার নিবাস বঙ্গদেশে বটে, কিন্তু তিনি আশামে সুসঙ্গ দুর্গাপুরের রাজবাটীতে কর্ম্ম করিতেন। আমি

মাতার সহিত তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। মিরজুমলা যে সময়ে আশামে সসৈন্যে গমন করেন, সেই সময়ে আমার পিতা আমার বিবাহ দিবার জন্য স্বদেশে যাত্রা করেন। আমরা এক খানি বৃহৎ নৌকাতে ব্রহ্মপুত্র দিয়া স্বদেশে যাইতেছিলাম। আমাদের সঙ্গে অনেক দ্রব্য সামগ্রী ছিল। আমরা জানিতাম না যে, মিরজুমলা আশামে যাত্রা করিয়াছেন। তাহা জানিলে পিতা কখনও আমাদিগকে লইয়া সে সময়ে দেশে যাত্রা করিতেন না। দুই দিনের পথ আসিয়া আমরা জলপথে সৈনিকপূর্ণ নৌকা দেখিতে পাইলাম। তখন আমাদিগের বড় ভয় হইল। একদিন রাত্রে আমরা ব্রহ্মপুত্র বহিয়া যাইতেছি। পবিত্র ব্রহ্মপুত্রের জলে তারকাবলী চিত্রিত নীল নভোমণ্ডলের ছবি অঙ্কিত হইয়াছে, পূর্ব্বীয় বাতাসে নদী জলে অনতিবৃহৎ তরঙ্গমালা উঠিয়াছে এমন সময়ে আমাদিগের নৌকার কর্ণধার কহিল, "কর্ত্তা, আমাদিগের পিছনে চারি খানি ঢাকাই ছিব নৌকা আসিতেছে।" পিতা নৌকার মধ্যে ছিলেন, তিনি বাহিরে গিয়া দেখিলেন, সত্য সত্য চারি খানি নৌকা অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে বহিয়া আসিতেছে। তিনি আমাদিগের নৌকার মাজিদিগকে কহিলেন, "তোরা জোরে বেয়ে যা।" তাহাতে তাহারা জোরে বাহিতে লাগিল। আমরা নৌকার মধ্যে অর্দ্ধ নিদ্রিত ছিলাম, এই সকল ভয়সূচক কথা শুনিয়া আমাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। মাতা নৌকার ঝাঁপ খুলিয়া দেখিলেন, চারি খানি নৌকা আমাদিগের পশ্চাৎ২ দ্রুত বেগে আসিতেছে, আমরা বড় ভীত হইলাম। আমাদিগের নৌকা দ্রুত বহিতে লাগিল বটে, কিন্তু আমাদিগের নৌকা মহাজনী নৌকা, সুতরাং অনেক দ্রুত চলিতে পারিত না। আমাদিগের পশ্চাতে যে চারি খানি নৌকা আসিতেছিল, তাহা আমাদিগের নৌকার নিকটবর্ত্তী হইল। তখন আমাদের বড় ভয় হইল। তখন আরো দেখিলাম যে, সে সকল নৌকাতে যবন সৈন্য; এতক্ষণে বুঝিলাম, বিপদ ভয়ানক; আর রক্ষা নাই। পিতা বাহিরে ছিলেন, তিনি নৌকার মধ্যে আসিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া গেলেন। এমন সময়ে শত্রুদের নৌকা হইতে এক তীর আসিয়া আমাদিগের নৌকার কর্ণধারের মস্তকে লাগিল। সে বাতাহত তরুর ন্যায় জলে পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আর এক তীর লাগিয়া পিতাও পড়িলেন। তিনি নৌকার সম্মুখ দিকে পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। এ সময়ে শত২ তীর আমাদিগের নৌকায় পড়িতে লাগিল। কর্ণধার না থাকাতে নৌকা ঘুরিতে লাগিল। মাজিরা যার যার মতে ঝম্প দিয়া জলে পড়িল। তখন মাতাকে কহিলাম, "আর বসিয়া কেন, এস ব্রহ্মপুত্র জলে প্রাণত্যাগ করি।" বলিয়া আমি ঝাঁপ তুলিয়া জলে পড়িলাম, মাতাও আমার সঙ্গে২ জলে পড়িলেন। মাতা আমার সাক্ষাতে চির দিনের জন্য ব্রহ্মপুত্র জলে ডুবিলেন। আমি মরিতে চাহিলাম না; যে সময়ে মনুষ্য জীবনের সুখের আরম্ভ, যে সময়ে সংসারের সুখ ভোগের আরম্ভ, রাজপুত্র, সে সময়ে কে মরিতে চাহে? আমি মাতার শোকে রোদন করিবার অবকাশ পাইলাম না। আপনার প্রাণ রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলাম। বাল্যকালাবধি জলে সন্তরণ করিতে জানিতাম।

এক্ষণে সে অভ্যাস কাজে লাগিল। এমন কি তদ্দ্বারায় প্রাণ রক্ষা হইল। আমি ব্রহ্মপুত্রের জলে ভাসিতে২ অনেক দূরে গেলাম। তখন একবার পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করিলাম। দেখিলাম, যবনেরা আমাদের, নৌকায় প্রবেশ করিয়া নৌকার সর্ব্বস্ব বাহির করিয়া আপনাদের নৌকায় লইয়া যাইতেছে। আমাদিগের সঙ্গে অনেক দ্রব্য সামগ্রী ছিল। মাতার ও আমার অনেক অলঙ্কার একটী পেটরায় ছিল। পিতা আশামের উৎকৃষ্ট স্বর্ণ দ্বারা আমাদের জন্য নানা বিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে সকল যবনের হস্তগত হইল। আমি আর পশ্চাতে দৃষ্টি করিলাম না। নদীকূলের অভিমুখে সাঁতরাইয়া যাইতে২ কূলে উঠিলাম। সেই রাত্রে এক গৃহস্থের বাটীতে ছিলাম। তথা হইতে তিন মাসে যোগিনী বেশে আশামের পর্ব্বতমালা দিয়া শিলাচলে যাইতেছিলাম। শিলাচলের বোপদেব গোস্বামী আমার পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ভিন্ন আমার এক্ষণে আর কেহ নাই। দেশে যাইবার পথে যবনের গতিবিধি আছে বলিয়া দেশে না গিয়া শিলাচলে যাইতেছিলাম। কিন্তু পথিমধ্যে যবনের হাতে পড়ি। তাহারা ধরিয়া আমাকে এখানে লইয়া আইসে। থানাদার যবন —তাহার নাম আহম্মদ খাঁ। তাহার আদেশানুসারে আমি তাহার অন্তঃপুরে প্রেরিত হই, যবন পরিচারিকারা বলপূর্ব্বক আমার যোগিনী বেশ দূর করায়। কিন্তু তাহারা আমাকে যে গৃহে রাখে, সে গৃহ হইতে তাহারা বাহির হইলে আমি গৃহের দ্বার রুদ্ধ করি। অনেকে অনেক যত্ন করিয়ায়াছিল কোন মতে দ্বার খুলিতে পারে নাই। সে গৃহে সহস্তে আত্মহত্যা করিবার কোন যন্ত্র ছিল না, নতুবা তাহা করিতাম। সেই গৃহে আমি পাঁচ দিন অনাহারে বদ্ধ ছিলাম। তখন ভাবিতাম, কেন মাতার সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের পবিত্র জলে প্রাণত্যাগ করি নাই! এখন সেই মরিতে হইবে, কিন্তু যবনে আমার দেহ স্পর্শ করিবে। যদি আপনি আসিয়া আমাকে উদ্ধার না করিতেন, আমি এই গৃহে অনাহারে মরিয়া থাকিতাম। ভগবান সিদ্ধেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন; তিনি আপনাকে কাছাড়ের সিংহাসনে স্থাপিত করুন, এই আমার কামনা।"

যুবতী এই বলিয়া অধোবদনে রোদন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব কথা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার শোকাবেগ অশংবরনীয় হইয়াছিল।

যুবরাজ, রায়জী ও অন্য সকলে নীরবে তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। শত্রুদমন দেখিলেন, ইনি দ্বিতীয়া রণচণ্ডী, তাঁহারই ন্যায় ইনি বিদেশিনী, তাঁহারই ন্যায় ইনি বিপদগ্রস্তা—তাঁহারই ন্যায় ইনি সুন্দরী; তাঁহারই ন্যায় ইনি ব্রাহ্মণতনয়া। তিনি আরো ভাবিলেন, রণু এখানে থাকিলে ইহাঁর দুঃখে দুঃখিত হইতেন।

যুবরাজ যুবতীকে কহিলেন, "আপনার আর কোন ভাবনা নাই। আপনাকে আমি শিলাচলে বোপদেব গোস্বামির নিকটে রাখিয়া যাইব। আপনি এক্ষণে আমাদের সঙ্গে থাকুন। আপনার কোন ভয় নাই।"

৪১ অধ্যায়।

কাছাড়ের রাজধানী খাসপুরে লক্ষ্মী-

পুরের যুদ্ধ সংবাদ গেল। শিয়ার শা সংবাদ পাইয়া সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বয়ং বিংশতি সহস্র সৈন্য লইয়া লক্ষ্মীপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে সকল হিন্দু জমিদার রাজা উপেন্দ্রনারায়ণের বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহারা শিয়ার শার সঙ্গে যোগ দিয়া যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সহস্রাধিক অশ্বারোহী সেনা চলিল। শিয়ার শা নিজে একটী বৃহৎ হস্তী আরোহণ করিয়া চলিলেন। আমির ও ওমরাওগণ এবং হিন্দু জমিদারগণ সকলেই হস্তী আরোহণে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন।

এদিকে রাজকুমার শত্রুদমন আপন সৈন্য সামন্ত লইয়া শিলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিয়ার শার আসিবার পূর্ব্বে তিনি শিলাচল অধিকার করিয়া তথায় আপন শিবির স্থাপন করিলেন। বড়বক্র নদী পার হইলে পর শিয়ার শা এ সংবাদ পাইলেন, তাঁহার ক্রোধানল আরো প্রজ্জ্বলিত হইল। তিনি লক্ষ্মীপুরের পথ ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে শিলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিয়ার শার সঙ্গে যে সকল হিন্দু সৈন্য ছিল, তাহাদের কেহ আসিয়া শত্রুদমনকে শিয়ার শার যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ দিল। শিলাচল অধিকার করিবার পর শত্রুদমন বরাবর রাজধানী খাসপুর অভিমুখে যাত্রা করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিয়ার শার যাত্রার সংবাদ শুনিয়া তিনি পথি মধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার মনস্থ করিলেন। শত্রুদমন অবিলম্বে যাত্রা করিলেন।

শিলাচলের অনতিদূরে এক বৃহৎ প্রান্তরে উভয় দলের সাক্ষাৎ ও যুদ্ধারম্ভ হইল। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সন্ধ্যাকালে সূর্য্যদেব অস্তগমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার শেষ রশ্মী উভয় দলের শরফলকে ও তরবারিতে পতিত হইতে লাগিল, তথাপি যুদ্ধ শেষ হয় না। ভগবান কমলাপতি অস্তগত হইলেন, নিশানাথ নিশাগমে উদিত হইলেন, তাঁহার বিমল রশ্মি উভয় পক্ষের সেনাদিগের অস্ত্র ফলকে হাসিতে লাগিল। তথাপি যুদ্ধ শেষ হয় না। উভয় দল সমভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল; জয় পরাজয় স্থির করা কঠিন। যবনদিগের বন্দুকের গোলাতে অনেক কুকি সৈন্য ভূতলসায়ী হইল, আবার কুকিদিগের বিষাক্ত শরে বহুসংখ্য যবন হত হইল। যবনদলে শিয়ার শাহা সেনাপতিত্ব করিতেছিলেন। শত্রুদমনের সেনাদলে এ যুদ্ধে আজি রায়জী স্বয়ং সেনাপতি; শত্রুদমন ও ভদ্রপাল তাঁহার সহকারী। রাত্রি প্রহরেক পর্য্যন্ত ভয়ানক যুদ্ধ চলিল; কোন দলের জয় পরাজয় স্থির হয় না, এমন সময়ে দক্ষিণ দিক হইতে মুকুন্দরাম মণিপুরী সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে কুকি সৈন্যদিগের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। তাহারা যদিও ক্লান্ত হইয়াছিল, তথাপি সমাগত মণিপুরী সৈন্যসহ যবনদমনে অধিকতর উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যবনেরা এই নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধে কোন প্রকারে ক্লান্ত হইল না। শেষে শত্রুদমন সংবাদ পাইলেন যে, শ্রীহট্ট হইতে বিংশতিসহস্র সৈন্য আসিয়াছে। তাহাদের সাহায্যেই যবনেরা এত নির্ভীকবৎ যুদ্ধ করিতেছে। শত্রুদমন দেখিলেন, কুকি সেনারা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছে, এক্ষণে কেবল মুকুন্দরামের

সৈন্যগণ সক্ষম। কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও অল্প ও তাহারাও ক্রমাগত কয় দিবস পথভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে। যবনেরা এ সকল জানিত ও বুঝিত, এজন্য তাহারা মণিপুরী সৈন্যের আগমন দেখিয়া আপনাদের অশ্বারোহীগণকে শত্রুদমনের দলে আক্রমণ জন্য পাঠাইল। অশ্বারোহীরা আক্রমণ করিলে যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ানক গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। এ সময়ে যবনদিগের বন্দুক প্রায় কোন কার্য্যের হইল না। কুকিরা দ্বিহস্ত খড়্গ ব্যবহার করিতে লাগিল। মণিপুরীরা তরবারি দ্বারা যবনমস্তক ছেদন করিতে লাগিল। এক্ষণে যবনদিগের সৈন্য সংখ্যা অধিক, এরূপ যুদ্ধে যে দলের লোক সংখ্যা অধিক, সেই দলের জয় লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং যবনদিগের জয় লাভের উপক্রম হইল। তাহারা বিস্তর কুকি ও মণিপুরি সৈন্য নষ্ট করিল। তথাপি কুকিরা পশ্চাতে হটিল না। যে স্থলে ছিল, সেই স্থলে থাকিয়া যবন খড়্গে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। রায়জী বার বার তাহাদিগকে পশ্চাতে হটিতে সংকেত করিলেন, তাহারা তাঁহার আদেশ মানিল না। শত্রুদমন তাহাদের বীরত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু এ যুদ্ধে পরাজয় হইবে, তাহা স্থির জানিলেন।

শত্রুদমন নিরাশ হইয়াছেন, এমন সময়ে পূর্ব্ব দিকে তাঁহার আশা নক্ষত্র উদিত হইল। পূর্ব্ব দিকে রণচণ্ডী স্বয়ং অশ্বারোহণে স্বীয় সৈন্যসহ দেখা দিলেন। তাঁহার আগমনে সকলের মনে আনন্দোদয় হইল। তিনি আসিয়া একেবারে যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন। কালনাগী কুকিরা কালান্তের যমদূতের ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। এক্ষণে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শত্রুদমনের দলে বার২ জয় ধ্বনি উঠিতে লাগিল।

হিন্দুদিগের যুদ্ধের নিয়ম এই, তাঁহাদের যত সৈন্য, তাঁহারা সে সমস্ত লইয়া যুদ্ধে গমন করিতেন। তাহাতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত সেনাগণ ক্লান্ত হইলে তাহাদের সাহায্যের নিমিত্ত আর কেহ আসিত না। রাজপুতানায় এই কারণে অনেক যুদ্ধে হিন্দুরা পরাজিত হইয়াছেন। যখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত রাজপুত্রদের যুদ্ধ হয়, তখনও এই কারণে প্রথমে জয়ী হইয়াও শেষে রাজপুতেরা পরাজিত হইয়াছেন। রাজপুতেরা সমস্ত সৈন্য যুদ্ধে নিযুক্ত করিতেন, সুতরাং তাঁহারা যে সকল দুর্গ জয় করিতেন, তাহা রক্ষা করিবার জন্য লোক থাকিত না। শত্রুদমনও এই কারণে পরাজিত হইতেন, কিন্তু শেষে রণচণ্ডীর আগমন হওয়াতে তাঁহার অদৃষ্ট ফিরিল। রণচণ্ডীর আগমন দেখিয়া যবনদিগের ভয় হইল, জয় আশা তিরোহিত হইল। রণচণ্ডীর আগমনে শত্রুদমনের সেনারা অধিকতর সাহসের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলে যবনদিগের সেনাগণ কিঞ্চিৎ পশ্চাতে হটিল। কুকি সেনারা সময় পাইয়া অগ্রসর হইল। ক্রমে যবনেরা অনেক পশ্চাৎ হটিল। কুকি সেনারা অনেক অগ্রসর হইল। অবশেষে যবনেরা পলায়ন করিল, কুকি সেনারা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। শত্রুদমনের যুদ্ধে জয় লাভ হইল।

শত্রুদমন যবনদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া পিতদত্ত তরবারি দ্বারা শিয়ার শার মস্তক ছেদন করিলেন। অবশিষ্ট যবনদিগের কাহাকে হত, কাহাকে বা বন্দী করিয়া রণক্ষেত্রে ফিরিয়া আইলেন॥

আসিয়া দেখেন, রায়জী, কুলপিলাল ও রাধারমণ গোস্বামী অতি বিষণ্ন বদনে রণুর শুশ্রূষা করিতেছেন। রণুর কুক্ষি-দেশে এক তীক্ষ্ণ শর বিদ্ধ হইয়া অবারিত বেগে শোণিতপাত হইতেছিল। শত্রুদমন দেখিবামাত্র আপনার উষ্ণীশ দিয়া ক্ষত স্থান বন্ধন করিয়া তাহাতে জলসেক করিতে লাগিলেন। এইরূপ করাতে কিয়ৎক্ষণ পরে শোণিতস্রাব নিবারিত হইল। রণু যৎকিঞ্চিৎ বল লাভ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কাহার্ জয় লাভ হই য়াছে?" অনেকে এক সঙ্গে কহিলেন, "আমাদের।" এই আনন্দের সংবাদ শুনিয়া রণুর হৃদয় আনন্দে উৎপ্লবমান হইল, তাহাতে আবার রক্তস্রাব হইতে লাগিল। অনবরত জলসেক করাতে আবার রক্ত নির্গমন রুদ্ধ হইল। সকলে মিলিয়া রণুকে লইয়া রাজধানী অভিমুখে গমন করিলেন।

শেষ কথা।

রণচণ্ডীর আসন্নকাল উপস্থিত। তাঁহার কুক্ষি দেশের অনেক দূর পর্য্যন্ত শর বিদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং অনেক যত্ন করাতেও কোন প্রকারে রক্তস্রাব একেবারে বন্ধ হইল না। কিছুক্ষণের জন্য শোণিতক্ষারণ নিবারণ হইত, কিন্তু কথা কহিলে, বা পার্শ্ব পরিবর্ত্ত করিলে আবার রক্তস্রাব হইত। এইরূপে দেহ হইতে অনেক রক্ত নির্গত হওয়াতে রণচণ্ডী অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়িলেন। শত্রুদমন, অন্নদা, রাধারমণ গোস্বামী এবং বোপদেব গোস্বামী দিবারাত্র তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। বোপদেব গোস্বামী অনেক প্রকার ঔষধ জানিতেন, সে সকল প্রয়োগ করিলেন, কিছুতেই উপকার হইল না। রণচণ্ডীর শিয়রে বসিয়া শত্রুদমন দিবা-রাত্র অধোবদনে ভাবিতেন। অন্নদা ভগিনীর ন্যায় রণুর সেবা করিতেন। এক দিন অন্নদা রণুকে আপনার ইতি-হাস বলিয়াছিলেন; রণু শুনিয়া কাঁদি-য়াছিলেন; সে দিবস অত্যন্ত রক্তস্রাব হইয়াছিল। এক দিন দুই দিন করিয়া ক্রমে এক পক্ষ গত হইল; আরোগ্য লাভের কোন সম্ভাবনা দৃষ্ট হইল না। শেষে আর এক কুলক্ষণ দৃষ্ট হইল— ভয়ানক জ্বর হইল। জ্বরের যাতনায় রণচণ্ডী এককালে অজ্ঞান হইলেন। বোপদেব গোস্বামী নাড়ী ধরিয়া বলি-লেন, জ্বর ত্যাগের সময় জীবন সংশয়। শুনিয়া অন্নদা গৃহ বাহিরে যাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শত্রুদমন অধো-বদনে বসিয়া রহিলেন। রাধারমণ গোস্বামী একমাত্র কন্যার আসন্ন কাল দেখিয়া অন্তর্ব্যথিত হইতে লাগিলেন। সকলে জ্বর ত্যাগের অপেক্ষায় রহিলেন।

যাহাদিগের সৎস্বভাব—যাহারা একই প্রকার দুঃখে পীড়িত, তাহাদের শীঘ্র প্রণয় জন্মে। অন্নদার স্বভাব অতি নম্র—রণচণ্ডীরও তদ্রূপ। একপক্ষ কালের আলাপে উভয়ের প্রণয় জন্মিল। অন্নদা রণুকে আপন ভগিনীবৎ ভাল বাসিতে লাগিল। অন্নদার সেবা শুশ্রূ-ষায় রণু এত আপ্যায়িত হইলেন যে, তিনি মনে করিতেন যেন এ মৃত্যু-শয্যায় তাঁহার জননী তাঁহার নিকটে রহিয়া-ছেন। রণু পীড়া-শয্যায় থাকিয়াও অন্নদার নিকট মৃদুরবে অনেক কথা কহিতেন। অন্নদাও তাঁহার চিত্ত বিনো-দনার্থ অনেক বিষয় বলিতেন। শত্রুদমন উভয়ের ভালবাসা ব্যবহার দেখিয়া আত্যন্তিক প্রীত হইতেন।

যুদ্ধ জয় অবধি রামজীবন রায় রাজ্যের নানাপ্রকার সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার হাতে সমস্ত ভার দিয়া শত্রুদমন কেবল রণচণ্ডীর সেবায় অনুরক্ত ছিলেন। রায়জী মুকুন্দরামকে অনেক সৈন্য সমভিব্যাহারে কাছাড় দেশ হইতে যবন নিষ্কাশনে নিযুক্ত করিলেন, আর ভদ্রপালকে আশামে রাণী মন্দাকিনীকে আনয়ন জন্য লোক জন সহ পাঠাইলেন। তথাপি রায়জী মধ্যেং আসিয়া রণচণ্ডীকে দেখিয়া যাইতেন। কুলপিলাল রণুর নিকটেও থাকিতেন, এবং রায়জীর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকেও পরামর্শ দিতেন। রণচণ্ডীর জন্য সকলেই দুঃখিত, সকলেরই বদন বিষণ্ণ।

এক পক্ষ মধ্যে ভদ্রপাল রাণী মন্দাকিনীকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। রাণী, রণচণ্ডী ও অন্নদা সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ বিজ্ঞাত হইয়া অতীব দুঃখিত হইলেন। এক্ষনে তিনিও রণচণ্ডীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। রাণী রণচণ্ডীর প্রতি শত্রুদমনের ও শত্রুদমন ও রণচণ্ডী উভয়ের প্রতি অন্নদার ভালবাসা দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন।

রণচণ্ডী শেষ দিনের যুদ্ধে অতি আশ্চর্য্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন; তিনি স্বহস্তে সহস্রাধিক যবন বধ করিয়াছিলেন। সেনাগণ তাঁহার আশ্চর্য্য বিক্রম দেখিয়া তাঁহাকে দেবকন্যা বলিত। ফলতঃ তাহারাও রণচণ্ডীকে অত্যন্ত স্নেহ করিত।

বোপদেব গোস্বামী কহিলেন, আজি প্রভাত সময়ে জ্বর বিচ্ছেদ হইবে; সেই সময়ে প্রাণ বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা। শুনিয়া সকলে অধোবদনে রণুর শয্যার চারিপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। রাণী মন্দাকিনী ও অন্নদা নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। রণু জ্বরে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে চেতনা লাভ করিয়া বোপদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসিলেন, "পিতঃ, আর যন্ত্রণা সহে না; কতক্ষণে মরিব?" বোপদেব গোস্বামী নাড়ী ধরিয়া কহিলেন, "বোধ হয়, প্রভাত কালে জ্বর বিচ্ছেদ হইবে।" "তবে জ্বর ত্যাগের রণচণ্ডী সঙ্গেং প্রাণত্যাগও হইবে।" বলিয়া শত্রুদমনের মুখ প্রতি এক দৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। থাকিতে থাকিতে চক্ষুদ্বয় অশ্রুজলে পূর্ণ হইল— নয়নপ্রান্ত বহিয়া বারিধারা পড়িয়া উপাধান সিক্ত হইল! দেখিয়া শত্রুদমন বসনাঞ্চল দ্বারা রণুর নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "গত কথা মনে করিয়া আর মনকে কষ্ট দিও না।"

রণচণ্ডী অন্নদাকে কহিলেন, "ভগিনী, রাজপুত্রের সঙ্গে আমার কিছু বিশেষ কথা আছে। তুমি সকলকে বাহিরে যাইতে বল, কেবল তুমি ও রাজপুত্র আমার কাছে বসিবে।"

শুনিবামাত্র সকলে বাহিরে গেলেন। রণু পূর্ব্বের মত আবার শত্রুদমনের মুখ প্রতি অনিমিষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে আবার বারিধারা গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিয়া শত্রুদমনও কাঁদিতে লাগিলেন। অন্নদা কাঁদিতেং প্রথমে রণচণ্ডীর নয়ন জল মোচন করিলেন; শেষে শত্রুদমনকে কহিলেন, "এমন করিলে আবার রণুর বক্ষস্থল হইতে রক্তপাত হইবে। অতএব ধীর ভাবে কথা বল।"

কিয়ৎক্ষণ সকলে নীরবে রহিলে রণ-

চণ্ডী কহিলেন, "রাজপুত্র, আমি আগেই বলিয়াছিলাম, আমার অদৃষ্টে সুখ নাই। তাই হইল।"

শত্রুদমন শোকাকুল স্বরে কহিলেন, "বিধাতা এই অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন, কে জানে? তাঁহার লিপি কেহ খণ্ডাইতে পারে না।"

"রাজপুত্র, তবে আমি ত এখন মরিতে চলিলাম— (সরোদনে) তুমি আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা মনে আছে?"

"আছে।"

"আমার একখণ্ড অস্থি ভাগীরথী জলে দিবে?"

"দিব।"

"আমার মরণের পর তুমি বিবাহ করিবে?"

"তা এখন বলিতে পারি না।"

"আমার নিকট সেই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—নতুবা দেখিতেছি, প্রকারান্তরে আমি তোমার পিতৃনাম লোপের কারণ হইতেছি?"

"সে প্রতিজ্ঞা কি এখনই না করিলে নয়?"

"এখনি করিতে হইবে।"

"আচ্ছা, বিবাহ করিব।"

"কাহাকে?"

"তা কি প্রকারে বলিব?"

"আমি যাহাকে বলি, তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে—তুমি জান, আমি তোমাকে ভালবাসি; তোমার মন্দ চেষ্টা কদাপি করিব না। আমি যাহাকে বলি, তাহাকে বিবাহ কর—সুখী হইবে, আমিও সুখী হইব।"

"কাহাকে বিবাহ করিতে বল।"

"অন্নদাকে। অন্নদা আমার ভগিনী—আমারই ন্যায় বিপন্না; তুমি অন্নদাকে বিবাহ কর সুখী হইবে।"

শুনিয়া অন্নদার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। শত্রুদমন অনেকক্ষণ নীরবে রহিলেন—রণচণ্ডী অনেক কথা কহিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলেন, এজন্য অন্নদার নিকট জল পান করিতে চাহিলেন। অন্নদা জল দিলেন। তখন রণু অন্নদাকে কহিলেন, "ভগিনি, রাজপুত্রকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসি—আমার ভালবাসা বস্তু তোমার হাতে দিয়া চলিলাম, যতনে রাখিও।" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাজকুমার রণুর নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি অন্নদাকে বিবাহ করিবেন। শুনিয়া রণু যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং উভয়ের দক্ষিণ কর একত্র করিয়া কাঁদিতে২ কহিলেন, "এই তোমাদের বিবাহ হইল—আমি যাহাদের একত্র করিলাম, মৃত্যু ব্যতিরেকে আর কেহ তাহাদের পৃথক করিতে পারিবে না।"

এই ঘটনার পর অনেক ক্ষণ সকলে নীরবে রহিলেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। শেষে রণচণ্ডীর কপাল ঘামিল—দেখিয়া অন্নদা বুঝিলেন, এ জ্বর ত্যাগের সময়। সকলকে ডাকিলেন। বোপদেব গোস্বামী দেখিয়া বলিলেন, জ্বর ত্যাগের সময় উপস্থিত। সকলে গৃহে আসিলে রণু চক্ষু মেলিয়া আবার কহিলেন, "আমি যাহাদের একত্র করিলাম, মৃত্যু ব্যতিরেকে কেহ তাহাদের পৃথক্ করিতে পারিবে না।" অন্যে এ কথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন, রণু প্রলাপ বকিতেছেন।

রণুর সমস্ত শরীর ঘামিল—শরীর ক্রমে শীতল হইয়া আসিতে লাগিল। এমন সময়ে রণু আবার উচ্চ স্বরে কহি-

লেন, "আমি যাহাদের একত্র করিলাম, মৃত্যু ব্যতিরেকে কেহ তাহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারিবে না।" আবার রণুর কুক্ষিদেশের ক্ষত মুক্তমুখ হইয়া রক্ত-স্রাব হইতে লাগিল। তাহাতে ক্ষণেকের মধ্যে তিনি অত্যন্ত অবসন্ন হইলেন। বোপদেব গোস্বামীর কথা ফলিল—রাত্রি প্রভাত কালে রণু প্রাণত্যাগ করিলেন। মরিবার সময়েও বলিয়াছিলেন, "মৃত্যু ব্যতিরেকে"——আর কোন কথা বলিতে পারেন নাই।

পরিশিষ্ট।

অগুরু ও চন্দন কাষ্ঠ দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া রণচণ্ডীর দেহ দাহ করা হইল। রাধারমণ গোস্বামী তৃতীয় দিবসে কণ্যার যথাবিধ শ্রাদ্ধ করিলেন। শত্রুদমন অনেক দান ধ্যান করিলেন। অবশেষে তিনি স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

শত্রুদমন সিংহাসনে বসিলে কুকি সেনাপতি ও সেনারাও স্বদেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের জন্য শত্রুদমন নানা সামগ্রী দিলেন। আতঙ্কী দেশে ছিল, তাহার সঙ্গে ভদ্রপালের বিবাহ হইবে শুনিয়া শত্রুদমন ভদ্রপালকে অনেক দ্রব্য সামগ্রী দিলেন। মণিপুরি সেনাদের মধ্যে অতি অল্প লোক দেশে গেল, অনেকে কাছাড়ে বিবাহাদি করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখনও কাছাড়ে ও শ্রীহট্টে অনেক মণিপুরি আছে।

এক বৎসর পরে শত্রুদমন অন্নদাকে বিবাহ করিলেন। তিনি কাছাড় রাজভবনের আনন্দময়ী দেবতা স্বরূপ হইলেন।

শত্রুদমন রণচণ্ডীর স্মরণার্থ চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার হস্তের তরবারি অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন। তিনি তাহা প্রত্যহ বাহির করিয়া দেখিতেন। তাহাতে রাজ বাটীস্থ অনেকে মনে করিত, তিনি উক্ত তরবারির পূজা করেন। কিন্তু তিনি উহার পূজা করুন বা না করুন, তাঁহার পরবর্ত্তী রাজারা সকলেই উহার পূজা করিতেন। রণচণ্ডী কাছাড়ের রাজদেবতা। শত্রুদমনের পরবর্ত্তী রাজারা অতি সমারোহে রণচণ্ডীর পূজা করিতেন। যেমন মণিপুরে গোবিন্দজি প্রধান দেবতা, তদ্রূপ কাছাড়ে রণচণ্ডী প্রধান দেবতা। রণচণ্ডী নামে কোন দেবমূর্ত্তি নাই, এক খানি তরবারি মাত্র—সে রণুর হাতের তরবারি যাহা দ্বারা তিনি সহস্র যবনের মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। এক্ষণাবধি কাছাড়কে রণচণ্ডীর রাজ্য বলিয়া থাকে। কাছাড়ের ভূতপূর্ব্ব রাজপরিবারে এখনও রণচণ্ডীর পূজা হইয়া থাকে। শুনিয়াছি সে কালে এই রণচণ্ডীর নিকট নরবলি হইত।

পুঃ, কাছাড়ের ভূতপূর্ব্ব রাণী ইন্দুপ্রভার উকিল ৺ রাজকৃষ্ট চৌধুরি মহাশয়ের নিকট বাল্যকালে রণচণ্ডী বিষয়ে যে যে উপান্যাস শুনিয়াছিলাম, তাহা, ও ইতিহাসে অবলম্বন করিয়া এ আখ্যায়িকা লিখিত হইল। চৌধুরী মহাশয় আরো বলিতেন, যে মাঠে শেষ যুদ্ধে রণচণ্ডী ও শত্রুদমন যবন জয় করিয়া কাছার উদ্ধার করেন, সে মাঠের নাম উদ্ধারবন্দ হইয়াছে, এদেশে বন্দ অর্থে ক্ষেত্র বুঝায়।

শ্রীহারাণচন্দ্র রাহা।

তুমি কে ?

হে যুবক ! হেম-শৃঙ্খল সমাবৃত ঘটিকা যন্ত্র সংলগ্ন ;—সুগন্ধোদ্ভাসিত স্থূল, রঞ্জিত, পরিচ্ছদ পরিহিত ;—ঊর্ম্মিমালা সদৃশ সুচিক্কণ কেশ কলাপ-সমন্বিত ;—বংশ যষ্টি করগ্রস্ত ;—চুরটাগ্নি মুখ-স্থিত ;—সুন্দর চর্ম্ম-বিনির্ম্মিত পাদুকা শোভিত ;—অজ-বিনিন্দিত নব শ্মশ্রু-রাজি বিরাজিত হইয়া সহাস্য বদনে স্বীয় বয়স্যসহ বৈদেশিক ভাষায় সদালাপ করিতে২ সন্ধ্যাসমীরণ সম্ভোগ করত ঐ মনোহর উদ্যানে ভ্রমণ করিয়া এক্ষণে বিশ্রাম লাভের আশায় এই সু-বিস্তৃত শাখাপল্লব-বিশিষ্ট সুন্দর বিটপী মূলে উপবেশন করিলে, তুমি কে ? তুমি যেই হও, স্বয়ং বড় ঘরে জন্মিয়া থাক ; বা বড়লোকের এক মাত্র জামাতা হও ; স্বয়ং বিদ্যা ও অর্থবলে বলী হইয়া থাক ; অথবা স্তুতিপুষ্পে কলিযুগের জাগ্রত দেবতা-স্বরূপ রাজপুরুষের প্রসাদ লাভ করিয়া "অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত প্রবল প্রতাপান্বিত" বড় লোকই হও ; তুমি আপনাকে যেমনি মনে কর না কেন, বল দেখি প্রকৃত পক্ষে তুমি কে ? কিঞ্চিৎ চিন্তা না করিলেও স্বতঃই তোমার মুখ হইতে বাহির হইবে যে তুমি "বাঙ্গালি ;—তুমি "নেটিব্ বাবু।" ভাল ! তুমি কি স্বয়ম্ভু (ভুঁই ফোঁড়্) ? এ প্রশ্নে তুমি প্রফুল্ল নয়নে সহাস্য বদনে বলিবে যে তুমি প্রাচীন আর্য্যকুল সমুদ্ভূত। আচ্ছা ! সেই প্রাচীন বংশ মর্য্যাদা ; সেই প্রাচীন কুল গৌরব ; সেই প্রাচীন পুরুষানুক্রমিক ভাব ; সেই পৈতৃক ধন সম্পত্তি ; সেই প্রাচীন বিভব ; সেই প্রাচীন বলবীর্য্য ; সেই প্রাচীন বিদ্যা-বত্তা. তোমার কি আছে যাহাতে তুমি প্রাচীন "ঘরানা" বলিয়া গৌরব করিতে পার ? পাঠক ! তুমি কোন প্রাচীন পরিবারের মধ্যে অন্বেষণ করিলে কিছু না কিছু সন্তোষকর বিষয় কি দেখিতে পাইবে না, বোধ করি যে প্রাচীন বংশে প্রাচীনত্বের কোন চিহ্ন দেখিতে পাও, সেই বংশকে কি সমধিক সম্মান প্রদানে বিরত থাকিবে ? সেই বংশীয় প্রত্যেকের প্রতি কি এমন ব্যবহার করিবে না, যাহাতে তাঁহাদের সন্তোষ সাধিত হয় ? হে যুবক এই নিয়মটী তোমার প্রতি সংলগ্ন হইতে পারে কি না ভাবিয়া দেখ ;—বোধ করি কেনই বা আবার "বোধ"—নিশ্চয়ই ইহার কিছুই তোমাতে খাটিতে পারে না। তুমি প্রাচীন আর্য্যবংশীয় বট ; (নহিলে সকলকেই "ঘর পোড়া" নাম লইতে হইবে) কিন্তু দেখ দেখি, তোমাতে তাহার কোন চিহ্ন আছে কি না ? তোমার পিতৃ-পুরুষ প্রাচীন আর্য্যেরা স্বীয় মাতাকে স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছিলেন ; তুমি কি তাহাই রাখিয়াছ ? তাঁহাদের সময়ে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল ছিল ; তিনি সদাই হাসীমুখী থাকিতেন ; সর্ব্বদা আপন পুত্র-গণের কল্যাণ কামনা করিতেন ; তাঁহাদের বীর্য্য ও সদ্‌গুণে গর্ব্বিত থাকিতেন ; সপত্নগণকে সদাই উপেক্ষা করিতেন ; আপন গুণ গৌরবে, আপন মান সম্ভ্রমে, আপন বলবীর্য্যে সতত দর্পিত থাকিতেন। এখন তাঁহার সে সব ভাব কোথায় গেল ? শারদীয় নির্ম্মল নৈশ নভোমণ্ডল কেন সহসা গাঢ় তি-

নিরাবৃত হইল ? একবার চিন্তা কর ;—একবার পুরাতন গ্রন্থ উদ্ঘাটন করিয়া গাঢ়রূপে চিত্ত-সন্নিবেশ কর ;—নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে যে দুর্য্যোধন স্বগণ সহ ভারত মাতার ক্রোড়ে পুনরাগমন করিয়াছেন্ ;—এই জন্যই এমন ভাব ;—এই জন্যই বিনা মেঘে বজ্রপাত !!!

বলবীর্য্য বিহীন ; সদ্গুণ বিরহিত ; মহান্ আত্মাভিমানী, নিদ্রা তন্দ্রা ভয়-সমন্বিত তুমিই সেই "নেটীব্ বাঙ্গালী বাবু" নামধারী বিক্রম তেজা বড় লোক !!! তুমি কথায় কথায় আত্মগৌরব করিয়া থাক। সে কিসের গৌরব ? বৈদেশিক ভাষায় তোমার অজস্র বাগ্‌বিতণ্ডার গৌরব ;—তোমার ক্ষুমার-আখ্যাত সুবিন্যস্ত কেশ কলাপের গৌরব ;—তোমার চখে চস্‌মার গৌরব ;—তোমার পাইপ্, পিস্তলের গৌরব ;—তোমারে ম্যানিলা-দোক্‌তার গৌরব ;—তোমার বুট্, বিফের গৌরব ; তোমার হ্যাট্‌কোট্, হ্যাণ্ডষ্টিকের গৌরব ;—তোমার সেরি, সাম্পেনের গৌরব। তুমি এইরূপ গৌরবে গৌরবান্বিত বট ! কিন্তু এই কি তোমার প্রকৃত গৌরব। তোমার পিতৃপুরুষ, তোমার আর্য্য পিতা কি এইরূপ গৌরব করিতেন, তাঁহারা যাহার গৌরব করিতেন, তাহাই তাঁহাদের নিজ সম্পত্তি ছিল ; তাহাই তাঁহাদের পৈতৃক বিভব ছিল ; তাহাই তাঁহারা তাঁহাদের পুরুষ পরম্পরাগত প্রাচীন কাল হইতে বহিয়া আনিয়াছিলেন। সে সব প্রাচীন সম্পত্তি, তোমার কি আছে ? তুমি এমন শুভক্ষণে ভারতে আসিয়াছ যে, সে সকলই জলাঞ্জলি দিয়া কেবল পরের দুয়ার হইতে লইয়া আত্মোদর পূরাইতেছ ;—আত্মগৌরব বাড়াইতেছ। ফলতঃ তোমার নিজের কি ধন আছে যাহাতে আত্ম-গৌরব বাড়াইতে চাহ ? এই যে সামান্য চক্‌চকে বংশ-যষ্টি হাতে দুলাইতেছ, ইহা কি তোমার মাতৃধন ? বল দেখি এই কাপড় চোপড়-যাহাতে তুমি আত্ম-সৌন্দর্য্য দেখাইতেছ, ইহা কি তোমার আপন দেশের ;—ঐ যে দোক্তা, অগ্নি সংলগ্ন করিয়া মুখে রাখিয়াছ উহার জন্মস্থান কি তোমারই নিজ দেশে ; বল বল ইহার কোন্ জিনিসটী তোমার পিতৃ পুরুষদের নিকট হইতে অধিকার পাইয়াছ, যাহাতে লোকে তোমাকে "ঘরানা" প্রাচীন বংশীয় বলিয়া আদর করিবে ? তোমার সমস্ত দেশ তোমার সমস্ত গৃহ খুঁজিলে "কামার সজ্জা" "ডোম সজ্জা" "কুলাল সজ্জা" ভিন্ন তোমার এমন কোন্ মহামূল্য জিনিস আছে যাহা তুমি পৈতৃক বলিতে পার ? প্রাচীন ভারতের গৌরব বর্দ্ধন পুথি পাঁতি পুরাতন কাগজের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়া কেবল নিজের "পাকেট্ বুক্" সার ভাবিয়াছ ? আর নামে কেবল-পৈতৃক "আর্য্য" নামটী ভিন্ন অন্য কি ধন আছে, যাহাতে তুমি আত্ম-গৌরব করিতে পার ? এক কথায় ;—তোমার নিজের কিছুই নাই, তুমি পরের ঘরে দাস ; তুমি বৈদেশিক জয়ী রাজার জঘন্য প্রজা ;—তুমি পরাক্রমীর দুয়ারে স্তাবক বন্দী ;—তুমি রাজদ্বারে অমুচিকীর্ষা-প্রিয় কপি ;—দেশাচারের অন্ধ গোলাপ ;—ভাটি খানার গোঁড়া বামাচারী ;—উইল্‌সন্ ক্ষেত্রে প্রধান পাণ্ডা ;—সাহেবী বন্দরে বেতুয়া ঘোটক ;—ধর্ম্মগৃহে অন্ধ রাজা ; বাগ্‌যুদ্ধে ভীম পরাক্রান্ত ভীমসেন ;—বাহ্যাড়ম্বরে বা-

শ্যালীর কার্ত্তিকেয় ; বোমার শব্দে কাক পক্ষী ; প্রভুর দ্বারে পরম ভক্ত হনু বীর ; ফলতঃ তুমি স্বয়ং কিছুই নও, "যেখানে যেমন, সেখানে তেমনই" সাজিয়া থাক। প্রকৃত পক্ষে আন্দোলন করিলে দেখা যায় যে, তুমি কেবল রক্ত মাংস অস্থি চর্ম্ম বিশিষ্ট ভুঁড়েল বাবু। তুমি আর্য্য বনের পাঁকাটি ;—তুমি জ্বলন্ত প্রদীপে গোবরা পোকা ;—তুমি বৃষ্ণিবংশে মুসল ;—তুমি ভারত মাতার রাজা দুর্য্যোধন ;—তুমি নির্ম্মল আকাশে গাঢ় মেঘ ; তুমি ভারত রসালে মাখাল ফল ;—তুমি সুবাসিত উদ্যানে দুর্গন্ধময় ঘ্যাঁটকোল ;—তুমি প্রাচীন সুসভ্য নরকুলের জিয়ন্ত কলঙ্ক ; তুমি সুপোষিত পশুপাল মধ্যে বন্য বিষন্ ;—তোমাতেই সকলই ক্ষয় পাইল ;—তোমাতেই আবার নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হইল ;—তোমা হতেই আবার বংশের নাম নূতন ("নেটিব বাঙ্গালী বাবু") হইল ; —তোমা হইতেই আবহমান রক্ষিত পবিত্র আর্য্য-অগ্নিহোত্রের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল ; এতদিনে ভারতের আকাশ প্রদীপ নিবিয়া গেল ;—এতদিনে তোমা হইতে মায়ের মুখ কাল হইল ; এখন হইতেই কেবল তোমার জন্যই তাঁহার প্রাচীন শরীর শোকতাপে জর্জ্জরিত হইতে লাগিল। তুমি যেই হও, আপনাকে যেমনি জ্ঞান কর না কেন, তোমাকে ধিক্! তোমাকে শত ধিক !!!

র, কাঃ, ঘোষ।

আত্মচিকিৎসা।

পানি বা জল বসন্ত।

এ অতি সামান্য রোগ। প্রায় বালকদিগেরই এ রোগ হইয়া থাকে এবং আট দিবসের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। ইহার গুটী প্রথমত ক্ষুদ্র ফুসকুড়ীর ন্যায় হয়, দ্বিতীয় দিবসে সে গুলি জল পূর্ণ হইয়া উঠে।

জল বসন্তের গুটী প্রথমতঃ স্কন্ধে, পরে পৃষ্ঠে পরে মাথায়, যথাক্রমে দেখা দেয়। মুখে প্রায় হয় না। চতুর্থ দিবসে গুটী শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয় এবং আর দুই এক দিবসে ঝরিতে আরম্ভ করে। ইহাতে যে জ্বর হয়, সে অতি সামান্য। একটা জোলাপ ভিন্ন আর কোন ঔষধের প্রয়োজন হয় না।

হাম।

হামের পূর্ব্বলক্ষণ শরীরের গ্লানি, কম্প জ্বর ও সর্দ্দি। চক্ষু লাল হয়, নাসারন্ধ্রের টাকরার চর্ম্ম এবং বায়ুনল সমূহের চর্ম্মও সেই রূপ হয়। কিঞ্চিৎপরে চক্ষের পাতা ফুলিয়া উঠে চক্ষু হইতে জল ঝরে এবং চক্ষে আলোক বরদস্ত হয় না। পরে হাঁচি, কাস ও স্বর ভঙ্গ হয়। রোগী নিদ্রিতের ন্যায় অভিভূত হয়, শরীর গরম ও নাড়ী চঞ্চল হয়। মাথা ধরে, পৃষ্ঠে বেদনা হয়, গা বোমি২ করে, নাক দিয়া রক্ত পড়ে, উদরাময় এবং কখন২ প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হয়। চতুর্থ দিবসে হাম দেখা দেয়, কখন২ বা পরেও দেখা দেয়, কিন্তু চতুর্থ দিবসের পূর্ব্বে প্রায় দেয় না। হাম প্রথমতঃ ক্ষুদ্র২ লাল বর্ণের শূন্যের (০) ন্যায় প্রকাশ হয়। হঠাৎ দেখিলে মসার কামড় বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে ;

পরে পরস্পর মিলিত হইয়া যায়, এবং কিঞ্চিৎ ফুলিয়া উঠে।

হাম প্রথমতঃ কপালে ও মুখে প্রকাশ হয়, পরে সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সপ্তম দিবসে লুকাইতে আরম্ভ করে। প্রকাশ হইবার সময় যেমন কপালে ও মুখে সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ হয়, লুকাইবার সময় তেমনি কপালের ও মুখের আগে লুকায়। লুকাইবার সময় অত্যন্ত গা চুলকায় ও শরীরের উপরি ভাগের এক পুরু চর্ম্ম উঠিয়া যায়।

বসন্ত রোগের ন্যায় হাম একবার হইলে আর তাহার পুনর্ব্বার হয় না। এবং বসন্তের ন্যায় এরোগ ছুতিস্পর্শে জন্মায়। কিন্তু বসন্তের গুটী বাহির হইলে যেমন জ্বর ত্যাগ পায়, হামে সে রূপ হয় না। শরীরে হাম দেখা দিলেও জ্বর থাকে। এ রোগ প্রায়ই বালক কালে হইয়া থাকে।

যদি আনুসঙ্গিক পীড়া অর্থাৎ সর্দ্দি ও কাশ ইত্যাদি না হইয়া উঠে, তবে হাম কঠিন নহে। হাম রোগে যাহারা মারা যায়, তাহাদিগের মৃত্যু হামের কোন না কোন আনুসঙ্গিক পীড়ার কারণই ঘটিয়া থাকে। হাম আরাম হইবার সময় যে উদরাময় হয়, তাহা একবারে বন্ধ করা উচিত নহে। জ্বরের বিষ যেরূপ ঘর্ম্মে নির্গত হয়, হামের বিষও সেইরূপ মলে নির্গত হয়।

চিকিৎসা। রোগীর শরীর বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত রাখিবেক। হাওয়ায় বাহির হইতে দিবেক না। রোগী যে ঘরে থাকিবেক সে ঘর গরম রাখা উচিত। প্রত্যহ সায়ংকালে রোগীর পদদ্বয় গরম জলপূর্ণ টবে রাখিয়া শরীরে গরম কাপড় দিবেক। ঘর্ম্ম হইয়া গেলে পা শুষ্ক বস্ত্রে মুছিয়া কম্বল বা লেপ দিয়া ঢাকিয়া দিবেক। মৃদু জোলাপ একটা প্রথমাবস্থায় দিবেক। এক বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালককে ১০ হইতে ১৫ গ্রেণ গ্রেগরিজ পাউডার ৫ গ্রেণ সোডা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। এবং যাহাতে ঘর্ম্ম হয় এরূপ কোন ঔষধ দিবেক। যথা—

লাইকার অ্যামনিয়া অ্যাসিটেটিস	৫ বিন্দু
সোরা	১ গ্রেণ।
নাইট্রীক ইথার	৫ বিন্দু।
জল	২ ড্রাম।

এই এক মাত্রা। এইরূপ একমাত্রা চারি বা পাঁচ ঘন্টা অন্তর সেবন করিতে দিবেক। রোগীর বয়স এক বৎসরের অধিক হইলে সেই পরিমাণে গ্রেগরিজ পাউডারের মাত্রা ও উল্লিখিত ঘর্ম্মকারক ঔষধের মাত্রা অধিক করিয়া দিবেক। কাশিতে যদি অত্যন্ত কষ্ট হয়, তাহা হইলে বুকে একটা রাইসরিষার পটী লাগাইবেক। তাহাতেও কষ্ট নিবারণ না হইলে, যে কয় বৎসর বয়স, সেই কয় বিন্দু লডেনম একবার প্রাতঃকালে ও একবার বৈকালে দেওয়া যাইতে পারে। রোগীর পথ্য দুদ ভাত, কিম্বা দুদ রুটী ইত্যাদি যে সমস্ত দ্রব্য সহজে পরিপাক হয়, তাহাই দিবেক। হাম লুকাইবার সময় রোগীকে অতি সাবধানে রাখা উচিত। সে সময়ে শরীরে গরম বস্ত্র না রাখিলে, উদরাময় হইয়া থাকে। রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলেও দিন কতক বাহিরে যাইতে দিবেক না।

কর্ণের পীড়া।

কাণ পাকা।

কাণে কোন পদার্থ পড়িলে, অথবা কঠিন খোল জমিয়া থাকিলে, কিম্বা কাণের পিঠে আঘাত লাগিলে বা সর্দ্দি

লাগিলে, কাণের অভ্যন্তরস্থ চর্ম্ম লাল হয় ও ফুলিয়া উঠে। কট্‌২ করিয়া বেদনা করে এবং চর্ব্বণ করিতে গেলে সেই বেদনা বৃদ্ধি হয়। শ্রবণ শক্তির হ্রাসতা হয়, কাণের মধ্য হইতে পাতলা পুঁজ নির্গত হয়। পরে শুষ্ক হয় ও এক পুরু চর্ম্ম উঠিয়া যায়। এই সময় কাণের মধ্যে অত্যন্ত চুলকায় এবং শ্রবণ শক্তি কম পড়িয়া যায়।

কখন২ কাণের মধ্যে ক্ষুদ্র একটা ফোঁড়া হয়। ফোঁড়া হইলে অত্যন্ত যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়, কাণের ছিদ্র সংকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং শ্রবণের ব্যাঘাত জন্মে।

চিকিৎসা। বেদনা দূর করিবার জন্য কাণে গরম ফ্লানেলের সেক দিবেক; তাহাতে বেদনা কম না পড়িলে, কাণের পীটে বেলেস্তারা বসাইয়া ফোস্কা করিবেক। ইহাতেও বেদনার হ্রাস না হইলে, কাণের ছিদ্রের নিকট একটা মাজারি রকমের জোঁক বসাইবেক। প্রয়োজন হইলে রাত্রে ৩০ বিন্দু লডেনম সেবন করিবেক। ইহাতে সুচারু নিদ্রা হইবেক।

কাণ হইতে পুঁজ নির্গত হইতে আরম্ভ হইলে গরম জলের পীচকারি করিবেক। কাণের মধ্যে পীচকারি অতি সাবধান পূর্ব্বক করিতে হয়। জোরে জল প্রবেশ করিলে তাহার আঘাতে কর্ণের মধ্যে পটহের তুল্য যে চর্ম্ম আছে, তাহা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। সে চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেলে যে বধিরতা জন্মে তাহা আর আরোগ্য হয় না।

যদি খালি গরম জলের পীচকারিতে পুঁজ পড়া বন্ধ না হয় তাহা হইলে ঐ গরম জলের সহিত একটু ফটকিরি মিশাইয়া লইবেক। এক ছটাক জলে এক রতি ফটকিরি দিলেই যথেষ্ট হইবেক। এই ফটকিরির জলে কাণ পরিষ্কার করিয়া এক বিন্দু অলিভ অএল (Olive oil) দিয়া কাণে ছিদ্রের বহির্ভাগে একটু তুলা দিয়া রাখিবেক। নারিকেল তৈল কাণে দেওয়া উচিত নহে। কারণ কাণের মধ্যে জমীয়া গেলে তাহা পুনরায় বাহির করা বড় সহজ ব্যাপার হয় না।

কাণের মধ্যে পালক বা অন্যান্য দ্রব্য দেওয়া উচিত নহে। যদি কাণে খোল জমিয়া কাণ চুলকায় তাহা হইলে একটু তেল দিনেক দুদিন সন্ধ্যার সময় দিয়া পরে ঈষৎ উষ্ণ জলের পীচকারি করিলে সমস্ত নির্গত হইয়া যাইবে। নাপিতের দ্বারা কাণ দেখান আরও খারাপ। একবার একজন ডাক্তার ভ্রম ক্রমে এক ব্যক্তির পটহ ছিঁড়িয়া দিয়াছিলেন! যেস্থলে ডাক্তারদিগেরও এই রূপ ভুল হইবার সম্ভব, সে স্থলে নাপীত কর্ত্তৃক কর্ণের মধ্যে শলাকা প্রবেশ করান কতদূর দোষের কথা, তাহা বলা বাহুল্য।

চক্ষু রোগ।

চক্ষু রোগ সম্বন্ধে অধিক লিখিতে সাহস হয় না। কারণ ইহার চিকিৎসায় অতিশয় সতর্কতার প্রয়োজন ও সহজেই হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে। সৌভাগ্য ক্রমে চক্ষু রোগ এদেশে অধিক নহে। যে গুটীকতক রোগ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই গুলিমাত্র এস্থলে বর্ণনা করিলাম।

১। যদি চক্ষে কোন কঠিন পদার্থ জোরে পতিত হয়, তাহা হইলে চক্ষের মধ্যে রক্ত জমীয়া গিয়া দৃষ্টিরোধ হইতে পারে। কুঠার দ্বারা কাষ্ঠ কাটিবার সময় ঐ কাষ্ঠের টুকরা মাঝে২ চক্ষে পড়িয়া এরূপ হইয়া থাকে। এমন অবস্থায় চক্ষু

ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবেক। তাহাতে যদি কাষ্ঠের টুকরা বিঁধিয়া না থাকে,তাহা হইলে কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে না। চক্ষুর উপর কেবল শীতল জলের পটী দিলেই রক্ত আপনি বসিয়া যায় ও ২।৩ দিবসের মধ্যে রোগীর চক্ষু পরিষ্কার হয় ও দর্শনশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

২। রজনী-অন্ধতা (রাতকানা)। কোন কঠিন পীড়া বশতঃ দুর্ব্বল হইলে বা স্বভাবতঃ অল্প আহার করিলে, এই রোগ জন্মে। ছাপরা, আরা, মোজাফরপুর ইত্যাদি জেলার লোকে এক বেলা আহার করে এই জন্য অন্যান্য জেলার লোক অপেক্ষা ইহাদিগের রজনী অন্ধতা অধিক হয়। ইহার চিকিৎসা ভাল আহার করা। চারি পাঁচ দিবস উপর্য্যুপরি মাংশ বা দুগ্ধ, দধি, ঘৃত অধিক পরিমাণে আহার করিলেই রজনী-অন্ধতা দূর হইয়া যায়। যদি রোগী বড় দুর্ব্বল হয়, তবে এক ড্রাম কডলিভার অএল (one drachm of Codliver oil) অর্দ্ধরতি হিরাকসের সহিত প্রত্যহ সেবন করিতে দিবেক।

৩। চক্ষু ওঠা (চোক ওঠা) নানা প্রকার। রাত্রি জাগরণ করিলে অথবা অনেকক্ষণ হিমে থাকিলে, পরদিবস চক্ষু লাল হয়, জল ঝরে ও অলোকের দিকে তাকান যায় না। ইহার চিকিৎসা অতি সহজ দুই গ্রেণ কষ্টিক(nitrate of silver) অর্দ্ধ ছটাক জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই জলের এক বিন্দু চক্ষে দিলেই অবিলম্বে উপকার বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন চক্ষে ফটকিরির জল দেওয়া যাইতে পারে।

শিরঃপীড়া।

শিরঃপিড়া জ্বর প্রভৃতি নানা রোগের আনুসাঙ্গিক। বাল্য ও বৃদ্ধ বয়সে এ রোগ অধিক কষ্টদায়ক হয় না, যৌবনেই ইহা সচরাচর হইয়া থাকে এবং ইহার কষ্টও অধিক। পল্লিগ্রামের লোক অপেক্ষা সহরের লোকের সচরাচর শিরঃপীড়া হইতে দেখা যায়। হৃষ্ট পুষ্ট ও বলবান অপেক্ষা দুর্ব্বলীর অধিক শিরঃপীড়া হয়। দীন দুঃখী লোক অপেক্ষা ধনীদিগের ও রোগ অধিক পরিমাণে হয়।

শিরঃপীড়া চারি প্রকার। প্রথমতঃ মস্তিষ্কের পীড়াজনিত শিরঃপীড়া হয়। এরূপ শিরঃপীড়ার সহিত এই এই লক্ষণ দৃষ্ট হয় যথা, মাথা ঘোরা, বমন, প্রলাপ এবং সর্ব্বদা কাণে যেন কি ভোঁ২ করিতেছে বোধ হয়। উত্তাপে এরূপ শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়, গোলমাল কিম্বা অন্যান্য রূপ শব্দেও যাতনা বাড়িয়া উঠে, কিন্তু মস্তক উঠাইয়া ধরিলে বেদনা কম পড়ে।

২য়। অতি ভোজন ও পানের দরুণ মস্তিস্কে রক্তাধিক্য হইলে এক প্রকার শিরঃপীড়া হয়। এরূপ শিরঃপীড়া হইলে কর্ণের মধ্যে বোধ হয় যেন দব২ করিতেছে; হেঁট হইলে মাথা ঘোরে ও মলবদ্ধ হয়। হঠাৎ ঋতু বন্ধ হইলেও স্ত্রীলোকের এরূপ শিরঃপীড়া হইয়া থাকে।

৩য়। মন্দাগ্নিজনিত শিরঃপীড়া। হঠাৎ কোন কারণে অজির্ণতা হইলে শিরঃপীড়া হইতে পারে, কিন্তু আবার অজির্ণতা সারিয়া গেলেই শিরঃপীড়াও সারিয়া যায়। কিন্তু যাহাদের অজির্ণতা দীর্ঘকাল স্থায়ী,তাহাদিগের শিরঃপীড়াও সেইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী হয়। এবং ঐ শিরঃপীড়ার সঙ্গে২ এই লক্ষণ দৃষ্ট হয় যথা,—জিহ্বা অপরিষ্কার থাকে, কথা

করিবার সময় দুর্গন্ধ বাহির হয়, পেট ফাঁপে, গা বোমিং করে ও শরীর উৎসাহহীন হয়। এরূপ রোগীর প্রস্রাব লাল হয় ও মলের স্বাভাবিক রঙ্গ ঘুচিয়া গিয়া মেটে (অর্থাৎ কাদার ন্যায়) রঙ্গ হয়।

৪র্থ। দুর্ব্বলতাজনিত শিরঃপীড়া।

এতদ্ভিন্ন দাঁতে পোকা লাগিলে শিরঃপীড়া হয়। সে দাঁত না ফেলিয়া দিলে। কোন মতেই কষ্ট নিবারণ হয় না।

আদ কপালে ঠিক পালাজ্বরের মতন প্রত্যহ এক সময়ে আইসে। ইহার দমনার্থ কুইনাইন সেবন করা আবশ্যক। ৫ গ্রেণ পরিমাণে প্রত্যহ তিনবার সেবন করিলে, অথবা যে সময় মাথা ধরিবে তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ১০ গ্রেণ একেবারে সেবন করিলে অতি সত্তরই আরোগ্য লাভ হইবার সম্ভব। অতঃপর উপরে যে চারি প্রকার শিরঃপীড়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার শিরঃপীড়ার চিকিৎসা এই ; মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিবেক ও শীতল জলের পটী বসাইবেক। যোলাপের দ্বারা উদর পরিষ্কার রাখিবেক ও পায়ে গরম জলের স্বেদ দিবেক। ইহাতে দ্বিতীয় প্রকারের শিরঃপীড়া আরাম হইবেক। কিন্তু প্রথম প্রকার এত সহজে আরাম হয় না। তাহার চিকিৎসার জন্য, মস্তক মুণ্ডন ইত্যাদি করিয়া তাহাতে যদি কোন ফল না দর্শে তবে ঘাড়ে রাইশরিসার পটী বা বেলেস্তারা দেওয়া আবশ্যক।

তৃতীয় বিধ শিরঃপীড়ার চিকিৎসা আর অজীর্ণতার চিকিৎসা একই প্রকার। কারণ অজীর্ণতা প্রযুক্তই সে পীড়া হয় সুতরাং যত দিন অজীর্ণতা থাকিবেক তত দিন পীড়া আরোগ্য হইবেক না।

দৌর্ব্বল্য প্রযুক্ত যে শিরঃপীড়া হয় রোগীকে বলাধান করাই তাহার চিকিৎসা। যদি রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল ও তাহার পরিপাকশক্তিও দুর্ব্বল হয়, তবে নিম্নলিখিত মত ঔষধ দিবেক ; যথা,—

কুইনাইন ২৪ গ্রেণ।
ডিলিউট হাইড্রক্লরিক অ্যাসিড ১ ড্রাম।
ভাইনম ফেরি (Vinum Farri) ২৪ ড্রাম
জল ৯ আউন্স।

একত্র মিশ্রিত করিয়া ইহার অর্দ্ধ ছটাক করিয়া প্রত্যহ তিনবার সেবন করিবেক। যদি রোগীর পরিপাকশক্তি ভাল থাকে, তবে ২৪ ড্রাম ভাইনম ফেরির পরিবর্ত্তে ৩ দিন ড্রম টীংচার ফেরি দিবেক।

মাংস, দুগ্ধ ইত্যাদি পুষ্টিকারক দ্রব্য আহার করিতে দিবেক।

মৃগীরোগ।

মৃগীরোগে হঠাৎ রোগী জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে, পরে হস্ত পদ সমস্ত কসিতে আরম্ভ করে এবং তাহা ক্ষান্ত হইলে, রোগী চৈতন্য শূন্য হইয়া থাকে। এ রোগ একবার হইলে প্রায়ই মাঝেং হইতে থাকে। কিন্তু কি কারণে যে প্রথমে জন্মে, তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই।

মৃগী চাগিবার পূর্ব্বসূচনা প্রায় টের পাওয়া যায় না। কখনং রোগী এরূপ হঠাৎ আক্রান্ত হয় যে, আগুন কিম্বা জলের নিকট হইতে সরিয়া যাইবার অবকাশ পায় না। আবার কখনং দুই চারি ঘন্টা পূর্ব্বেও আক্রমণের পূর্ব্ব লক্ষণ জানিতে পারা যায়।

মৃগীর পূর্ব্ব লক্ষণ নানাবিধ। কোনং রোগী মৃগী চাগিবার পূর্ব্বে হঠাৎ কোন না কোন ভয় পায়। কাহারওং মাথা

ধরে, মাথা ঘুরে, চিত্তের বৈলক্ষণ্য হয়। কাহারও কাহারও বোধ হয়, যেন গায়ে পিপিলিকা উঠিতেছে, কাহার২ বোধ হয়, যেন গায়ে শীতল জল পড়িতেছে, আবার কাহারি২ বোধ হয়, যেন গায়ে গরম জল পড়িতেছে। এই সমস্ত পূর্ব্ব লক্ষণ যেই থামিয়া যায় অমনি রোগীর মুখমণ্ডল রক্তশূন্য দেখায়, ও রোগী চিৎকার করিয়া বেহুশ হইয়া পড়িয়া যায়। পড়িবার সময় প্রায়ই উবুড় হইয়া পড়ে। পরে রোগী হাত পা কসিতে আরম্ভ করে, মুখ দিয়া ফেণা নির্গত হয়, জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে, কখন২ দন্তে জিহ্বা কাটিয়া এবং মুখ হইতে যে ফেণা পড়ে তাহা রক্ত মিশ্রিত হয়। চক্ষু অর্দ্ধেক ঘোলা ও জলে পরিপূর্ণ থাকে এবং আলোকে কষ্ট বোধ হয় না। চক্ষের তারা বড়২ হয়। শরীর শীতল হয়। কখন২ এই বেহুঁশ অবস্থায় রোগী মল মূত্র ত্যাগ করিয়া বস্ত্রাদি নষ্ট করিয়া ফেলে। নিশ্বাস প্রশ্বাস কষ্টে সম্পাদিত হয়, দেখিলে বোধ হয়, যেন রোগীর দম বন্ধ হইয়া আসিল। এরূপ অচেতন ভাবে ক্ষণকাল থাকিলে রোগীর হাত পা স্থির হয় এবং অনেকক্ষণ নিদ্রিতের ন্যায় থাকিয়া পুনরায় চেতনা প্রাপ্ত হয়। চেতনা প্রাপ্ত হইলে পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইয়া যায়। তাহার যে কি হইয়াছিল, তাহা স্মরণ থাকে না।

এরূপ অচেতন অবস্থা সকলের সমকাল স্থায়ী হয় না। কেহ২ দুই তিন মিনিটের মধ্যেই চেতনা প্রাপ্ত হয়, কেহ২ দুই তিন দিবস পর্য্যন্ত হতচেতনা হইয়া থাকে। মৃগীরোগ প্রায় রাত্রিকালেই উপস্থিত হয়, এবং নূতন সূচনার সময় এত অল্পকাল ব্যাপী হয় যে, রোগী নিজেও টের পায় না, যে তাহার কোন রোগ হইয়াছে।

পুনঃপুনঃ মৃগী চাগিলে স্মরণ শক্তির হ্রাস হয়। কখন২ মস্তিকে রক্ত নির্গত হইয়া পক্ষাঘাৎ হয় এবং কখন২ উন্মত্ততাগ্রস্থ হয়।

চিকিৎসা দ্বিবিধ, মৃগী চাগিবার সময় একরূপ ও সুস্থাবস্থায় ভবিষ্যৎ আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য একরূপ।

রোগী আক্রান্ত হইলে তাহাকে মৃত্তিকাতে বিছানা করিয়া শয়ন করাইবে। তক্তপোষ কিম্বা খাটে শায়িত রাখিলে রোগী পড়িয়া যাইবার সম্ভব।

রোগী যে ঘরে থাকিবেক তাহার চতুষ্পার্শের জানালা দরজা খুলিয়া দিবেক, এবং রোগীর শয্যার পার্শে ২।৩ জন ব্যতিত অধিক লোক দাঁড়াইতে দিবেক না। রোগীর মস্তক বালিসের উপর রাখিবেক নচেৎ হঠাৎ নিশ্বাস বন্ধ হইবার সম্ভব। একটা কাক (cork) কিম্বা অন্য কোন কোমল কাষ্ঠখণ্ড তাহার দন্তপাটীদ্বয়ের মধ্যে রাখিবেক, নচেৎ জিহ্বা কাটিয়া যাইবেক। রোগীর চক্ষে ও মুখে শীতল জল প্রক্ষেপ করিবেক। রোগীর নাকে নস্য দিয়া হাঁচাইতে পারিলে কখন২ রোগী আরোগ্য হইয়া উঠে।

ভবিষ্যৎ আক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য ডাক্তারেরা নানাবিধ ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন্‌টীতে যে বিশেষ ফল দর্শিয়াছে তাহা বলা যায় না। বোধ হয় মৃগী রোগ আপনি না সারিলে কোন ঔষধ কর্ত্তৃক সারান যায় না। আজকাল ব্রমাইড অব পোটাসিয়ম (Bromide of Potassium) মৃগী রোগের চিকিৎসার্থ সর্ব্বস্থানে ব্যবহৃত হইতেছে। এই ঔষধের ৩ হইতে ৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত অর্দ্ধছটাক

জলের সহিত সেবন করাইবে।

এরোগ আশু প্রাণসংহারক নহে। এজন্য ইহার দ্বিতীয়বিধ চিকিৎসা সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। ব্রমাইড অব পোটীসিয়মে আরোগ্য না হইলে চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইবেক।

সর্প দংশন।

আমাদের দেশে সাংঘাতিক সর্প অনেক। তাহাদিগের বিষ এরূপ ভয়ানক যে অতি অল্পকাল মধ্যেই রোগীর প্রাণ বিনষ্ট হয়।

সুশিক্ষিত লোকের মধ্যেও অনেক লোক দেখা যায়, যাঁহারা অদ্যাপি মন্ত্র দ্বারা সর্পবিষের চিকিৎসা বিশ্বাস করেন। হেলে সাপ, ঢোঁড়া সাপের কামর মন্ত্রে আরাম হইতে পারে, কারণ তাহাদিগের বিষ নাই। বিষাক্ত সর্পে দংশন করিলে কোন মন্ত্রেই আরোগ্য হয় না।

ডাক্তার ফেয়ার এইরূপ সর্পদংশনের চিকিৎসার বিধি দিয়াছেন; অর্থাৎ সর্প দংশন মাত্রেই যে স্থান আহত হইয়াছে তাহার উপরে এক ইঞ্চি বা দুই ইঞ্চি অন্তর ৩। ৪ জায়গায় কশিয়া দড়ি বাঁধিবেক। যদি দড়ি না পাওয়া যায় অবিলম্বে ধুতি কিম্বা চাদরের পাড় ছিড়িয়া তদ্দ্বারা বন্ধন করিবেক। ব্রাহ্মণ হইলে পৈতা দিয়া ক্ষত স্থানের উপরে বাঁধিতে পারিবেক। যে বন্ধনটী আহতস্থানের অব্যবহিত উপরে সেটীর মধ্যে একখানা কাটী দিয়া ২। ৩ বার মোড়া দিবেক তাহা হইলে বন্ধন যার পর নাই উপকারি হইবেক। বন্ধনের নিম্নে ছুরিকা দ্বারা ৫। ৬ জায়গা চিরিয়া দিয়া রক্ত বাহির করিবেক। সর্পদংশন স্থানে এক খানি জলন্ত অঙ্গারের দ্বারা পোড়াইয়া ফেলিবেক। কিম্বা তাহার উপর কিঞ্চিৎ বারুদ রাখিয়া একটা দেশলায়ের দ্বারা সেই বারুদ জালাইয়া দিবেক। আগুণে পোড়ান অপেক্ষা এটী সহজ। রোগী আগুন কাছে আনিতে দেয় না, ও চিকিৎসা ব্যবসায়ী না হইলে কেহই সাহস করিয়া আগুন দিয়া জালাইতে পারে না। কিন্তু বারুদ দিয়া জালাইতে রোগীরও শঙ্কা হয় না, যে জালাইয়া দিবে তাঁহারও ভয় হয় না। আগুন ও বারুদ না দিয়া লোহা একখণ্ড আগুণে দিয়া লাল করিয়া ক্ষতস্থানে দিলেও হয়। কিম্বা নির্জ্জলা নাইট্রীক বা সলফিউরিক অ্যাসিড্ অথবা কাষ্টিক ভালরূপে ক্ষতস্থানে দিলেও হয়, কিন্তু বারুদের মতন কোনটীই নহে। যেরূপে হউক জ্বালান উচিত। কিন্তু জালানের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে যে কাল বিলম্ব হয়, ততক্ষণ রোগীর উচিত ক্ষতস্থান চুষিয়া রক্ত বাহির করে। এ কার্য্য রোগীর কোন আত্মীয় লোকে করিতে পারে, কিন্তু একার্য্যে তাহার নিজের বিপদ তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। যাহার পান্‌সে দাঁত তাহাকে দিয়া সর্পদংশন স্থান চুসান উচিত নহে। তাহা করিলে উভয়েরই প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। যদি পায়ের কিম্বা হাতের অঙ্গুলে সাপে কামড়াইয়া থাকে তবে সেই২ স্থান অবিলম্বে ছুরিকা দ্বারা কাটিয়া ফেলিবেক।

রোগীর শরীরে বিষের ফল দর্শিতে আরম্ভ করিলেই তাহাকে ব্রাণ্ডি কিম্বা দিশি মদ অর্দ্ধ ছটাক করিয়া সেবন করাইবেক। রোগীকে মাতাল করিবেক না, কিন্তু যাহাতে বিলক্ষণ উৎসাহিত থাকে ও শরীর গরম থাকে এমত পরিমাণে সুরা দিবেক। সুরা ব্যতিত অন্যা-

ন্য দ্রব্য দেওয়া যাইতে পারে যথা, কারবণেট অব অ্যামনিয়া ৭।৮ গ্রেণ কিম্বা ১০ গ্রেণ প্রতি ঘন্টায় দুইবার তিনবার দেওয়া যাইতে পারে।

রোগীকে সুস্থ হইয়া বসিতে দিবেক। তাহাকে চলাইয়া বেড়ান ভাল নহে। চলাইয়া লইয়া বেড়াইলে শীঘ্রই শক্তির হ্রাস হয়।

পাগলা কুকুর কিম্বা শৃগালে দংশন করিলেও ক্ষত স্থানের উপরে কসিয়া দড়ি বাঁধিবেক। পরে ছুরি দ্বারা ক্ষত-স্থান সমুদায় কাটিয়া তুলিয়া ফেলিবেক। যতদূর দাঁতের দাগ দেখা যায় ততদূর কাটা উচিত। পরে ঐ স্থান জল দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তথায় কষ্টিক (caustic) উত্তমরূপে লাগাইয়া দিবেক। এরূপ করা হইলে পর রোগীকে বলিবেক যে আর কোন ভয় নাই।

প্রাচীন ভারতে ভৌগোলিক জ্ঞান।

ক্ষেত্রসমাসে সুলক্ষ্মী বা চন্দ্রাবতী নামে আর একটী নদীর উল্লেখ আছে। এ নদীকে এক্ষণে চন্দন বলে। এ নদী চন্দন বনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, এই জন্যই ইহার নাম চন্দন। ইহার আর এক নাম কৌকা; এ নদী যে স্থানে গঙ্গার সহিত সংযুক্তা হইয়াছিল, তাহাকে কৌকা বলিত। কিন্তু এক্ষণে কৌকা নামক স্থান গঙ্গার গর্ব্ভে পড়িয়াছে। চন্দ্রাবতী এক্ষণে ভাগলপুরের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত। কৌকার নিকটে বলিগ্রাম নামে এক নগর ছিল, তাহাও গঙ্গা দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে।

ক্ষেত্রসমাস অনুসারে রাধা নদী জঙ্গিপুরের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে। ক্ষেত্রসমাসে দ্বারকা ও ময়ূরাক্ষী নামে আর দুই নদীর নাম পাওয়া যায়। এ সকল নদী অতি বক্রগতিতে গঙ্গায় পড়িয়াছে।

বক্রেশ্বর নদী বক্রেশ্বর মহাদেবের উষ্ণ প্রস্রবণসমূহ হইতে জন্মিয়াছে। এই সকল উষ্ণ প্রস্রবণ অতি পুণ্য স্থান। কাটওয়ার উপরে বক্রেশ্বর নদী গঙ্গায় পড়িয়াছে।

অজয় নদীর অনেক নাম। অজাবতী, অজামতী। সংস্কৃত ভূগোল গ্রন্থে ইহার নাম অজয়ী। কটদ্বীপ, বা কাটওয়ার নিকটে এই নদী গঙ্গায় পড়ে। দামোদর নদীকে পুরাণে বেদস্মৃতি বা বেদবতী বলে। ইহার আর এক নাম দেবনাদ। পুরাণে লিখিত আছে, এ নদীদ্বয় মন্দ নামক দেশ হইতে নির্গত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতে দ্বারকেশ্বর নদীকে দারুকেশী বলিত। বিষ্ণুপুরের নিকট দিয়া এ নদী প্রবাহিত হইয়াছে। শিলাবতী, শৈলবতী, বা সুমতি নদী বিষয়ে বৃহৎ কথায় অনেক আখ্যায়িকা আছে। এ গ্রন্থে শৈলবতী নামে এক যুবতীর আখ্যায়িকা আছে। তাহার জন্ম এই নদিতীরে হইয়াছিল।

মেদনীপুরের নিকট দিয়া যে নদী প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার নাম কংসবতী। এক্ষণে ইহাকে কসাই বলে। উপরি উক্ত তিন নদী একত্রিত হইয়া রূপনারায়ণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

স্বর্ণরেখা বা হিরণ্যরেখা নদীকে পুরাণে শুক্তিমতী বলে। এ নদী ঋক্ষ

পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে।

বালেশ্বর দিয়া যে শোণ নদী প্রবাহিত হইয়াছে, পুরাণে তাহার উল্লেখ নাই।

বৈতরণী যাজপুর বা যোগীপুর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, ইহার অপর নাম কোকিলা। দুই নদীর নাম বৈতরণী, একটী বড় বৈতরণী আর একটী ছোট বৈতরণী। বড় বৈতরণীকে পুরাণে চিত্রোৎপল বলে। বৈতরণী ও ব্রাহ্মণী নদীদ্বয় ছোটনাগপুর দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

পুরাণে মহানদী নামের উল্লেখ আছে, এ নদী কটক দিয়া প্রবাহিতা।

যমুনাতে যে সকল নদী পতিতা হইয়াছে, তন্মধ্যে গোখাস প্রথম। এ নদী জয়পুরের নিকট ও আজামীরের সান্নিধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। যমুনাতে আর এক নদী পড়িয়াছে, তাহার নাম ধূম্রবতী।

আর এক নদীর নাম চর্ম্মবতী। পুরাণে ইহাকে চর্ম্মবল ও শিবনদ কহে। চলিত ভাষায় ইহাকে চম্বল বা শিওনদ কহে। কালীদাসের মেঘদূতে এ নদীর উল্লেখ আছে। এই নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকটে যে দেশ, তাহাকে চর্ম্মদ্বীপ কহে। এখানকার চর্ম্মকে ফরাশিয়া Chemfeles কহিত। *

শিপ্রা বা অবন্তী নদী চম্বল নদীতে পড়িয়াছে।

সিন্ধু নদীকে পুরাণে কোন২ স্থানে সিন্দ কহে। এই রূপ পার্ব্বতী নদীকে পারা বলা যায়। পার্ব্বতী নদী নরদ্বারের উত্তর দিয়া বিজয় গড়ের নিকট সিন্ধুনদে পড়িয়াছে।

বেত্রবতী অতি পবিত্রা নদী।

পুরাণে যাহাকে ক্রিয়া নদী বলে, তাহার বর্ত্তমান নাম কৃষ্ণ গঙ্গা।

এক্ষণে গঙ্গার বাম দিকস্থ নদী সকলের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

শরবতী নদীর আর এক নাম বাণ গঙ্গা। কিন্তু মহাভারতে ইহাকে সুবামা বলে। ইহাকে এক্ষণে রাম গঙ্গা বা রম্য গঙ্গা বলিয়া থাকে। এই নদীর তীরে শরবনে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। টলেমি এ নদীর নাম শারবোন দিয়াছেন। ভাগবতে এ নদীকে সুসোম বলে।

বামা ও গৌরী নামে আর দুই নদী গঙ্গায় পড়িয়াছে। বামা রামগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গায় মিলিয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ের ২৫ ক্রোশ উপরে গোমতী বা বাশিষ্ঠী নামে আর এক নদী আছে। ইহার দুই শাখা; এই দুই শাখা জোয়ানপুরের নিচে একত্রিত হইয়াছে। পূর্ব্ব শাখাকে গোমতীই বলা যায়, কিন্তু পশ্চিম শাখার নাম শম্বু বা শুক্তি। মেগস্থানিস্ এ নদীকে শম্বুস্ বলিয়াছেন।

সরযূ নদীকে দেবিকা ও খর্চ্চরাও বলে। পৌরাণিকেরা এই তিন নাম এক নদীতেই বর্ত্তাইয়াছেন। এদেশের লোকেরা প্রধান স্রোতের নাম দেবিকা ও খর্চ্চরা বলে, আর সরযূ একটী ভিন্ন নদী। খর্চ্চরা নদীকে আবার মহাসরযূ নদীও বলে। আবার সরযূর আর এক নাম প্রেমবাহু। ইহার এক শাখার নাম তমসি। এই সরযূ জলে রঘুবংশ তিলক রামচন্দ্র সভ্রাতৃক প্রাণত্যাগ করেন।

আমাদের গণ্ডকী নদীকে মেগস্থানিস্ কণ্ডকাটেস্ বলিয়াছেন। টলেমি এ নদীর উল্লেখ করেন নাই। গণ্ডক নামে এক পর্ব্বত হইতে গণ্ডকী নদী নির্গত

* See Dictionery de Commerce.

হইয়াছে। ন্যায়পালে ইহার নাম কুণ্ডকী। কেননা ইহা কুণ্ডস্থল হইতে আসিতেছে।

এই নদীর কক্ষে শালগ্রামশিলা পাওয়া যায় বলিয়া, ইহার আর এক নাম শালগ্রামনদী। অপর নাম নারায়ণী; কারণ শালগ্রামশিলাকারে ভগবান নারায়ণ ইহার জলে বাস করেন।

কোন২ ইউরোপীয় পণ্ডিত শালগ্রামশিলাকে (Eglestone) ইগলপ্রস্তর বলেন। এ নূতন কথা নহে। মেগস্থানিস্ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাংসে জীবিত ছিলেন। তিনি বলেন, ইগলপক্ষী ডিম্ব প্রসব করিলে, সেই ডিম্বের সঙ্গে নীড় মধ্যে তাহারা গোলাকার প্রস্তরখণ্ড রাখিয়া থাকে। তাহা না থাকিলে ডিম্ব নষ্ট হয়। যে সে প্রস্তরখণ্ডে এ কার্য্য হয় না। এইজন্য ইগলেরা গণ্ডকী হইতে শালগ্রামশীলা লইয়া যায়। তাহা হইলে আমাদের দেশে যে শালগ্রামশীলা পূজিত হয়, ইউরোপের ইগলপক্ষিরা তাহা দিয়া ডিম্ব রক্ষা করে।

বাগমতী নদীকে বঙ্গমতিও বলে। হীমবৎ খণ্ড মতে এ নদী শিবগিরি হইতে নির্গত হইয়াছে।

কমলা নদীর পূর্ব্ব নাম এখনও আছে। ভুবনকোশ মতে এই নদী পূর্ব্বে দ্বারভাঙ্গা নগরের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইত। দ্বারভাঙ্গা নগর পূর্ব্বকালে অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। এ নগরের পূর্ব্বনামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ কমলা নদীর প্রবাহে নগর-দুর্গের দ্বার ভগ্ন হইয়াছিল, একারণ ইহার নাম দ্বারভাঙ্গা হইয়াছে।

কৌশিকী নদীর বর্ত্তমান নাম কুশী। চারিটী প্রস্রবণের একীকরণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার প্রধান প্রস্রবণ ভগবান বিশ্বামিত্রের আশ্রমস্থান হইতে উদ্গত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি স্থানের নিকটে কুশগ্রাম নামে একটী পল্লী আছে।

বাহুদা নদীকে মৎস্য পুরাণে মহোদা বলে। ত্রিকাণ্ডকোশে ইহাকে আবার শ্বেতবাহিনী বলে। এ নদীর বর্ত্তমান নাম ধবলা। এ নদীর আর এক নাম আর্জ্জুনী। ইহার দুই শাখা; বড় ও ছোট ধবলা।

ক্ষেত্রসমাসে সীতা প্রবাহ ও সীতাকণ্ঠী নামে দুইটী নদীর নাম আছে। কথিত আছে, সহদেব সীতা-প্রবাহ ও ব্রহ্মা সীতাকণ্ঠী-নদী হিমালয় হইতে আনয়ন করেন। এই সীতাপ্রবাহ ও সীতাকণ্ঠী বর্ত্তমান ধবলা নদীর শাখাদ্বয়ের নামান্তর মাত্র।

এক্ষণকার ইচ্ছামতীর আদিম নাম ইক্ষুমতী; সংস্কৃত "ক্ষ" র স্থলে প্রাকৃতে চ্ছ উচ্চারিত হয়। তাহাতে প্রথমে ইক্ষুবতী সাধারণ লোকের দ্বারা ইচ্ছুবতী উচ্চারিত হইত, এক্ষণে ইচ্ছামতী হইয়াছে। এ নদী তিন স্রোতে বিভক্ত হওয়াতে ক্ষেত্রসমাসে ইহাকে ত্রিস্রোতঃ বলা হইয়াছে। এ নদী ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। মেগস্থানিস্ ইহাকে ওক্সিমেটিস্ (Oxymetis) বলিয়াছেন।

প্লিনি যে নদীকে হিপোবরস (Hypoborus) বলেন, সে নদীর সংস্কৃত নাম সর্ব্বরা। স্কন্দপুরাণে এই নামে এক ক্ষুদ্র নদীর উল্লেখ আছে।* এ নদী বাগমতিতে পড়িয়াছে।

বঙ্গদেশের উত্তরে করতোয়া নামে

* হিমবৎ ভাগ।

এক পবিত্রা নদী আছে। হর পার্ব্বতীর বিবাহকালে যে বারি বিন্দু তাঁহাদের যুক্ত কর দিয়া পড়িয়াছিল, তাহা হইতে এই করতোয়া নদীর জন্ম হইয়াছে।

ব্রহ্মকুণ্ড হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের জন্ম। প্রভুকুঠার পর্ব্বত ভেদ করিয়া এ নদী আশাম দিয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছে। কালিকাপুরাণে এই নদের উৎপত্তির বিস্তারিত বিবরণ আছে।

আশামে লোহিত নামে আর দুই নদী আছে; মৎস্যপুরাণে এ উভয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃহৎ লোহিত ও ক্ষুদ্র লোহিত। এ উভয় ব্রহ্মপুত্রের করদ নদী। ব্রহ্মপুত্রের আর এক নাম হ্লাদিনী, ইহাকে আবার হস্তীগালাও বলিত। ঢাকার পশ্চিম দক্ষিণ দিকে হস্তীগালা নগর ছিল, এক্ষণে ইহার নাম ফিরিঙ্গি বাজার।

মহাভারতের টীকাকার রামেশ্বর বলেন, আশামে বিশ্বনাথ নামে এক স্থান আছে। সেখানে আর একটী ক্ষুদ্র নদী ব্রহ্মপুত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। সেই সংযোগস্থলে একটী বৃহৎ লৌহময় ত্রিশূল আছে। প্রায় চারিশত বৎসর হইল, আশামের কোন রাজা এই স্থানে নদী তীরে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কোন পুরাণে এ স্থানের উল্লেখ নাই—কেবল যোগিনীতন্ত্রে উল্লেখ দেখা যায়। পূর্ব্বকালে এই স্থানে নানা দেশের লোক পুণ্য কামনায় গমন করিত। এ স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে স্বর্গলাভ নিশ্চয় জানিয়া, অনেকে আত্মহত্যা করিত। আরও প্রবাদ আছে যে, এস্থানে ব্রহ্মপুত্র জলে অনেক জল মনুষ্য আছে—মনুষ্য জলে অবগাহন করিলেই জলমনুষ্য তাহাকে মারিয়া ফেলে। জনরব, আরাকানের রাজা রসঙ্গ পর্য্যন্ত একবার এই তীর্থে গমন করেন।

কাছাড় বা মণিপুর পর্ব্বত হইতে বড়-চক্র নামে এক নদী নির্গত হইয়াছে। ত্রিলাদ্রিমালা পর্ব্বত হইতে অনেক ক্ষুদ্র২ প্রস্রবণ বাহির হইয়া বড়বক্রের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। শ্রীহট্ট হইতে সুরমা নদী আসিয়াছে। এ সকল নদী একত্রিত হইয়া মেঘনাদ বা মেঘনা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মেঘনা গঙ্গার (পদ্মার) সহিত মিলিয়া সাগরাভিমুখে গিয়াছে।

ক্ষেত্রসমাস মতে কর্ণফুলী নদী ত্রিপুরা রাজ্যের পূর্ব্বসীমা শ্রীহট্টের দক্ষিণস্থ দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া চট্টগ্রামের নিকটে সাগরে মিশিয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী অগুরুতলা।

ব্রহ্মদেশের এক নদীর নাম পাবনী। এ নদী চিন দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, গরুড় পুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। শ্যাম দেশের সৌর নদীর বিষয় পুরাণে উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহাভারতে ফণী নামে এক নদীর নাম পাওয়া যায়। মানচিত্রে ইহাকে ফেণি বলে, এ সেই নদী। ফণী নদী-তীরে পন্নগের কন্যা উলূপী বাস করিত। ত্রিপুরার বর্ত্তমান রাজারা উলূপীর সন্তান।

রেঙ্গুণে ও আরাকানে রজ্জু ও নাভী নামে দুই নদী আছে বলিয়া পুরাণে উল্লেখ আছে। আর ব্রহ্মদেশে আদ্য-নাথ নামে এক শিব আছেন।

আরাকানে মহানদী নামে আর এক নদী আছে, তাহার তীরে শিলানামে এক নগর ছিল; সেই নগরে রাজা বাস করিতেন। বেণুগর্ত্ত নামে আরাকানে একটী বংশ নির্ম্মিত দুর্গ ছিল;

কিন্তু সাগর জল বৃদ্ধি হইয়া কোন সময়ে তাহা নষ্ট করে। যাহাকে এক্ষণে সন্দ্বীপ বলে, ভুবন কোশে তাহাকে শমদ্বীপ বলিয়াছে।

আমরা দেখাইলাম, প্রাচীন কালের হিন্দুদিগের ভৌগোলিক জ্ঞান ছিল। কিন্তু তাঁহারা আপনাদের দেশের বাহিরের বিষয় অতি অল্পই জানিতেন। তাঁহাদের মতে আশামের উত্তর পূর্ব্বে যমরাজার দেশ। তাঁহারা ইউরোপ বা আফ্রিকার বিষয় জানিতেন না। তাঁহারা ভূগোল বিষয়ে যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে বিদেশের বিষয় বিশেষ করিয়া লিখেন নাই। কিন্তু স্বদেশের বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

রাহা।

সমাজতত্ত্ব।

শাসন প্রণালীর উৎপত্তি।

৬৪। মনুষ্যের কোন২ বিষয়ে পরস্পর সাম্য ও কোন২ বিষয়ে বৈষম্য ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, কোন২ মনুষ্য স্বভাবতঃ বলবান ও সুস্থ; কেহ২ দুর্ব্বল ও রুগ্ন এবং কেহ২ তেজস্বী ও কেহ২ অলস ও নিস্তেজ। ইহাও সত্য, যে কেহ২ আত্মইচ্ছানুবর্ত্তী এবং অন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার দৃঢ়াকাঙ্ক্ষি এবং কেহ২ নম্র ও অন্যের অনুগত। এই যে বৈষম্যভাব ইহা অসভ্যাবস্থায় বিশেষরূপে দৃষ্ট হয় এবং ইহাতে সমাজের অনিষ্ট ঘটে। সভ্যতার উন্নতি সহকারে এই সকল অনিষ্ট জনক বিষয় বিদূরীত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে সমাজের মঙ্গল সাধিত হওয়াই প্রকৃত সভ্যতার উদ্দেশ্য।

৬৫। অসভ্য দেশে বলবানেরা দুর্ব্বলদিগের প্রতি যখন যে ইচ্ছা হয় তদনুরূপ ব্যবহার করে, এবং তাহাদের দৃঢ় সংস্কার যে দুর্ব্বলেরা তাহাদের চিরানুগত। তুরস্কের পাসা কৃত দাসদিগের সামান্য দোষের নিমিত্ত কখন২ তাহাদিগের প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের মহম্মদীয় সম্রাটগণ ইচ্ছানুসারে দাসদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। ইউরোপ খণ্ডের অর্দ্ধ সভ্যাবস্থায় দাসদিগের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল, তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা এক প্রকার দেশীয় প্রথা হইয়া উঠিয়াছিল।

৬৬। শ্রবণ, দর্শন বা বাকশক্তি বিহীন ব্যক্তিদিগের অবস্থা অতি ক্লেশ দায়ক এবং স্বভাবতঃই অতিশয় বৈষম্য ঘটিয়া থাকে। এই নিরুপায় ব্যক্তিদিগকে অসভ্য দেশীয় বলবানেরা ঘৃণা করে ও তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং সামান্য কারণ প্রযুক্ত কখন২ তাহাদের প্রাণদণ্ড করে। অর্দ্ধ-সভ্য চীনদিগের মধ্যে উক্তরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সভ্যতম সমাজ এই দুরবস্থান্বিত লোকদিগকে রক্ষণ করে, এবং তাহাদের অবস্থা অপর ব্যক্তিদিগের সহিত সম্যকরণার্থে তাহাদের যে সকল শক্তি দোষবিহীন ও সম্পূর্ণ তাহা পরিবর্দ্ধন ও পরিচালনের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়া থাকে, সভ্যতম দেশের লোকেরা অন্ধদিগকে বর্ণ শিক্ষা প্রদানার্থে এবং বধির ও বোবাদিগের সহিত আলাপ করিবার নিমিত্ত যে সকল কৌশল অবলম্বন করেন তাহা অতি

আশ্চর্য্য। আমেরিকায় নরাব্রিজমেন নামক জনৈক দর্শন, শ্রবণ ও বাক্‌শক্তি বিহীনা স্ত্রীলোক ছিল, তাহার দর্শনেন্দ্রিয়াদির দোষ সংশোধনার্থে এমন আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছিল, যে সে আশ্চর্য্যরূপে তাহার আত্মীয়দিগের নিকট পত্রাদি লিখিতে পারিত এবং নানাপ্রকার সংবাদ পত্রাদি পাঠ করিয়া পৃথিবীর নানা প্রকার ঘটনার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিত।

৬৭। সভ্যতার উন্নতি সহকারে দুর্ব্বলেরা সমবেত হইয়া আপনং স্বত্ব ও অধিকার রক্ষার্থে প্রবৃত্তি পায়। প্রত্যেক ব্যক্তি যেন আপনং ধনসম্পত্তি নিরাপদে রক্ষা করিয়া সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয়, তন্নিমিত্ত উক্তরূপ ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতে বাধ্য হয়। বলবান ও তেজস্বী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা আপনাদিগকে উপযুক্তরূপে দমন করিতে অক্ষম, তাহারা উক্ত ব্যবস্থাদির নিয়ম বারং লংঘন করিলেও দুর্ব্বলদিগের সমবেত যত্ন অতি প্রবল হয় এবং কালক্রমে বলবান ব্যক্তিরা দুর্ব্বলদিগের সমবেত বলের নিকট পরাজিত হইয়া থাকেন। দেশের নানাপ্রকার রাজকীয় ব্যবস্থা সংস্থাপনের প্রয়োজন হয় বলিয়া, শাসন প্রণালীরও আবশ্যকতা হইয়া উঠে। যাহাতে দেশীয় লোকেরা শিখিতে ও সুশাসিত হইতে পারে তন্নিমিত্ত বলিষ্ঠ শাসন প্রণালীর আবশ্যক।

৬৮। কোন রাজ্যের শৈশবাবস্থায় রাজকীয় অর্থাৎ শাসন সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা কি অন্যান্য নিয়মাবলী প্রথমতঃ সংস্থাপিত হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন ব্যাপার। বোধ হয়, সকল প্রকার নিয়মই প্রয়োজন বশতঃ ক্রমশ, সংস্থাপিত হয়। কোনং সমাজ বা জাতীয় লোকদিগকে স্বং স্বত্ব রক্ষার্থে কোন প্রকার শাসন প্রণালীর অধীন দেখা যায় না। দক্ষিণে আফ্রিকাস্থ অসভ্য বুষমেনদিগের মধ্যে প্রধানং দলপতি থাকিলেও কোন প্রকার শাসন সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা নাই এমন অনেকে বোধ করেন। ইহার এই এক কারণ হইতে পারে, যে উক্ত জাতীয় লোকদিগের সংখ্যা অতি অল্প এবং তাহারা নানাস্থানে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বাস করে এবং তাহারা সমবেত হইয়া প্রায় মিলিত হইতে পারে না বলিয়া প্রধান দিগের কর্ত্তৃত্ব কোন কার্য্যকারী হয় না। এক সময়ে পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অষ্ট্রেলিয়া নিবাসী অসভ্যদিগের মধ্যে কোন শাসনপ্রণালী বা দলপতি নাই। এইরূপ সিদ্ধান্তের মূল কারণ এই যে, আহারাভাবে উক্ত অসভ্যেরা নানাস্থানে ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া বাস করিত সুতরাং শাসন সম্বন্ধীয় কোন চিহ্ন তাহাদের মধ্যে দৃষ্ট হইত না, কিন্তু যখন তাহাদের জনাকীর্ণ সম্প্রদায় সমুহ প্রকাশ পাইতে লাগিল, তখন তাহাদের মধ্যে দলপতি আছে ইহা দৃষ্ট হইল। আমেরিকা দেশস্থ ইণ্ডিয়ানদিগের মধ্যে সমাজাধ্যক্ষ আছে, এবং নবাজিন্দেও অল্প সংখ্যক লোক বাস করিলেও তাহাদিগের মধ্যে অনেক রাজা আছে।

৬৯। কোন প্রকার প্রভুত্ব বা শাসনপ্রণালীর আবশ্যকতা এমন সার্ব্বভৌমিক যে চোর দস্যু ও ভিক্ষুক প্রভৃতি যাহারা রাজকীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারি তাহাদের মধ্যেও এক প্রকার শাসন বা প্রভুত্ব দৃষ্ট হয়। ইটালী দেশের এক দল ডাকাইতের প্রধান ব্যক্তি অতি জাঁকাল রাজ

বস্ত্রাদি পরিধান করিত। ইংলণ্ডীয় হাই-ওয়েমেনদিগের সেনাপতি ছিল, পরিব্রাজক জিপাসি জাতির মধ্যেও রাজা আছে। ভিক্ষা-জীবিদিগের মধ্যেও নানা প্রকার শাসন ও প্রভুত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৭০। কোন জাতির শৈশবাবস্থায় ব্যবস্থা ও শাসন প্রণালী স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ প্রায় নিম্ন লিখিত প্রকারে উৎপত্তি হইয়া থাকে। অসভ্যাবস্থায় মনুষ্যেরা প্রায়ই নানাপ্রকার যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে বলিয়া যাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক বলবান ও সাহসী তাহারা সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত হয়, এবং বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞেরা মন্ত্রীরূপে মনোনীত হইয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তিদিগের দ্বারা যেন সমাজের মঙ্গল সাধিত হয়, তন্নিমিত্ত অপর লোকেরা উহাদের বশীভূততা স্বীকার করিয়া থাকে। যদিচ শৈশবজাতির প্রথমাবস্থায় নানাপ্রকার অত্যাচার ও স্বার্থপরতা দৃষ্ট হয়, তথাচ লোক সংখ্যা যত বৃদ্ধি ও স্থায়ী হয়, ক্রমশঃ ততই উপযুক্ত ব্যবস্থাদি স্থাপিত হইতে থাকে। দায়াদ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থাও অতি প্রাচিনকালাবধি মানব জাতির উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছে এবং ইহা সময়২ রাজ্যের অবস্থানুসারে কতক পরিমাণে সংশোধিতও হইয়া থাকে। স্কটলেণ্ড অসভ্যাবস্থায় প্রায় যুদ্ধাদিতে নিযুক্ত থাকিত বলিয়া রাজার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র থাকিলেও প্রাপ্ত বয়স্ক ভ্রাতা রাজপদে অভিষিক্ত হইত। দলপতি হইতেই যে রাজপদের সৃষ্টি হইয়াছে, ইউরোপ খণ্ডের ইতিহাস ইহার প্রমাণ স্বরূপ।

৭১। রাজা কর্ত্তৃক শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হওয়ার উৎপত্তি প্রথমতঃ সামান্যাবস্থা হইতে হয়, এবং তাহা কালক্রমে ঐতিহাসিক সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্দ্ধ সভ্য লোকেরা রাজপদের উৎপত্তি ও রাজাদিগের বিষয় নানাপ্রকার অমূলক কল্পনা করিয়া থাকে। কথিত আছে যে, হিন্দু পণ্ডিতেরা দিল্লির সম্রাটের পরাক্রম দৃষ্টি করিয়া বলিতেন "দিল্লিশ্বরোবা জগদীশ্বরো বা"। রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই রাজা ছিলেন এবং হিন্দুরা তাঁহাদিগকে ঈশ্বরত্ব প্রদান করিয়া বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের উপাসনা করিয়া আসিতেছেন। সভ্যতম দেশে রাজবংশ অতি প্রাচীন হইলে তদ্বংশজাত ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি হয়, এবং প্রজারা আহ্লাদ পূর্ব্বক তাঁহার বশীভূততা স্বীকার করিয়া থাকে। যাহাদের কোন ঐতিহাসিক রাজ সম্মান নাই,এমন ব্যক্তিরাও কখন২ সভ্যতম দেশে রাজা মনোনিত হইয়া রাজ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। যাহা হউক স্বদেশীয় প্রাচীন রাজ বংশোদ্ভব রাজা দ্বারা রাজ্য শাসিত হইলে প্রজারা নানা বিষয়ে উপকৃত হয়।

৭২। বাহ্য শাসন প্রণালী যেরূপ হউক না কেন, কিন্তু শাসন কার্য্য দ্বারা সর্ব্ব সাধারণ লোক উপকৃত হইবে বলিয়া উহা জাতিয় ইচ্ছার বিরুদ্ধ হওয়া অনুচিত। জাতীয় ইচ্ছার সহিত শাসন প্রণালীর সম্বন্ধ না থাকিলে শাসন প্রণালীতে যথেচ্ছাচার দোষ অর্পিত হয়। রাজা কিম্বা শাসন করিবার পদ প্রাপ্ত অন্য কেহ প্রজালোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারি হইয়া শাসন কার্য্য করিলে উক্ত কার্য্য দ্বারা রাজা বা শাসনকর্ত্তারা পরিতৃপ্ত হইবেন, কিন্তু তদ্দ্বারা প্রজাপুঞ্জের ক্লেশ ও অসন্তোষ জন্মিবে। এক ব্যক্তির বা কতিপয় ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে

কার্য্য দ্বারা সমুদয় দেশ বা জাতির বিরুদ্ধ হওয়া কখন যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। সর্ব্ব সাধারণের সম্মতির উপরই শাসন প্রণালী অবস্থিতি করে;অতএব যাহাতে সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গল সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে শাসনকর্ত্তাদিগের মনোনিবেশ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উপকার প্রাপ্ত হইবার নিমিত্তই জাতিয় সর্ব্ব সাধারণ লোক শাসন প্রণালী সংস্থাপন ও তাহার পোষকতা করিয়া থাকে। যে শাসন প্রণালীতে উপযুক্ত রাজকীয় ব্যবস্থা ও শাসনকর্ত্তা থাকাতে প্রজার ধন, প্রাণ ও স্বাধীনতা রক্ষিত হয়, সেই শাসন প্রণালীর অন্যান্য দোষ থাকিলেও তাহা অধিক পরিমাণে সম্মানের যোগ্য; কেননা অরাজকত্বের পরিবর্ত্তে উক্ত শাসন প্রণালী বাঞ্ছনীয়।

কুকি জাতির বিবরণ।

কাছাড়, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, মণিপুর প্রভৃতি দেশগুলির মধ্যস্থলে যে সকল পর্ব্বতমালা আছে, সেই পর্ব্বতোপরি যে অসভ্য জাতি বাস করে, তাহাদিগকে কুকি বা নাগা বলে। ক্ষেত্রসমাস নামে এক খানি সংস্কৃত ভূগোলে ও মহাভারতের টীকায় কুকিদিগকে নগ্ন বলিয়াছে, বোধ হয়, সেই নগ্ন কথার অপভ্রংশে নাগা কথা হইয়াছে, অতএব কুকি ও নাগা একই জাতি। আমরা যৎকালে কাছাড়ে ছিলাম, তৎকালে নাগা ও কুকি উভয় জাতির নাম শুনিতাম; কিন্তু নাগা ও কুকি যে দুই ভিন্ন জাতি, এরূপ অনুভব করিতে পারিতাম না।

অন্যান্য পূর্ব্বতনিবাসিদের ন্যায় ইহারা বলবান, হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু হাইলাণ্ডর ও ন্যায়পালিদের ন্যায় খর্ব্বকায়। ইহাদের নাসিকা প্রসস্ত, চক্ষু ক্ষুদ্র এবং মুখাকৃতি গোলাকার। এরূপ জনশ্রুতি যে, কুকি ও মগেরা একই ব্যক্তির সন্তান। এক ব্যক্তির দুই পত্নীর গর্ভস্থ দুই পুত্র ছিল, কুকিরা বলে যে, মগেরা জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও তাহারা কনিষ্ঠ পুত্রের সন্তান। কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মমাত্র মাতার মৃত্যু হয়। বিমাতা তাহার যথেষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ করিত না; এ জন্য সে উলঙ্গ হইয়া বেড়াইত। অধিক বয়স পর্য্যন্ত সে নগ্ন থাকাতে তাহার নাম নগ্ন হইয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পরে ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া নগ্ন অরণ্যে বাস করিতে আরম্ভ করে। নগ্নের সন্তানেরাও এক্ষণে নগ্ন বা নাগা নামে খ্যাত। কুকিদিগের মধ্যে যাহারা পুরুষ, তাহারা প্রায়ই উলঙ্গ থাকে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরে। পুরুষেরাও সময়ে২ একখানি কাপড় শরীরে জড়াইয়া থাকে। কিন্তু আমরা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিকে উলঙ্গ হইয়া বিলের কর্দ্দমে মৎস্য ধরিতে দেখিয়াছি। কিন্তু কুকিনারীরা যখন সমভূমির হাটে বাজারে আইসে, তখন বক্ষের উপরি ভাগে যে বস্ত্রখণ্ড পরে, তাহা জানুর নিম্ন পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকে। কুকির পুরুষেরা সমভূমিতে আসিলে নাভির নিম্নে সম্মুখে মাত্র এক খানি বস্ত্রখণ্ড ঝুলাইয়া রাখে; কিন্তু পশ্চাদ্দিকে নিতম্ব দেশ শূন্য রাখে।

মগ ও কুকিদের ভাষাগত এবং আকৃতিগতও অনেক সমতা আছে। কুকিদের অনেক কথায় মগের কথা পাওয়া

যায়।* কিন্তু আমরা এরূপ ভাষাগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করি নাই।

কুকিরা প্রত্যেকে যোদ্ধা, শিকারী, প্রত্যেকে আপনার অস্ত্রচালনা করিতে পটু। ইহারা নানা ভিন্ন জাতিতে বিখ্যাত; প্রত্যেক জাতির এক এক রাজা আছে। সকলেই সেই রাজার অধীন। এক রাজা মরিলে তাহার উত্তরাধিকারী রাজা হয়। রাজ-চিহ্ন স্বরূপ রাজারা গলদেশে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করে, ও কেশ গুচ্ছ চূড়াকারে কপালের উপরে বাঁধে; অন্য লোকদের চুল মুক্ত থাকে। রাজপরিবারের স্ত্রীলোকেরাও কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করে। প্রজারা রাজাদিগকে নিয়মিত কর দিয়া থাকে। কুকিদেশে টাকা নাই; টাকার পরিবর্ত্তে তাহারা রাজাকে দ্রব্য সামগ্রী দেয়। উহাদের নিয়মিত সৈন্য নাই। যখন সৈন্যের আবশ্যক হয়, রাজাজ্ঞা মতে প্রত্যেক পুরুষ অস্ত্র ধারণ করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হয়। যেমন সে কালে স্কট্‌লণ্ডের পর্ব্বত বাসিদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর এক২ জন প্রধান থাকিত, ও তাহারা যেমন সেই প্রধান ব্যক্তির অধীনে যুদ্ধ করিত, কুকিরাও তাহাই করে। এক গোষ্ঠী প্রাণ গেলেও অন্য গোষ্ঠীর দলপতির আজ্ঞামতে চলিবে না। গোষ্ঠীর মধ্যে যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান, লোকেরা তাহাকেই আপনাদের দলপতি করে। তাহার বর্ত্তমানে অন্য কেহ দলপতি হইতে পারে না। দলপতির আজ্ঞানুসারে এক ব্যক্তি অকাতরে প্রাণ দিবে।

ধনুর্ব্বাণ, বড়শা, দা, ও তরবারি কুকিদের যুদ্ধাস্ত্র। মালব উপকূলের নিয়ার জাতিরা যে প্রকার মারাত্মক ছুরিকা ব্যবহার করে, কুকিদের সঙ্গে সর্ব্বদা সে প্রকার ছুরিকা থাকে। উহারা বনমহিষের চর্ম্ম দ্বারা ঢাল প্রস্তুত করে, ঢালের ভিতর দিকে পিত্তলের আঙটী বাঁধিয়া দেয়। যুদ্ধে গমন কালে, বা নৃত্যকালে তাহা হইতে উত্তম শব্দ হয়। কুকিরা গলদেশে পুঁতির মালা, প্রস্তর খণ্ডের মালা ও ব্যাঘ্রের শরীরের বিশেষ২ স্থানে অস্থির মালা পরিধান করে। উহারা স্ত্রীপুরুষ উভয়ে বড়২ পিত্তলের রিং কর্ণে পরে, এত পরে যে তাহাতে কর্ণের ছিদ্র অত্যন্ত বৃহৎ হয়। উহারা যুদ্ধ বা নৃত্য কালে উরুদেশের নিম্নে ছাগের লোম বাঁধিয়া থাকে। কুকিপর্ব্বতের ছাগের লোম আমাদের দেশের ছাগের বা মেষের লোম অপেক্ষা অনেক দীর্ঘ। আর ছাগলগুলি তিব্বত দেশীয় ছাগলের অনুরূপ। অনেকে আবার হস্তীদন্ত কাটিয়া অঙ্গুরীয় আকার করিয়া তাহাও গলদেশে পরে।

পর্ব্বতের যে চূড়া বা যে পার্শ্বদেশ দূরারোহ, কুকিরা এমন স্থানে আপনাদের বাটী নির্ম্মাণ করে। তাহাদের গ্রামকে পুঞ্জি কহে। বোধ হয়, সংস্কৃত পুঞ্জ কথা হইতে পুঞ্জি কথা হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রামে এক গোষ্ঠীর লোক বাস করে, সে গোষ্ঠীর দলপতিও তাহাদের সঙ্গে বাস করে। এক২ গ্রামে চারি পাঁচ শতের ন্যূন নহে ও দুই সহস্রের অধিক নহে, এত লোক বাস করে। তাহাদের গ্রামে যাইবার যে যে পথ থাকে, সেই সকল পথে পালাক্রমে লোকেরা দিবা রাত্র পাহারা দেয়। কখন২ গ্রামের চারিদিকে বড়২ বাঁশ বা

* Late John Macrae Esq. Asiatic Reserches Vol. VII.

কাষ্ঠ দ্বারা বেড়া দিয়া থাকে। অন্য গ্রামের লোককে কোন ক্রমে আপনাদের গ্রামে প্রবেশ করিতে দেয় না। একবার আমাদিগের এক জন বন্ধু মণিপুর হইতে কাছাড়ে আসিতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে এক জন কুকি মুটে লক্ষ্মীপুরের নিকট কোন কুকি গ্রামে গিয়া তাহাদের নিকট হইতে সুরাপান করিয়াছিল; কিন্তু দাম না দেওয়াতে সে গ্রামস্থ লোকেরা তাহাকে আটক করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার অনাগমনে আমাদের বন্ধু ভৃত্যের অন্বেষণে কুকি গ্রামে যাইয়া এ সমস্ত শুনিলেন। কুকিরা তাঁহাকে আরো বলিল, সুরার মূল্য না দিলে উহাকে আমরা এক্ষণেই কাটিয়া ফেলিব। আমাদের বন্ধু সুরার মূল্য দিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া আনিয়াছিলেন।

বাঁশের উচ্চ মঞ্চের উপরে কুকিরা বাস করিবার জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করে। মঞ্চের নিম্নে উহাদের পোষিত পশু থাকে, আর আপনারা মঞ্চের উপরে গৃহে বাস করে। গৃহগুলি ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি সুনির্ম্মিত, প্রত্যেক গৃহে চারি পাঁচ পরিবার সচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। মগ ও জুমিয়াদিগের গৃহও এইরূপে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। মগ ও জুমিয়ারা অপেক্ষাকৃত সভ্য এবং সচরাচর সমভূমি নিবাসী লোকদিগের সহিত কারবার করিয়া থাকে। যে মঞ্চের উপরে উহারা গৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহা ভূমি হইতে ছয় সাত ফিট উচ্চ; এজন্য গৃহে উঠিবার জন্য উহারা বাঁশের সিঁড়ি রাখিয়া থাকে। আমাদের মতন বাঁশের সিঁড়ি নহে; উহাদের বাঁশের সিঁড়ি অর্দ্ধখণ্ড বাঁশ মাত্র। কিন্তু অভ্যাসের এমনি গুণ যে, উহারা অনায়াসে তাহার উপর দিয়া যাতায়াত করে।

এক রাজার অধীনে চারি পাঁচ গোষ্ঠী বাস করে। রাজা আবার অনেক আছে। এই রাজাদের প্রায়ই পরস্পর বিবাদ হইয়া থাকে; আবার এক রাজার অধীনস্থ ভিন্ন২ গোষ্ঠীর কুকিরা পরস্পর বিবাদ করে, তাহাতে সর্ব্বদা উহাদের বিপদাশঙ্কা। এজন্যই এত সাবধানে থাকে।

এক গ্রামের কুকিদের পশু বা ক্ষেত্রের শস্য অন্য গ্রামের কুকিরা সুযোগ পাইলে লুঠ করে। তাহাতে বিবাদ আরম্ভ হয়। একপক্ষ সমূলে বিনষ্ট না হইলে এ বিবাদ প্রায়ই নিষ্পত্তি হয় না। বিবাদ সূচনা হইলে অন্যান্য গোষ্ঠীরা বিবদমান দলের সহিত যোগ দিয়া থাকে। তাহাতে বিবাদ ক্রমশঃ গুরুতর হইয়া উঠে।

কুকিরা গুপ্ত যুদ্ধ ভাল বাসে। পার্য্যমাণে সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না। অন্ধকার রাত্রে অকস্মাৎ শত্রুপক্ষীয়দের গ্রাম আক্রমণ করে। যুদ্ধার্থ অধিকদূর যাইতে হইলে, কেবল রাত্রিকালে চলে। দিবাভাগে অরণ্য মধ্যে বৃক্ষের শাখায় লুকাইয়া থাকে। এরূপ যুদ্ধ যাত্রাকালে উহারা আপনাদের সঙ্গে যথেষ্ট খাদ্য সামগ্রী লইয়া যায়। এই জন্য কোন২ ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন, যে, কুকিরা বৃক্ষে বাস করে। কিন্তু আমরা কুকিদিগকে নিয়মিতরূপে বৃক্ষে বৃক্ষে বাস করিতে দেখি নাই। সচরাচর প্রত্যূষ সময়ে শত্রুদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে। আক্রমণকালে অত্যন্ত শব্দ করে, অস্ত্রে অস্ত্রে আঘাত করিয়া এক প্রকার মনোহর শব্দ নির্গত করিয়া থাকে। যে দল যুদ্ধে জয়ী হয়, সে দল পরাজিত

দলের সর্ব্বনাশ করে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ কি বালক, কি বালিকা, সকলের প্রাণ সংহার করে। কখন২ উহারা বালক বালিকাদিগকে নষ্ট না করিয়া আপনাদের গৃহে লইয়া গিয়া আপন২ সন্তানবৎ পালন করিয়াও থাকে। স্ত্রীলোকদিগকে আবার কখন২ না মারিয়া আপনাদের দাসী করিয়া রাখে। যোদ্ধারা পরাজিত লোকদিগের মস্তক অতি সমারোহে গৃহে লইয়া গিয়া থাকে। যুদ্ধ জয় করিয়া নিজ গ্রামে গেলে, গ্রামস্থ স্ত্রীলোক ও বালক বালিকারা নৃত্য গীতাদির সহিত যোদ্ধাদিগকে গ্রহণ করিয়া থাকে। এরূপ যোদ্ধারা গ্রামে গিয়া যাহার যে পশু সম্মুখে পায়, তাহা বধ করিয়া ভোজন করিতে পারে; তাহাতে তাহাদের কোন দোষ নাই। বরং গ্রামস্থ লোকেরা তাহাদের উত্তম২ পশু মাংস ও মদ্য আনিয়া তাহাদের সঙ্গে আনন্দ করে। এরূপ ঘটনায় যোদ্ধারা গ্রামে আসিয়া সুরাপান করিতে আরম্ভ করে; স্ত্রীলোকেরাও সুরাপান করিয়া তাহাদের সহিত আমোদ ও নৃত্য গীতাদি করে। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আসিলে, কেহ তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে গৃহের বাহিরে যায় না; যোদ্ধারা নীরবে শোকাপন্ন লোকের ন্যায় গ্রামে উঠিয়া আপন২ গৃহে প্রবেশ করে এবং যত দিন না বৈরনির্য্যাতন করিতে সক্ষম হয়, এই রূপ শোকার্ত্তের ন্যায় কালযাপন করে।

লবণ উহাদের বিবেচনায় অতি বহুমুল্য পদার্থ। আমরা যেমন কুটুম্ব বাড়ীতে নানা প্রকার খাদ্য সামগ্রী পাঠাইয়া থাকি, উহারা তাহার পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ পরিমাণে লবণ পাঠায়; রাজদরবারে গেলে রাজাকে কিঞ্চিৎ লবণ উপঢৌকন দেয়। এ দেশে লবণ, আমাদের দেশের লবণের ন্যায় জন্মে না। লবণের প্রস্রবণ মধ্যে২ আছে; কিন্তু তাহার জল দ্বারা উত্তম লবণ প্রস্তুত করিতে ইহারা জানে না; আর সে সকল প্রস্রবণ অতি অল্প; সুতরাং সে সকল প্রস্রবণের লবণ রাজা ও দলপতিরাই পাইয়া থাকে। সামান্য লোকে পায় না। চারি মাস হইল, আমাদিগের এক জন বন্ধু ত্রিপুরা পর্ব্বতে কয়লার খনি আবিষ্কার করিতে গমন করেন, তিনি যে পর্ব্বতে গিয়াছিলেন, তাহার নাম তিলাদ্রিমালা; তিনি তথায় লবণের উনুই দেখিয়া আসিয়াছেন, কুকিরা সেই উনুইর জল লবণের ন্যায় ব্যবহার করে। কাছাড়ে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের এলাকার মধ্যে কয়েকটী লবণের উনুই আছে, তাহা ইজারা দেওয়া হয়।

অন্যান্য অসভ্য জাতিদের ন্যায় কুকিরা অত্যন্ত বৈরনির্য্যাতনপ্রিয়। কাহারও প্রতি রাগত হইলে, আমরা যেমন বড় বড় ধমক দি; পাজি, দুষ্ট, মেরে খুন করিব, বলিয়া গালি দি; উহারা সে রূপ করে না, রাগা রাগি হইলে উহারা অমনি অস্ত্র ধারণ করে। বাঙ্গালী জাতির স্বভাব এই, কোন বাহিরের লোক কোন পাড়ায় প্রবেশ করিয়া কাহারও সহিত বিবাদ করিলে, পাড়ার সমস্ত লোক তাহাকে জুটিয়া মারিতে যান বা গালি দেন, কিন্তু কুকিরা তাহা করে না। এক গ্রামের দুই ব্যক্তির পরস্পর বিবাদ হইলে, তাহারা দুই জনে যুদ্ধ করিবে, তাহাদের আত্মীয় কেহ কাহারও সাহায্য করিবে না। ইংরাজ-

দের মধ্যেও এই রীতি। সামান্য কারণে বিবাদ হইলে, কুকিরা খুনাখুনি করিয়া ফেলে। একবার কাছাড় হইতে মণিপুরে দুই জন বাঙ্গালী মুসলমান ডাক লইয়া যাইতেছিল। এক জন কুকি তাহাদের নিকট লবণ চাহে, ডাকওয়ালারা তাহাকে ধমক দেয়, তাহাতে কুকি বড়শার এক আঘাতে এক জন ডাকওয়ালাকে হত করিয়া তাহার নিকট যে লবণ টুকু ছিল, তাহা লইয়া যায়, ইহা দেখিয়া অন্য ডাকওয়ালা পলায়ন করে। কুকিরা সর্ব্বদা অরণ্যে শিকার করিতে যায়। তাহাতে ব্যাঘ্রে বা ভল্লূকে যদি কোন ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলে, গ্রাম শুদ্ধ লোক সেই ব্যাঘ্র বা ভল্লূককে মারিবার জন্য যত্ন করিবে। যদি তাহাকে মারিতে পারে, গ্রামস্থ সকলে তাহার মাংস আহার করিয়া আনন্দ করিবে। এমন কি, যদি কোন ব্যক্তি বৃক্ষ হইতে অকস্মাৎ পড়িয়া মরে, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা যাইয়া সেই বৃক্ষকে কাটিয়া ফেলিবে, এবং খণ্ড২ করিয়া তাহাকে সেই দিবস পুড়াইয়া ফেলিবে। উহারা উত্তম শিকারী। সকল প্রকার পশু ও পক্ষির মাংস উহাদের ভক্ষ্য। সুতরাং সকল প্রকার প্রাণীকেই উহারা মৃগয়া কালে নষ্ট করিয়া থাকে। বন্য গোরুর মাংস উহাদের অত্যন্ত প্রিয়; হস্তী মাংস, ব্যাঘ্র মাংসও বিলক্ষণ প্রিয়, উহারা কুকুরের মাংস পর্য্যন্ত খায়। আমরা দেখিয়াছি, উহারা একটা শূকরকে উদর পূর্ণ করিয়া চাউল খাওয়ায়, তাহার পরে তাহাকে হস্ত পদ বন্ধন করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধ করে। শেষে মহানন্দে তাহার মাংস সুরা সহ উদরসাৎ করে। উহারা যে অরণ্যে বাস করে, সেখানে কুকুর আছে; কুকুরের মাংস উহারা বড় ভালবাসে। বাল্যকালে আমরা কাছাড়ে দেখিয়াছি, উহাদিগকে একটী কুকুর দিলে উহারা এক খানি করিয়া (খেস) কাপড় দিত। এখন আর এরূপ করে না; এখন উহারা চালাক হইয়াছে।

উহারা মধ্যে২ গ্রাম পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এরূপ করণ কালে পরিত্যক্ত গ্রামে অগ্নি ধরাইয়া দিয়া যায়। নতুবা গয়াল অর্থাৎ বন্য গোরু আসিয়া তাহাদের গৃহে বাস করে। এক স্থানে প্রতিবৎসর উত্তম শস্য হয় না। ইহাই গ্রাম পরিবর্ত্তন করিবার প্রধান বা এক মাত্র কারণ। পর্ব্বতের উপরে বা পার্শ্বে উহারা শস্য বপন করে। কোন স্থান শস্য বপনের উপযুক্ত করিতে হইলে, পুরুষেরা সেই স্থানের সমস্ত বড়২ বৃক্ষ কাটিয়া ফেলে। দুই তিন মাস পরে, তাহা শুকাইলে তাহাতে অগ্নি ধরাইয়া দেয়; তাহাতে সমস্ত পুড়িয়া ভূমি পরিষ্কার ও উর্ব্বরা উভয়ই হয়। তাহার পরে, বর্ষাকাল আসিলে, যে সকল বড়২ বৃক্ষ পুড়িতে বাকি থাকে, সে সকল জলের বেগে নিচে নামিয়া যায়। এই সময়ে স্ত্রীলোকেরা ধামায় করিয়া নানা জাতি শস্যের বীজ লইয়া গিয়া এক২ স্থানে গর্ত্ত করিয়া বপন করে। তিন চারি প্রকার বীজ একই গর্ত্তে এক সঙ্গে পুতিয়া রাখে; যথা সময়ে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ফল ধরে। ধান্য, গম ও সর্ষপের বীজ এক সঙ্গে এক গর্ত্তে বোনা হয়। কুকিদেশে নানা প্রকার ধান্য আছে। চিরা ধান্যের চাউল সর্ব্বাপেক্ষা সরু। তৎভিন্ন বে, ডিংক্রু, রূমকি, সিপুই, বাংসু, বোল্‌টিয়া প্রভৃতি নানা প্রকার ধান্য

আছে। আষাঢ় মাসের প্রথমে যে ধান্য পাকে, শ্রাবণ মাসে চিরা, ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে ডিংক্রু, কার্ত্তিক মাসে ক্লমকি, এবং অগ্রহায়ণ মাসে বাংসু পাকে। উহারা কচুর চাষ অধিক পরিমাণে করে। কুকি দেশে নানা প্রকার শিম্ব জন্মিয়া থাকে; তাহাদের নাম কারাস, বারগঞ্জি, টুরাই ইত্যাদি। সর্ষপের দানা উহারা খায়,উহা হইতে তৈল নিঃসৃত করে না। উহারা হরিদ্রা এবং তামাকুর চাষও করিয়া থাকে। কিন্তু তামাকু বড় ভাল হয় না, উহারা কৃষিকার্য্যে অধিক পরিশ্রম করে না, তামাকু চাষে বড় পরিশ্রম আবশ্যক। উহারা তামাক খায়, আমাদের ন্যায় খায় না; ইংরাজদের ন্যায় পাইপে খায়।

উহাদের অরণ্যে যথেষ্ট আরণ্য মধু আছে, কিন্তু মোম হইতে মধু বাহির করিতে জানে না! মোম চুষিয়া২ মধু খায়।

গয়াল, ছাগ, শূকর ও কুক্কুট উহারা পুষিয়া থাকে। গয়াল বা বন্য গোরুর দুগ্ধ অতি মধুর।—উহা আমাদের দেশের ক্ষীরের সদৃশ। উহারা দুগ্ধ কাঁচা পান করে; আর দুগ্ধ হইতে ঘৃত প্রস্তুত করিতে জানে-না। বন্য গোরু এদেশীয় মহিষের ন্যায় বড়, কিন্তু পালিত মহিষ অপেক্ষা অধিক বলবান। উহাদের ঘাড়ে, লাঙ্গুলে ও হাঁটুতে কেশর আছে, লাঙ্গুলের কেশর দ্বারা চামর প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক একটী বন্য গোরুর দশ বারো সের দুগ্ধ হয়।

কুকিরা সভ্য নহে, সুতরাং আমাদের ন্যায় উহাদের অভাব অধিক নহে। তথাপি উহাদের মধ্যে আকাল হইয়া থাকে। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি কিম্বা কোন শত্রু কর্তৃক ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট হইলেই, দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। এমন সময়ে, যে গ্রামের সঙ্গে বন্ধুতা আছে, তাহারা বিপন্ন বন্ধুদের সাহায্য করিয়া থাকে।

উহারা মাংস প্রায় পোড়াইয়া খায়, আবার লবণ ও হরিদ্রা দিয়া সিদ্ধ করিয়াও থাকে। সিদ্ধ করিবার জন্য উহারা এক প্রকার মৃণ্ময় পাত্র ব্যবহার করে, তাহা উহাদের আপনাদের হস্তকৃত। আবার অনেকে মোটা বাঁশের চুঙার ভিতরে জল ও চাউল পুরিয়া অগ্নিতে রাখিয়া ভাত রাঁধে। লবণের পরিবর্ত্তে উহারা কোন২ বৃক্ষলতা পোড়াইয়া তাহার ছাই ব্যবহার করে। আমাদিগের ঘরে যেমন ব্রায়ন্ট মের ম্যাচ বাক্স আছে, উহাদের তেমন নাই; উহারা দুইখানি কাষ্ঠ দণ্ডে ঘসিয়া অগ্নি উৎপন্ন করে। আপনারা চাউল বা ভুট্টা দিয়া সুরা প্রস্তুত করে, বৃক্ষ বিশেষের পাতা তাহাতে দিয়া আবার তাহার মাদকতা শক্তি বৃদ্ধি করে। বিবাহাদি পর্ব্ব সময়ে সকলে সুরাপান করে।

কুকিদের এক বিবাহিতা স্ত্রী থাকে; এতদ্ভিন্ন উপপত্নীও রাখিয়া থাকে। ব্যভিচার দোষের জন্য প্রাণ দণ্ড হয়। ব্যভিচারী উভয় পক্ষ,যদি অবিবাহিত হয়, তাহা হইলে উভয়ের বিবাহ হইয়া থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক না হইলে স্ত্রী পুরুষের বিবাহ হয় না। যে ব্যক্তি অধিক বলবান, যে যুদ্ধে অধিক নরহত্যা করিয়াছে, যুবতীরা তাহার পক্ষপাতী। বিবাহ কালে বরকর্ত্তারা কন্যাকর্ত্তা ও তাহার গ্রামস্থ সকলকে ভোজ দিয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপন বিবাহ ভোজে গয়াল বধ করে, তাহার বড় মান

কুকিদের একটী গুণ এই, মহোৎসব সময় ভিন্ন অন্য সময়ে সুরাপান করে না। বিবাহ হইলে কন্যা পিত্রালয় ত্যাগ করিয়া স্বামির সঙ্গে বাস করে।

কেহ মরিলে তাহার দেহ গ্রামের বাহিরে এক মঞ্চের উপরে রাখা হয়। পরিবারস্থ বা গ্রামস্থ কোন ব্যক্তি সেই শবের প্রহরীকার্য্য করে, যেন কোন বন্য জন্তুতে বা পক্ষীতে উহা নষ্ট না করে। শবের নিকট প্রত্যহ খাদ্য সামগ্রী উপস্থিত করা হয়। গ্রামস্থ অন্য কেহ মরিলে তাহার দেহও ঐ স্থানে রাখা হইবে। এই রূপে শব এক স্থানে রাখা হইলে চৈত্রমাসের সংক্রান্তির দিন মৃতদের আত্মীয়েরা আসিয়া দেহ সকল এক নির্ঝর তীরে প্রস্তুত চিতায় স্থাপন করিয়া দাহ করে। মৃতের আত্মীয়েরা গ্রামস্থ সকলকে ভোজ দেয়।

আমেরিকার উত্তরাংশের আদমনিবাসীদের মধ্যে বৎসরের এক নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত শব রক্ষা করার রীতি আছে।* পৃথিবীর দুই বিপরীত অংশে স্থাপিত হইলেও এই দুই অসভ্য জাতির শব রক্ষা বিষয়ে রীতি এক। এ অতি চমৎকার বিষয়।

কুকিরা পরকাল মানে। ইহারা মনে করে, শত্রু দমনই ঈশ্বরের অতি সন্তোষজনক কার্য্য। যে যত অধিক শত্রুর মস্তক ছেদন করিতে পারিবে, পরকালে সে অধিক সুখী হইবে। কুকিরা ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মানে। তাহারা ঈশ্বরকে খোগিন পুতিয়াং কহে। শিম শক নামে আর এক দেবতার উহারা পূজা করিয়া থাকে। প্রত্যেক পাড়াতে শিম শকের কাষ্ঠময় মনুষ্যাকার মূর্ত্তি স্থাপিত থাকে। ঈশ্বরের নিকট তাহারা গয়াল (বন্য গোরু) বলি দেয়; কিন্তু শিম শকের নিকট ছাগ বলি দিয়া থাকে।

* See Bartram's Travels.

আমরা এস্থলে কয়েকটী কুকি কথা দিতেছি—

মিপা	মানুষ।
নুনাউ	স্ত্রীলোক।
নাউ	বালক বা বালিকা।
নিপানাউটহি	বালক।
নুনাউট হি	বালিকা।
ফা	পিতা।
নু	মাতা।
চোপুই	ভ্রাতা।
চারনু	ভগিনী।
ফু	পিতামহ।
ফি	পিতামহী।
কাট্কা	এক।
নিকা	দুই।
তুমকা	তিন।
লিকা	চারি।
রুঙ্গাকাকা	পাঁচ।
রুকা	ছয়।
সেবিকা	সাত।
রিকট্কা	আট।
কুকা	নয়।
সমুকা	দশ।

কুকিরা এক লক্ষ পর্য্যন্ত গণিতে পারে। তাহার অধিক পারে না।

রাহা।

কারাগারে।

[প্রথম রিচার্ড (কেশরি হৃদয়) ইংলণ্ডেশ্বর যখন ছদ্মবেশে ইউরোপ ভ্রমণ করেন, তখন শত্রু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া জর্ম্মণ দেশীয় নৃপতির হস্তে নীত এবং কারাগারে বন্দী হন। নিম্নলিখিত কবিতা সেই ঘটনা মূলক।]

নির্ব্বাত নিস্তব্ধ যাম; মিহির কিরণে
ভাসিতেছে শ্বেতদেশ সাগর উপরে
ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু, ভাসয়ে যেমনে
অনন্ত সামুদ্র রাশি অনন্ত সাগরে;
চির-চিত্র-নীল-নভো পড়ি সিন্ধু নীরে,
অসীম অর্ণব সীমা করিবার তরে।

নীল চক্র নিভ শোভে নীর নিধিজলে
নীলাকাশ; যেন সিন্ধু সুনীল প্রাচীরে
আবদ্ধ। অসীম নীরে কত তারা জ্বলে
ধীরে ধীরে চক্‌মকি, উল্কা খণ্ড ধীরে
যেন কাঁপিতেছে, সদা পূর্ণতমজ্যোতিঃ।
সফরী সলিলে নাচে নিন্দিয়া বিজলি।

ঘুরিছে আবর্ত্ত সাথে মৃগাঙ্ক কিরণে
ঘন; ঘুরে যেন অচিরাভা জীমুত মাঝারে;
গরজিছে সিন্ধুনীর, ভীম গরজনে
কাঁপায়ে সুনীল মেঘে, গভীর হুঙ্কারে
নীর, যথা গজপতি গরজে কাননে
বনমেঘ কাঁপাইয়া বিষম নিনাদে।

অনন্ত অম্বুধি ফেণ শশধর করে
চমকে, চমকে যেন চঞ্চল বিজলি
অনন্ত অম্বুদ মাঝে, নিবীত প্রকারে
শোভিছে জলধি জলে সফেণ আবলি;
চুম্বিছে ফেনিল রাশি নীল-চক্রনিভ
নভো, নীলাকাশ পরি ললাম সুন্দর।

অনন্ত তুহীন রাশি শ্বেত দেশোপরি
শোভিতেছে, সিত শীত, ধবল সে হীম,
শোভিছে অনন্ত-রূপে; চন্দ্র অংশু পড়ি
নীহারে, উজলে, সূর্য্যে মেঘাগ্র প্রতিম;
কিম্বা স্থির উল্কা যেন ধরার উপরে
শোভিছে, অচল গতি চঞ্চল চঞ্চলা।

নিস্তব্ধ যামিনী এবে, সুষুপ্ত সকলে,
নিলিনাহরিণী কুল—জিবিত নিকর—
সুষুপ্ত, কেবল নদী মৃদু কল কলে
ছুটে (চুম্বি প্রতিকূল) যথায় সাগর;
ধাইছে সবেগে যেন মদমত্ত করি
হেরি সরোবর; কিম্বা অম্বুরাশি যথা।

কিম্বা যথা মৎস্য রঙ্ক ধায় দ্রুতগতি
স্বচ্ছ সরোবর পানে হেরি সফরীরে।
বিজন তুনানীদেশ, মানব বসতি
নাহি যেন; বায়ু স্বনে তুঙ্গ শৃঙ্গ শিরে
স্বন স্বনি ঘন; শাখে বসি রাত্রচর
বরষে হরষ মনে সুস্বর লহরী।

সে স্বর লহরী মাঝে সমীরণ ঘন
ঘুরিছে, সাগরাবর্ত্তে সলিল যেমতি,
চির-চিত্র-নীলাম্বরে সহস্র রতন
খচিত, হাসিছে তথা চন্দ্র বংশপতি,
বিতরি কিরণজাল চন্দ্র চূড় চূড়ে
উজলিছে অংশুমালি উজ্বল কিরণে।

নিবিড় নীরব যাম, গম্ভীর রজনী—
ধরিয়ে নির্ব্বাত মূর্ত্তি, ভ্রমিছে সঘনে,
হেরিছে নির্ব্বাক এবে অখিল ধরণী,
গভীর নিদ্রার ক্রোড়ে জীব নরগণে,
এহেন নিশিথকালে * * * *
——বাতায়ন পথে
ছুটিছে একটী রশ্মি তারা সম জ্বলি।

পড়িয়া এ দিপালোক মিহিকা উপরে
শোভিতেছে চক্‌চকি, হীরক যেমন
পড়িয়া ধবল কুশে কত শোভাধরে;
মৃদু মৃদু মন্দ মন্দ দীপের কিরণ
ছুটিতেছে একদিকে বাতায়ন হতে।
(কে আর জাগ্রত বল এ হেন নিশিথে?)

একটী পুরুষ মূর্ত্তি বাতায়ন দ্বারে;
সজল মলিন নেত্র; পলাশাক্ষি দ্বয়
কাঁপে ঘন ঘন মৃদু, নয়ন আসারে,
সরোবরে বাতে যথা পদ্ম-পর্ণচয়;
মৃদুল বহিছে ঘন সে দীর্ঘ নিশ্বাস
কাঁপাইয়া শ্মশ্রুচয় মলিন বসন।
করযোড় করি বলি—ভূজ লতা দ্বয়—

কত যে সমরক্ষেত্রে তূণ বাণ ধরি
নাশিয়াছে বীরচূড়ে; হয়েছে বিজয়
বাজাইয়া রণবাদ্য তুরী জয় ভেরী
দুর্ব্বার সংগ্রাম মাঝে;—কালের নিয়তি!
কার সাধ্য জানিবারে প্রাক্তনের গতি।

যুবার নয়ন কোণে অশ্রুবিন্দু চয়
করিতেছে টল টল, কে জানে এমন
বীরেন্দ্র লোচন প্রান্তে নীহার নিচয়
সদৃশ অশ্রুর কণা দিবে দরশন?
কভু নভো পানে চাহি কর-পাণি যুড়ে
বলিছে অস্পষ্টস্বরেঅদৃষ্ট লিখন।

বীরেশ নয়নে অশ্রু কে জানে ঝরিবে
দরবিগলিত ধারে, কর যোড় করি
কে জানে বিক্রম সিংহ নীরবে কাঁদিবে?
কে বল, না ফেলে অশ্রু নিজ দুঃখে; স্মরি
পূর্ব্বতন সুখ বিভব বিক্রম, কিম্বা—
স্মরি পূর্ব্ব যশে (যবে আছিলা স্বাধীন।)

কপোল বাহিয়া দুখে নয়নের জল
গড়ায়ে আসিছে ধীরে, নীহার যেমতি
গড়ায় পত্রত্রি পরে, আঁখি ছল ছল
বিরস বদন—নাহি নয়নের জ্যোতিঃ।
উল্কাসম ছিল যাহা চির সমুজ্জ্বল
নিজদেশে নিজধামে মনের উল্লাসে।

আবার—করিল শূর আনত আনন,
ধীরেতে বিনম্রভাবে মৃদু মৃদু স্বরে
স্মরিল নিজের দুঃখ "কোথায় বৃটন—
শ্বেতদ্বীপ—রাজ্যমম—আজি কার করে
আবদ্ধ বৃটন-সূর্য্য—বৃটন-গৌরব,
শ্বেতদ্বীপেশ্বর যিনি কেশরি হৃদয়!"

শ্রীকামিনীকুমার দত্ত।

আত্মোন্নতি বিধান।

১ম অধ্যায়।

অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও ফল।

মানব-মন অসীম-আত্মা পরমেশ্বরের ক্ষমতা ও নৈপুণ্যের দেদীপ্যমান আদর্শ। জগদীশ্বর ইহার সৃষ্টি করিয়া এই আশয়ে এ পৃথিবীতে রাখিয়াছেন যেন এতদপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় অবস্থিত হইবার জন্য শিক্ষিত হইতে পারে। এই স্থানে অবস্থিতি কালে মনোবৃত্তিগুলি পুষ্প-কলিকার ন্যায় দিনং প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। এবম্ভূত স্বভাব-সম্পন্ন মনের শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য এই যে, তাহা হইলে শরীরী অবস্থায় ইহকালে কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সুসম্পন্ন করিয়া পরকালে অনন্ত-জীবন সুখে অতিবাহন করণের জন্য বিলক্ষণ আশা করিতে পারে।

সার্ আইজাক্ নিউটন প্রভৃতির ন্যায় ধীশক্তি-সম্পন্ন লোক এখনও দেখা যাইতে পারে বটে; কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি কম। অধিকাংশ লোকের উন্নতিই শিক্ষা-সাপেক্ষ। লোকে যে রূপ আশা করে, কখনই তদনুরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার একটী বিশেষ কারণ এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের স্বং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করিতেই তাহাদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। আমার পঠদ্দশার বিষয় যদি একবার আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, অনেক সময় আমি বৃথা ব্যয় করিয়াছি,অনেক সুযোগ হারাইয়াছি, কখন বা কেবল মন্দ বিষয় চিন্তা করিয়াছি, কদভ্যাস শিক্ষা করিয়াছি; অথবা অনেক বিষয়ে কুসংস্কার লাভ করিয়াছি,মনে এই গুলি উদয় হইলে কেবল অনুশোচনা উপস্থিত হয়, তখন কেবল স্বতই এই ভাবিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে থাকি, যে বর্ত্তমান দূরদর্শিতার

সহিত যদি আবার জীবনের কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি, তাহা হইলে কখনই আর উন্নতির পক্ষে প্রতিবন্ধকতা জন্মিবে না।

দেশের অবস্থার দিন২ উন্নতি সহকারে সহস্র২ বালক শিক্ষা লাভ করিতেছে; কিন্তু তাহারা সকলেই যে এক প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিয়া আশানুরূপ ঔৎকর্ষ্য লাভ করিবে, এমন বোধ হয় না। কেহ২ কৃতিত্ব লাভ করিতে পারে; কিন্তু অধিকাংশই অকৃতকার্য্য হইবে; তাহার কারণ এই, যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে হইবে, তাহারা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহারা নানাবিধ প্রলোভন ও বিপদ বেষ্টিত হওয়ায় তাহাদের উৎসাহ, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের বিষয় বিস্মৃত হইয়া অব্যবস্থিতচেতার ন্যায় এক একবার ভয় ও ভরসা এবং পক্ষান্তরে অধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের দ্বারা চালিত হইতে থাকে।

আমরা যেরূপ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি না কেন, অর্থাৎ নানা শাস্ত্রে তাহার বিশেষ রূপ ব্যুৎপত্তি থাকুক না কেন, অথবা চিত্তের একাগ্রতা বিষয়ে সে ব্যক্তি সমধিক প্রতিষ্ঠাভাজন হউক না কেন, কিংবা প্রচুর অভিজ্ঞান সহকৃত জ্ঞানবত্তার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করুক না কেন, তাহাকেও বিগত কালের বিষয় স্মরণ করিয়া পরিতাপ করিতে দেখা যায়। তখন তাহার মনে এমন ভাবের উদয় হয় যে, সে ভূতকালের যে২ ভাগ বৃথা ব্যয় করিয়াছে, তাহাতে অনায়াসে ভূরি ভূরি মহদ্ব্যাপার সম্পাদন করিতে পারিত। যে সকল মহাত্মা আমাদের পূর্ব্বে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের অধিকারের জন্য কত অমূল্যনিধি রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কাহার সাধ্য যে বিনাপরিশ্রমে অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণের আকর লাভ করিতে পারে? পশ্বাচারবিশিষ্ট বৃথা আমোদানুরক্ত কোন অসভ্য উলঙ্গ ও বঙ্গের ভূষণস্বরূপ কবিচূড়ামণি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই উভয়ে সাদৃশ্য বিষয়ে পরস্পর কেমন অন্তর! কিসে এই উভয়ের মধ্যে এত অধিক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়? অসভ্য জাতি কি মানসেন্দ্রিয় বিহীন? তাহার অন্তর প্রস্তর খণ্ড বিশেষ, ভাস্কর-বিদ্যা বিশারদ ব্যক্তি অস্ত্র বিশেষ দ্বারা তাহা হইতে সুন্দর স্তম্ভ বা প্রতিকৃতি খোদিত করিয়া থাকে। অসভ্য বন্য ব্যক্তি কখনই শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং তাহার মনোবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইতে না পারায় সে বন্য বৃষের ন্যায় অসীম বলবান ও ভয়ানক হইয়া উঠে।

মনুষ্যজাতির অন্তরাত্মা পরস্পর সমভাবাপন্ন কি না, এ বিষয়ে কোন বিশেষ বাগ্‌বিতণ্ডা করণাপেক্ষা সকলকেই ইহাই স্বীকার করা উচিত যে, প্রত্যেক মনুষ্যই কোন না কোন বিষয়ে পরস্পরকে অতিক্রম করিতে পারে। পাঠক! হয়ত গণিতশাস্ত্রে তোমার সুন্দররূপে পারদর্শিতা না জন্মিতে পারে, অথবা তুমি সুবক্তা বা সুলেখক না হইতে পার; কিন্তু যদি তুমি সদ্বিবেচনার সহিত কার্য্য কর, তাহা হইলে কোন না কোন বিষয়ে অনায়াসে অন্য ব্যক্তিকে অতিক্রম করিতে পারিবে।

১৬১২ খৃঃ অব্দে ক্লেবিয়স নামক একটী বালককে তাহার পিতা শিক্ষাদানার্থে কতিপয় রোমীয় যাজকদিগের হস্তে অর্পণ করায় শিক্ষকেরা প্রত্যেকে তা-

তাকে সুশিক্ষিত করণার্থে সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিলেন; কিন্তু একে২ সকলই অকৃতকার্য্য হইলেন। অবশেষে জনৈক অধ্যাপক তাহাকে জ্যামিতি শাস্ত্র শিক্ষা দিতে আরম্ভ করায় ক্লেবিয়স অল্পকাল মধ্যেই তাহাতে এত দূর পারদর্শী হইয়া উঠিলেন যে, তৎকালে তাঁহার ন্যায় গণিত-শাস্ত্রজ্ঞ আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। তৎপরে ইনি জগতে অতিশয় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হওত পঁচাত্তর বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। এই রূপ অনেক ছাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের কোন না কোন বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে তাহার অনেক প্রতিবন্ধকতা জন্মিয়াছে।

কোন একটী বালককে স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে অত্যুচ্চ নারিকেল বৃক্ষের উপর উঠিয়া উহার শীর্ষোপরি দুই খানি পা সংলগ্ন করতঃ লম্বমান হইয়া ঝুলিতে লাগিল এবং মধ্যে২ বাহ্বাস্ফোটন করিতে লাগিল। দর্শকেরা প্রত্যেকে তাহার অসমসাহসিকতা দেখিয়া ভূয়সি প্রশংসা করিতে লাগিল। পরে সে পূর্ব্ববৎ স্থির ভাবে বৃক্ষাবরোহন করিয়া প্রস্থান করিল। সেই বালকটী যদি তাহার মনোবৃত্তি অনুসারে শিক্ষিত হইত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ "বড় লোক" হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু তাহার ভাবি জীবনের বিষয় আর কেহই কিছু জানেন না। এতাদৃক্ লোকের সংখ্যাও ন্যূন নহে, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের মনোবৃত্তি অনুসারে শিক্ষার অভাবে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে।

এ জগতে অসাধারণী প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকের সংখ্যা অতি কম। অনেকে মনে২ আপনাদিগকে অসাধারণী প্রজ্ঞার পাত্র স্থির করিয়া ভান করে, এবং যে কার্য্য সামান্য উপায়ে নির্ব্বাহ করিতে পারা যায়, তাহাতেই বহ্বাড়ম্বর প্রকাশ করিয়া আপনাদিগকে 'বড় লোক' বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা করে; কিন্তু প্রকৃত বড় লোকের ভাব এতদ্রূপ নহে। তদ্গত চিত্তে অধ্যয়নেও সে প্রকার প্রজ্ঞা লাভ করা যায় না। আবার অনেকে মনে করেন যে অধ্যবসায়, নিয়ত পরিশ্রম ও গাঢ় অনুসন্ধানে প্রজ্ঞাত্ব লাভ করা যায়। অনেক ছাত্র অসাধারণী প্রজ্ঞাবিশিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য এইরূপ করে; কিন্তু সেটীও ভ্রমমূলক। অসাধারণী প্রজ্ঞা নৈসর্গিক। মহাধীশক্তি সম্পন্ন সার আইজাক্ নিউটন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার এবং অন্য২ লোকের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ এই যে, তিনি অন্যাপেক্ষা অধিক ধৈর্য্যশীল। তোমার বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হইতে পারে; মন প্রশস্ত হইতে পারে, যুক্তিশক্তি, কল্পনা, চিন্তা ও চিত্তবৃত্তি অন্য২ ব্যক্তির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে। মনে কর যে এই সকল গুণরাশি সত্ত্বেও তোমার অসাধারণী প্রজ্ঞা নাই; অতএব জন সমাজে খ্যাতি লাভের জন্য তোমার পক্ষে কেবল সবিশেষ পরিশ্রমেরই প্রয়োজন। তুমি যথেচ্ছা রাশি২ পুস্তক অধ্যয়ন করিতে পার, সুশিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পার; মনোনীত সুহৃদ্ দলে পরিবেষ্টিত থাকিয়া নিয়ত আনন্দানুভব করিতে পার; কিন্তু এই সকলের অস্তিত্ব সত্ত্বেও তোমার মনকে সুশিক্ষিত করণের ভার তোমারই হস্তে বিন্যস্ত রহিয়াছে। তোমা ভিন্ন আর

কাহারও হস্তে একার্য্যের ভার নাই। এই পৃথিবীতে সকলই পরিশ্রম ও যত্ন সাধ্য। যে সকল ভাল২ বিষয় আমরা লাভ করিতে বাসনা করি, বা যাহা অন্যকে দিতে ইচ্ছা করি, সকলই পরিশ্রমার্জ্জিত। অনায়াস-লব্ধ দ্রব্যের মূল্যও নাই, সুতরাং তাহার আদরও নাই। অতএব সুশিক্ষিত হওনার্থে যে প্রকার নিয়ম পরায়ণ হইতে হইবে, তাহা যথাক্রমে নির্দ্দেশ করা গেল।

১। অধ্যবসায় ভিন্ন কখনই মহান্ কার্য্য সাধিত হয় না। প্রশান্ত মহাসাগরে যে সকল দ্বীপপুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রবালদ্বীপমালা নামে বিখ্যাত; যেহেতু প্রবাল নামক ক্ষুদ্র২ কীটের দ্বারা ক্রমে২ এই সকল দ্বীপ বিনির্ম্মিত হইয়াছে। এক দিনে বা এক বৎসরে কখনই এত বৃহৎকার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। মনুষ্যের পরিশ্রমগত ফলও তদ্রূপ। অল্প পরিমাণে নিয়ত পরিশ্রম করিলে অসাধ্য কার্য্যও সুসিদ্ধ হইয়া উঠে। যে কেহ অবনীমণ্ডলে বিদ্যাবত্তা বিষয়ে অদ্বিতীয় হইতে চাহে, তাহার পক্ষে "ধীর পানি পাথর ভেদে।" দেশীয় এই প্রবাদটী সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া রাখা উচিত।

২। চিত্তসংযম করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বন্য ঘোটক যে পর্য্যন্ত শিক্ষিত না হয়, তাবৎকাল সে যেমন অস্থির অবস্থায় থাকে, মনোবৃত্তিগুলি বশীভুত না হইলে আমাদের অবস্থাও তদ্রূপ ঘটে। কোন অস্থিরচেতা যদি কোন বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তাহার মন কখনই তাহাতে আসক্ত হয় না। সে পুনঃ২ যেমন একটী বিষয় লইয়া চিন্তা করিতে চেষ্টা করে, অমনি তাহার মন বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। তখনই সে আপনার অনবধানতার বিষয় জানিতে পারিয়া আবার তদ্বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু চিত্তচাঞ্চল্য হেতু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া ক্লান্তি অনুভব করত নিদ্রিত হইবার চেষ্টা করে। এই রূপ অবস্থায় কখনই কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

৩। প্রথম শিক্ষার সময়ে মনকে সকল বিষয়ের শিক্ষিত করণের প্রয়োজন নাই। বন্দুকের বারুদ্ ঘরা বারুদ্ দ্বারা পুরাইতে হইবে সত্য বটে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে উহা বারুদাধারের উপযোগী করাই উচিত। আমাদের চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। শিক্ষার সময়ে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই হয় যে, আমরা এরূপে শিক্ষিত হইব যেন জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত কৃতীত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারি। তাহা হইলে অধ্যয়ন বিষয়ে আমাদের অভ্যাস পরিপক্ক হইয়া উঠে, এবং তদ্দ্বারাই পরিণামে আমরা শুভ ফল লাভ করিতে পারি।

৪। শিক্ষাসম্বন্ধে প্রথম উদ্দেশ্য এই যে, অধ্যয়ন বিষয়ে তোমার চিত্তবৃত্তি যেন স্থির থাকে, যে কেহ এই রূপ অভ্যাস করে সে অতি দুরূহ কার্য্যও সুসম্পন্ন করিতে পারে; কিন্তু যাহার এ প্রকার অভ্যাস নাই, সে যে কোন বিষয় শিক্ষা করুক না কেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। কোন বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইলে চিত্তের একাগ্রতা প্রয়োজন করে। এক বিষয় অধ্যয়ন করিতে২ মন যদি বিষয়ান্তরে চালিত হয়, তাহা হইলে মনোবৃত্তির অস্থিরতাহেতু দুইয়ের কোন বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ

করা যায় না। চিত্তের একাগ্রতা বা তদ্গত চিত্তের ভাব এই যে, যখন যে বিষয়ে চিত্তসংযোগ করা যায়, তখন তদ্বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে যেন মন চালিত না হয়। রিপু ও চিত্তবৃত্তি সংযম করিতে না পারিলে,কখনই চিত্তের অভিনিবেশ শিক্ষা করা যায় না। যে ব্যক্তি রিপুপরতন্ত্র, সে কর্ত্তব্য কার্য্যও রীতিমত নির্ব্বাহ করিতে পারে না। যে কেহ বাহ্য বিষয়ে প্রাধান্য লাভের চেষ্টা করে, সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়-সংযম করাই তাহার প্রধান কার্য্য। কোন২ বালক একটী অঙ্ক কসিতে আরম্ভ করিলে কেন পুনঃ২ স্লেট্ মুছিতে থাকে এবং অবশেষে নিরাশ হইয়া স্লেট্ ফেলিয়া উঠিয়া যায়? তাহার বিশেষ কারণ এই যে, সে কখনই চিত্তের অভিনিবেশ সম্বন্ধে চেষ্টা করে নাই। অতএব যখন যে কোন বিষয় শিক্ষা করা যায়, তৎপ্রতি যদি মনঃসংযোগ করা হয়, তাহা হইলে কখনই তাহা বিস্মৃত হওয়া যায় না। প্রত্যুত প্রস্তর খোদিত চিহ্নের ন্যায় চিরকাল ব্যাপিয়া উহা স্মরণ থাকিতে পারে। এপ্রযুক্ত যখন যে কোন নূতন বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর হয়, তখনই তাহাতে মন-সংযোগ করা উচিত। বিদ্যার্থী বালকগণ যদি এই বিষয়টী প্রথমে শিক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদিগকে একটী বিষয় পুনঃ২ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া শিখিবার জন্য লালায়িত হইতে হয় না।

চিত্তের একাগ্রতার বিষয় শিক্ষা করিতে হইলে গ্রীসদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তা দিমস্থিনিসের জীবনীর অনুকরণ করাই উচিত। মনের স্থিরতা সাধন করণার্থে দিমস্থিনিস্ স্ব গৃহ পরিত্যাগ করতঃ গিরিগহ্বরে যাইয়া ক্রমাগত পাঠাভ্যাস করেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। কোন ব্যক্তি যদি দৃষ্টিশক্তির কার্য্য রোধ করিয়া কেবল মানসিক চিন্তাশক্তির উদ্রেকতার চেষ্টা করে, সে অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার চিন্তাশক্তি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। অনেক ছাত্রকে দেখিতে পাইবে, তাহারা কোন একটী বিষয় শিক্ষা করণার্থে একবার এ গৃহে, একবার গৃহান্তরে, একবার মনোহর উদ্যানে, একবার পুষ্করিণী তটে, এই রূপে নানা স্থানে যাইয়া অভিপ্রেত বিষয়টী অভ্যাস করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু মনের অস্থৈর্য্যবশতঃ আদৌ কিছুমাত্র অভ্যাস করিতে না পারিয়া ভগ্নমনা হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বস্তুতঃ মনের একাগ্রতা অভ্যাস করিতে গেলে, কোন একটী বিষয়ে চিত্তের অভিনিবেশ প্রয়োজনীয়। তৎপরে অভ্যাস সহকারে চিত্তের চাঞ্চল্য ভাব যেমন ক্রমশঃ অপনীত হইতে থাকে, একাগ্রতাগুণটীও তেমনি দৃঢ়ভাব অবলম্বন করে।

৫। ধৈর্য্যগুণ একাগ্রতার সহযোগী, কেননা এই গুণের অভাব হইলে, মন কখনই শিক্ষিত হইতে পারে না। অচল অধ্যবসায়, ঐকান্তিক পরিশ্রম ও অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতি জ্ঞানোপার্জ্জনের পক্ষে সবিশেষ উপকারী, লোকে এই সকল গুণের বশবর্ত্তী হইলে নিশ্চয়ই কৃতার্থতা লাভ করিতে,পারে, যুবকেরা একেবারেই মন নূতন বিষয় সম্পন্ন করিবার ইচ্ছায় চালিত হইয়া সহসা বিপদাপন্ন হয়। তাহাদের অন্তঃকরণ অহঙ্কারে স্ফীত হওয়ায় কোন বিষয়ে হতাশ হয় না, তাহা-

রা সংসারে প্রবেশ করিবামাত্র মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য প্রয়াস পায়, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া পড়ে। তাহারা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া চিত্ত সংযম করিতে পারে না। অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়নে রত থাকে না এবং সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে আত্মশিক্ষা লাভের চেষ্টা পায় না, সুতরাং তাহারা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহাতেই অকৃতকার্য্য হইয়া পড়ে। এই রূপে শত২ লোক স্ব২ অমূল্য জীবন বৃথা অতিবাহন করিতেছে, তাহারা কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ করিতে পারে না, প্রত্যুত এমন কোন শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় থাকে, যে সময়ে তাহারা কোন অলোকসামান্য কার্য্য সাধনের আশা করে, তাহারা যেন একেবারেই বড় হইয়া জন্মিবার প্রত্যাশা করে। তাহাদের মনে২ এমন আশা যে, ফল পুষ্প বিশিষ্ট বৃক্ষই এককালে ভূমি ভেদ করিয়া উৎপন্ন হউক, যেন তাহারা নির্ব্বিরোধে উহার ছায়ায় উপবেশন করতঃ উহার পুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ ও ফল ভক্ষণ করিতে পারে। এরূপ আশা দুরাশামাত্র!! একটী বীজ বপন করিয়া তাহার অঙ্কুর উৎপাদনের পক্ষে কতই যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, তৎপরে যতই যেই অঙ্কুর বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই তাহার জন্য কতই ক্লেশ লইতে হয়, কতকাল ব্যাপিয়া তাহাতে জলসেক করিতে হয়। ফলতঃ একেবারে কখনই কোন মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করা যায় না। যে ব্যক্তি ব্যায়াম শিক্ষাভিলাষী সে স্বয়ং অতিশয় বলীষ্ট হইলেও কখনই প্রথম উদ্যমে অধিক ওজনের মুদ্গার লইয়া ভাঁজিতে পারে না। অধিক ওজনের মুদ্গার ভাঁজিবার অভিলাষী হইলে অগ্রে কম ওজনের মুদ্গার ব্যবহার করা উচিত, ইহাতে ক্রমে অভ্যাস জন্মিলে অধিক ওজনের মুদ্গার অনায়াসে ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবে। অতএব কোন বিষয়ে ক্রমে অভ্যাস জন্মিলে পরিশেষে উহা অতি সহজ হইয়া উঠে। এইরূপ প্রণালীর অনুসরণ করিলে কালসহকারে অতি মহান্ কার্য্যও অনায়াসসাধ্য হয়। ফলতঃ অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা ভিন্ন কেহই কখন মহত্ত্ব লাভের অধিকারী হইতে পারে না। সার আইজাক নিউটনের কুক্কুর কর্ত্তৃক স্বদীয় অমূল্য রচনাগুলী ভস্মীভূত হইলে, তিনি কেমন অচল অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যতা সহকারে আবার স্বাভিপ্রেত সম্পাদন পক্ষে কৃতসঙ্কল্প হইয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম করতঃ পণ্ডিতমণ্ডলীর চমৎকারিত্ব স্বরূপ জ্ঞানগর্ব্ভ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এবম্প্রকার চরিত্রের অভ্যাসলাভ অসাধারণ শিক্ষার ফল রূপ।

ছাত্রগণের উচিত যে, কোন বিষয়ে অন্যের পরামর্শ না লইয়া আপনাপনি চিন্তা ও তদনুসারে কার্য্য করিতে শিক্ষা করে। কর্ম্মকর্ত্তা কোন কার্য্য যদি স্বাভিপ্রায় অনুরূপ উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বড় লোকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অর্দ্ধশিক্ষিত লোক কেবল অন্যের অনুকরণ করে। অনুকরণে কখনই কেহ বড় লোক হইতে পারে না, কেননা আমরা দেখিতে পাই যে, যে কেহ অন্যের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে, সে তাহার গুণের ভাগ অনুকরণ না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন দোষেরই অনুকরণ করে। এইরূপে কত শত লোক আপনাদের অমূল্য জীবন বৃথা অতিবাহন করে, এবং শনৈঃ শনৈঃ অনুচিকীর্ষাবৃত্তির

বশবর্ত্তী হওয়ায় আপনাদের সদ্গুণেরও হ্রাস হইয়া পড়ে, সংস্কৃত কবিগুরু কালীদাসের অনুকরণপ্রিয় ভূরি২ লোক ত্বদীয় রচনামাধুর্য্য, ছন্দপারিপাট্য ও উপমা প্রভৃতি সদ্গুণের অনুকরণে অক্ষম হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ত্বদীয় আদিরস ঘটিত ভাবেরই অনুকরণ করিয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুকরণপ্রিয় লোকেরা তাঁহাদের শব্দলালিত্য, রচনা মাধুর্য্য প্রভৃতি কোন সদ্গুণের লেশমাত্রও অনুকরণ করিতে না পারিয়া, কেবল তাঁহাদের স্ব২ রচনার জঘন্য ভাগেরই অনুকরণ করিয়াছে। তারাশঙ্কর বিদ্যারত্ন ও অক্ষয় বাবুর অনুকরণপ্রিয় লোকেরা কেবল রূপকালঙ্কার ও বড়২ শব্দাড়ম্বরেই স্ব২ রচনা পূর্ণ করিয়াছে। কবে কোন্দেশে অনুকারকেরা অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছে? গজমুক্তা কি প্রত্যেক গজশিরে পাওয়া যায়? অনুকরণপ্রিয় লোকের সংখ্যা যতই কম হইবে, বসুন্ধরা ততই শান্তি লাভ করিবেন। ফলতঃ অনুকরণ করা যত সহজ, স্ব২ রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার সংশোধন করা ততই কঠিন। এই বিষয়টী যেন সতত তোমার চিত্রপটে মুদ্রাঙ্কিত থাকে যে, অনুকরণে কখনই প্রাধান্য লাভ করা যায় না। বড়লোক হইতে গেলে, স্ব২ চরিত্র ও আচার ব্যবহার আপনাপনি সংশোধন করা উচিত। কোন রূপ যত্ন ও পরিশ্রমে যে অন্যের সচ্চরিত্র ও সদাশয়ত্বের অনুকরণ করা যায় না, এটী স্মরণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, অপিচ অচল অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক পরিশ্রম সহকারে স্ব২ চরিত্র সংশোধন করিলেই বড় লোক হওয়া যায়।

৬। বিচার ও যুক্তিশক্তির উদ্রেকতা অধ্যয়নের একটী উদ্দেশ্য। এতদ্দ্বারা আমাদের মন যে শুদ্ধ অনুসন্ধায়ী হয়, এমন নহে, বরং অপর২ ব্যক্তিদের মত ব্যবস্থা ও যুক্তি সমূহের সমালোচনা করিয়া তন্মধ্য হইতে ভাল মন্দ স্থির করিতে পারে। এই শক্তির অভাব হইলে কোন্২ গ্রন্থ পাঠ্য এবং কোন্গুলি বা অপাঠ্য বা কোন্ গ্রন্থকর্ত্তা সম্মানার্হ অথবা কেই বা উপেক্ষণীয় এই গুলি আমরা অদৌ স্থির করিতে পারি না। যুক্তি ও বিচারশক্তির অভাবে অনেকের জীবন বৃথা অতিবাহিত হয়; কেননা কোন্ গ্রন্থকর্ত্তার পুস্তক আদরণীয় এবং কাহারই বা উপেক্ষণীয়, তাহা অবধারণ করিতে না পারিয়া অনেক পরিশ্রমপটু পাঠক যথেচ্ছ পুস্তকাদি পাঠ করতঃ বৃথা সময় অতিবাহন করে। কোন বিষয় ঘটিত শেষ যে মত জানিতে পারে, তাহাই বিশুদ্ধ ও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করে, অধ্যয়ন সম্বন্ধেও নূতন প্রচারিত কোন গ্রন্থকর্ত্তার পুস্তক উপেক্ষণীয় হইলেও প্রশংসনীয় ও অধিত্ব বলিয়া সযত্নে পাঠ করে, এবং অভিনব পরিচিত বন্ধুকেই সমাজের আদর্শ ও ভক্তিভাজন জ্ঞান করিয়া লয়; যেহেতু তাহার বিষয় ইতিপূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারে নাই। এই রূপে শত২ অকর্ম্মণ্য বিষয় বিবেকশূন্য লোক কর্ত্তৃক মহা সমাদরে গৃহীত হইতেছে। ইটালীদেশীয় কোন সুবিখ্যাত লেখক জনৈক মেষপালককে ৪।৫টী ডিম্ব লইয়া দুই হস্তে নিয়ত চালিতে ও ধরিতে দেখিয়া বলেন যে, "তদ্বিষয়ে সে এতদূর অধ্যবসায় ও একাগ্রতা দেখাইত যে, তৎকালে তাহার মুখচ্ছবির গম্ভীরভাব দেখিলে তাহাকে মন্ত্রণা-কুশল ও ধৈর্য্যসম্পন্ন রাজ-

মন্ত্রী বলিয়া অনুভব হয়। ফলতঃ তাহার যত্ন, পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও একাগ্রতা এতাদৃক্ সামান্য বিষয়ে নিয়োগ না করিয়া যদি গণিত-বিজ্ঞান প্রভৃতি কোন শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে ভাস্করাচার্য্য ও আর্কিমেদিস প্রভৃতির ন্যায় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত হইতে পারিত।” আমরাও দুই একটী ছাত্রকে দেখিয়াছি যে, তাহারা কোন২ পুস্তকের শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুখেং আবৃত্তি করিতে পারে, ইহার মধ্যে তাহার বিন্দু বিসর্গও ভুল হয় না। অনর্থক এরূপ পরিশ্রমের ফল কি? ইহা পণ্ডশ্রম মাত্র। অতএব কোন্ বিষয় অধীতব্য, এবং কোন্ বিষয়ই বা উপেক্ষণীয়, শিক্ষাসম্বন্ধে সেটী অবগত হওয়া সবিশেষ প্রয়োজনীয়।

পঠদ্দশায় বিবেক শক্তির দ্বারা চালিত হইয়া পাঠ্যপুস্তক মনোনীত করণার্থে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইল, তাহাতে যেন কেহ এমন বিবেচনা না করেন যে, ছাত্রদিগের নানা বিষয় জানিবার জন্য আমরা প্রতিবন্ধক হইতেছি। বস্তুতঃ পঠদ্দশাটী মন প্রস্তুতের প্রথম কাল। এই সময়ে তাহারা এমন ভাবে মন প্রস্তুত করিতে অভ্যাস করিবে, যেন ভাবিকালে বয়োবৃদ্ধি সহকারে নানাবিধ উপকরণ অনায়াসে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়।

৭। লোককে উত্তেজিত করণার্থে মনই প্রধান সাধন। পুনঃ২ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় মন যেমন কার্য্যোপযোগী ও সতেজ হয়, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু কোন২ লোকে এমন মনে করেন যে, মনের সমুদায় বৃত্তিগুলি একেবারে কার্য্যে নিয়োগ করিলে, মনের ক্লান্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা। এটী ভ্রান্তিমূলক। অশ্বকে সবেগে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে চালাইতে হইলে, আমরা যেমন প্রথম উদ্যমেই তাহার গতি বৃদ্ধি করণার্থে তাহাকে কশাঘাত করি না, প্রত্যুত তাহার বেগ বৃদ্ধির জন্য ক্রমশঃই যত্ন করি, আমাদের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে কখনই তদ্রূপ কৌশল প্রয়োগ করা উচিত নহে; যেহেতু শরীরের ন্যায় মন অস্থি মাংসে বিনির্ম্মিত নহে। ধনুকে জ্যারোপণ করণার্থে যেমন উহা অর্দ্ধেক নোয়াইতে হয়, তদ্ভিন্ন অধিক শক্তি প্রয়োগ করিলে ভগ্ন হইবার সম্ভব; কিন্তু মনোবৃত্তি বিষয়ে কখনই এরূপ আদর্শ প্রদর্শিত হইতে পারে না। প্রত্যুত মনোবৃত্তিগুলি যতই কার্য্যে নিয়োগ করা যায়, ততই উহা দ্বারা অধিক উপকারের সম্ভাবনা। কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, প্রত্যহই মনোবৃত্তিগুলি নানা কার্য্যে নিয়োগ না করিয়া বরং বিষয় বিশেষে নিয়োগ করাই শ্রেয় তাহা হইলে তদ্বিষয়টী অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে। পাঠকগণ যেন ভ্রমেও এমন মতের পোষকতা না করেন। এইটী যেন সতত তাঁহাদের মনে গ্রথিত থাকে যে, মন যতই কার্য্যে নিয়োজিত হইবে, ততই মনোবৃত্তিগুলি সতেজ ও কার্য্যকুশল হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে, যখন যে কাজে মনঃসংযোগ করা যাইবে, সেই কাজটী সহজে সুসম্পন্ন হইবে। সার্ আইজাক্ নিউটন্ স্বীয় মনোবৃত্তিগুলি সততই কার্য্যে নিয়োগ করিতেন, বলিয়া বিদ্বান্ মণ্ডলীর মধ্যে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। সাময়িক চিত্তবেগ অনুসারে যদি মনোবৃত্তি সঞ্চালন করা যায়, তাহা হইলে যাবজ্জীবন কোন কার্য্যই শেষ করা যায় না।

৮। মনুষ্য-প্রকৃতি অবগত হওয়া

অধ্যয়নের উদ্দেশ্য। অনেকের এই প্রকার মত যে, লোক জনের সহিত সর্ব্বদা ব্যবহার ও কাজ কর্ম্ম না করিলে কখনই তাহাদের স্বভাব জানিতে পারা যায় না। এবম্প্রকার মত ভ্রমাত্মক; কেননা এতদ্দ্বারা শুদ্ধ কার্য্য-প্রণালী জানা যায়, যে ছাত্র কৃত-বিদ্য হইয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াও মনুষ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সাধুসমাজে তাহার কিছুমাত্র সমাদর নাই। প্রত্যুত তাহার শিক্ষক পর্য্যন্ত তাহার জন্য বিনিন্দিত হয়েন। কার্য্য-ক্ষেত্রে উপনীত হইলে লোকে কোন্ অবস্থায় কিরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিবে, তদ্বিষয়ে এক প্রকার নির্ণয় করা যাইতে পারে বটে; কিন্তু লোকানভিজ্ঞ ছাত্র কখনই তাহার মনোবৃত্তি বা তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন না। লোকজ্ঞতা না থাকিলে কোন সুবক্তা কখনই শ্রোতৃ-বর্গের মনোরঞ্জন করিতে পারে না। মান্যাস্পদ মৃত দ্বারকানাথ মিত্র অথবা মৃত মহাত্মা শম্ভুনাথ পণ্ডিত মনুষ্যপ্র-কৃতি এমন সুন্দররূপে বুঝিতে পারিতেন যে, কি ওকালতী, কি মহামান্য হাই-কোর্টের জজের কার্য্য, কি গার্হস্থ্য জীবন ইহার কোন অবস্থাতেই তাঁহারা কোন লোক কর্ত্তৃক কখনই প্রবঞ্চিত হয়েন নাই। প্রথম দর্শনেই কোন চির-অপরি-চিতের স্বভাব সুন্দররূপে বুঝিতে পারি-তেন। সহসা কেহই তাঁহাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিত না। লোকজ্ঞতা বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলে-ন, প্রকৃত কৃতবিদ্য মাত্রেরই স্বভাব এই প্রকার। মানবপ্রকৃতির যে সকল রীতি নীতি কাল মাহাত্ম্য দেশাচার বা অবস্থা ভেদে পরিবর্ত্তিত না হয়, লোকজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই সেই সকল অপরিবর্ত্তনশীল রীতি নীতির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন। লোকজ্ঞ কৃতবিদ্য ও লোকানভিজ্ঞ মূর্খ এতদুভয়ের মধ্যে তারতম্য এই যে, প্রথ-মোক্ত ব্যক্তি সহজেই লোকের অন্তর-ভেদ করিতে পারেন; কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তি কেবল নিরর্থক গোলযোগ করিয়া কাল-ক্ষেপ করেন। আবার পাঠকের মনে যেন এমন সংস্কার না জন্মে যে লোকজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই সাধারণের বাহ্যিক ভাবও সম্পূর্ণ রূপে অবগত হইবেন; কেননা কোন বৈজ্ঞানিক পদার্থবিৎ যৎ-কালে বিদ্যুতের বিষয় পর্য্যালোচনা করণার্থ তদ্গতচিত্তে উহার দিকে দৃষ্টি-পাত করিতে থাকেন, তখন আকাশমার্গে কোন্ প্রকার মেঘ উড্ডীন হয় বা তৎ-কালিক বায়ুর স্বভাবই বা কিরূপ, তাহার প্রতি কি যুগপৎ চিত্তনিবেশ করিতে পারেন?

৯। আত্মজ্ঞান লাভ করা শিক্ষার একটী উদ্দেশ্য। আমরা অনেক লোক দেখিতে পাই যে, তাহাদের পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তা না জন্মিলেও তাহারা উচ্চ২ পদে অভিষিক্ত হইয়া বিলক্ষণ সম্মানিত ও ধনবান হইতেছে। কিন্তু এবম্প্রকার লোকের মধ্যে অনেকে পল্লবগ্রাহী ও আত্মশ্লাঘা সম্পন্ন। তাহাদের বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানসীমা অন্য কর্ত্তৃক বিলক্ষণ বিনির্ণীত হইতে পারে। তাহারা বাহিরে পাণ্ডি-তাভিমানী বলিয়া ভান করুক না কেন; তথাচ কি বিষয়ে তাহারা অভিজ্ঞ এবং কি বিষয়ে বা অনভিজ্ঞ সুন্দর রূপে জানা তাহাদের পক্ষে সবিশেষ কর্ত্তব্য। আ-মাদের অপেক্ষা বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন লোকের সহবাসে যে 'আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি কেবল প্রখর ও মার্জ্জিত হয়

এমন নহে, প্রত্যুত নম্রতাগুণও শিক্ষা করিতে পারা যায়। এই পৃথিবীতে যতই আমরা বড়২ লোকের সংসর্গে কালাতিপাত করিব, ততই তাঁহাদের জ্ঞানবত্তার আধিক্য বুঝিতে পারিলে আত্মপ্রবঞ্চনা প্রভৃতি দোষরাশি আমাদের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইবে। কৃত-বিদ্য ব্যক্তিরা যে আবার জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পান, ওপ্রকার অনুমানও ভ্রমমূলক। যেহেতু অনন্ত জগতের ন্যায় জ্ঞানেরও অন্ত নাই। আত্ম-জ্ঞান শিক্ষায় উপকার কি? আর আপনাকে বড় লোক বলিয়া জানিলেই বা ক্ষতি কি? এক কথায় উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, যে সংখ্যক টাকা তুমি ন্যাস্ত রাখ, তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক টাকা ন্যাসধারীর নিকট হইতে গ্রহণের জন্য অন্য কোন ব্যক্তিকে বরাৎ দিলে তাহাই কি সেই ব্যক্তি পাইবে? কখনও নহে। জ্ঞানবত্তা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ফলতঃ আত্মশ্লাঘা সম্পন্ন ও পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিরা কেবল অন্যের উপহাসাস্পদ হয়। অপিচ প্রকৃত নম্র লোকেরা সমাজে যেমন আদৃত হয়, অহঙ্কারস্ফীত পণ্ডিতাভিমানীরা কখনই সেরূপ আশা করিতে পারে না। প্রত্যুত সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করে। অধ্যয়নের ফল প্রকৃতি নম্রতা। এই গুণে বিভূষিত হইলে লোকে প্রকৃতরূপে স্ব২ অবস্থা জানিতে পারিয়া অন্যের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে। ফলতঃ পণ্ডিত লোকের স্বভাব এমন সুন্দর যে, তাহার প্রতি আবাল বৃদ্ধ সকলেই সন্তুষ্ট থাকে।

১০। স্মৃতি-শক্তির উন্নতি সাধন করাও অধ্যয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের মানসিক গুণ রাশির মধ্যে ইহা এক অমূল্যনিধি, এতদ্দ্বারা সুমহান্ কার্য্য সিদ্ধ হয়। যাহাদের এমন স্মরণ শক্তি যে, কোন বিষয় অধ্যয়ন করিলে পর অমনি তাহার মর্ম্মার্থ তদীয় স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হয় না এবং তদ্বিষয়ক দোষগুণও তাহারা অনায়াসে তুলনায় সমালোচনা করিতে পারে, তাহারাই অচিরকাল মধ্যে বড় লোক বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। অনেকের এমন ভ্রম বুদ্ধি যে, তাঁহারা অন্যের রচিত বিষয় পাঠ করিয়া তদ্দণ্ডে বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করেন, কি জানি তাঁহাদের মনভাণ্ডার পাছে অন্যের রত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তাহাহইলে বড়লোক হওয়াই অভিমান তাঁহাদের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইবার সম্ভব। এইটী যদি যুক্তি সঙ্গত হইত, তাহা হইলে আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার কখনই ভূত-পূর্ব্ব সুবিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গ্রন্থ-রত্নে পরিপূর্ণ থাকিত না? অন্ধকারময় জগতে যেমন সামান্য রশ্মি বিশিষ্ট কোন একটী ক্ষুদ্র গ্রহের আলোকও সমধিক সমাদৃত হয়, অজ্ঞানান্ধকার জগতে আমরা অন্যদত্ত যে সামান্য জ্ঞানালোক পাইতে পারি, তাহাতেই সন্তোষ লাভ করা অধীন কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ অতি প্রাচীন কাল হইতে যখন এই জগৎ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইতেছে, তখন অধুনাতন কেহই আর উহার অভিনব স্রষ্টা বলিয়া অভিমান করিতে পারিবেন না। নূতন শিক্ষার্থী বালকে যেমন প্রীত চিত্তে কোন বিষয় অধ্যয়ন ক লোককে তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র কাশ করিতে দেখি না কে কারণ এই যে, তাহার চিত্ত তদ্বিষয়ের ভাব বিলুপ্ত হয় না

...া পুনঃ২ নানা বিষয় দর্শন ক-
...হাদের নিকট আর কিছুই নূতন
বোধ হয় না। স্মৃতিশক্তির গুণেই
...ঃ বর্ষ বয়স্ক ব্যক্তির নিকট কোন
আর নূতন ভাব-পূর্ণ বলিয়া বোধ
...না। এই গুণের প্রভাবেই নানা-
শাস্ত্র প্রতিনিয়ত সমালোচিত ও অ-
...হইতেছে, এবং ইহার জন্যই সুপা-
...রা পণ্ডিত পদবাচ্য হইয়াছেন।
...তশক্তির কি মহান্ গুণ, তাহাই এ-
...ন বিবৃত হইল, পাঠক তদ্বিষয়ে
...চিত হউন। স্থানান্তরে এই গুণের
...্যাস প্রণালী প্রকটিত হইবে।
...যে২ বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা
...াই জানিতে পারিবে যে, চিত্তবৃত্তি-

গুলি কিসে উন্নতি লাভ করিতে পা...
অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেবল তাহ...
বিবৃত হইয়াছে। পাঠদশায় ছাত্রা...
গের মন একেবারে জ্ঞানরাশিতে প...
পূর্ণ হওয়া নিষ্প্রয়োজন। কোন স্থল...
ইতে শোষক যন্ত্রের সাহাযে বায়ুবা...
করিয়া ফেলা যাইতে পারে বটে; বি...
আবার সেই স্থান যেমন বায়ুবাশি...
পূর্ণ হয়। অধ্যয়নশীল ও পরিশ্র...
পরায়ণ পাঠকের স্বভাবও তদ্রূপ...
অতএব এই সকল বিষয় যাহারা অ...
নিবেশ পূর্ব্বক সমালোচনা করেন, ত...
হারাই প্রকৃত ... ...ের উদ্দে...
বুঝিতে পারিয়া ... ...লভোগ
রিতে সক্ষম হয়েন।

প্রিয়-সম্মিলন।

(চতুর্দ্দশপদী।)

খেলায় শরত-শশী, সুনীল অম্বরে;
খেলায় সমীর ধীরে, তরু লতা সনে;
খেলায় কুসুম ল'য়ে, চাঁদের কিরণে,
হেলে দুলে মৃদু মন্দ, সমীরণ-ভরে।
সুন্দর কুসুম, শশী; তরু-শাখা পরে,
সুন্দর পল্লব; কিন্তু রূপের তুলনে
জিনেছে রমণী অত, দাঁড়া'য়ে কাননে,—
রূপের প্রতিমা যেন,—চাপি দুটি করে
চঞ্চল হৃদয়,—কেন বুঝায় যতনে
"...রে ব্যাকুল তুমি অবোধ হৃদয়,
... ভোলো মিছে আশার ছলনে;"
...দুটি ছল ছল,—যেন ধারা বয়।
...রল নয়ন-বারি, চমকি তখন
হেরিল রমণী পাশে হৃদয়-রতন।